শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ } চৈত্র ১৩৫৮ { ১ম সংখ্যা



সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
কার্য্যালয়ঃ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)
পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী
পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব
পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী
পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) হইতে প্রকাশিত ও **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে** মুদ্রিত।

চতুর্থ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	অতিথি-সৎকার	৬।২২০, ৭।২৬১, ৮।২৯৯
২।	অন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৭২
৩।	অম্বরীষ-রাজার উপাখ্যান	১০।৩৮৯
৪।	আত্মানুসন্ধানে	১০।৩৯৪
৫।	আমাদের কর্ত্তব্য	৬।২৩৫
৬।	আমি কে ?	৪।১৪৮
৭।	আর্ত্তি-স্তবরাজঃ—(শ্রীল প্রভুপাদস্য তিরোভাব-তিথৌ)	১০।৩৮৫
৮।	আসাম-প্রদেশে প্রচার—[গোলোকগঞ্জ, ধুবড়ী, সাপটগ্রাম, অভয়াপুরী, ভাটীপাড়া, বঙ্গাহগাঁও, মলিগাঁও, বাঁশবাড়ী, গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে]	৪।১৫৮
	উপদেশামৃতম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৫।১৬১
	উপদেশামৃতের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬৩
	একান্তী বৈষ্ণব মাহাত্ম্য [পদ্য]	৩।১০৫
	কর্ম্মীর কাণাকড়ি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৫
	কৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা—শ্রী [পদ্য]	৫।১৭৮
	কৃষ্ণ-নামাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৩।৮১
	কৃষ্ণ-নামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮৩
	'কৃষ্ণ-সংহিতা'-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৮
	কেদার-বদ্রী-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৫।১৯৩
	কেশবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৬।২০১
	কেশবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৬।২০৩
২০।	ক্রোধের কুফল ও তাহার সম্বরণোপায় [পদ্য]	১।১০
২১।	গুরু-কৃপা হি কেবলম্ [বন্দনা ও প্রার্থনামূলক—পদ্য]	১১।৪৩২
২২।	গুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে প্রার্থনা—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৬।২১৩
২৩।	গুরুদাস [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৪
২৪।	গুরু-পাদপদ্মে শরণাগতি—শ্রী [পদ্য]	৭।২৬৯
২৫।	গুরুপূজা-প্রশস্তি—শ্রীশ্রী [শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে]	১।২১, ৩।১০৬
২৬।	গোবিন্দ-স্তোত্র—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৮।২৯৩, ৯।৩৪১
২৭।	গৌরকৃষ্ণ—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৭
২৮।	গৌর-জন্মোৎসব—এলাহাবাদে শ্রী	২।৭৯
২৯।	গৌরভক্তের মহিমা—শ্রী [পদ্য]	১।২৭

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩০।	গৌরাঙ্গ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৩
৩১।	চিত্রকেতুর উপাখ্যান	৭।২৭১
৩২।	চুঁচুড়ায় প্রচার [দে-পাড়ার হরিসভায় গুরু-মহারাজের ভাগবত পাঠ]	৩।১১৯
৩৩।	চৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত বাণী—শ্রী	৩।৯
৩৪।	জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রী	৫।১৯৯
৩৫।	জন্মাষ্টমী-উৎসব—শ্রীশ্রী	৮।৩১৪
৩৬।	জন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার—শ্রী [সমালোচনা]	৭।২৭৪
৩৭।	জয়তীর্থ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৬
৩৮।	জ্ঞানকথা	৯।৩৩২, ১০।৩৭৬
৩৯।	ঠাকুর নরহরি—শ্রীল [পদ্য]	১২।৪৬৫
৪০।	তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব মায়া-কবলিত	৮।৩১৭
৪১।	ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধবের]	২।৭৭
৪২।	দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ— পরলোকগত শ্রীপাদ [শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক তারণের চেষ্টা]	২।৬২, ৬।২২
৪৩।	দীনের নিবেদন—[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-চরণে—পদ্য]	৩।৯
৪৪।	দীনের পদ্য-প্রসূনাঞ্জলি—জগদ্‌গুরু [নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্ট-সপ্ততিতম শুভ প্রকট-বাসরে	২।৫
৪৫।	দীনের প্রার্থনা—[শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্ট-সপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে—পদ্য]	৪।১৯
৪৬।	দুই বন্ধুর আলাপ	৩।১১১, ১০।৩৭
৪৭।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী	২।১
৪৮।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা-উৎসব-পঞ্জীসহ]	১২।৪৬৩-
৪৯।	নবদ্বীপ-স্তোত্রম্—শ্রীমন্ [শ্রীশ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১
৫০।	নবদ্বীপ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ	১
৫১।	নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা—শ্রীল [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।
৫২।	নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১
৫৩।	নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-তারণের চেষ্টা—শ্রীমন্	২।৬২, ৬।২
৫৪।	নিবেদন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	
৫৫।	'নিবেদন'—কি নিগোপন [সমালোচনা]	৭।২
৫৬।	নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা [আচার্য্যপ্রবরের প্রকট-বাসরে]	২
৫৭।	নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা [মথুরা পরিক্রমার প্রথম দিবসে]	১
৫৮।	নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—প্রথম দর্শন [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২
	দ্বিতীয় দর্শন ৮।২৮৫, তৃতীয় দর্শন ৯।৩	
৫৯।	নৃসিংহ-স্তবঃ—শ্রী [শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]	২
৬০।	নৃসিংহ-স্তবের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	২

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬১।	পঞ্চোপাসনা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৪
৬২।	পতিতের আশা [পদ্য]	৫।১৯১
৬৩।	পরাদর ও পরনিন্দা	১।১৪, ২।৫৯, ৩।৯৬
৬৪।	প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অষ্ট-সপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে	৪।১৪৫
৬৫।	প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৭, ৭।২৪৮, ৮।২৮৯, ৯।৩২৭, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৮, ১২।৪৪৬
৬৬।	প্রশ্ন ও উত্তর [ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে—৩।৮৯ 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা'-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে—২।৪৮	
৬৭।	বদরিকাশ্রম পরিক্রমা—শ্রী	৯।৩৫৭, ১১।৪৩৭, ১২।৫৪৮
৬৮।	বদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীবেদব্যাস-বিলিখিতম্] অগ্নিকৃতম্ ৯।৩২১, মার্কণ্ডেয়কৃতম্ ১০।৩৬১, গরুড়কৃতম্ ১১।৪০১, শিবকৃতম্ ১২।৪৪১	
৬৯।	বদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ-শ্রীশ্রী-অগ্নিকৃত ৯।৩২৩, মার্কণ্ডেয়কৃত ১০।৩৬৩, গরুড়কৃত ১১।৪০৩, শিবকৃত ১২।৪৪২	
৭০।	বদ্রীনারায়ণ পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র—শ্রীশ্রী [নিয়মাবলীসহ]	৬।২৩৮
৭১।	বর্ত্তমান জগৎ	৯।৩৪৭
৭২।	বর্ত্তমান সমাজের আচার	১০।৩৮৭
৭৩।	বর্ষ-পরীক্ষা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৩
৭৪।	বর্ষ-বিদায় বা বেদান্ত (?)	১২।৪৭২
৭৫।	বলদেব বাক্যের অনুসরণ ও গুরুবাক্য - (৬) শ্রী [শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধবিচার-সম্বলিত সমালোচনা]	৭।২৭৪
৭৬।	বিরহ-বিজ্ঞপ্তি—জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ষোড়শ-বার্ষিক অপ্রকট-তিথিতে	১১।৪১৫
৭৭।	বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার অশুদ্ধতা [সমালোচনা]	৯।৩৫৫
৭৮।	বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা	১।৪০, ২।৭৯, ৩।১২০, ৪।১৫৯, ৫।২০০, ৬।২৪০, ৮।৩১৯, ৯।৩৬০, ১০।৪০০, ১১।৪৪০, ১২।৪৭৩
৭৯।	বেদ-বর্ষ	১।৩৩
৮০।	ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—শ্রীশ্রী [শ্রীল প্রভুপাদেন সংগৃহীতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংশোধিতা পরিবর্দ্ধিতা চ]	৩।১১৭
৮১।	ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৫
৮২।	ব্যাসপূজার আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৪২৪
৮৩।	ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত—৮৪ ক্রোশ শ্রী	১।২৮, ২।৬৭, ৪।১৫৪, ৫।১৯৪, ৮।৩১৫
৮৪।	ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি ?—প্রশ্ন ও উত্তর [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৯
৮৫।	ভক্তিকথা	১।১৭, ২।৫৫, ৪।১৩২, ৫।১৮০, ৬।২১৫, ৭।২৫৭, ৮।২৯৫

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠা
৮৬।	ভক্তি-তরঙ্গিণী—শ্রী [পদ্য] ভক্তি-মহিমা	৭।২৫৫, ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা ৮।২০৫, ৯।৩৩০, ভক্তিবশ ভগবন্-মহিমা ১১।৪১২, ভক্তিসাধক ভক্ত-মহিমা ১২।৪৪৯
৮৭।	ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে	৪।১৩২
৮৮।	ভক্তির অধিকারী কে ?	৪।১৩৬, ১০৫
৮৯।	ভক্তি-সিদ্ধান্ত [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২০৪
৯০।	ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষোড়শ-বার্ষিক বিরহ-উৎসব—জঙ্গদ্‌গুরু শ্রীমদ্	১০।৩৯৯
৯১।	ভক্ত্যুপহৃত দুর্ব্বাদল—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-বাসরে [পদ্য]	১০।৩৭৩
৯২।	ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির উপায়	৯।৩৫০
৯৩।	ভগবান্ ভক্ত-বৎসল	১২।৪৫৫
৯৪।	ভবিষ্য [পদ্য]	৪।১৪১
৯৫।	ভাবী গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন	৮।২৯২
৯৬।	রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীপুরীধামে	৪।১৫৭
৯৭।	রাধাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৭।২৪১
৯৮।	রাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৪৩
৯৯।	রামানুজাচার্য্যের উপদেশ—শ্রী	১১।৪২৫
১০০।	রিপুর বশে [পদ্য]	২।৬৬
১০১।	রুক্মিণী ও ভীষ্মক-রাজার উপাখ্যান	১১।৩৭
১০২।	শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	৮।২৮১
১০৩।	শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৮।২৮৩
১০৪।	শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [কলিযুগ-পাবনাবতারী-শ্রীশ্রীমৎ-কৃষ্ণচৈতন্য-বদনাব্জ-বিগলিত-বাক্যবেদম্]	৪।১২১
১০৫।	শিক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৪।১২২
১০৬।	সনাতন গোস্বামী—শ্রীশ্রীল	৬।২৩১, ৭।২৬৫, ৮।৩০৭, ৯।৩৩৬, ১০।৩৮০, ১২।৪৫১
১০৭।	সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল প্রভুপাদের (ষোড়শ-বার্ষিক) বিরহ-বাসরে	১১।৪৩৪, ১২।৪৬৭
১০৮।	সুনীতি ও দুর্নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৫
১০৯।	'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা	১১।৪২৩
১১০।	স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত	৯।৩৪২, ১১।৪২৮
১১১।	হরি-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৬।২২৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম

৪র্থ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৩০ গোবিন্দ, ৪৬৫ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৩৫৮; ইং ১১।৩।৫২ | ১ম সংখ্যা

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌড়দেশে সুর-দীর্ঘিকায়া-
স্তীরেঽতি-রম্যে ইহ পুণ্যমধ্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং
তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥১॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ
কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞা-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥২॥

যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈ-
র্নানাদ্রুমৈঃ সু-পবনৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার পাত্রে-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৩॥

বিদ্যা-দয়া-ক্ষান্তি-মখৈঃ সমস্তৈঃ
সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষি-দেব-সিদ্ধৈ-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৬॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ
সুবর্ণ-সোপান-নিবদ্ধ-তীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভি-র্গৌরবগাহ মধ্যে
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৪॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য
স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্য-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৭॥

মহান্ত্যনন্তানি গৃহাণি যত্র
স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রী-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমভরেণ সর্ব্বম্।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জ্বল-ভাব-সিন্ধৌ
তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৮॥

এতন্নবদ্বীপ বিচিন্তনাঢ্যং
পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে
সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ ॥৯॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য-তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্মরণ করিতেছি ॥১॥

যাহাকে কেহ কেহ 'পরব্যোম', কেহ কেহ 'গোলোক' এবং তত্ত্বজ্ঞগণ 'বৃন্দাবন' বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥২॥

যে-স্থান নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানা-বৃক্ষে শোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুযোগ দান করে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥৩॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৪॥

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠগৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥

যেখানে লোকসকল বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৬॥

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদি-লীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৭॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করতঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল-ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৮॥

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপ-ধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্লভ প্রেম লাভ করেন ॥৯॥

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ—সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াতীত

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবাধ্য। শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ! পাঠক। গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

কাল্পনিক গৌরাঙ্গ-বাদের নিরাস

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর অভক্তি-মার্গাশ্রিত অন্যের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে, তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয়-জ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে। এক বঙ্গদেশীয়

বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন—নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটী সেই কথার প্রমাণ করিবে।

উক্ত কাল্পনিক মতবাদের নিরাস-কল্পে যদ্বা-তদ্বা কবির দৃষ্টান্ত

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১)
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন ॥৯৪,৯৯॥
স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥
'যদ্বা-তদ্বা'-কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥
'রস,' 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥১০১-১০৩॥
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ" ॥১০৭-১০৮॥
কবি কহে, "জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি শরীরী মহাধীর" ॥১১৪॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন ॥
"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বর তোর নাকিহ বিশ্বাস !!১১৬-১১৭॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি !!১২০॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২৯॥
"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিব সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ"॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩২)
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে॥১৫৮॥

প্রাকৃত কবির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তের আশ্রয় কর্ত্তব্য

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাহাদের অন্যায় আচরণ গৌরভক্তি নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধ-ভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন—গৌর-কান্তিধারী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি—এই গৌর-বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন, তিনি গৌরত্বিট্। তাঁহার নাম—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।**

"শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।"

(চরিতামৃত আদি, ৩য় পরি, ৩৪ সংখ্যা)

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ-কান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কহে পীত-বরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫৩।৫৬)

শ্রীগৌরাঙ্গের গণ—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা

পাঠক! শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাম' ও 'রূপ' জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার 'গুণ' শ্রবণ করুন্। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়া-গুণধর। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-মধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় **নিত্য-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।**

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অন্যান্য দাতৃবর্গের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গৌরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটীর দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ-ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—অপরের দয়ায় 'মন্দ' উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া 'অমন্দোদয়া কৃপা' অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। ফল্গু চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া গৌরকৃপার নিকট তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তিরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাকক্রমে ভ্রমময় মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তিবিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে ধনজ্ঞানে যত্ন করিয়া যিনি গৌরসেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্ম-বঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন লাভে কৃতকার্য্য হন না। **শ্রীগৌরের নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরের রূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরের গুণ—মহা-কৃপাময়।**

শ্রীগৌরের লীলা—কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার

এক্ষণে গৌরলীলার কথা শুনুন। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশে কৃষ্ণভক্ত; বদান্য-গুণে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারক। সেব্য বস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটীতে যেরূপ পরস্পর ভেদ প্রাকৃত বস্তু-মাত্রে আছে, অপ্রাকৃত শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া তাঁহাতেও ঐ চারিটী অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্যের মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীরূপানুগত্যই সকল মঙ্গলের আকর

শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য-**নাম**—'সম্বন্ধ,' গৌরকৃপা **কৃষ্ণভক্তি**—'অভিধেয়' ও গৌর-দেয় **কৃষ্ণপ্রেম**—'প্রয়োজন'। ভগবদ্-**'রূপ'**-বিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করিয়া বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাতিবৈষ্ণব, গোঁসাই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায়

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন—সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।

শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারাই একমাত্র সাধুসঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব জানিবার পথ

সাধনভক্তির মূল বস্তু **শ্রদ্ধা,** ভাবভক্তির মূল বস্তু **রতি,** প্রেমভক্তির মূল বস্তু **রস,** ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থানে লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

নিবেদন

হরিভক্তিই শ্রীপত্রিকার জীবন

শ্রীপত্রিকার প্রতিজ্ঞা এই যে, কোন সময়েই পরমার্থ-তত্ত্ব ব্যতীত আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিবেন না। এই জগতে জড় বিষয় লইয়া অন্যান্য পত্রিকা-সকল সর্ব্বদা আলোচনা করেন, কিন্তু সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা, হরিতত্ত্ব, আত্ম-সম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করেন না। সুতরাং **হরিভক্তিই এই পত্রিকার জীবন।** জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে-স্থলে বিশুদ্ধ হরিভক্তির সহায়, সেই স্থলেই এই পত্রিকায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চর্চ্চা হয়।

পত্রিকা-প্রকাশে পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের অনুসরণ

ভক্তগণের জীবন ও হরিলীলা বর্ণন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। হরিলীলা-বর্ণনেও দুই প্রকার প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ-ভক্তিভাবিত হরিলীলা-বর্ণন-প্রবৃত্তি (১) এবং যে-কোন ভাবেই হউক হরিনাম ইত্যাদির গান-প্রবৃত্তি (২)। এই পত্রিকায় বিশুদ্ধ-ভক্তি-ভাবিত হরিকথার প্রবৃত্তি আছে। হরিকথা বলিয়া ভক্তিবিরোধী

ভোগ-মোক্ষের সহায়স্বরূপ মায়াবাদাদি দুষ্ট মতের প্রশ্রয় দেওয়া এই পত্রিকার অভিপ্রায় নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহানুভবগণ যেরূপ বিশুদ্ধ-হরিভক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, আধুনিক লোকগণ সেরূপ করেন না। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীহরি-ভক্তিরসামৃত প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থে যেরূপ বিশুদ্ধ-ভক্তির আবির্ভাব দেখা যায়, সেরূপ আর আধুনিক লোকদিগের রচনায় দেখা যায় না। আমরা এইজন্যই এই পত্রিকায় পূর্ব্ব-মহাজনদিগের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি (স্তোত্র ও প্রবন্ধাবলী) প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদের রচনা পাঠে শুদ্ধবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের বিশুদ্ধ-ভক্তি উদিত হয়।

পাঠকের সুবিধার জন্য সংস্কৃত শ্লোক ও টীকার সর্ব্বত্র বঙ্গানুবাদ দেওয়া শ্রীপত্রিকার বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত-ভাষায় সকলের প্রবেশ নাই বলিয়া আমরা সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গানুবাদ দিয়া থাকি। সেই অনুবাদের সাহায্যে সকলেই গ্রন্থের রস আস্বাদন করিতে পারেন। সে-সব গ্রন্থ অন্যত্র মুদ্রিত হইয়া থাকিলেও, আমরা কয়েকটি কারণে তাহাদের পুনর্মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত শ্লোকের টীকাই জীবন। পূর্ব্বে যে-সকল টীকা ছাপা হয় নাই, তাহা আমরা গ্রন্থের সহিত দিয়া থাকি। নূতন টীকানুসারে বঙ্গানুবাদ দিয়া থাকি। ভক্তি-রসিকগণ ইহার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন।

মূল গ্রন্থের নূতন টীকা ও ব্যাখ্যার আবশ্যকতা

কাহারও মনে এরূপ হয়, যে কোন একটী টীকা ও মূল যাহা পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই হইতে পারে, আবার নূতন-টীকার প্রয়োজন কি? একথার যে উত্তর আছে, তাহা ভক্তিরসিক ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। শুদ্ধভক্তগণ মহাজন-কৃত ভক্তি-গ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেই-সকল মধুচক্র যতপ্রকার নূতনভাবে নিকটবর্ত্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়। এইজন্য শ্রীশুকদেব ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! এই ভাগবত-গ্রন্থ রস-স্বরূপ, ইহাকে মুহুর্মুহু আস্বাদন কর। তাৎপর্য্য এই যে, হরিলীলা মধুময়। বারবার যত আস্বাদন করিবে, ততই মধুর মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবে। তদ্রসামৃত-তৃপ্ত-ব্যক্তির অন্য বস্তুতে রতি হয় না।

রসিকের লক্ষণ ও রসোদ্দীপক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা

রসিকের লক্ষণ এই যে, তিনি রসকে কখনই ত্যাগ করেন না। **যিনি যে রসের রসিক, তিনি সেই রসেই মগ্ন।** আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গ প্রভু অনেকবার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াও প্রতি-

দিবসই রসিকদিগের সহিত ঐ সকল গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন। আমরাও এই পত্রিকায় আমাদের রসিক পাঠকদিগের সুখ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ঐসকল গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত করিব। যেরূপ একবার পাঠ করিলেই তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ অহরহঃ পাঠ না করিলে সুখ পাওয়া যায় না। যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখ বিধান করেন, তাঁহারা জড় বিষয়ে বিচিত্র নূতন কথা বলিতে পারেন। হরিকথা সেরূপ নয়। **হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না।** যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়।

নিজ রচনা অপেক্ষা মহাজনগণের রচনা প্রকাশের মাহাত্ম্য বর্ণন

হে পাঠকবর্গ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে 'মহাজনগণের বর্ণনা' পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। এই পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতি সংখ্যায় পূর্ব্ব-মহাজনকৃত ভক্তিরস বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এক এক ফর্ম্মা প্রকাশ করা উচিত বোধ করি। খোসগল্প যেস্থলে নাই, সেস্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব-রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার খোসগল্পময়। ইহার মধ্যে সজ্জন-তোষণীর (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার) স্বল্পাক্ষরে যে হরিভক্তি-তত্ত্ব ও লীলা-বর্ণন পাওয়া যায়, তাহা আস্বাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। **আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এবিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?**

নিজ ও নবীন রচনা অপেক্ষা মহাজনবর্গের রচনাই মঙ্গলপ্রদ

আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ পা'ন, তাহাদিগের পক্ষে পূর্ব্ব-সাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে সেইসকল গ্রন্থের রস প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখ বৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের নিজ রচনা বা নবীন-প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব্ব-মহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি, কিন্তু এই ভ্রমটী যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না।

আধুনিক কবি অপেক্ষা প্রাচীন কবিগণই শ্রেষ্ঠ

মহৎলোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না। তাঁহারা বিরল, সুতরাং শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপাপাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীত-

গোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্যে বা রচনায় সুখ-বোধ করা—কেবল দুগ্ধাভাবে ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছি, মনে করা মাত্র।

পাঠকবর্গের প্রতি গোস্বামি-গ্রন্থ আলোচনার নির্দ্দেশ

পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রস-গ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী, ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী। তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রসাস্বাদন করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ক্রোধের কুফল ও তাহার সম্বরণোপায়

ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা কামাশক্ত অতিশয়।
তাদের কামনা-বিঘ্নে ক্রোধোৎপত্তি হয়॥
প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ-অগ্নি এত শক্তি ধরে।
মুহূর্ত্তে সকল জীবে বিনাশিতে পারে॥
অতি ক্রোধে তপস্বীর তপঃ নষ্ট হয়।
সদ্‌গুণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা লুপ্ত হয়॥
কণামাত্র জ্বলে যদি ক্রোধের আগুন।
বিস্তার করয়ে শাখা ক্রমে শতগুণ॥
তাহাতে সকল পুণ্য নষ্ট হ'য়ে যায়।
অফুরন্ত পাপরাশি করয়ে আশ্রয়॥
ক্রোধের অধীন হ'য়ে বদ্ধজীবগণ।
জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সদা করে বিচরণ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে তখন।
মহা মহা অপরাধ করিয়া অর্জ্জন,
অনন্ত নিরয়-পথের পথিক হইয়া,
নিজ সর্ব্বনাশ করে আপনা ভুলিয়া॥

নারী-হত্যা গো-ব্রহ্ম-হত্যাদি-জনিত।
অগণিত মহাপাপে নিত্য হয় রত॥
শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব আর গুরুনিন্দা আদি।
মহা মহা অপরাধে হ'য়ে অপরাধী,
অনন্ত কালের জন্য ভীষণ রৌরবে।
অসহ্য যাতনা ভোগ করে জীব সবে॥

স্বরূপেতে জীব সব হয় কৃষ্ণদাস।
একথা ভুলিয়া জীব করে সর্ব্বনাশ॥
নিজেকে করিবে 'কৃষ্ণদাস' অভিমান।
সকল জীবেরে 'কৃষ্ণদাস' বলি' জ্ঞান॥
সকল জীবেতে কৃষ্ণ হৈলে দরশন।
তবে ত' হইবে জীবে আত্ম-দরশন॥
তা' হ'লে ক্রোধাদি যত বাটপাড়গণ।
দৌরাত্ম্য করিতে নাহি পারিবে কখন॥
সহিষ্ণুতা-ক্ষমা আদি দিব্য অলঙ্কারে।
ভূষিত থাকিলে জীব সর্ব্বকাল তরে।
গুরু-বৈষ্ণবের সেবানন্দ-সাগরেতে।
নিরন্তর নিমজ্জিত পারিবে থাকিতে॥

ক্রোধ হ'তে হয় যত অনর্থ-উদয়।
সুতরাং ক্রোধ ত্যাগ সমুচিত হয়॥
ক্রোধ-বাটপাড়ে কভু না দিও প্রশ্রয়।
ক্রোধেতে জীবের কভু শ্রেয়ঃ নাহি হয়॥
ক্রোধ সে ঘৃণিত-হীনবৃত্তি অতিশয়।
ক্রোধেতে মুহূর্ত্তে জীব ধ্বংস হ'য়ে যায়॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ এর আছে চমৎকার।
বহু'র সমক্ষে যাহা ঘ'টেছে সে-বার॥

'কাঙ্গালী ঠাকুর' নাম নারমায় বাড়ী।
ছিপ্‌ছিপে লম্বাপানা তনুময় নাড়ী॥
রন্ধন করিয়া বিপ্র অন্নে ঢাকা দিয়া।
স্নান করিবারে যায় গামছা কাঁধে দিয়া॥

হেনকালে ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্র এক।
জননীরে ক্রোধভরে বলে ত্যাখ্ ত্যাখ্॥
মোরে খেতে নাহি দিয়ে কোথা চ'লে যাস্?
এক্ষুণি তোর গালে চড় মার্‌ব ক'রে ঠা'স!
এত বলি বিপ্রসুত ক্রোধান্বিত হ'য়ে।
মায়েরে মারিতে ধায় হাতে বাড়ী ল'য়ে॥
বালকের এইরূপ অনাচার হেরি'।
কাঙ্গালী ঠাকুর ক্রোধে হ'য়ে ত্বরান্বিত—
অভিজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে বালকে শাসিতে—
ইচ্ছিয়া ছুটিল বেগে তাহারে ধরিতে॥
পায়েতে হুচোট লেগে পড়িল যেমনি।
মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ ত্যজিল অমনি॥
কোথা রৈল পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতৃবধূ।
কোথা রৈল অন্ন যাহা জীবনের মধু॥
কোথা রৈল জমি-জমা স্বীয় বাসস্থান।
সকলের মায়া ত্যজি' চ'লে গেল প্রাণ।
(আমি)—এ' ঘটনা হেরিয়াছি আপন-নয়নে।
ক্রোধের কুফল ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তবে অপ্রাকৃত ক্রোধ সেহ সর্ব্বোত্তম।
তাহাতে জীবের নাহি নাশয়ে সংযম॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী-জন-প্রতি।
ক্রোধের যে অভিনয় তাহা গুণ অতি॥

উহাই হয় ত' ক্রোধ-জয়ের লক্ষণ।
উহাই প্রকৃতভাবে গোস্বামীর ধন॥
ইহাদ্বারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সমুদয়—
জীবগণ-নিত্যশুভ সুসাধিত হয়॥

প্রাকৃত ব্যক্তির ক্রোধ বলি' যারে কয়,
তার সম অমঙ্গল কিছু না আছয়॥
কর সদা কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সবে কররে স্মরণ॥
(ক্রোধে') ভকতি-ভাবিত মন-অধীন করিবে।
জীবে দয়া তাহাদ্বারা সাধিত হইবে॥

যেরূপ শ্রবণ করি' সিংহের গর্জ্জন।
দীর্ঘকায় হস্তীগণ করে পলায়ন॥
সেইরূপ সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত।
শ্রীনাম শ্রবণ করি' ক্রোধ আদি যত—
পরাক্রান্ত রিপুগণ হয় পরাভূত—
তাহাতে জীবের শুভ হয় সুনিশ্চিত॥
ভজন-পথের যত রিপু কর জয়।
তাহাতে পরম কার্য্য সুসাধিত হয়॥
চৈতন্যের মহাবাণী সবে সর্ব্বক্ষণ।
'কবচ' রূপেতে কণ্ঠে করহ ধারণ॥
তাহাতে হইবে হরি-ভজনাধিকারী॥
শ্রীহরি ভজিয়া পারে যাবে ভববারি॥

শ্রীচৈতন্যের বাণী, যথা ঃ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

পরাদর ও পরনিন্দা

(১)

"পরের আদর"

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করা বড় অন্যায় ও ভক্তি-হানিকারক। নিন্দা হিংসার সমতুল্য; কোন জীবের প্রতি অবজ্ঞা, হিংসা, নিন্দা ও দ্বেষ করিলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুতি হয়। জীবকে পীড়ন করা, দুঃখ দেওয়া ও হিংসা-নিন্দা করা প্রীতির বিপরীত। ভক্তি নির্ম্মৎসর ধর্ম্ম। সেখানে মৎসরতার কোন কথা নাই। ভক্ত সমদর্শী। তাঁহার বিষম-দর্শন না থাকায়—সর্ব্বত্র ভগবৎ-সম্পর্ক-দৃষ্টি থাকায় তিনি সকলকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সম্মান করিয়া থাকেন। ভক্তের স্বভাব এইরূপ,—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)

আমার হৃদয়ে যেরূপ ভগবান্ আছেন, বৃক্ষ-লতা, হস্তী-পিপীলিকা, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, নর-নারী, সৎ-অসৎ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ-সকলের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। সাধুগুরু-কৃপায় ইহা উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল-অনুসন্ধানকেই প্রকৃত সাধন বলে। ইহার পরিণতিকেই মহাজনগণ সমদর্শন বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিজের ন্যায় পরেরও উপকার করিতে হইবে। তবে নামাশ্রিত ভগবদ্ভক্তকে বেশী আদর করিতে হইবে, আর অন্য জীবের প্রতি যথাসাধ্য সম্মানাদি প্রদর্শন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্-বিষ্ণুই অন্তর্যামি-স্বরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন—ইহা জানিয়া সকল প্রাণিকেই মনে মনে সম্মান করিয়া প্রণাম করিতে হইবে—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-ভগবদাদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৪)
বিসৃজ্য ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্ব-চাণ্ডাল-গোখরম্ ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৬)

উপহাসকারী বন্ধুগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং দেহ-বিষয়ে উচ্চ-নীচ ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুর-চণ্ডাল-গর্দ্দভাদি সকল প্রাণিকেই ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া সম্মান করিবে।

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯)

যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চন ও নাম করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর করিতে অবশ্য শিখিবেন—ইহাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের বৈভব-স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাঁহারা স্বতঃই সকলকে আদর ও প্রণতি করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি, সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে যাঁহারা ভগবানের সম্পর্কিত দর্শন করেন, জগৎকে যাঁহারা জগদীশের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন, সকল বস্তুকেই তাঁহারা গুরুজ্ঞানে সেবাপূজা করেন। যিনি সেবক, তাঁহার সর্ব্বত্রই সেব্য-সম্পর্ক-দৃষ্টি। যাঁহার হরিভক্তি আছে, তাঁহার অহিংসা-গুণ স্বাভাবিক। শ্রীনারদের কৃপাপাত্র জনৈক ভক্ত-ব্যাধের আচরণে আমরা তাহা দেখিতে পাই।—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ (স্কান্দ-বচন)

অর্থাৎ—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি-গুণসমূহ কিছুই অদ্ভুত নহে। কারণ যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না।

ভগবদ্ভক্ত জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনও আদর করেন না। মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াধীশ ঈশ্বর হইতে পারে না। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—এই বিচারেই ভক্ত জীবকে আদর করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—

"পরমসিদ্ধানাঞ্চ 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ' (ভাঃ ১১।২।৪৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্তু 'যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন' (ভাঃ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদৌ তদান্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্তদৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎ সম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষনিবৃত্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদ্ তদৈয়ব ভগবদ্ভক্তির্মুখ্যা নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্।"

শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা পরমহংস-অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের নির্ম্মৎসরতা ও সর্ব্বভূতে আদরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়,—এই বিচার অনুসারেই পরমসিদ্ধ পুরুষগণে সর্ব্বভূতের প্রতি আদর দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ যিনি সর্ব্বভূতে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আত্মায় চিদ্বিলাস শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাসোপকরণ-সমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। 'বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা যেরূপ তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্ব্বভূতের পূজা হয়; সুতরাং পৃথক্‌ভাবে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আদর করিবার প্রয়োজন নাই,—এরূপ স্থলে বক্তব্য এই যে—অন্যান্য প্রাণীতে অন্তর্যামী-ঈশ্বর-রূপে অধিষ্ঠান-যুক্ত শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে এবং ভগবৎ-সম্বন্ধেই অর্থাৎ নিজ উপাস্য হরিসম্বন্ধি বস্তুজ্ঞানেই সেইসকল প্রাণীর প্রতি আদর করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিজ-ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে শীঘ্রই যাহাতে রাগ-দ্বেষের নিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই সেইরূপ আদর করা বিহিত বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব কেবল কর্ম্মাদি-বাসনাময় ভূতদয়া বা ভূতাদর-বশে শ্রীভগবানের অর্চ্চন পরিত্যাগ করিলে যে ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তবর জড়ভরত হরিণদেহ-লাভ করিবার অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। জড়ভরত প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পতন বা ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিতে পারে না; কিন্তু **ভগবদ্ভক্তও যদি কেবলমাত্র প্রাণীর বহির্ম্মুখ দেহের প্রতি আসক্তি-নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার অনুসরণ করিয়া কাহারও দৈহিক ও মানসিক প্রীতিবিধানে ব্যস্ত হন এবং তজ্জন্য শ্রীভগবানের সেবায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন, অথবা বহির্ম্মুখ জীব-সেবাকে অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ-সেবা বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহারও বন্ধন অনিবার্য্য।** এইরূপ পরের আদর করিয়াও ভক্তিহীন হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরনিন্দার ত' কথাই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

———

ভক্তিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৪ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মার দিন ও রাত্রিব্যাপক অব্যক্ত ও ব্যক্ত-ভাবাপন্ন যে জড়া প্রকৃতি, তাহার পরপারে সনাতন অর্থাৎ যাহার পুনঃ পুনঃ প্রলয় ও সৃষ্টি হয় না—এই প্রকার আর একটী নিত্য-স্বভাব বা ধাম বর্ত্তমান আছে। তাহাই বৈকুণ্ঠ-জগৎ বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের এই দৃশ্য-জগতের চরাচর সমস্ত প্রাণীসমূহের বিনাশ হইলেও, সেই বৈকুণ্ঠ-জগৎ অবিনশ্বরই থাকে। এই বৈকুণ্ঠ-জগতে বা ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-প্রলয়াদি দুঃখে আর অভিভূত হইতে হয় না। পর-জগতে জড়াকাশের পরিবর্ত্তে যে চিদাকাশ বর্ত্তমান আছে, তাহাই 'পরব্যোম' বলিয়া বিখ্যাত। সেই পরব্যোমের অন্তর্গত যে অপ্রাকৃত গোলোক বা মণ্ডলাদি বর্ত্তমান আছে, তাহাই ভগবানের নিত্যলীলা-স্থান অনন্ত-বৈকুণ্ঠ ধাম।

পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভগবানে পরা ও অপরা নামে দুইটী প্রকৃতি আছে। পরা প্রকৃতি-সম্ভূত—বৈকুণ্ঠাদি-ধাম, আর অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত এই জড় জগৎ। জীবশক্তিও ভগবানের পরাশক্তি-সম্ভূত। কিন্তু জীবসকল বৈকুণ্ঠ এবং জড় জগৎ উভয় স্থানেই থাকিতে পারেন বলিয়া, পরাশক্তি-সম্ভূত হইলেও জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' নামে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ-জগৎ ভগবানের 'আত্মমায়া' বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাস, আর জড় জগৎ তাঁহারি বহিরঙ্গা-শক্তির বিকাশ। এই সমস্ত শক্তিতেই শক্তিমান্-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহার অধ্যক্ষতা আছে। সুতরাং আমরা এই যে জড়-জগৎ দেখিতে পাই, তাহাতেও তাঁহার অধ্যক্ষতা পূর্ণমাত্রায় আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপমা-স্থলে বলা যাইতে পারে, যেমন একটি কুম্ভ। কুম্ভের উৎপত্তির কারণ মৃত্তিকা, চক্ররূপ যন্ত্র এবং কুম্ভকার। কুম্ভ-উৎপত্তিরূপ কার্য্যের প্রথমতঃ মৃত্তিকাই 'উপাদান-কারণ,' দ্বিতীয়তঃ কুম্ভ-চক্র 'নিমিত্ত-কারণ,' আর তৃতীয়তঃ কুম্ভকারই 'প্রধান কারণ'। সেই-প্রকার প্রকৃতি সমস্ত জড়-জগতের উৎপত্তির কারণ 'উপাদান' এবং 'নিমিত্ত'-কারণ হইলেও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'প্রধান-কারণ'। প্রকৃতি তাঁহারই ইঙ্গিতে সমস্ত কার্য্য ছায়ার ন্যায় করিয়া থাকেন। যথা,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৯।১০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তাঁহারই অধ্যক্ষতায় পুনরায় প্রলয়গত হয়। ইহাই নিত্যসত্য-তত্ত্ব।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিজতত্ত্ব ব্যক্ত করিলেও, দুর্ভাগা লোক তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধর্ম্মধ্বজী মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এইপ্রকার নাস্তিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ নিজে নিজে কোনদিনই ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং বা তাঁহার দাসানুদাসগণ ভগবৎ-তত্ত্ব বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা ভগবৎ-ভাগবত-বিদ্বেষী অসুরগণের কখনও বুঝিবার অবকাশ হয় না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা, মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং, পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

[মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ! গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু-হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশকর সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না; সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।]

এই প্রকার অদান্ত-ইন্দ্রিয়, গো-দাস, অন্ধ, গৃহব্রত, মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

স্বয়ং ভগবান্ নিজে আসিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব বিবৃত করিলেও বোকা লোকগুলি শ্রীভগবানকে আমাদেরই মত একজন সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া অপরাধী হয়।

অতিক্ষুদ্র মনুষ্যজাতি সামান্য ঘটী-বাটি, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা প্রভৃতিই সৃষ্টি করিতে সমর্থ। অতএব আমাদের মত দেখিতে একটি মনুষ্য-শরীরধারী ব্যক্তি (?) যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে অনন্ত-কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনিই যে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বেশ্বর বা তিনিই যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্—এই সমস্ত কথা যতই ভালভাবে বুঝান হউক না কেন, শ্ব-লাঙ্গুল-বক্র ক্ষুদ্রমস্তিষ্কে দুর্ভাগা মনুষ্যগণ কিছুতেই উহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা মায়াবাদের আশ্রয়ে কৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' স্বীকার না করিয়া বরং কৃষ্ণও ভগবান্ এবং তাহারা নিজে-নিজেও এক একজন ভগবান্ (?) —এইরূপ একটা রফা-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হয়। এই প্রকারে তাহারা ভগবানের প্রতিযোগী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মুখ ভ্যাঙ্গ চাইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'আমিই সব'—এইরূপ মূঢ়-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এইসকল মূঢ় লোকগুলিকে কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী 'Satan' বা শয়তান বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। পূর্ব্বেও এইপ্রকার ভগবানের প্রতিযোগী, শয়তান-জাতীয় রাবণ, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, কংশ ইত্যাদি বহু অসুরের জন্ম হইয়াছিল। এখন তাহাদের অনেক বংশ-বৃদ্ধি হইয়াছে। এইসকল শয়তানগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও 'শচী পিসির ছেলে' বলিয়া ডিসমিস করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু, চিন্তা করা আবশ্যক যে, ভগবানের প্রতিযোগী কেহই হইতে পারে না। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' সুতরাং ভগবানের সমান বা ভগবান্ অপেক্ষা বড় কেহই নাই। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।' সামান্য উদরান্ন-সংস্থানের জন্য দাসত্ব করিয়া, মায়ার লাথি খাইয়া যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা যদি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের প্রতিযোগী হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করে, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। তাহারা আসলে শ্রীভগবানের ভূতমহেশ্বরত্ব পরমভাব অবগত নহে বলিয়াই এইরূপ দুরাশা পোষণ করে। কিন্তু ভগবান্ এমনই দয়াময় যে, সেইসকল 'শাটান্' জাতীয় লোকগুলিকেও তাঁহার ভূত-মহেশ্বরত্ব পরমভাব কৌশলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবানের দাসানুদাসগণ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হাজার হাজার গ্যালন চিদ্‌রক্ত জল করিয়া এইসকল 'ভূতে পাওয়া' লোকগুলির 'শাটান্' বা শয়তানী-রোগ দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আবার অতি পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন যে, যাহারা "শাস্ত্রাদি পাঠ করে নাই এমন লোক মূঢ়তাবশতঃ না হয় বোকা হইতে পারে, কিন্তু আমরা ত' বহু শাস্ত্রজ্ঞ;

শাস্ত্রেই দেখিতে পাই যে, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বসুদেবের পুত্র দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সেই মহাবিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে সর্ব্বোপরি—একথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়?" পণ্ডিতগণও সময়ে সময়ে মায়ার দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া যান, যখন এইপ্রকার আসুরিকভাব আশ্রয় করেন। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে-সকল প্রমাণ আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর শ্রুতি হইতে এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবন-সুরভূরুহভাবনাসীনং সততং স-মরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি" ইতি শ্রুতে; "নরাকৃতিঃ পরব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেঃ।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসংহিতা হইতেও আমরা এইপ্রকার প্রমাণ পাই যে, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ। যথা,—

যঃ কারণার্ণব-জলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্ত-জগদণ্ড-সরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং, গোবিন্দমাদিপুরুষং ত্বমহং ভজামি॥

(ব্রঃ সং ৫।৪৭)

পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন যে, "মানুষকে ভগবানের মত রূপ করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে।" এইপ্রকার সিদ্ধান্তানুযায়ী মানুষ ভগবানের মত দ্বিভুজ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দ্বিভুজ ভগবান্ মানুষ হইয়া যাইবেন—এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা মহাপরাধ। তাঁহার পরমভাব কি, তাহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে জানিয়া লওয়াই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কিন্তু অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ মনুষ্যজীবন কিভাবে পরিপূর্ণ করিতে হয়, তাহা না বুঝিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ নহেন (?)—এই কথা প্রমাণ করিতেই সর্ব্বদা তৎপর। সেইসকল নাস্তিকগণ যতই উচ্চাশা পোষণ করুক না কেন, যতই উত্তম কর্ম্ম করুক না কেন, এবং যতই উত্তম জ্ঞান লাভ করুক না কেন, তাহাদের উচ্চাশাদির মূলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-রূপ ভিত্তি না থাকায় সেইসমস্ত আশা, কর্ম্ম-জ্ঞান সকলই বিফল জানিতে হইবে। একের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে দশ হয়, দশের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে একশত হয় এবং একশতের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে একহাজার হয়। অর্থাৎ একক সংখ্যা অবলম্বন করিয়া যত শূন্য বসান যায়, ততই মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু 'এক' সংখ্যা বাদ দিলে শূন্যগুলির মূল্য শূন্যই থাকে। আজীবন কেবলমাত্র শূন্য বাড়াইলে কোনদিনই একের সমান হইতে পারা যায় না। রাবণ যেরূপ স্বর্গের সিঁড়ি করিয়া

দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, ভগবদ্বিদ্বেষীর আশা-ভরসাও সেইপ্রকার রাবণের সাঁড়ির মত। যথা—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ (গীঃ ৯।১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা মানুষ-বুদ্ধি করিয়া, অথবা প্রথমে তিনি মানুষ ছিলেন তারপর হঠাৎ ভগবান্ হইয়া পড়িলেন, যেমন আজকাল বহু অবতার (?) গজাইয়া উঠে— এরূপ মনে করিয়া নিজেদের কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত আশাই বিফল জানিতে হইবে। আমরা জানি, অনেক মায়াবাদী, মিছাভক্ত, ছলভক্ত, প্রভৃতি দল বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরে বেচারী কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপিবার ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ নিজেরাই 'কৃষ্ণ' হইবার দুরভিসন্ধি পোষণ করেন। এইসকল দুরাশা পোষণকারী ব্যক্তিগণই 'মোঘাশা'। ভগবানে মনুষ্য-বুদ্ধিকারী কর্ম্মিগণও তাহাদের কর্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি-লাভ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে 'মোঘকর্ম্মা' হইয়া যান। আর তাহারা যদি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ভুক্ত হন, তাহা হইলে জ্ঞানের ফল যে মায়া-মুক্তি, তাহাও নিষ্ফল হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের
অষ্টসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে—

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-প্রশস্তি

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মই ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ। সমগ্র বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব লাভের জন্য যে সাধু-মহাজনগণের বর্ত্মানুসরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেই সাধুগণও শ্রীগুরুদেবকে ঐভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের

আচার্য্য-লীলায় তাঁহাকে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠরূপে দেখিতে পাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভগবৎ-কৃপালাভ হয়। পক্ষান্তরে, তিনি অপ্রসন্ন হইলে আশ্রয়-প্রদান করিতে জগতে অন্য কেহ নাই। শ্রীগুরুদেব পতিত-পাবন; পতিত-জনকে উদ্ধারের জন্যই তাঁহার প্রপঞ্চে শুভ পদার্পণ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম এই প্রপঞ্চে শুভদা মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অবতরণ করিয়াছেন। পতিত-পাবনী সেই তিথিবরার পূজা একমাত্র দেব-স্বভাবসম্পন্ন ভাগ্যবান্ জনগণই করিয়া থাকেন, "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"; অদৈব প্রকৃতির জনগণ এই অপ্রাকৃত রহস্যের গূঢ়মর্ম্ম অবধারণ করিতে অসমর্থ। "পঞ্চ-তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥" অনন্ত চিদচিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্র একই পরম-পরাৎপর-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার ও শুদ্ধভক্তে কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চতত্ত্বের প্রতি-তত্ত্বে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-স্বরূপে তদাত্মক-তত্ত্ব। পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, 'ভক্ত-স্বরূপ'—শ্রীনিত্যানন্দ, 'ভক্তাবতার'—শ্রীঅদ্বৈত, 'ভক্তশক্তি'—শ্রীগদাধর ও 'শুদ্ধভক্ত'—শ্রীবাস-পণ্ডিত, এই পঞ্চ-তত্ত্বরূপে প্রকাশিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্মই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ।

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫)

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গোপনের পর বাণীরূপে যে-প্রকার ভাগবত-সূর্য্যের প্রকাশ—সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলা সঙ্গোপনের পর "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই ব্যাসবাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই বাণী নীলাম্বুধির-তটে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে 'ভক্তভাগবত'-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

"কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে,"—একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছাই পূর্ত্তি করিতে সমর্থা বলিয়া তিনি 'সর্ব্ব-কান্তি'; তাই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপিণী ও মহাভাব-স্বরূপা। তিনি পঞ্চম-পুরুষার্থের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহ,—এই বিগ্রহ পরমা সুন্দরী ও কৃষ্ণপূজা-ক্রিয়ার বসতী-নগরী বলিয়া 'দেবী'; তাঁহার অন্তর ও

বাহিরে সর্ব্বত্র কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"—এই বিচারে তিনি 'কৃষ্ণময়ী'; কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিই তাঁহার আরাধনা, সেহেতু তিনি 'রাধিকা' নামে অভিহিতা। সর্ব্বশোভার বা সর্ব্বলক্ষ্মীগণের মূল বলিয়া সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণেতে তাঁহার অধিষ্ঠান, এজন্য তিনি 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী'; ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনকে শ্রীরাধা মোহন ও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি "ভুবন-মোহন-মোহিনী"; শ্রীরাধিকার 'সেবা-শ্রী'র নিকট উমা-রমা-শচী-সত্যা-চন্দ্রা-রুক্মিণী এবং অন্যান্য শতকোটী ব্রজাঙ্গনাগণের সেবাও সম্পূর্ণরূপে পরাজিতা, তাই শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী 'দেবী' অর্থাৎ দ্যোতমানা এবং সর্ব্বোপরি 'জয়'-সৌন্দর্য্যে পরিশোভিতা বলিয়া তিনি "জয়শ্রী" সংজ্ঞায় অভিহিতা। এই 'জয়শ্রী'র জয় ঘোষণের জন্যই ভক্ত-ভাগবত ও রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব; মুখ্যভাবে জয়শ্রীর সেবা-পৌর্ণমাসীর কিরণের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সেবায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা যে শ্রীমতী রাধিকাদেবী, তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভের জন্যই ত্যক্তগৃহ সারস্বত-গৌড়ীয়গণের আরাধ্য-রূপে রাধাভাবে বিভাবিত-তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র শ্রীনীলাচলে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব।

আবার সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার সেবাতেই যে পঞ্চম-পুরুষার্থের পূর্ণতম বিকাশ, সেই পূর্ণ-বিকশিত পঞ্চম-পুরুষার্থের সেবানুশীলনই 'শ্রীপঞ্চমীর' সেবকগণের মৃগ্য। 'জয়শ্রীর' আনুগত্যেই যে কৃষ্ণ-সেবা সম্ভব, সেই আনুগত্যপর ভক্তগণ 'পঞ্চমী' শব্দ শ্রবণমাত্রেই পঞ্চম-পুরুষার্থ-ধারিণী 'জয়শ্রী'—শ্রীবার্ষভানবী-দেবী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে 'শ্রীপঞ্চমী'-শব্দ যে 'জয়শ্রী'র সেবা-পৌর্ণমাসীর সহিত একতাৎপর্য্যপর, তাহা প্রদর্শনার্থই শ্রীবৃষ-ভানুসুতায় দয়িতের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ শ্রীগৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ দয়া—শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীর গোবিন্দ-মাসের শুভা-কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পরম প্রিয়তমপাত্র এবং অভিধেয়-তত্ত্বের আচার্য্য ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বোত্তম রসতত্ত্ববেত্তা শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামি-প্রভুর অভিন্ন-স্বরূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগতে অপ্রাকৃত আচার্য্য-ভাস্কররূপে প্রকাশ। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাঘী-কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকট "নারায়ণ ছাতার" সংলগ্ন ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-

বিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা তৎকালে ঐ শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িতভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে গৃহে ঐ দিব্য শিশু অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র গৃহটী ঐ অতিমর্ত্ত্য শিশুর চিন্ময়-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল। তাহাতে সৌভাগ্যবান্ দর্শনকারী সকলেই অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শিশুর আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে-বৎসর সেইরথ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিনদিবস-কাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন করেন এবং তাঁহার গলদেশ হইতে একটী প্রসাদী দিব্যমাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহাতে লক্ষ-লক্ষ নরনারী সকলেই এই অলৌকিক ব্যাপারে অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই দিব্যশিশুর শ্রীমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

আকুমারিকা-হিমাচল তথা সমগ্রবিশ্বে বিবদমান যুগশাসক-শাসিতের অহঙ্কার বিমূঢ়তাজাত সংঘর্ষে সর্ব্বসমস্যার সমাধানকারিণী স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত বাণীর প্রচারদ্বারা বিশ্বের সকলকেই নিত্য কল্যাণ প্রদানের চেষ্টা আমাদের উক্ত পরমারাধ্য শ্রীআচার্য্যদেবের করুণাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের এবম্বিধ প্রসারতা কেহ দর্শন ত' দূরের কথা, কল্পনাও করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা সংগোপনের পর তদীয় পার্ষদ গৌড়ীয় আচার্য্যগণও যখন একে একে নিত্যলীলায় আত্ম-সংগোপন করিলেন, তখন গৌড়ীয় গগণকে আউল বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুমতরূপ কুজ্ঝটিকা আচ্ছাদন করিল। তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উদিত তপনরূপে শতাধিক গ্রন্থ আবিষ্কারপূর্ব্বক জগতে পরমকল্যাণ বিস্তার করিয়াছেন। তখন কতপ্রকার অদৈব বা আসুর-মতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল পাষণ্ড-মতবাদ দলনের জন্যই যে অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আবির্ভাব, তাহা তাঁহার আচারে ও প্রচারে আমরা

প্রেষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একদিকে ষট্‌সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদির প্রতিকূলে সকল প্রকার অদৈব পাষণ্ড মতবাদ নিরসন, অপরদিকে যোগ্য সেবকগণের নিকট স্তবাবলী, স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, উজ্জ্বলনীলমণি, ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়রামানন্দ-জয়দেব প্রমুখ অপ্রাকৃত কবিগণের সুমধুর পদাবলী প্রভৃতি ব্যাখ্যা দ্বারা প্রেম-প্রচারণ-কার্য্য তাঁহার পরম-গম্ভীর নিরবদ্য চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস-রচিত বেদান্ত-সূত্রের পরম গম্ভীর অথচ অকৃত্রিম চিদ্বিলাসপর অন্তর্নিহিত আশয়, যাহা শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য, গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রতিভাশালী অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণের টীকা ও ভাষ্যে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইসকল ক্রম-বৈশিষ্ট্য-সমূহ স্থাপনমুখে কেবলাদ্বৈত-বাদরূপ ধ্বান্ত-মতবাদের বিরুদ্ধে সিংহ-বিক্রমে হুঙ্কার করিয়া সকলপ্রকার অপমতবাদকে অপসারিত করিয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ নিগূঢ় অপ্রাকৃত শব্দ ও সিদ্ধান্ত-সমূহকে অত্যদ্ভুতভাবে আবিষ্কারপূর্ব্বক তাঁহার প্রোজ্জ্বল-প্রভা প্রদর্শনে যিনি মায়াবাদাদি সকল প্রকার তমোরাশি বিদূরিত করিয়াছেন, তথা সমগ্র জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ উজ্জ্বলনীলমণির স্নিগ্ধালোকে সমগ্র জগৎ স্নিগ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কথামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই অমন্দোদয়-করুণার ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন!

শ্রীমদ্ভাগবতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত। তাহাই গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামী, শ্রীল বলদেব, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি তত্ত্বাচার্য্যগণ সমগ্র জগতের ভাগ্যে পরম বাস্তব-মঙ্গল বিস্তার করিয়া অপার করুণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরে সমগ্র আচার্য্যগণের গুরুত্বের বৈশিষ্ট্য ও বদান্যতা মূর্ত্তিমন্তরূপে প্রকটিত ছিল।

শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু রাধাদাস্যের চমৎকারিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেবা-বরণের জন্য অহরহঃ বলিতেন,—

(1) Just adjust yourself truly and properly, for being dovetailed with the gratification of the senses of

the Absolute Truth—Lord Sri Krishna. * * * * (১)

(2) Godhead or Krishna has reserved the absolute right of not being exposed to human senses. (২)

(3) Mahaprabhu comes to establish service through subodination to Srimati Radhika. (৩)

(4) Sri Krishna-chaitanya, identical with Sri Krishna with his consort Barshavanabi. (৪)

(5) He has advised us * * to direct our services to the **Adhokshaja**; and in that case our feeble limbs and senses cannot claim to approach Him unless we have a true serving mood. (৫)

শ্রীল প্রভুপাদ বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ ও বৈষ্ণবতার বাস্তব আচরণসমূহে মূর্ত্তিমন্ত আদর্শ-সমূহ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রৌঢ় যৌবনে অবধূতকুল-চূড়ামণি পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগ-ভজন-চেষ্টাসমূহ সর্ব্বক্ষণ সন্দর্শনের মণিকাঞ্চন-সংযোগ তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য স্বরূপে যেন শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়-দয়া-শক্তিকে সর্ব্বকলায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

---

(১) নিত্যসত্য স্বরাট্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তোষণের নিমিত্ত তুমি তোমাকে যথাযথভাবে সত্যসত্যই নিযুক্ত করিবে।

(২) কাহারও পার্থিব ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অধীন না হওয়ার শক্তি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিহিত রহিয়াছে।

(৩) শ্রীমতী রাধিকার দাস্যে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(৪) মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু।

(৫) তিনি আমাদিগকে সেই অধোক্ষজ-তত্ত্বের উদ্দেশ্যে যাবতীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রধাবিত করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; এবং তাহাতেই অর্থাৎ প্রকৃত সেবোন্মুখতা-ক্রমেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, নচেৎ আমাদের অসম্পূর্ণ প্রাকৃত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলে সন্ন্যাস-লীলা প্রচার করিয়াছিলেন। গৌরশক্তি এই মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা-প্রচার-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী বিস্তারের জন্য ইনি বঙ্গীয় ১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌরজন্মবাসরে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপন ও আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেইদিন হইতেই বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী-সংকীর্ত্তনের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। এই দুন্দুভির নির্ঘোষ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণী উদিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইবে"—এই ব্যাসবাণীর প্রকৃত সার্থকতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দিব্য চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগৌরভক্তের মহিমা

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪।২২)

(১)

চারি বর্ণাশ্রম,　　ধর্ম্ম আচরণ,
আর তীর্থ পর্য্যটন।
শ্রীবিষ্ণু পূজন,　　বেদ বিচারণ,
করে যদি কোনজন॥
তথাপি সে-জন,　　লভে না কখন,
বেদের দুষ্প্রাপ্য ধনে।
শ্রীগৌর-ভকত,　　তাঁর প্রিয় যত,
চরণ-সেবন বিনে॥

(২)

ভকত চরণ, করিলে ধারণ,
কৃষ্ণেতে ভকতি হয়।
ভকতি প্রভাবে, মায়িক বৈভবে,
আসক্তি নাহিক রয়॥
জড় অভিমান, করিয়া বর্জ্জন—
বৈষ্ণব দাসের দাস।
হইতে শকতি মাগে মূঢ়মতি—
সতত ভকত-পাশ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

---

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীমথুরা-পরিক্রমা

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখা যায়—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে সঙ্গে লইয়া যমুনার পূর্ব্বতীরস্থ (১) **বৃন্দাবন**, (২) **মধুবন**, (৩) **তালবন**, (৪) **কুমুদবন**, (৫ **বহুলা বন**, (৬) **কাম্যবন**, (৭) **খদিরবন**, ও পশ্চিমতীরস্থ (৮) **ভদ্রবন**, (৯) **ভাণ্ডির বন**, (১০) **বেলবন**, (১১) **লৌহবন** ও (১২) **মহাবন**—এই দ্বাদশ বনযুক্ত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ-বন ভ্রমণ-কালে তিনি সর্ব্বপ্রথমে মথুরা পরিক্রমা ও দর্শন করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদও গৌর-লীলানুসরণে ইং ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে মথুরানগরী হইতেই বিরাট্ পরিক্রমা পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও তজ্জন্য তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে মথুরা দর্শনমুখে **দ্বাদশ-বনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার** শুভারম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য যাত্রিগণের সুবিধার্থ বিশেষ অনিবার্য্য কারণবশতঃ আপাত-দর্শনে দুই একস্থানে পরিক্রমা-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা গেলেও, সমিতি সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুবর্গের অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীমথুরা পরিক্রমার প্রথম দিবস

২৩শে অক্টোবর, ১৯৫১, ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, মঙ্গলবার—সকাল ৭টার সময় সুসজ্জিত শিবিকারূঢ় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-খোল-করতালাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বিচিত্রবর্ণের পতাকাশোভিত শোভাযাত্রা মথুরা-নগরীর রাজপথ দিয়া পরিচালিত হইতে থাকিলে স্থানীয় জনসাধারণ উহা দর্শন করত চমৎকৃত হন ও শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। যাত্রিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অর্চ্চাবিগ্রহের ও তাঁহার প্রণয়ি-ভক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আনুগত্যে মথুরার **বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুবঘাট** প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে পবিত্র তীর্থজল শিরে ধারণ করেন।

শ্রীমথুরায় ২৪টী ঘাটের মধ্যে বিশ্রামঘাটের **দক্ষিণে দ্বাদশটী** ও তাহার **উত্তরে দ্বাদশটী** ঘাট অবস্থিত। তন্মধ্যে **উত্তরদিকের ঘাটসমূহ** :—(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমনতীর্থ, স্বামীঘাট বা বাসুদেবঘাট, (৪) ধারাপতন-তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠঘাট, (৭) ঘণ্টাভরণ-ঘাট, (৮) সোমতীর্থ বা গো-ঘাট, (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ, (১১) বিম্বরাজ-ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধ ঘাট। বিশ্রামঘাটের উত্তরদিকে ক্রমশঃ দর্শনীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি :—**শ্রীগতশ্রম-বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীপদ্মনাভজীউ,** শ্রীবিহারীজীউ, শ্রীমথুরা-দেবী, **শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু,** শ্রীগল্‌তেশ্বর মহাদেব, কুব্জাকূপ, মহাবিদ্যেশ্বরী, মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড, মহালক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি।

বিশ্রামঘাটের দক্ষিণ-দিকের ঘাটগুলি, যথা :—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কঙ্কাল, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালা ঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধতীর্থ। অবিমুক্ত তীর্থ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে নিম্নলিখিত স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনীয় :—সুমঙ্গলাদেবী, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশত্রুঘ্ন, কংসনিকন্দন (কংস-ভবন), দেবকীনন্দন, বৎসকূপ (হোলিদরজার বহির্ভাগে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব বা সিদ্ধমুখরুদ্র, সপ্তসমুদ্র-কূপ, শিবতলি, বালভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, **ভূতেশ্বর মহাদেব,** জ্ঞানকবরী, পোতরাকুণ্ড, **শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশবদেব।**

প্রয়াগঘাটে বেণীমাধবের মন্দির বিরাজমান। বিরোচন-পুত্র বলি-মহারাজ সূর্য্যতীর্থে ভজন করেন। "বটস্বামী" সূর্য্যের নামানুসারে বটস্বামী-তীর্থ। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপদ-পুত্র ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। ইহার দক্ষিণে ভগবৎপ্রিয়

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাতা ঋষিতীর্থ অবস্থিত। চক্রতীর্থে বিখ্যাত অম্বরীষ-টীলা আজও ভক্ত ও ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। যমুনার এইসকল ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নাননীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।"

বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দর্শন করত যাত্রিগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে মথুরার অধিদেব **শ্রীকেশবদেবকে** দর্শন করেন। এস্থলে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর যাত্রিগণ 'ভক্তিরত্নাকর' হইতে স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দ্বাদশ-বন-সমন্বিত পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরা-ধামের কর্ণিকারে ভক্তদুঃখাপহারী শ্রীকেশবদেব অধিষ্ঠিত। পদ্মের পূর্ব্বপত্রে **শ্রীবিশ্রান্তিদেব,** পশ্চিমপত্রে **শ্রীহরিদেব,** উত্তরপত্রে **শ্রীগোবিন্দদেব,** এবং দক্ষিণপত্রে **শ্রীবরাহদেব** বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে যেরূপ নীলাচলে 'পুরুষোত্তম জগন্নাথ,' প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব,' মন্দারে মধুসূদন,' কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারাণ্যে 'বাসুদেব,' 'পদ্মনাভ' ও 'জনার্দ্দন,' বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বরদরাজ বিষ্ণু,' মায়াপুরে 'হরি,' **মতান্তরে 'গৌরহরি,'** তদ্রূপ **মথুরায় শ্রীকেশবদেবের নিত্য অধিষ্ঠান।**

প্রাচীন জন্মস্থানের উপরে যেস্থলে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহা ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে পরিণত হয়। ইহারই সংলগ্নবর্ত্তী স্থানে আরঙ্গজেবের নির্ম্মিত বৃহদাকার মস্‌জিদ আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া যবনগণের হিন্দুবিদ্বেষের নির্ম্মম কাহিনী বর্ণন করিতেছে। এই মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে সমতল-ভূমিতে নির্ম্মিত দেবালয়ই পরবর্ত্তীকালে আদিকেশবের মন্দির। নির্ব্বিশেষবাদী নাস্তিকগণ চিরদিনই ভগবান্ ও ভগবৎ-শক্তিকে ধ্বংস করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃত-বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। অহিন্দু সম্রাট্ বা বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে শ্রীভগবানের জন্মভূমি কখনই লুপ্ত হয় না। রাবণের ছায়াসীতা-হরণের ন্যায় উহা বৃথা প্রয়াস মাত্র। তুরীয় ভগবান্ ম্লেচ্ছ বা বিধর্ম্মীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন—তিনি তাহাদের নির্ব্বিশেষ চেষ্টাকে ধিক্কৃত করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত।

নিয়ামক-মহারাজের হরিকথা

মথুরা-পরিক্রমার প্রথম দিবস সন্ধ্যাকালে পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে ব্রজ-পরিক্রমায় যাত্রিগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল—

তিনি বলেন—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া"—শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের এই গীতির তাৎপর্য্য আমাদের উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন।" ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে মধুরাদি মুখ্যরস প্রকাশিত হইলে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান সম্ভব হয়। সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ই প্রকৃত 'বন' নামে কথিত। ভাবনাবর্ত্তরূপ মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই অপ্রাকৃত রসের অধিকারী হইতে পারা যায় না। দ্বাদশ বনে যে রস-লীলা, "রসো বৈ সঃ" পুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দনই তাহার একমাত্র মালিক। যাঁহারা সেই বনে বা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রজবাসী। কিভাবে সর্ব্বোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা যায়, তাহা তাঁহারাই সুষ্ঠুভাবে অবগত আছেন। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু; রক্তক, চিত্রক; সুদাম, বসুদাম; নন্দ-যশোদা; ব্রজদেবীগণ—সকলেই বিভিন্ন রসে সেই অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। কি-প্রকারে ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারা যায়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীর আনুগত্যেই আমাদের ব্রজে বাস করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ চিন্ময় বিচারসম্পন্ন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণকেই প্রকৃত 'ব্রজবাসী' বলিয়াছেন। মহাজনগণ বলেন—অপ্রাকৃত বস্তু কখনই মায়িক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারা আমরা সেই চিন্ময় বস্তুকে কি করিয়া বুঝিয়া লইব? তাই ব্রজবাসিগণের কৃপা-প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপা-প্রভাবে শ্রীধামের উপরিভাগ হইতে মায়াজাল অপসারিত হইলে আমরা শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমাদের গুরুবর্গ জানাইয়াছেন—শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতি-মঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত ব্রজ ও ব্রজরাজনন্দনের দর্শন ও সেবা-লাভ অসম্ভব। তাই শ্রীনয়নমণি-মঞ্জরী ও শ্রীকমল-মঞ্জরীর অনুকম্পায় আমরা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

স্বামিজী-মহারাজ আরও বলেন—ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা সকল বস্তুই চিন্ময় ও

ভগবৎলীলার সহায়ক। যদি বন ভ্রমণকালে উহাদিগকে আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বন-ভ্রমণ না হইয়া আমাদের অপরাধই সঞ্চয় করা হইবে। তজ্জন্যই তীর্থযাত্রী সাধারণের পক্ষে ব্রজমণ্ডলের বৃক্ষ-লতাদির অঙ্গহানি করা দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার প্রত্যেক কুণ্ডই—তীর্থস্থান। সেজন্য সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায় ঐগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভোগময় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের যথার্থ বন-ভ্রমণ হইবে না।

স্বামিজী-মহারাজ আরও জানান—যেস্থলে আমরা অবস্থান করিতেছি, ইহার নাম—মথুরা-পুরী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানেই আবির্ভূত হইয়া নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক কংসকে ধ্বংস করিয়াছেন। রজকরূপী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদও এইস্থানে নিরস্ত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ—অহংগ্রহোপাসক; চরমে 'আমি প্রভু হইব'—ইহাই তাহাদের বিচার। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই—'মায়া'। শক্তিমন্‌কে রাখিয়া শক্তির ধ্বংস-সাধন, আবার শক্তিকে রাখিয়া শক্তিমৎ-তত্ত্বের বিনাশ-চেষ্টা—এই দুইটীই আসুরিক প্রবৃত্তি। শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্বের অবমাননা লক্ষ্য করিলেই ভগবান্ ভোগী, ত্যাগী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া ভক্তগণকে তাঁহার স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

পরিশেষে বেদান্ত মিতির নিয়ামক-মহারাজ বলেন—শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে গেলে আমাদের ব্রজপরিক্রমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ভালরূপ খাওয়া-দাওয়া এবং উত্তম স্থানে বিশ্রামাদির ব্যবস্থা লইয়াই আমাদের যেন মূল্যবান্ সময়টুকু অতিবাহিত না হয়। এবিষয়ে আমরাই যতদূর সম্ভব সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেছি। দুইবেলা আপনাদের আমরা ভগবৎ-প্রসাদ দিয়া থাকি। উহা আপনারা অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করিতেছেন মনে করিলে খুব ভুল করিবেন। টাকাপয়সার বিনিময়ে কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় না। প্রসাদ—ভগবৎ-অনুগ্রহ, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। এই বিদেশে আমাদের উপযোগী চাউল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমরা উহা সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। তথাপি ভগবান্ যখন যেরূপ প্রসাদ ব্যবস্থা করেন, তাহাই আমাদের প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। আমার মনে হয়, অনেক যাত্রীই এই ব্রজে অনেকবার আসিয়াছেন; তাঁহারাও এবিষয়ে সমিতির সেবকগণকে সন্ধানাদি দিয়া সাহায্য-সহানুভূতি করিলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। রেশন কণ্ট্রোলের যুগ—সুতরাং সর্ব্বত্রই আইন রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি— (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বেদ-বর্ষ

আমরা ক্রমে-ক্রমে চন্দ্র-পক্ষ বর্ষদ্বয় মহানন্দে অতিবাহিত করিয়াছি। গত নেত্র-হায়নে নারসিংহ-হুঙ্কারে দক্ষিণদেশীয় চিন্তাস্রোত-প্রসূত শাঙ্কর-'বৃহন্নৃসিংহের' পক্ষদ্বয় বিদীর্ণ করিয়া সেবক-তত্ত্বের অতিবাড়ী চিন্তাস্রোত প্রশমিত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর কনক-কামিনী-লোলুপতা বিধ্বংস হওয়ায় শ্রীপত্রিকার সেবকগণ প্রহ্লাদ-লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান **বেদ-বর্ষে** ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সেবক শ্রীনারসিংহ-প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনারদ-ব্যাসাদি-ভাগবত-ধারায় নিস্নাত শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত আলোচনা-দীপ্তিতে বেদবিরোধী শূন্যবাদী বা **বেনামবাদী** প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শ্রমণগণের বিচার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপস্থিত করিবেন।

যেরূপ গণিত শাস্ত্রের ১,২,৩ সংখ্যাকে যথাক্রমে 'চন্দ্র,' 'পক্ষ' ও 'নেত্র'-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেইপ্রকার চতুর্থ সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য 'বেদ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। বেদ শব্দে চার (৪) সংখ্যা বিজ্ঞাপনের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। বেদের নাম 'ত্রয়ী' হইলেও ইহা চারি-সংখ্যাবাচক। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদের নাম 'ত্রয়ী'। ইহা বেদেরই একটী তাৎপর্য্য। এক (১) চন্দ্রের উল্লেখ থাকিলে তাহাতে দ্বাদশমাসে দ্বাদশ আদিত্যের তেজঃপ্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং 'এক'-এর মধ্যে বহুত্বের অবস্থিতিই অদ্বিতীয়ত্ব। যাঁহারা একের মধ্যে বহুর অবস্থিতি অস্বীকার করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ত্রয়ী-বিরোধী হইতে বাধ্য হন। ত্রিত্বের অন্তর্গত চতুঃসংখ্যা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত 'বেদ'—এই শব্দের ধাতুনিষ্পন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে গেলেও, বেদ-শব্দে নিত্যসত্তাসহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-রূপ চারিটী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহাই চারিবেদের অনুসরণ। বেদ-শব্দ—বিদ্ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অথবা কর্ম্মবাচ্যে অল্ বা অন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ত্তৃবাচ্যে 'বেদ'-শব্দের আভিধানিক অর্থ—'বিষ্ণু'; 'ব্রহ্ম' তাহার আপেক্ষিক অর্থ মাত্র। বিদ্ ধাতু চারিপ্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পাণিনি প্রভৃতি বৈকরণিগণ বলেন—

বেত্তি বেদ বিদো **জ্ঞানে** বিত্তে বিদো **বিচারণে।**
বিদ্যতে বিদ **সত্তায়াং লাভে** বিন্দতি বিন্দতে॥

অর্থাৎ বিদ্ ধাতুর অর্থ—জ্ঞান (১), বিচারণ (২), সত্তা (৩) ও লাভ (৪) সুতরাং বেদ-শব্দে জ্ঞান, বিচার, সত্তা ও লাভ—এই চারিটী তত্ত্বকেই লক্ষ

কবিয়া থাকে। এই চারিটী তত্ত্বের মধ্যে 'সত্তা' বস্তুটী নিত্যসত্তা-জ্ঞাপক অর্থাৎ বিদ্ ধাতুর অন্য তিনটী অর্থের নিত্য ও সনাতন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা ঐ ত্রয়ীর অথবা বেদের উক্ত 'জ্ঞান,' 'বিচার' ও 'লাভ'-রূপ তত্ত্বত্রয়ের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাই প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা প্রকাশ্য-বৌদ্ধ। বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নিত্যসত্তা প্রচার করেন। জ্ঞান-অর্থে—সম্বন্ধজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞান, বিচারণ-অর্থে—অভিধেয়-তত্ত্ব, লাভ-অর্থে—প্রয়োজন বুঝায়। এবং এই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনমূলক তত্ত্বের নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব বিদ্ ধাতু হইতে যে বেদ-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রকাশ পায় এইজন্যই নিত্যসত্তা-সমন্বিত বেদের অপর নাম—ত্রয়ী। সত্তা সর্ব্বক্ষেত্রেই অবশ্য স্বীকৃত বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্থ সংখ্যায় তাহার গণনা করা হয় নাই। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মূর্ত্তিমন্ত বেদ-হৃদয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অপ্রাকৃত লেখনী-ধারায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।" ইহাই বেদ-শব্দের জ্ঞান-অর্থজ্ঞাপক। 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি—

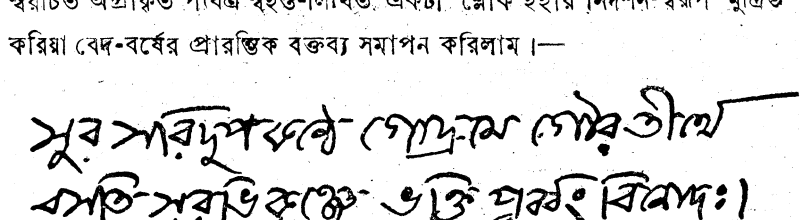
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ **বিচার**।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮ ১৫)

ইহাই বেদ-শব্দে 'বিচারণ'-অর্থে অভিধেয়-তত্ত্ব—কৃষ্ণভক্তি এবং 'লাভ'-অর্থে প্রয়োজনমূলা—কৃষ্ণপ্রীতিরূপা চমৎকারিতা। সম্বন্ধ-তত্ত্বে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ, অভিধেয়-তত্ত্বে ভগবদনুগ্রহের বিচার ও প্রয়োজন-তত্ত্বে কৃষ্ণপ্রীতির চমৎকারিতা—এই তত্ত্বত্রয় নিত্যসত্তাবিশিষ্ট। ইহার কোনপ্রকার ধ্বংস বা বিলোপ সাধিত হয় না। ইহাই বেদের সত্তাজ্ঞাপক। যাঁহারা প্রয়োজন লাভ করিয়া অভিধেয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অবৈদিক। অথবা যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের বিচার করিয়া 'জ্ঞেয়' এবং 'জ্ঞাতার' অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা উহা প্রাতিভাসিক ও ক্ষণিক বলিয়া মনে করেন, তাহারাও অবৈদিক।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ধারা—সাক্ষাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা। বর্ত্তমান বেদ-বর্ষে অনেক অনুসন্ধানের ফলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের **"নিবেদন"**-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "সজ্জনতোষণী" পত্রিকা হইতে প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সংখ্যার ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। পাঠকগণ! ঐ প্রবন্ধটীই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদকীয় আদর্শ বলিয়া জানিবেন। তিনি শ্রীপত্রিকার

৯ম পৃষ্ঠায় আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন—"আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এবিষয়ে অধিক আদৃত হইবে।" আমরা এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াই নিজ প্রবন্ধ অপেক্ষা আচার্য্যবর্গের স্তোত্রাদি, শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধ সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত করিয়াছি ও করিতেছি এবং এই ধারাই সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে চেষ্টা করা হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথি লইয়াই প্রকাশিত হইতেছে—ইহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গৌরব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুসারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সহযোগে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবে। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রাধান্যহেতু আমরা সর্ব্বপ্রথমেই কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া থাকি; যেহেতু এই কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপে গোদ্রুমে শ্রীসুরভিকুঞ্জে ব্রজরস-আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবস্থান করিতেছেন। আমরা তাঁহার স্বরচিত অপ্রাকৃত পবিত্র স্বহস্ত-লিখিত একটী শ্লোক ইহার নিদর্শন-স্বরূপ মুদ্রিত করিয়া বেদ-বর্ষের প্রারম্ভিক বক্তব্য সমাপন করিলাম।—



শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদনুসারে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীব্যাসপূজা** ও জগদ্গুরু **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে, এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন শাখায়ও আজকাল যেরূপ ব্যাসপূজা-

পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়, তাহা হইতে শ্রীবেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রথম এই ব্যাসপূজার প্রচলন করেন। কালে লোকসমাজে উক্ত পূজা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইলে পর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরই বঙ্গদেশে এই ব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৫ম অধ্যায়-প্রোক্ত এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ও প্রবর্ত্তিত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের স্ব-স্ব জন্মদিবসে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে পূজাপঞ্চক-সমন্বিত গুরুপূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। তদনুসারে গত **১লা ফাল্গুন,** বৃহস্পতিবার—সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রকট-বাসরে** তাঁহারই পৌরোহিত্যে ও নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে পূজাপঞ্চক-তত্ত্বপঞ্চকাদির ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ প্রভৃতি যথারীতি সম্পাদিত হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যপ্রবর স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত-পরিবর্দ্ধিত "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" ব্যাখ্যামুখে সমাগত দর্শক, শ্রোতৃমণ্ডলীকে গুরুতত্ত্ব ও পূজাপঞ্চকাদি সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন। সুউচ্চ আসনোপরি বিরাজিত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হইবার পর শ্রীমূর্ত্তি গর্ভমন্দিরের সিংহাসনে শুভবিজয় করিলে, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে পর পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যবরের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং সমিতির আশ্রিত ও অনুগত ভক্তগণকে আচার্য্যবরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নির্দ্দেশ দান করেন। অতঃপর দীক্ষিত ও নামাশ্রিত শ্রীমঠের ভক্তগণ, পরে সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যথাক্রমে পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন। মূল মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের আরাত্রিক হইবার পর, সমাগত ভক্তগণকে পুরী-হালুয়া-ফল-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে আচার্য্যপ্রবরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে "গুরুপরম্পরা," "গুর্ব্বষ্টক," "নিতাই-পদকমল," "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া," "ঠাকুর বৈষ্ণবপদ," "এইবার করুণা কর"

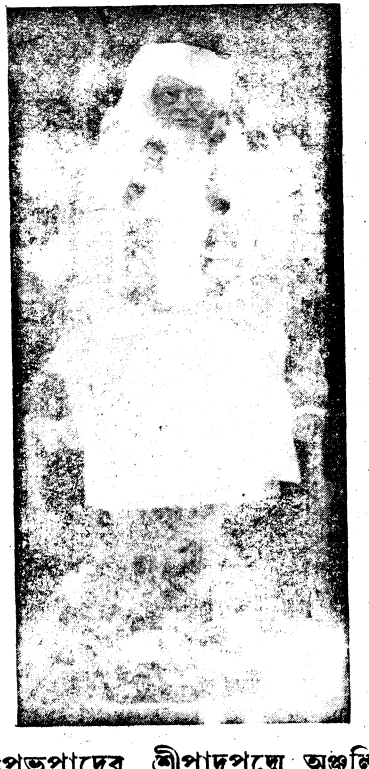
প্রভৃতি গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্যসূচক স্তব-স্তোত্র ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। সভাপতি-মহারাজ সভায় অধিষ্ঠিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতঃপর নিয়ামক-মহারাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন-স্থান হইতে প্রেরিত বিভিন্নভাষায় লিখিত অভিনন্দনাদি (গদ্য ও পদ্য) সভাস্থলে পাঠ করা হয়। প্রথমেই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারীর সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত **"পুষ্পাঞ্জলিঃ"** পাঠ করেন। পরে শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী-লিখিত **"শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি"** ও খড়্গপুর হইতে প্রেরিত শ্রীহরিদাস রায়-লিখিত **"দীনের অর্ঘ্য"** শ্রীপত্রিকার প্রকাশক-কর্ত্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী-লিখিত **"দীনের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি"** তৎকর্ত্তৃক পঠিত হইলে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রচার-সম্পাদক শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্ত-বান্ধব মহোদয় **"আচার্য্য-প্রশস্তি"** নামক হিন্দি ভাষায় লিখিত একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের আদেশে শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সমিতির আচার্য্যপ্রবরের গুরু-মনোহভীষ্ট-প্রচারময়ী জীবনী ও সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে নিয়ামক-মহারাজ বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা ও অভিনন্দনাদির উত্তরে যে মূল্যবান্ সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা আগামী সংখ্যায় **"নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা"** শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২রা ফাল্গুন, শুক্রবার—সকালে দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী অনুযায়ী পাঠ-কীর্ত্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজের শ্রীমুখ হইতে **শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ** পাঠ ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে উহার অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

৩রা ফাল্গুন, শনিবার—জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে অতি প্রত্যূষেই মঙ্গলারাত্রিকান্তে "গুরুপরম্পরা," "পঞ্চতত্ত্ব," "গুরুদেবে ব্রজবনে," "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী" ও তল্লিখিত বিবিধ প্রবন্ধ-উপদেশাবলী পঠিত ও আলোচিত হয়।

অদ্য সকাল হইতেই শ্রীব্যাসপূজার বিবিধ আয়োজন চলিতে থাকে। কেহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত পুষ্প সংগ্রহে বহির্গত হন, কেহ বা শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গন ঘট-আম্রপল্লবাদি এবং বিচিত্রবর্ণের পতাকা প্রভৃতি মাঙ্গলিক

দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করিতে থাকেন। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে সুসজ্জিত মণ্ডপোপরি অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করতঃ



কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তগণকে দর্শন দান করিতে থাকেন। তাঁহার অর্চ্চন ও ভোগ-রাগান্তে তদীয় শ্রীচরণ-কমলে অঞ্জলি-প্রদান আরম্ভ হয়। পূজনীয় নিয়ামক-মহারাজের অনুরোধে পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত জনগণের অঞ্জলি প্রদানের পর শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সমিতির শিষ্যগণকে প্রকট-আচার্য্যের আনুগত্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নির্দ্দেশ দেন। তদনুসারে মঠবাসী ও গৃহস্থ দীক্ষিত, নামাশ্রিত ভক্তগণ এবং অবশেষে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী সকলেই আচার্য্যবরের আনুগত্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল **প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি** প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিকের পর মূল মন্দিরে আরতি সম্পন্ন হয়। এতদ্ উপলক্ষে মহামহোৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। সমাগত শত শত দর্শক, ও ভক্তমণ্ডলীকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অভিনব বৃহৎ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া "শ্রীগুরুচরণপদ্ম," "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া," "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়" ইত্যাদি গীতিগুলি শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর সভাপতি-মহারাজের আদেশে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বিভিন্নস্থান

হইতে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত পুষ্পাঞ্জলি, অভিনন্দনাদি (গদ্য ও পদ্য) সভায় পঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীপাদ অভয়-চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত মহোদয়-কর্ত্তৃক এলাহাবাদ হইতে প্রেরিত, পুনঃ প্রকাশিত ইংরাজী পারমার্থিক মাসিক—**"Back-To-Godhead"** পত্রিকা পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ অঞ্জলি-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদকে অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ-লিখিত প্রবন্ধ **"শ্রীশ্রীগুরুপূজা-প্রশস্তি"** তিনি স্বয়ং পাঠ করেন। তল্লিখিত **"দীনের পদ্য-প্রসূনাঞ্জলি"** শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী এবং কল্যাণপুর হইতে প্রেরিত শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত প্রবন্ধ **"ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি"** শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর নারমার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দাসাধিকারী-লিখিত **"দীনের নিবেদন,"** আনন্দপুরের শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী-লিখিত **"সেবকের অনুযাচ্ঞা"** শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ-লিখিত **"দীনের প্রার্থনা"** শ্রীগৌর-নারায়ণ ভক্তবান্ধব পাঠ করেন। শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী-লিখিত **"ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি"** ও বনগ্রাম-নিবাসিনী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর **"প্রার্থনা"** তৎকর্ত্তৃক পঠিত হয়। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকগণের পক্ষ হইতে শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-লিখিত **"প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি"** তিনি স্বয়ং পাঠ করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে নারমা হইতে প্রেরিত শ্রীমতী রাধারাণী গুহরায়-লিখিত **"সেবিকার কৃপা-প্রার্থনা"** নামক কবিতাটী কুমারী আভারাণী দত্ত পাঠ করেন। উক্ত পুষ্পাঞ্জলি ও অভিনন্দনাদি আগামী সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

অভিনন্দনাদি পাঠ সমাপ্ত হইলে, পরিশেষে পূজনীয় সভাপতি ও নিয়ামক-মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ আলোচনামুখে যে গভীর তত্ত্বোপদেশপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা সময়-সুযোগমত প্রকাশের বাসনা রহিল। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জগদ্গুরুর আরাত্রিক সময়ে সভাপতি-মহারাজের স্বরচিত **"শ্রীল প্রভুপাদের আরতি"** গীতিটী মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। গীতিটী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে)। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই অভূতপূর্ব্ব শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান দর্শনে স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ চমৎকৃত হন এবং নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করেন।

—প্রকাশক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; চৈত্র—১৩৫৮

১ বিষ্ণু, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ রা ১২।৯। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৮ মধ্যে শ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব** ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

৩ বিষ্ণু, ১ চৈত্র, ১৪ মার্চ্চ, শুক্রবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া রা ১২।১৩। কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৫ বিষ্ণু, ৩ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী ১০।২২। **শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পঞ্চমী দোল।** চম্পকহট্টে উৎসব।

১১ বিষ্ণু, ৯ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ, শনিবার—কৃষ্ণ-একাদশী দি ৯।৪৪। **পাপ-বিমোচনী একাদশীর উপবাস।**

১২ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৭।২৩। **দি ৭।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহনগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

১৯ বিষ্ণু, ১৭ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ, রবিবার গৌর-পঞ্চমী ১১।৩৭। শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৪ বিষ্ণু, ২২ চৈত্র, ৪ এপ্রিল, শুক্রবার—গৌর-নবমী প্রাতঃ ৬।৬। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব। **শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস।**

২৫ বিষ্ণু, ২৩ চৈত্র, ৫ এপ্রিল, শনিবার—গৌর-দশমী দি ৮।১০। **দিবা ৮।১০ মধ্যে শ্রীরাম-নবমীর পারণ।**

২৬ বিষ্ণু, ২৪ চৈত্র, ৬ এপ্রিল, রবিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৫। **কামদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ বিষ্ণু, ২৫ চৈত্র, ৭ এপ্রিল, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১১।৪৪। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৫ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপণ উৎসব।

৩০ বিষ্ণু, ২৮ চৈত্র, ১০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—পূর্ণিমা দি ১।৫৯। **শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।**

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্।
পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | বাসুদেব, ৩ মধুসূদন, ৪৬৬ গৌরাব্দ রবিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৫৮; ইং ১৩।৪।৫২ | ২য় সংখ্যা

শ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-বিরচিতঃ]

১। জয় জয়াজিত জহগ-জঙ্গমাবৃতিমজামুপনীত-মৃষাগুণাম্।
ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী, নিগমগীত-গুণার্ণবতা তব॥১॥

২। দ্রুহিণ-বহ্নি-রবীন্দ্রমুখামরা, জগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে॥২॥

৩। সকল-বেদগণেরিত-সদ্‌গুণস্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষি-জনা রতাঃ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণ-শ্রবণাদিভিস্তব পদ-স্মরণেন গতক্লমাঃ॥৩॥

৪। নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি, শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং, দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥৪॥

৫। ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্।
ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্ত্তয় ॥৭॥

৬। ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥৯॥

৭। ক্বাহং বুদ্ধ্যাদি-সংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥১১॥

৮। যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্ ॥১৩॥

৯। তপন্তু ত্যাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥১৪॥

১০। সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণ-নানাভবতাপতপ্তম্।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং, ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্ ॥১৯॥

১১। যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে, পদং মনো মে ভগবল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিল-সাধনশ্রমঃ, শ্রেয়ঃ সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥২০॥

১২। ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্ঘনঃ।
আত্মৈব কিমুতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ ॥২১॥

১৩। মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গসঙ্গমনীশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্।
নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃ-সংপ্লব-সংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥২২॥

১৪। উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ
কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কুটকনকং বেদোঽপি নৈবংপরঃ।
অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরাদ্ভুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥২৩॥

১৫। মুকুট-কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী,-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।
মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা, নরহরেন পরং পরমার্থতঃ ॥২৪॥

১৬। নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কাল-স্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্।
মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥২৫॥

১৭। দণ্ড-ন্যাসমিষেণ বঞ্চিত-জনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সমুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্‌যোগক্লমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞ নতা-সম্মাননা-সম্মদং
দীনানাথ-দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥২৬॥

১৮। অবগমং তব মে দিশ মাধব, স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ।
শ্রবণ-বর্ণন, ভাবমথাপি বা-নহি ভবামি যথা বিধি-কিঙ্করঃ ॥২৭॥

১৯। দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তবতৎপদম্ ॥২৮॥

২০। সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-নিরাজিত-পদাম্বুজম্।
ভোগ-যোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মি-নম্রয়োঃ ॥২৯॥

শ্রীনৃসিংহ-স্তবের বঙ্গানুবাদ

১। হে অজিত! আপনি স্থাবর-জঙ্গমের আবরণ-স্বরূপা অনিত্য-গুণাশ্রিতা মায়ার বিনাশ সাধন করিয়া আপনার জয় প্রদর্শন করান, বিজয় ঘোষণা করুন। আপনি ব্যতীত এই বিশ্বের কেহই কোন কার্য্যে সমর্থ নহে। বেদসকল আপনারই গুণার্ণবত্ব কীর্ত্তন করেন ॥১॥

২। ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং এই বিশ্ব আপনা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে উদ্ভূত হইতে পারে না। এইজন্যই বহুবিধ মন্ত্র আপনাকেই 'অজ' ও 'বিরাট্‌মূর্ত্তি' বলিয়া বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন ॥২॥

৩। নিখিল বেদ আপনার সদ্‌গুণ প্রচার করেন। এতাদৃশ আপনাতে সকল মনীষিজন আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অনুরক্ত এবং আপনার শ্রীচরণ-যুগল স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপরহিত হইয়া থাকেন ॥৩॥

৪। হে নৃসিংহদেব! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা আপনার ভজন না করে, তবে তাহাদের এই শ্বাস-গ্রহণ বা জীবন-ধারণ 'ভস্ত্রা'তুল্য বিফল হইয়া থাকে ॥৭॥

৫। হে ঈশ্বর! হে পরানন্দ! আমি আপনার (অণু) অংশ। আপনি আপনার শ্রীপাদ-যুগলের সেবা প্রদান করত আমার ভবদীয়-মায়াকৃত বন্ধন দূর করুন ॥৭॥

৬। আপনি জগন্নাথ, আপনি পরমাত্মা। আপনাতেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট হউক। কখন ভবদীয়-সেবাপর ঈদৃশ মনুষ্য-জন্ম আমার লাভ হইবে?॥

৭। হে ভূমন্! দীনবান্ধব! দয়াসিন্ধো! কোথায় আমি বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, আর কোথায় আপনার তেজঃ বা মহিমরাশি! হে নৃহরে! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন ॥১১॥

৮। যাঁহার সত্তাতে স্বতঃ অসৎ এই জগৎ সদ্‌রূপে প্রতিভাত হয়, এই অসৎ জগতে যিনি একমাত্র সদ্‌বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন, সেই ভগবান্‌কে আমরা ভজন করি ॥১৩॥

৯। মানবগণ সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া তপস্যা করুক, ভৃগুপাত করুক অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পতিত হউক, তীর্থসকল ভ্রমণ করুক, বেদ-বেদান্তসকল পাঠ করুক, বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করুক অথবা তর্কদ্বারা বাদ-বিসম্বাদই করুক; কিন্তু শ্রীহরির কৃপা-ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥১৪॥

১০। হে নৃহরে! সংসারচক্ররূপ করপত্র (করাৎ) দ্বারা বিদীর্ণ ও উদীর্ণ এবং নানাবিধ ভবতাপতপ্ত, কোনও প্রকারে ভবদন্তিকে আগত ও আপনাতে শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন ॥ ৯॥

১১। হে ভগবন্! হে পরানন্দগুরো! যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার মন আশ্রয় লাভ করিবে, তখন আপনার কৃপাতেই অখিল-সাধন-শ্রম বিদূরিত হইবে এবং পরম শান্তি-লাভে সক্ষম হইব ॥২০॥

১২। (হে নৃসিংহদেব!) ভজনকারিগণের নিকট আপনিই সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্‌ঘন প্রাণ স্বরূপ; অতএব ইহার পর তুচ্ছ কলত্র-পুত্রাদির প্রয়োজন কি?২১॥

১৩। হে নরহরে! পুত্র-কলত্রাদির অঙ্গসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকেই

অহনিশ চিন্তা করিতে করিতে, বিগতাহঙ্কার সাধুগণ যেই যেই আশ্রম ও তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকেন, সেই সেই স্থানে বাসপূর্ব্বক নিত্য সেইসকল সাধুগণের মুখপদ্ম-বিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃত-স্রোতজলে সম্যক্ স্নাত হইয়া আমি পুনর্জ্জন্মভাক্ হইব না ॥২২॥

১৪। পুষ্পমালিকা হইতে উদ্গত সর্প যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ সৎ-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত হইলেও জগৎ সৎ নহে অর্থাৎ অনিত্য। কনকরাশি বিবিধ অলঙ্কার-রূপ কার্য্য করিয়াও যেরূপ অবিকৃত, বেদ কিন্তু তদ্রূপ নহে অর্থাৎ গৌণার্থদ্বারা বেদার্থও কল্পিত হয়। পরন্তু, আপনার **শুদ্ধ অদ্বৈত** (অসমোর্দ্ধ) **ভাবই** সত্য, অতএব আনন্দের সহিত রমা-সেবিত আপনার সুন্দর পরমানন্দপ্রদ শ্রীপদযুগল আমি বন্দনা করি। হে হরে! আমি আপনার চরণে প্রণত, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥২৩॥

১৫। কনক অর্থাৎ সুবর্ণ মুকুট কুণ্ডল-বলয়-কিঙ্কিণীরূপে পরিণত হইলেও বস্তুতঃ কনকই বটে, তদ্রূপ মহৎ বা চিত্ত, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি শ্রীনৃসিংহ-বিষ্ণু হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে ॥২৪॥

১৬। মায়া আপনার ঈক্ষণরূপ অঙ্গনগতা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কাল-স্বভাবাদি দ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় বহু ভাব প্রকাশ করত আতুর বা অসমর্থ আমার মস্তক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণপূর্ব্বক আমাকে সম্মর্দ্দিত করিতেছে; হে হরে! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আপনার মায়ার প্রভাব নিবারিত করুন ॥২৫॥

১৭। হে দীন-অনাথ-দয়ানিধান! হে পরমানন্দময় প্রভো! আমি দণ্ড ও সন্ন্যাস-গ্রহণচ্ছলে কেবল ভোগচিন্তায় পীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তি, আমি নিরন্তর অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, আমি নিজ-বিরচিত-কর্ম্ম-ক্লেশে আকুল, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ এবং অজ্ঞজনগণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অহঙ্কারযুক্ত; আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥২৬॥

১৮। হে মাধব! আপনার স্বরূপের জ্ঞান ও আপনার বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আসক্তি প্রদান করুন, যেন আমার বিষয়জনিত সুখ-দুঃখের সঙ্গম না হয়, যেন আমি কেবল প্রেমশূন্য বিধির কিঙ্কর না হই ॥২৭॥

১৯। হে অনন্ত! দেবগণ আপনার অন্ত জানেন না, **আপনিও আপনার অন্ত জানেন না,** শ্রুতিসার-সকলও আপনার তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ নহেন। অতএব 'আপনাকে নমস্কার', 'আপনার জয় হউক, জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে আপনার সেই দুর্লভ চরণযুগল ভজন করি ॥২৮॥

২০। কর্ম্মী ও ভক্তের পক্ষে যাঁহার পদ-যুগল ভোগ ও যোগপ্রদ এবং যে শ্রীপাদপদ্ম নিখিলশ্রুতি-শিরোরত্নসমূহ দ্বারা নীরাজিত, সেই মাধবকে আমি প্রণাম করি ॥২৯॥

শ্রীজয়তীর্থ

শ্রীজয়তীর্থের পূর্ব্ব-পরিচয়

ইনি শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী আচার্য্য। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম—ধোণ্ডরঘুনাথ পন্থ, পিতার নাম—রঘুনাথ রাও; মাতার নাম—রুক্মা বাই। পাণ্ডেরপুরের নিকট মঙ্গলাবেড় নামক স্থানে ১১৪৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রঘুনাথ ভীমাবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত কলহ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপত্তন-নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করেন।

দীক্ষা ও সমাধি

একদিন অশ্বারোহণে নদী পার হইতে গিয়া অক্ষোভ্যের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজ বৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ১১৬৭ শকাব্দায় অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ-বয়ক্রম-কালে হাইদ্রাবাদের ওয়াডি নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী মালখেড়্ গেট-ষ্টেশনে ১১৯০ শকাব্দার আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী দিনে সমাধি লাভ করেন। **গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরু-পরম্পরার মধ্যে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়।**

শ্রীজয়তীর্থের রচিত মূল ও টীকা-গ্রন্থ

মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-লাভ করিয়া জয়তীর্থমুনি ২২ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জয়তীর্থ-রচিত **মূল গ্রন্থের মধ্যে** ঃ— ১। প্রমাণ-পদ্ধতি, ২। বাদাবলী, ৩। শতাপরাধ স্তোত্র ও ৪। পদ্যমালা। ইহা ব্যতীত **নিম্নলিখিত টীকা** তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ঃ—

১। মাধ্বভাষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকা, ২। সুধা, মাধ্বভাষ্যের অনুব্যাখ্যান, ৩। ন্যায়-বিবরণ টীকা, ৪। প্রমেয়-দীপিকা টীকা, ৫। ন্যায়-দীপিকা টীকা, ৬। তত্ত্বসংখ্যান টীকা, ৭। তত্ত্ববিবেক টীকা, ৮। উপাধি-

খণ্ডন টীকা, ৯। মায়াবাদ-খণ্ডন টীকা, ১০। মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন টীকা, ১১। তত্ত্বনির্ণয় টীকা, ১২। ন্যায়-কল্পতরু প্রমাণ-লক্ষণ টীকা, ১৩। কথা-লক্ষণ টীকা, ১৪। তত্ত্বদ্যোত টীকা, ১৫। কর্ম্ম-নির্ণয় টীকা, ১৬। ষট্‌প্রশ্ন-ভাষ্য টীকা, ১৭। ঈশাবাস্য-ভাষ্য টীকা, ১৮। ঋগ্‌ভাষ্য টীকা।

গুরু ও শিষ্য-পরম্পরা

পূর্ব্বগুরু-পরম্পরা ১। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, ২। পদ্মনাভ ১১২০, ৩। নরহরি-তীর্থ ১১২৭, ৪। মাধবতীর্থ ১১৩৬, ৫। অক্ষোভ্যতীর্থ ১১৫০, ৬। জয়তীর্থ ১১৬৭।

শিষ্য-পরম্পরা (উদীপি মঠের তীর্থোপাধিক উত্তরাটী মঠের তত্ত্ববাদী শাখা)

১। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০, ২। কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৪, ৩। বাগীশতীর্থ ১২৬১, ৪। রামচন্দ্র ১২৬৯, ৫। বিদ্যানিধি ১২৯৮, ৬। রঘুনাথ ১৩৬৬, ৭। রঘুবর্য্য ১৪২৪, ৮। রঘূত্তম ১৪৭১, ৯। বেদব্যাস ১৫১৭, ১০। বিদ্যাধীশ ১৫৪১, ১১। বেদনিধি ১৫৫৩, ১২। সত্যব্রত ১৫৫৭, ১৩। সত্যনিধি ১৫৬০, ১৪। সত্য-নাথ ১৫৮২, ১৫। সত্যাভিনব ১৫৯৫, ১৬। সত্যপূর্ণ ১৬২৮, ১৭। সত্যবিজয় ১৬৪৮, ১৮। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯, ১৯। সত্যবোধ ১৬৬৬, ২০। সত্যসন্ধ ১৭০৫, ২১। সত্যবর ১৭১৬, ২২। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯, ২৩। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২, ২৪। সত্যসঞ্জুষ্ট ১৭৬৩, ২৫। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩, ২৬। সত্যকাম ১৭৮৫, ২৭। সত্যেষ্ট ১৭৯৩, ২৮। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪, ২৯। সত্যবীর ১৮০১, ৩০। সত্যধীর ১৮০৮।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা

১। জ্ঞানসিন্ধু, ২। দয়ানিধি, ৩। বিদ্যানিধি, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। জয়ধর্ম্ম, ৬। পুরুষোত্তম ও বিষ্ণুপুরী, ৭। ব্রহ্মণ্য, ৮। ব্যাসতীর্থ, ৯। লক্ষ্মীপতি, ১০। মাধবেন্দ্রপুরী, ১১। ঈশ্বরপুরী, ১২। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৪২৬।**

'জয়তীর্থ-বিজয়'-নামক গ্রন্থে জয়তীর্থের জীবন-চরিত্র লিখিত আছে। পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার রচিত-গ্রন্থে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিদ্যারণ্য ভারতী, বেদান্তদেশিক এবং জয়তীর্থ এক সময়ের লোক।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর

কৃষ্ণলীলার কোন্‌টী ঐতিহাসিক ও কোন্‌টী সমাধিলব্ধ ?

কোন জিজ্ঞাসুপ্রবর নিম্নলিখিত প্রশ্নটী আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকের এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রশ্নটীর উত্তর আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'-পাঠ করিয়া জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ-লীলা জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। ভাগবতে যে কৃষ্ণ-কথা আছে তাহা কি ঐতিহাসিক নয়? মানবরূপধারী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশদানে পূজনীয় ব্যাসদেব কি কোমলশ্রদ্ধগণকে তুষ্ট করিয়াছেন? ভাগবতের বর্ণন-মধ্যে কোন্ কোন্‌টী সমাধিলব্ধ-জ্ঞান ও কোন্ কোন্‌টী ঐতিহাসিক-বার্ত্তা তাহা জানিতে বাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত ও সমাধিলব্ধ—ঐতিহাসিক নহে

উত্তর—সমস্ত বেদ-সাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে সমুদায়ই অপ্রাকৃত এবং সমাধিলব্ধ। তাহা কিছুই জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় জন্ম, কর্ম্ম, ধাম, রূপ ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনার কার্য্য নাই। ইহা নিত্যসত্য ও চিন্ময়। দ্বাপরযুগে সেই পরমতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই নিত্যলীলা প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হয়। **প্রপঞ্চে চিন্ময়তত্ত্বের বিচিত্র ব্যাপার উদয়ের কোন প্রাকৃত বিধি নাই।** কিন্তু পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তি কোন বিধির অধীন নয় এবং সর্ব্বদা স্বতন্ত্র। অতএব প্রকৃতির নিয়মসকলকে অতিক্রম করত সেই নিত্যলীলা জড়জগতে উদিত হয়।

কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি

উদিত হইলেও সেই প্রকটিত তত্ত্ব জীবগণের ত্রিবিধ অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বিস্তার করে। জীবের **ত্রিবিধাধিকার** এই,—(১) কর্ম্মাধিকার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জড়াচ্ছন্নতা, (২) জ্ঞানাধিকার অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-লক্ষণ জড়শূন্যতা ও (৩) ভক্ত্যধিকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বানুভব-যোগ্যতা। **ত্রিবিধ প্রতীতি** এই,—(১) জড়প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাকে জড়বৎ উপলব্ধি হয়), (২) আধ্যাত্মিক প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূলতত্ত্ববিচারে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতা ও প্রকট-লীলায় মায়া ও মায়িক বিষয়-রূপ দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়) এবং

(৩) অপ্রাকৃত প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা স্বীকার ও অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে সমস্ত চিন্ময়-তত্ত্বের প্রপঞ্চ-বিজয় পরিলক্ষিত হয়)। লীলাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক বলিলে তাহা দেশ-কালাধীন মায়িক-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। কাল্পনিক বলিলে তাহা আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ তদুভয়ের কোনটিই স্বীকার করেন না।

লীলাতত্ত্ব 'আধ্যাত্মিক' ও 'সাক্ষাৎ'-ভেদে দ্বিবিধ সমাধি-লব্ধ

লীলাতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব সমাধিদ্বারা উপলব্ধ হয়। সমাধি দুই প্রকার—(১) আধ্যাত্মিক ও (২) সাক্ষাৎ। **আধ্যাত্মিক সমাধি** দ্বারা চিন্ময় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞা প্রথম হইতেই চিন্ময়তার স্ফূর্ত্তিকে খর্ব্ব করে। **সাক্ষাৎ-সমাধি** জীবের চিচ্চক্ষুর সাক্ষাৎ-ক্রিয়াবিশেষ। তাহা কেবল শুদ্ধভক্তদিগের শুদ্ধচিদ্বিশেষ-দর্শন-প্রতিজ্ঞা হইতে লব্ধ হয়। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-সমাধিদ্বারা নিত্য ধামগত এবং প্রপঞ্চ-প্রকটিত লীলাতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব এবং নিত্যবৈচিত্র্য দর্শন করত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ যদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন॥৪॥ সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব, রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-ব্যসন লাভ করে॥৫॥ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয় দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন॥৬॥

যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥৭॥]

কর্ম্মী-জ্ঞানীর অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অযথা মায়িক কল্পনা এবং ভক্তের বিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অপ্রাকৃতত্ব অনুভব

এবম্বিধ অপ্রাকৃত-লীলাস্ফূর্ত্তি কর্ম্মীদিগের বিষয়-বিদূষিত অন্তঃকরণে অথবা জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞাহত চিত্তে কখনই সংঘটন হয় না। অবিদ্বৎ-প্রতীতিই তাহাদের উপলব্ধ হয়। চিন্ময়তত্ত্বে বিশেষ বৈচিত্র্য-জিজ্ঞাসু ভক্তদিগের মায়া-বিমুক্ত নির্ম্মলচিত্ত-দর্পণেই কেবল বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চে উদিত হইলেও ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিকট মায়িক লীলারূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য উদিত হইলেও জন্মান্ধ, তথা পীড়াচ্ছন্ন-চক্ষুবিশিষ্ট এবং মেঘাবৃত গগনতলস্থ পুরুষদিগের নিকট তাহা পরিদৃশ্য হয় না অথবা বিপর্য্যয়রূপে লক্ষিত হয়। জগতের চক্ষে প্রপঞ্চে প্রকট কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ।

স্বরূপ-সমাধির ক্রম

কর্ম্মজড়দিগের ত' কথাই নাই, কেবল জ্ঞান-অন্বেষণকারীদিগের সম্বন্ধেও অপ্রাকৃতলীলা দুর্দ্দৃশ্য। জীব যখন কর্ম্ম-জ্ঞানকে অপার্থ জানিয়া ভক্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন সাধু-গুরু-পদাশ্রয় করত তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের অনবরত অনুশীলনকে ভজন-ক্রিয়া বলা যায়। সাধন-দশায় যে-পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজন কেবল ভজনাভাসরূপে থাকে। কিন্তু ফলভূতে চিদ্রসতত্ত্বে যখন গাঢ় আসক্তি সহকারে ভজন হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপালব্ধ শক্তিসঞ্চারক্রমে স্বরূপানুভূতিরূপ সাক্ষাৎ-সমাধি উদিত হয়। তাহা হইলে

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

এই প্রথাক্রমে জিজ্ঞাসুগণ সংশয়হীন হন। অতএব ভজনারম্ভের পূর্ব্বে প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নোত্তর-প্রাপ্তিতে কখনই স্বরূপানুভব উদিত হয় না। স্বরূপপ্রাপ্তির ক্রম অবলম্বন করিলেই প্রাপ্য বিষয় লব্ধ হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে যে সব লীলা বর্ণিত আছে সে সমুদায়ই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী। অধিকারভেদে সেই সমস্ত লীলার স্ফূর্ত্তি-তারতম্য আছে, এইমাত্র। কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যান্য রাজাদিগের যত চরিত্র বর্ণিত

আছে সে সমুদায় ঐতিহাসিক বার্ত্তা বটে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সমুদায় অপ্রাকৃত ; কখনই জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক কল্পনা বা কর্ম্মীদিগের জড়ীয় বর্ণনারূপ ইতিহাস নয়। প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াও কৃষ্ণলীলা স্বীয় অপ্রাকৃত-ধর্ম্ম কিছুমাত্র ছাড়ে নাই অর্থাৎ দেশ-কালাদির অধীন হয় নাই। তবে যে জড়ীয় দেশ-কালাদির অধীনরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তল্লীলা-দর্শক জীবগণের অধিকার-ভেদে সমল আবিদ্যিক প্রতীতিমাত্র।

অনেকে 'কৃষ্ণসংহিতা'র অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। তাহা নিরর্থক। অপ্রাকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের

অষ্টসপ্ততিতম শুভ প্রকট-বাসরে

দীনের পদ্য-প্রসূনাঞ্জলি

(জয়) মঙ্গল-তানে　　ভক্ত-বিতানে
পতিত-পাবনী কথা।
নির্ম্মল প্রাণে　　ভক্ত-সমাজে
গাঁহিছে অমিয়-গাঁথা॥

(অদ্য) সারস্বত-জনে　　কৃপা বিতরণে
গোবিন্দ-পঞ্চমী শুভা।
শ্রীচৈতন্য-বাণী　　কৃষ্ণা-সরস্বতী
মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণকৃপা॥

বিশ্বে উদিত　　তপন-স্বরূপে
কলি ঘোর তমো নাশি'।
নিত্যানুগ-জনে　　স্বরূপ-বিধানে
(কৃপায়) শিখাতে সিদ্ধান্ত রাশি॥

জয় গৌর-সরস্বতী, কৃপা-রসময় অতি,
জয় জয় পতিত-পাবন।
জয় গৌর-প্রিয়তম, রূপানুগ মহাজন,
জয় জয় লীলা অগণন ॥

জয় ধাম নীলাচল, যথা তব সুমঙ্গল,
প্রকট-লীলার আবিষ্কার।
নরোত্তমরূপে আসি' কৃষ্ণসেবা সুখরাশি,
বরষিলে জগৎ-মাঝার ॥

জীবের উদ্ধার-তরে, বিমুখ এ' ধরা' পরে,
কতভাবে কৃপা বিতরিলা।
মায়া-ব্যাধি ছাড়াইতে, সবিশেষ যতনেতে,
নাম-মন্ত্র প্রচার করিলা ॥

দেশে দেশে গ্রামে-গ্রামে, বিঘোষিলে গৌর-কামে
জীব প্রতি সকরুণ হ'য়া।
গৌর-কৃষ্ণ-অভিমত, ভকতি-সিদ্ধান্ত যত,
কৃপাবন্যা দিলে বহাইয়া ॥

সুদূর প্রতীচ্য-ভূমি, সেখানেও দিলে তুমি,
আপনার জন পাঠাইয়া।
চৈতন্য-বাণীর ধারা, শিরে ধরি' সুধী যাঁরা,
কীর্ত্তনেতে মাতিল আসিয়া ॥

কর্ম্ম-জ্ঞান-অনাবৃত, বিমল ভকতি-তত্ত্ব,
গীতা-ভাগবত-কথাসার।
বক্তৃতায়, পত্রিকায়, প্রবন্ধে ও গীতিকায়,
কত মতে করিলে বিস্তার ॥

নানাস্থানে জগতের শুদ্ধভক্তি কীর্ত্তনের,
কেন্দ্রস্থান করিয়া স্থাপন।
শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, বিতরিলে অবিরত
সদাচার করি' প্রবর্ত্তন ॥

ছাড়ি অন্য অনুরাগ, অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ,
সাধুসঙ্গে সর্ব্বোত্তমা রতি।

বাস্তব দৃষ্টান্ত-দ্বারে শিখায়েছ দয়া ক'রে,
সেবকেরে দিতে শুদ্ধমতি ॥

পরবিদ্যাপীঠ-তলে, আনিয়াছ দলে-দলে,
পরবিদ্যাকামী নিজজন।
স্বকীয় চরণ-ছা'য় জানায়েছ তা' সবায়,
কৃষ্ণ—বিদ্যাবধূর জীবন ॥

ভকতিবিনোদ শিক্ষা, বাল্যে তাতে নিলে দীক্ষা,
আত্মবৃত্তি হ'বে বিকশিত,—
মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে, (পর) বিদ্যালয় সংস্থাপিয়ে,
জগতের কৈলে মহা হিত ॥

পরমার্থ তত্ত্বধন, ছিল অতি সুগোপন,
অন্বেষণ কেই বা করিত ?
দুরন্ত ভোগাশা-বশে, বিষম বিষয়-রসে,
জগজন সময় যাপিত ॥

অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, পরম করুণা-কন্দ,
পতিত-পাবন মহাশয়।
অনুদিন অনুক্ষণ, করিয়াছ সুচিন্তন,
জগতের কিসে হিত হয় ॥

সিদ্ধান্ত রতন খচি, শত শত গ্রন্থ রচি'—
শিক্ষামৃত করি বরিষণ।
মরণ-পথিক্ জনে, বাঁচাইয়া কৃপাগুণে,
সেবা-রসে কৈলে নিমগন ॥

তীর্থীভূত করি' যত, তীর্থস্থান শত শত,
গৌরবাণী গঙ্গা বহাইয়া।
গৌর-প্রেমে মত্ত হ'য়ে, ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে
কৃষ্ণকথা ঘোষিলে ভ্রমিয়া ॥

শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত, সেবা-ভূমি আছে কত,
অষ্ট স্থানে স্থাপি 'পাদপীঠ'।
শ্রীচৈতন্য-চরণ-স্মৃতি, জাগাইয়া অনুরক্তি,
তরাইতে চাহ মায়াকীট ॥

কুবিষয়-বিষে মন্দ, চিত্ত সদা কাম-অন্ধ
(মোরা) ভুলিয়াছি সেব্য ভগবান্।
শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিয়া, সুপ্তভাব জাগাইয়া
জীবেরে করিলে পরিত্রাণ॥

শ্রীধামের পরিক্রম, করি' পুনঃ প্রবর্ত্তন,
গৃহকূপ হ'তে আকর্ষিয়া।
কতেক পতকীগণে কৃপা কৈলে অভাজনে,
(কৃষ্ণ) প্রীতিরস-সুধা পিয়াইয়া॥

নিদ্রিত ভারতে উদয়-অচলে
সুদীপ্ত প্রভায় সূর্য্যসম।
উদিত হয়েছ, জীব-জগতের
দূর করিবারে অজ্ঞান-তমঃ॥

গোলোকের ধন শ্রীনাম-রতন,
মৃতসঞ্জীবনী অমল সুধা।
প্রপন্ন জনেরে অসীম কৃপায়
পিয়ালে সে মধু—হরিলে ক্ষুধা॥

ভাগবত-ধর্ম্ম শুদ্ধ সুনির্ম্মল,
আচারিয়া তুমি আচার্য্যবর।
অমৃতের বাণী গাহিয়া ভুবনে,
গৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার কর॥

তুরিতে ভেরিতে বাণী-বাঁশরীতে,
গায় সবে আজি তোমারি নাম।
গোলোকের নিধি, বিতরিলে তুমি,
আচার্য্যদেব, সত্যকাম॥

জয় জয় পরম করুণা নিধান!
শ্রীগৌরকৃপা-শক্তিধর! ত্রিভুবন-পাবনবর!
জগতে নাহিক কেহ তোমার সমান॥
তোমার পবিত্র মহিমা গাই, এমন শক্তি সেবকের নাই,
তবু চিত্ত চায় তব মহিমা-বর্ণন॥

ভবদীয় অযোগ্য সেবকাধম
—শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

সেইপ্রকার ব্যক্তিগণ কেবল ত্র রাক্ষসস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জগতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার ভিখারী, মিছাভক্ত, বৃথাকর্ম্মী, মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া বাস করে। সুতরাং তাহাদের জীবন বৃথাই বুঝি.ত হইবে।

কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহাদিগকে এইপ্রকার আসুরিক স্বভাব কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা 'মহাত্মা' উপাধিমাত্রকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। অসুরের শিষ্যত্ব করিয়া এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ করিয়া নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তব মহাত্মাগণের স্বরূপ-লক্ষণ আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। যথা—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ (গীঃ ৯।১৩)

বাস্তব মহাত্মাগণ অনন্যমানসে মনকে ভুক্তি মুক্তি-বাঞ্ছাদিতে কোনপ্রকারে বিচলিত না করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজনকেই একমাত্র লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের দৈবী-প্রকৃতিবশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বকারণ-কারণম্' বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন। দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ব্যক্তিগণই সর্ব্বগুণসম্পন্ন। দুর্লভ কৃষ্ণভক্তগণ দেবতাদুর্লভ সদ্‌গুণরাশিতে সর্ব্বদাই বিভূষিত। সুতরাং জগতে সুখ-শান্তি আনিতে হইলে সেইপ্রকার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মগণের একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে আমাদের মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীমহোদয় একটি চিকিৎসক-বিদ্বৎসভাতে বক্তৃতাকা[illegible] নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন।—

"We go in for public health, sanitation and all kinds of preventive measures, rather than wait for him to fall ill and then treat him. Why not apply that in larger sphere and prevent something which you will have to deal with later in much more difficult form. That will take you to sociological and other place of human activity.... ..... So perhaps, when

wise men like you gather together, you might think of the ills and diseases of humanity as a whole which create so many conflicts and troubles and come in the way of human progress."

তাৎপর্য্য এই-যে, ডাক্তারগণ রোগী কখন রোগে পড়িবে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বহুধা উপায় ব্যবস্থা করেন। সেই প্রকার সমাজে যে মনোরোগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি আর বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

বাস্তবিক, জগতে যত প্রকার জগজ্জঞ্জাল আরম্ভ হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণই ঐ মন। এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বহুপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন। অম্বরীষ মহারাজের আনুগত্যে প্রজ্ঞাগণ যদি "মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" পালন করিতে পারেন, তবেই তাহার চিকিৎসা হইতে পারে, অন্যথায়, 'হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ'। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির তথাকথিত মহৎগুণের কোনই মূল্য নাই, কেন-না সে মনরূপ রথে আরোহণ করিয়া যথেচ্ছাচার করিবেই করিবে। মনের রোগ সারাইতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত 'চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনকারী কৃষ্ণ কীর্ত্তনের'ই একমাত্র প্রয়োজন। এই গূঢ় রহস্য যতদিন পর্য্যন্ত ভেদ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির মনোব্যাধির কোনই চিকিৎসা সম্ভবপর নহে—ইহা আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের বিবেচনা করা দরকার। জগতে কৃষ্ণভক্তের কিছু মাত্রা বাড়িলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আবার ফিরিয়া আসিবে। মনুষ্যকে দেবতা করিতে হইলে তাহার সুপ্ত কৃষ্ণ-ভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই একমাত্র কার্য্য। ইহাই মনুষ্যজাতির চরম উপকার বুঝিতে হইবে।

সেই প্রকার সদ্‌গুণসম্পন্ন মহাত্মগণের আর একটি স্বরূপ লক্ষণ এইরূপ, যথা—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (গীঃ ৯।১৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত কি-ভাবে হওয়া যায়, তাহারই আভাস কিছু এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। 'সতত' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চিত্তশুদ্ধি-করণাত্মক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচারই অপেক্ষা করিতেছে না। যে যেখানে বা যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, জীবমাত্রেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস—

এই অভিমান করিলেই জীবের আর কোন দুঃখ নাই জানিতে হইবে। সেই-প্রকার কৃষ্ণদাস্যাভিমানী ব্যক্তির জন্ম-কর্ম্ম-চিত্তাদির শুদ্ধির নিমিত্ত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বেশ্বর হরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভজন করিবার লোভই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার লুব্ধতাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। তীব্র ভগবদ্ভক্তি যাজনই মহাত্মাগণের স্বরূপ-লক্ষণ। সেই প্রকার মহাত্মাগণ দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি' নববিধা ভক্তি-যাজন-মুখে আলোচনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই যত্নবান্। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই অথবা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহারই সেবানুকূল করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। পূর্ব্বে আমরা 'ভগবানের কথা' প্রবন্ধে 'যজ্ঞার্থে কর্ম্ম' আলোচনা-মুখে যে-সমস্ত কথা বিচার করিয়াছি, তাহা সমস্তই এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই বুঝিতে হইবে। আমরা কুটুম্ব-পালনার্থ যে-ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করি, ঠিক সেই ভাবেই কুটুম্বের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের সেবার জন্যই মহাত্মাগণ সর্ব্বদা যত্ন করেন। কুটুম্ব-ভরণের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করা হয়, তাহা মায়িক, সুতরাং ক্লেশদায়ক। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার, তাহা অপ্রাকৃত, সুতরাং তাহা আনন্দময় বা চিন্ময়। আরও জানা আবশ্যক যে, ভগবানের সেবার দ্বারা কুটুম্ব-সেবাদি আনুষঙ্গকভাবে হয়, কিন্তু কুটুম্বের সেবা ভগবানের সেবা নহে। ইহার তাৎপর্য্য মহাত্মাগণই বুঝিয়া থাকেন। ভগবানের সেবা দ্বারা কেবল কুটুম্বাদির কেন, সমস্ত জগতের সেবা হয় অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম যতপ্রকার জীব-জন্তু আছে, সকলেরই সেবা হয় এবং তাহাই জগতের সুখ-শান্তির একমাত্র মূল। যথা—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১৮)

অতএব শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি কার্য্যে জগৎ-প্রীণনাদি সমস্ত কার্য্যই সহজে সাধিত হয়। মহাত্মাগণ সেই প্রকার অনুষ্ঠানাদিতেই সতত দৃঢ়ব্রত থাকেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার হরিকথা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, যথা—

"শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারী একজন কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের কাছে যে ঘণ্টাবাদন করেন, এই ঘণ্টার একটিবার বাদনের সহিত

সহস্র-সহস্র কর্ম্মবীরের অসংখ্য হাঁসপাতাল, দরিদ্র-সেবা, সেবাশ্রম, বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-চেষ্টা এবং নির্ভেদ-জ্ঞানবীরের বেদ-বেদান্তানুশীলন, ধ্যান, কৃচ্ছ্র তপোযোগ-সাধন অতীব নগণ্য।

মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়া যে ভগবৎ-সেবার পদ্ধতি আছে, তাহা বাদ দিয়া হাঁসপাতাল প্রভৃতি খুলিয়া যে পরোপকারের ছলনা হয়, তাহাতে পরোপকার কার্য্য-সাধন কোনদিনই হয় না, তবে হাঁসপাতালের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র। সেই প্রকার দরিদ্র-সেবার ছলনা করিলে কোন দিনই দারিদ্র্য-মোচন হয় না বরং দরিদ্রেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আমরা হাঁসপাতাল খোলা, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যগুলির মোটেই বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কর্ম্মবীরগণের এই সকল সেবার ছলনা সমস্তই 'মোঘাশা' মোঘ-কর্ম্ম। এই 'মোঘাশা' সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কৃষ্ণসম্বন্ধে হাঁসপাতাল খোলা বা কৃষ্ণসম্বন্ধে দরিদ্র-সেবা করা বিষয়টী একদিকে মোঘকর্ম্মা এবং অন্যদিকে 'নেড়ানেড়ী' ইহারা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ উভয়েই মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাষায় ইহারা কেহই 'তৃণাদপি সুনীচ' নহে। 'তৃণাদপি সুনীচ' হইলে, নিজের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মবীরত্ব, জ্ঞানবীরত্ব, ভক্তিবীরত্ব (?) ইত্যাকার 'মোঘাশা'র মরীচিকায় পতিত হইতে হয় না।

মহাপুরুষগণের পদানুসরণ করিলে কৃষ্ণসেবাকার্য্যে কোনদিনই শিথিলতা আক্রমণ করে না। সেইপ্রকার কার্য্যে কৃষ্ণসেবার দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়ব্রত মহাত্মাগণ ভগবানের প্রীত্যর্থে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহাজন-প্রবর্ত্তিত জন্মাষ্টমী, একাদশ্যাদি উপবাস প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা ভগবৎসেবায় নিত্যযুক্ত হইয়া থাকেন। 'তৃণাদপি সুনীচ' বলিয়া মহাত্মাগণের নিকট কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ সমস্তই নমস্য হইয়া থাকেন। কিন্তু দুরাত্মা বা অসুরগণের যে কর্ম্মবীরত্বের ছলনা, তাহাতে উল্লিখিত নিত্যযুক্ত-অবস্থা বা নমস্য-স্বভাব নাই। তাহাদের জ্ঞানবীরত্বের পরিচয়—সাধনকালে কৃষ্ণসেবা করা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের 'ঘাড়ে চাপা'ও চলিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণসেবাকার্য্যে তাহারা নিত্যযুক্ত নহে এবং কৃষ্ণ তাহাদের নিকট নমস্যও নহেন। এইপ্রকার পাষণ্ড-বিচার হইতে মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ অবস্থান করেন। তাঁহাদের বিচার দৃঢ় এবং তাহাদের সেবাকার্য্য, সাধন ও সিদ্ধিকালে একইভাবে নিত্যযুক্ত। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত**, সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

পরাদর ও পরনিন্দা

(২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরনিন্দা

সাধুর কথা দূরে থাকুক, সাধারণ জীবকেও যাহারা অবজ্ঞা, নিন্দা বা হিংসা করে, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরি তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ সাধু-নিন্দার মত অপরাধ আর নাই। সাধারণ জীবের নিন্দা করিলেই ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন, আর ভগবৎপ্রিয় সাধুর নিন্দা করিলে কি আর নিস্তার আছে? ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা বা অন্য কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে। শ্রীহরি সর্ব্বারাধ্য হইলেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ নিন্দা বা অবজ্ঞার পাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্ত্তব্য। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মৈঃপি নশ্যতি॥ (ভঃ সঃ ১০৫ সংখ্যা)

অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাহার পরম-ধর্ম্ম লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তঃ ভাবমাশ্রিতং।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ (ভঃ সঃ ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি মহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য পূজা করে, সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা অপরাধ হইলেও, শ্রীভগবানের সম্পর্কে তদীয় বিচারে তাঁহাদের পূজা অকরণীয় নহে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, শিবাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণিগণের অবমাননাকেও নিন্দা করিয়াছেন। যথা—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥ (ভাঃ ৩।২৯।২১)

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন, আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল মর্ত্ত্য মানব প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐরূপ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের শ্রীমূর্ত্তি-পূজার যে চেষ্টা, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় বৃথা।

যাহারা লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি-পূজা করে, অথচ ভগবদ্ভক্ত ও অন্য জীবকে আদর করে না, তাহারাই প্রাকৃত-ভক্ত বা কনিষ্ঠ-ভক্ত। অতএব অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র ভূতাদর-রহিত অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিরই ফললাভ হয় না। নতুবা পরম-কারুণিক অর্চ্চাবতার স্থূলবুদ্ধি বদ্ধজীবকেও কৃপা করেন। যাহারা ভগবানের সন্তান জীবকে আদর করে না, তাহারা কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের সংসার-মুক্তি অসম্ভব। যাহারা ভগবানের সুখের জন্য ভগবৎ সম্পর্ক-দৃষ্টিতে কোন জীবকে উদ্বেগ দেন না, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন হন। শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—"যাহারা জীবকে অবজ্ঞা করে, আমি তাহাদের পূজায় কখনও তুষ্ট হই না।" সাধারণ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই সেইরূপ দাম্ভিকের পূজা গ্রহণ করেন না। কেন-না সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য আর কিছুই নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিন্দার কুফল এইভাবে বর্ণিত আছে,—

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৪৪-২৪৫)
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥ (মধ্য ১০।৩১৩-৩১৪)
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই" সবে বল 'কৃষ্ণ নাম'॥
অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥ (মঃ ১৯।২১০, ২১২-২১৪)

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে* সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হইতেও অনন্ত দুরাচার॥
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি—সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট'—কহে শাস্ত্র সব॥
অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম-জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥ (মঃ ২০।১৪৪-১৪৯)
স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥ (মঃ ১৯।৯৫)
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥ (মঃ ১৩।৪১-৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
পরস্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১-২)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামী পুরুষ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব বা কর্ম্ম-সমূহের প্রশংসা বা

---

*'ভগবানের সম্পত্তি যাহারা বাটোয়ারা করে'—এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।—সম্পাদক

নিন্দা করিবে না। যিনি অপরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ সত্বর পতিত হইয়া থাকেন।

শ্রীল রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর কথা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ-ভজন করে—এইমাত্র জানে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৪।১৩২।১৩৩)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-তারণের চেষ্টা

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—"আহারাদি শুদ্ধি ও নৈতিক-চরিত্রের বিপর্য্যয় থাকিলেও, অনাত্মা হইতে আত্মা পৃথক্ হওয়ায়, অনাত্মার কার্য্যের জন্য আত্মা দায়ী নহেন!" বস্তুতঃ এইরূপ উক্তি স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের অবিবেচনা-প্রসূত। ভোগে অত্যাসক্তি-হেতু ঐরূপ অমঙ্গলজনক বিচারের ফল তাহারা নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকেন।

"পাতকঃ 'পাতয়তি', 'অধো গময়তি' দুষ্ক্রিয়াকারিণম্।" গৃহস্থাশ্রমীর 'কাম,' 'ক্রোধ' ও 'লোভ' নামে তিনটী প্রধান রিপু আছে। মানবগণ এইসকল শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল—'অতিপাতক' 'মহাপাতক,' 'অনুপাতক', 'উপপাতক', 'জাতি-ভ্রংশকর,' 'সঙ্করীকরণ', 'অপাত্রীকরণ', 'মলাবহ' এবং 'প্রকীর্ণক'-নামে অভিহিত। ইহাদের প্রত্যেকটীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।—

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ পাপ **'অতিপাতক'**।

ভ্রূণহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ-চুরি ও গুরুপত্নী-গমন—এই চতুর্ব্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই **'মহাপাতক'**।

'অনুপাতক'—(ক), (খ), (গ) সংশ্লিষ্টিতে পঁয়ত্রিশ প্রকার :—

(ক) (১) নীচজাতি হইয়া দম্ভপূর্ব্বক আপনার উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া, (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ

বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যা-দোষ রটনা করা—এই তিনটী **'অনুপাতক'** ব্রহ্মহত্যার সমান।

(খ) (১) বেদ-ত্যাগ কিংবা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, (২) বেদের নিন্দা করা, (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফিরে-ঘুরে সাক্ষী দেওয়া—(ইহা দুই প্রকার—(৩ক) কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা এবং (৩খ) সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা), (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা, (৫) বিষ্ঠাদি-জাত দ্রব্য ভোজন করা, (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা—এই ছয় প্রকার **"অনুপাতক"** সুরাপানের সমান।

(গ) (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি করা, (৩) গৃহপালিত পশু চুরি করা, (৪) সোণা-রূপাদি চুরি করা, (৫) ভূমি চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা—এই সাত প্রকার **"অনুপাতক"** সুবর্ণ হরণ করার সমান।

(১) সহোদরা ভগিনী-গমন, (২) কুমারী-গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রী-গমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রী-গমন, (৫) পুত্রের স্ত্রী-গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী-গমন, (৭) মাতৃস্বসা-গমন, (৮) পিতৃস্বসা-গমন, (৯) শাশুড়ী-গমন, (১০) মাতুলানী-গমন, (১১) পুরোহিত-স্ত্রী-গমন, (১২) ভগ্নী-গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী-গমন, (১৪) শরণাগত স্ত্রী-গমন, (১৫) রাণী-গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন স্ত্রী-গমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্ত্রী-গমন, (১৮) সাধ্বী-স্ত্রী-গমন, এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচবর্ণের পুরুষের গমন—**এই উনিশ প্রকার অনুপাতক'** গুরুপত্নী-হরণের তুল্য।

গো-বধ, অযাজ্য-যাজন, পরস্ত্রী-গমন, আত্মবিক্রয়, পিতা-মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্যদ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্ম সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরজাঃ কন্যা-দূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রী-সম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিম্বা স্ত্রী-পুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদ-অধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ-অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ঔষধি নষ্ট, ভার্য্যাদির উপপতি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, আভিচারিক যোগ বা মন্ত্রদ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট-করণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষছেদন, দেব-পিত্র্যাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাক ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি

নিন্দিত খাদ্য ভোজন, অগ্নিধ্যান না করা, দেব-ঋষি-পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, গীত-বাদ্যে অত্যাসক্তি, ধান্য ও তাম্র-লৌহাদি এবং পশু চুরি, মদ্যপায়িনী স্ত্রী-গমন, স্ত্রী-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এইসকল **'উপপাতক'**।

দণ্ডাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন-পুরীষাদি বস্তু ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু-মৈথুন এবং পুংমৈথুন—এইসকল পাপ **'জাতিভ্রংশকর'**।

গ্রাম্য ও আরণ্য-পশুহিংসা-রূপ পাপ—**'সঙ্করীকরণ'**।

নিন্দিতের নিকট হইতে ধন-গ্রহণ, বাণিজ্য ও কুশীদদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, অসত্য-ভাষণ এবং শূদ্রসেবা—এইসকল পাপ **'অপাত্রীকরণ'**।

পক্ষি-হত্যা, জলচর-হত্যা, মৎস্যাদি-জলজ-প্রাণিহত্যা ও কীট-হত্যা, মদ্য-সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-ভোজন—এইসকল পাপ **'মলাবহ'**।

যে-সকল পাপ লিখিত হইল না, সেইসকল পাপ **'প্রকীর্ণক'**-শব্দবাচ্য।

এসম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে বিষ্ণু-সংহিতা, প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক এবং মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য।

মহাভারত দানধর্ম্মে 'পাপ' দশবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে :—প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদার-হরণ—এই তিনপ্রকার পাপ **'কায়িক'**; অসৎ-প্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারিপ্রকার **'বাচিক'** এবং পরধনে লোভ, সর্ব্বজীবে দয়াশূন্যতা ও 'কর্ম্মের ফল হউক' এইরূপ চিন্তা—এই ত্রিবিধ পাপ **'মানসিক'**।

এই সমস্ত পাপের বিষয় ঋষি-মুনি-মুখনিঃসৃত পৌরাণিক প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থমধ্যে বহু বহু স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। কাল-প্রভাবে বহির্ম্মুখ জীব মায়াকর্ত্তৃক বদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া বদ্ধভাব ধারণ ও পোষণ করে। এই বদ্ধভাব-হেতু জীব ক্রমশঃ মায়িক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উক্ত শাস্ত্রোল্লিখিত পাপসমূহে নিমগ্ন হয়। ভগবান্ পরম দয়ালু, তাই নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক জীব-মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি যুগে-যুগে এই মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হইয়া জীবহৃদয় হইতে ঐসমস্ত পাপের ধ্বংস সাধন করত ভগবত্তার নির্ম্মল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন কোন সাত্ত্বিক শাস্ত্রে, যথা গীতায় (৪।৭-৮) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) প্রপঞ্চে অবতরণ-কাল ও কার্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ (গীঃ ৪।৭)

অর্থাৎ যে-সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়েই নিজকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন-গুরুবর্গের নিকট হইতে ক্রম-পন্থায় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এইরূপ—

'ধর্ম্ম'-শব্দে বেদোক্ত ধর্ম্ম ; 'গ্লানি'-শব্দে বিনাশ ; 'অধর্ম্ম'-শব্দে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পাতকাদি ; অভ্যুত্থান'-শব্দে অভ্যুদয় ; সৃষ্টি করি অর্থাৎ প্রকটিত করি, কিন্তু জড়দ্রব্যবৎ নির্ম্মাণ করি না ; যেহেতু আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া আমা হইতে সম্ভূত কালের প্রভুত্ব বা প্রভাব আমার উপর থাকিতে পারে না।

জীবের পাপময় গ্লানি নিরসন-হেতুই শ্রীভগবানের অভ্যুদয়। অতএব প্রকটকালে তাঁহার নিত্যসঙ্গী পার্ষদগণকেও প্রকটিত করাইয়া, সেইসমস্ত পার্ষদ-পরম্পরায় শ্রীমুখবাক্য-সকলের প্রচারদ্বারা জীব-হৃদয়ের পাপ-মল দূরীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে যুগধর্ম্ম-সংরক্ষক স্বয়ং ভগবান্ নিতাই-গৌরের কৃপার ও তাহার ফলের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

তাঁহার প্রসাদে এই **তমো হয় নাশ**।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৯৫)

তত্ত্ববস্তুরও পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥ (আঃ ১।৯৬)

তমোনাশ সম্বন্ধে চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও তাঁহাদের উপাদেয়তা বর্ণিত হইয়াছে—

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ (আঃ ১।১৯৭-১০০)

উল্লিখিত পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎকণ-স্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি ও প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম। শুভ ও অশুভ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি ভোগ-মোক্ষাভিসন্ধি জীবের ধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহার স্বরূপ-ধর্ম্মকে

আবৃত করিয়াছে ও উহাকে তমো-ধর্ম্মময় করিয়া ফেলিয়াছে। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। শ্রীগৌর-নিতাই প্রকটিত হইয়া সেই তমোধর্ম্মকে জীবের চিত্তগুহা হইতে বিদূরিত করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রদান করিলেন।

উপসংহারে, আমি আমার চিত্তসংশোধনার্থ মনোভাব ব্যক্ত করিলাম—এজগতে পরবর্ত্তী যে কয়েকটী দিন থাকিতে হইবে, ইহার মধ্যে যদি মহাভাগবতগণের আলোচনা-প্রসঙ্গে "শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতকতারণের চেষ্টা"-রূপ মহাবদান্যতার কথা আমার উপলব্ধির বিষয় না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া বহুযোনি পরিভ্রমণ করিব—ইহাতে সংশয় কি? "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"। (ক্রমশঃ)

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, (মথুরা)

রিপুর বশে

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাথী স কথং ন হাত্যো
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥ (পদ্মপুরাণ)

কাল কেলি-প্রপূরিত ইহ ত্রিভুবন।
কলি-কবলিত বিমোহিত জীবকুল,
করত ক্রীড়ক অভিমান॥
শুনইতে ব্যাধ মুরলী-রব-মাধুরী
ধাওয়ে মোহিতা কুরঙ্গিনী।
দরশণ মোহে পতঙ্গা অনলোপরি,
মধুলোভে ভ্রমরা বন্দিনী॥
বিমোহিত মীন বড়শী-রস-সৌরভে,
পরশে লুবধ করি-রাজ।
এক এক রূপ-রসে হোয়ই হৃতজ্ঞান,
ধাওত শমনকি পাশ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়-বশে পঞ্চ যো সেবত,
কহবুঁ কি তাঁকর বাত্।
দাস ধরম স্মরি' ভয়ভীত অনুখণ,
যাচয়ে প্রভু-পরসাদ॥

—ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর)

মথুরা পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

২৪শে অক্টোবর, ৬ই কার্ত্তিক, বুধবার—সকালে নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রাযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে যাত্রিগণ পরিক্রমামুখে **শ্রীগতশ্রমদেব,** কংসটিলা, কংসভবন, **ভূতেশ্বর মহাদেব** প্রভৃতি দর্শন ও স্থান-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'গতশ্রমদেব' নামে পরিচিত হন এবং সেস্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাও 'বিশ্রামতীর্থ' নামে অভিহিত হয়। ভগবান্ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তিতে চাণুর ও মুষ্টিক-নামক মল্লগণকে এবং তাহাদের প্রভু কংসরাজকে যে-স্থলে নিহত করেন, তাহাই কংসের 'রঙ্গস্থল' বা 'কংসটীলা'।

শ্রীমথুরাপুরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল নগরীকে রক্ষা করিতেছেন। **এই চারিজন ক্ষেত্রপাল** মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সেবক মহাদেব। পূর্ব্ব-দিকে—**পিপ্পলেশ্বর,** পশ্চিমদিকে—**ভূতেশ্বর,** উত্তরে—**গোকর্ণেশ্বর** এবং দক্ষিণে—**রঙ্গেশ্বর** মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বনভ্রমণ কালে গতশ্রমদেব, ভূতেশ্বর, প্রভৃতির দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, **দীর্ঘবিষ্ণু,** ভূতেশ্বর। মহাবিদ্যা, **গোকর্ণাদি** দেখিলা বিস্তর॥"

উল্লিখিত স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি ব্যতীত সুদামাগৃহ, রজকবধ স্থান, ধনুর্ভঙ্গ-স্থান, কুবলয়াপীড়-বধস্থান, কুব্জার মন্দির, কুব্জাকূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী, শ্রীগোপালস্থান, বলদেব-ক্রীড়াস্থলী প্রভৃতিও দর্শনীয় ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্যকার দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ পূর্ব্বের ন্যায় "হেলনগঞ্জ নয়া ধর্ম্মশালায়" প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পর আরাত্রিকান্তে তাঁহারা পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

দ্বাদশ-বনের অন্যতম গোকুল-মহাবন দর্শন ও পরিক্রমা

২৫শে অক্টোবর, ৭ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—অতি প্রত্যূষে পরিক্রমা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অর্চ্চাবিগ্রহের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী গোকুল-মহাবনে উপস্থিত হন। এখানে

যাত্রিগণ শ্রীনন্দমহারাজের গৃহ, উদূখল, **যোগমায়াদেবী, পূতনা-বধস্থান, শকটাসুর-বধস্থান, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থান,** পরে যমুনাতীরে **ব্রহ্মাণ্ডঘাট** দর্শন করেন।

'যোগমায়া'—উন্মুখমোহিনী মায়া 'গোকুলেশ্বরী,' তিনি অন্তরঙ্গা-লীলা-শক্তি; আর বিমুখমোহিনী মায়া 'ভূলোকেশ্বরী' বহিরঙ্গা-শক্তি **'মহামায়া'** নামে কীর্ত্তিতা। যে শক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে যোগমায়াস্বরূপে দেবকীর সপ্তম-গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রা আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং 'মহামায়া'-স্বরূপেই কংসাদি-বঞ্চনরূপ কার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভূতা হন। ব্রজগোপীগণ নন্দসুতকে পতিরূপে পাইবার জন্য এই যোগমায়ারই পূজা করিতেন, মহামায়ার নহে।

সাতদিনের শিশু কৃষ্ণ, কপটতার প্রতীক বালঘাতিনী পূতনা-রাক্ষসীকে বধ করিয়াও তাহাকে ধাত্র্যুচিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ তিনমাস বয়ঃক্রমকালে শকটাসুরকে নিহত করিয়া জগৎকে অসৎসংস্কার, জাড্য ও বৃথা-অভিমানজনিত ভারবাহিত্যের নৈষ্ফল্য প্রদর্শন করেন। এক বৎসরের শিশু শ্রীকৃষ্ণ কুতর্ক ও শুষ্ক-যুক্তিজালরূপ তৃণাবর্ত্তাসুরকে বধ করিয়া সাধক-জীবের ভজন-কণ্টক দূরীভূত করিয়াছেন। বালকৃষ্ণ দুইবৎসর তিন মাস বয়ঃক্রমকালে যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন লীলাদ্বারা ব্রজ হইতে জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদমত্ততা ও তজ্জনিত ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ-আসব-পানাদি জিহ্বালাম্পট্যরূপ অনর্থ বিদূরিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে ব্রজেশ্বরী মাতা যশোমতীকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐস্থান **'ব্রহ্মাণ্ডঘাট'** নামে অভিহিত। এস্থলে বিশুদ্ধ-বাৎসল্যের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ মাতা যশোদার নির্ম্মল শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমের নিকট ঐশ্বর্য্য-প্রভাব শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাত্রিগণের সুবিধার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোগের বিরাট্ আয়োজন করা হইয়াছিল। দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ প্রসাদ সেবান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মথুরায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৬শে অক্টোবর, ৮ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—গতকল্যকার-পরিক্রমায় যাত্রিগণ পরিশ্রান্ত হওয়ায়, তদুপরি অদ্য একাদশী বিধায় বিশ্রাম করা হয়। অদ্য শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরত্রিকান্তে পাঠ-কীর্ত্তন-তুলসী-পরিক্রমাদি এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর কীর্ত্তনান্তে যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘের মধুবন যাত্রার আয়োজন

২৭শে অক্টোবর, ৯ই কার্ত্তিক, শনিবার—পরিক্রমা-সঙ্ঘ আজ মথুরা হইতে মধুবনে যাত্রা করিবেন। যাত্রিগণ যথাসময়ে পারণ করিয়া দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। এবং পরে মধুবন পরিক্রমায় বহির্গত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শ্রীবেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিক্রমাকালে যাত্রিগণকে নিজেদের খরচে নিজ-নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পাকাদি করিয়া ভোজন করিতে হয়। স্বতন্ত্রভাবে আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গিয়া অসাবধানতাবশতঃ নানারূপ অখাদ্য, কুখাদ্য গ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাঁহারা মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতে বাধ্য হন। সমিতি এইসকল অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া পরিক্রমাকালে যাত্রিগণকে আহারাদি চিন্তায় যাহাতে বিব্রত হইতে না হয় তজ্জন্য সমিতিই এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) ইহার সুবিধার জন্য সমিতি-কর্ত্তৃক একটি অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরিক্রমার পরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্টস্থানে পূর্ব্বাহ্ণেই পৌঁছিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগরন্ধন করিয়া রাখিতেন। যাত্রিগণ পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া স্নানাদি-কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও ভোগান্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত পাইতেন।

(২) ব্রজমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই লবণাক্ত বা দূষিত জল বিধায়, সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর জল বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। তজ্জন্য যাত্রিগণের কোথাও কোনপ্রকার দূষিত জলপানের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

(৩) বন-পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের অবস্থানের নিমিত্ত সমিতির নিজস্ব তাঁবু ব্যতীত মথুরা-সহর হইতে আরও বহুসংখ্যক তাঁবু সংগৃহীত হইয়াছিল অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকগণ পূর্ব্বেই যাইয়া ঐসকল তাঁবু খাটাইয়া রাখিতেন।

(৪) পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের স্বাস্থ্যাদি সংরক্ষণকল্পে সমিতি হোমিও-প্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী ঔষধপত্রসহ প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন।

(৫) যাত্রিগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে পথভ্রমণ করিতে পারেন, তজ্জন্য পরিক্রমার স্থান পরিবর্ত্তন সময়ে তাঁহাদের বিছানাপত্র ইত্যাদি স্থানান্তরিত করিবার যাবতীয় দায়িত্বও সমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) যাত্রিগণ যাহাতে নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে পারেন, তজ্জন্য বন-পরিক্রমাকালে দস্যু-তস্করের উপদ্রব থাকায়, দারুণ শীতের মধ্যেও মঠের ব্রহ্মচারী ও উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত রাত্রই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিবির পাহারায় নিযুক্ত থাকিতেন।

(৭) পরিক্রমাকালে ভোগরন্ধন, ভাণ্ডার রক্ষণ, বাজার হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, তরী-তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ, তাঁবু খাটান, চিকিৎসা, আলোক-প্রদান, পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা প্রভৃতি বিভিন্ন সেবাকার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সেবকগণের প্রতি অর্পিত হওয়ায় সকল কার্য্যই বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(৮) বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, অন্যান্য বনযাত্রায় কেবল স্থান দর্শন, আমোদ-প্রমোদ ও দেশভ্রমণজনিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্য লইয়াই যাত্রিগণ স্বতন্ত্র-ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সমিতি-অনুষ্ঠিত বন-ভ্রমণকালে যাত্রিগণ যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে ব্রজ-পরিক্রমা করিতে পারেন, তদ্রূপ অনুকূল-অনুশীলনের সম্ভাব্য সকলপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছিল। ভক্তগণ যাহাতে অনুক্ষণ ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ পান, তজ্জন্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ বক্তৃতা, পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"—'প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হয় না—প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামাদির দর্শন অসম্ভব, কর্ণের দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর সুষ্ঠু দর্শন সম্ভব' প্রভৃতি মহাজন-বাণীই পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল এবং তাঁহারা যাত্রিগণকে সেইভাবেই অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, পরিক্রমা-সঙ্ঘের সকলপ্রকার সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরিক্রমাকালে দেশের ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজনাদির চিন্তা-বিরহিত হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন-মুখরিত শ্রীমঠ-মন্দিরেই বাস করিতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে, শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, নিরপেক্ষ জনসাধারণের অনেকেই পরিক্রমার সকলপ্রকার সুবন্দোবস্ত লক্ষ্য করিয়া পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পরিক্রমা-পথের যতই দূরত্ব হউক না কেন, সারা রাস্তা ধরিয়াই উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদ্যাদি-যোগে পরিক্রমা হওয়ায় যাত্রিগণ পরমানন্দে বন-ভ্রমণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

নিয়ামক-মহারাজের বক্তৃতা

গত ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—সমিতির আচার্য্যপ্রবরের প্রকট-বাসর উপলক্ষে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে যে-সমস্ত বক্তৃতা ও অভিনন্দনাদি পাঠ হয়, তাহার প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বে তিনি যে মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে যথাসম্ভব বর্ণিত হইল—

যাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী, তাঁহারা নিজ-নিজ জন্মদিবসে শ্রীব্যাসপূজার দিনে গুরুপূজা করিবেন। ব্যাসপূজার প্রথম দিবস পূজাপঞ্চক অনুষ্ঠিত হয়—ইহা সন্ন্যাসী আমার নিজস্ব কৃত্য। পূজাপঞ্চক বলিলে—(১) কৃষ্ণপঞ্চক, (২) ব্যাস-পঞ্চক, (৩) সনকাদিপঞ্চক, (৪) আচার্য্যপঞ্চক ও (৫) গুরুপঞ্চক বুঝায়। ইঁহারা সকলেই পূজ্যতত্ত্ব। ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিতে পঞ্চতত্ত্ব হইলেও বস্তুতঃ একই। ব্যাসপূজা, গুরুপূজা, আচার্য্যপূজা প্রভৃতি এক তত্ত্বেরই পূজা। এই পূজা নিত্য-কালই বিহিত। তবে আমাদের স্মৃতিপটে উদয় করাইবার জন্য বিশেষ কোন তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়াই উহা অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—কৃষ্ণ এক, অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, অথচ পদ্ধতি-গ্রন্থে 'কৃষ্ণপঞ্চক' শব্দের উল্লেখ থাকায় পাঁচ প্রকার কৃষ্ণের কথা বুঝাইবে না। একই কৃষ্ণের পঞ্চপ্রকার প্রকাশ বা বিলাসকেই লক্ষ্য করে। এমন কি, যাঁহারা শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী, তাঁহারাও ব্যাসপূজায় এই কৃষ্ণপঞ্চকের পূজা করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা কৃষ্ণের অদ্বয়ত্ব ও তাঁহার বিলাস-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের ব্যাসপূজা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে, উহা ব্যাসপূজার ভাণ মাত্র। ভারতে বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্যাস-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে না পারিলে তাঁহার অলীক 'মিথ্যা'-বাদ ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিবেন না, তজ্জন্যই আচার্য্য শঙ্করের এই ব্যাসপূজার অভিনয়। আমরা তাঁহার শারীরক-ভাষ্যে 'আনন্দময়াধিকরণে' ব্যাসের সূত্র-রচনার বিরুদ্ধে তাঁহার 'কটাক্ষপাত' লক্ষ্য করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্যাসরচিত পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি অধিকাংশ শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া স্বমত-স্থাপনে চেষ্টাপর হইয়াছেন। ইহা তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থেই সুস্পষ্ট। আচার্য্য শঙ্কর যে কয়েকখানি উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া স্বমত-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন,

তাহারই অন্যতম ছান্দোগ্যোপনিষদ্ পুরাণ-ইতিহাসের প্রচুর প্রাধান্য দিয়াছেন*। এবং এই পুরাণাদি শাস্ত্রেই বেদ-উপনিষদাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া উক্ত উপনিষদ্ উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ শঙ্কর-মতবাদে এই পুরাণ সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। এরূপস্থলে তাঁহার ব্যাসপূজাকে কি ব্যাসপূজার অভিনয় বলা হইবে না? আমরা বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত সুধীমণ্ডলীকে এবিষয় অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীব্যাসপূজায় কৃষ্ণপঞ্চক বলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে বুঝাইতেছে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এই কৃষ্ণ-পঞ্চকেরই পূজা হইয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য শঙ্কর বাসুদেবাদি এই চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বে নানাপ্রকার আপত্তি উঠাইয়া পাঞ্চরাত্রিক ভাগবত-মার্গকে আক্রমণ করিয়াছেন। (তাঁহার শারীরক-ভাষ্যের ২য় অধ্যায়, ২য় পাদের শেষ অংশই ইহার প্রমাণ) তিনি সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধকে জীব, মন, অহঙ্কারের অধিদেবতা-স্বরূপ বিচার না করিয়া তত্তৎস্বরূপ বিচার করিয়া উৎপত্তি-বিনাশশীল মনে করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি উক্ত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ-তত্ত্বকে ঐরূপ উৎপত্তি ও বিনাশশীল তত্ত্ব বলিয়াই বিচারিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপঞ্চকের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠা করিবার তাৎপর্য্য কি? বাসুদেব হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিলে তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর কবলিত —এরূপ বিচার সঙ্গত নহে। 'উৎপত্তি'-অর্থে—আবির্ভাব। উপনিষদে দেখা যায়—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ইহার দ্বারা পরমাত্মা বাসুদেব হইতে উৎপন্ন, তাঁহারই অংশস্বরূপ সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহতত্ত্বের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। যেস্থলে চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের খণ্ডন-প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, সেস্থলে বা সেই সম্প্রদায়ে কৃষ্ণপঞ্চকের নাম করিয়া চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের পূজাকে ছলনা ব্যতীত অন্য কি বলা যাইতে পারে? পূজ্যবস্তুর অনিত্যতা-চিন্তন নিতান্ত হেয়।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও দুই একটী কথা বলিতে চাই। কেহ বলিতে পারেন, শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা

---

*ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্। (ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায়, ২য় খণ্ড)
ইহার পাঠান্তর, যথা—"ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ।"

ইতিহাসপুরাণং **পুষ্পং** তা **অমৃতা** আপঃ।
এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য.....বীর্য্যমন্নাদ্যং **রসোঽজায়ত**।

(ছান্দোগ্য ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড)

অতি বিপুলভাবে নানা উপচারে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে কি অদ্বৈতবাদীর ব্যাসানুগত্য প্রকাশিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত অনুষ্ঠান—"অসতী নারীর পতিসেবার ন্যায়।" অসতী নারী তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বদাই ভয়—তাহার প্রকৃত স্বামী তাহার দুশ্চরিত্রতার কথা কখন ধরিয়া ফেলে! তজ্জন্য সে সর্ব্বদাই পতিসেবা এমন সুচারুরূপে করিয়া থাকে, যাহাতে সে ধরা না পড়ে। এমন কি, পতিব্রতা সতী নারী তাঁহার স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা স্বামীজী-প্রীতি অসতী নারীর ক্রিয়া-কলাপে প্রকাশ পায়। ইহাই জগতে সুস্পষ্ট। তাই আমি এস্থলে জানাইতে চাই—অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজার পরিপাটি ও আড়ম্বর কেবল ব্যাসকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে মাত্র। ইহা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে বা পতিসেবাও নহে।

অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে সমস্তই ষোলআনা 'সত্য' বলিয়া বিচারিত হইত। তখন 'মিথ্যার' কোন প্রচার ছিল না। সত্য-যুগের লোকের নিকট 'জগৎ সত্য' বলিয়াই প্রতিভাত হইত। তাঁহারা 'জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ' স্বীকার করিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সত্যযুগোৎপত্তি-দিবসে অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ায় **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অক্ষয়-তৃতীয়ায় যাবতীয় ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। অধর্ম্মের মিথ্যাবাদ তখন বিলুপ্ত ছিল। তজ্জন্য উক্ত সমিতি জগতের সত্যতা প্রচারকল্পে এবং মিথ্যাবাদ ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন।

তত্ত্ববস্তু একই—যেরূপ দশবিধ-রূপধৃক্ কেশব। সেই কেশব বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন লীলায় বিভিন্ন বিলাসে প্রকাশিত হইয়াছেন। 'এক' বলিলে নির্ব্বিশেষ এক নহে—সবিশেষ এক বুঝায়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিলে নির্ব্বিশেষ 'এক'কে লক্ষ্য করা হয় না। নির্ব্বিশেষ 'একে'র কল্পনা ও অনুভব সম্ভব নয়; কারণ অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত মায়াতীত চিজ্জগতে সবিশেষ একেরই অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ব্রহ্ম 'এক'বস্তু। এস্থলে মুক্তজীব বা অবিদ্যার দ্বারা আবৃত জীব **একের** কিরূপ ধারণা করিবে—তাহাই বিচার্য্য। এক বলিতে বাংলা-ভাষার 'এ,''ক'—এই দুই অক্ষরের সম্মিলিত শব্দকে অথবা গণিতের অঙ্কের দ্বারা লিখিত '১' বা ইংরাজী-ভাষার 'O'-'N"-'E"=one অথবা mathematical '1' বা বিভিন্নভাষায় প্রকাশিত যে 'এক' দেখা যায়, ইহার মধ্যে কোন্ **এককে** লক্ষ্য করা হইবে?

মানুষ 'এক' বলিতে কি বুঝিবে? বিভিন্ন চিন্তাস্রোতে একের বিভিন্ন ধারণা লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নির্ব্বিশেষ চিন্তা লইয়া একের কোন ধারণা কল্পিত হয় নাই। "ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় বস্তু" বলিলে— বহুত্বের জনক বা সৃষ্টিকর্ত্তা **এককেই** লক্ষ্য করিয়া থাকে। "অদ্বৈতং ব্রহ্ম"-ই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং 'এক' বলিতে আমরা নির্ব্বিশেষ এককে বুঝিয়া, অজ্ঞান হইয়া না পড়ি। সুতরাং পূজাপঞ্চক বলিলে 'এক' বস্তুরই পূজা বুঝাইবে। সেব্য-সেবক, শক্তি-শক্তিমান্ একই বস্তু—তাহা দুই নহে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাসের প্রতি বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজের অনাদর লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও বলেন পাশ্চাত্য-জগৎ শ্রীব্যাস-রচিত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই উন্নতি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। পরন্তু ভারত ইহার প্রতি উপেক্ষা করিতেই শিখিয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে এই চুঁচুড়া-সহরের মধ্যে পুনরুদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আপনারা প্রতি ঘরে-ঘরে "ব্যাসপূজা-পদ্ধতি-গ্রন্থ" লইয়া প্রতিবৎসরই ব্যাসপূজা করুন

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর 'গোবর্দ্ধন মঠ' হইতে এই "ব্যাসপূজা-পদ্ধতি" গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। আমিও দ্বারকা-পুরিক্রমার প্রাক্-কালে পুরুরে 'ব্রহ্মমঠে' ও গোমতি-দ্বারকায় 'সারদা মঠে' ব্যাসপূজা-পদ্ধতির সন্ধান পাইয়াছি। এই পদ্ধতি-খানি শীঘ্রই এই পত্রিকায় প্রকাশিত* হইবে।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিপুল আয়োজনের সহিত অভিনবভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির পূর্ব্বপ্রচারিত পত্রানুসারে ২২শে ফাল্গুন হইতে সেবাপঞ্জী নিয়মিতভাবে পালিত হয়। ২২শে ফাল্গুন—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ, ২৩শে ফাল্গুন—শ্রীকোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ, ২৪শে

*শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় "ব্যাসপূজা-পদ্ধতি" গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

ফাল্গুন—শ্রীজহ্নু দ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, ২৫শে ফাল্গুন—শ্রীরুদ্রদ্বীপ এবং ২৬শে ফাল্গুন—শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন—শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং তৎপরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বর্ত্তমান বৎসরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ স্বয়ং পরিক্রমাকালে উপস্থিত না থাকিলেও, তাঁহার শুভেচ্ছায় প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে রীতিমত পাঠ, বক্তৃতা এবং সমস্ত পথেই উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা-আলেখ্য-মূর্ত্তির আনুগত্যে পরিক্রমা হইয়াছে। কোথাও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, কোথাও বা পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাস অধিকারী (বর্ত্তমান নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ), কোথাও বা শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রীজী গ্রন্থাদি পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। অধিকাংশ দিনই উক্ত সমিতির প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ পরিক্রমা পরিচালনের নেতৃত্ব করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ-দেবপল্লী শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া যাত্রিগণের শ্রান্তি, ক্লান্তি নিবারণের জন্য মধ্যপথে অলকনন্দাতীরে শ্রীহরিহরক্ষেত্রে ঠাকুরের বাল্যভোগ প্রসাদ বিতরণের সুযোগ হইয়াছিল। জহ্নুদ্বীপেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপমণ্ডলে আকাশ-বাতাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকিলেও সমিতির পরিচালনা-কৌশলে কোন যাত্রীরই কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

২৬শে ফাল্গুন, সোমবার—অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা-দিবসে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে বিপুল যাত্রীসহ পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌরজন্মভিটায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গার খেয়াঘাটে পার হইবার দৃশ্য অতীব মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দূর হইতে বিচিত্রবর্ণের পতাকা-সমূহ ও সুসজ্জিত শিবিকা দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবং অন্যান্য পরিক্রমা-সঙ্ঘ অপেক্ষা এবার শ্রীবেদান্ত সমিতির যাত্রীসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন।

যাত্রিগণ শ্রীগোদ্রুমস্থান, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীচৈতন্য মঠ, জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীমুরারি-গুপ্তের পাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তথায় তাঁহাদের শ্রম ও ক্লান্তি নিবারণের জন্য শ্রীবেদান্ত সমিতি-সংগৃহীত ও ব্যবস্থিত বাল্যভোগের প্রচুর প্রসাদ সকলকেই বিতরণ করা হয়।

প্রতি বৎসর মাননীয় শ্রীযুত অনন্তদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুত ভূদেব ব্রহ্ম মহোদয়গণের আগ্রহে তাঁহাদের বাস-ভবনে বেদান্ত সমিতি শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস মহোৎসব করিতেন। এবৎসরও তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ করা সত্ত্বেও তথায় অধিবাস-উৎসব করিতে না পারায় তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তগণের হৃদয় সর্ব্বদাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিমগ্ন আছে। এই বাৎসরিক উৎসব না হওয়াতে তাঁহারা যে দুঃখিত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, সমিতির সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের আর্ত্তি, দৈন্য ও সহৃদয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। দৈব-দুর্ঘটনা-হেতুই এবৎসর আমরা তথায় উৎসবাদি করিয়া তাঁহাদের আনন্দবিধান করিতে পারি নাই, তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পরিক্রমা লইয়া যে সমস্ত দর্শনীয় মঠ-মন্দির ও সেবাস্থান দর্শন করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা ও সাদর আহ্বান পাইয়াছেন। তজ্জন্য সমিতি সকলকেই ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘ উক্ত ২৬শে তারিখেই কুলিয়া-সহরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বিপ্রহরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস-মহোৎসবে প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তৎপরদিবস ২৭শে ফাল্গুন—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব অর্থাৎ শ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস। এইদিন অরুণোদয়-কাল হইতেই স্নান, দান, পূজা, পাঠ সমস্তই আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থ অবিরাম পাঠ চলিতে থাকে। স্থানীয় ও বিদেশী যাবতীয় সজ্জনমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আগ্রহ-সহকারে যোগদান করেন। আনন্দের বিষয় এই যে, স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশী হইতে কীর্ত্তনসঙ্ঘও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখ-প্রাঙ্গনে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করেন। সমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শুদ্ধ কীর্ত্তনের অধিকার লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

এবৎসর শ্রীগৌর-জন্মবাসরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার তিনজন বিশিষ্ট সেবক **ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস** গ্রহণ করেন। যাত্রিগণ ইহা সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়াছেন। এবং তাঁহারা সাংসারিক জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া চতুর্থাশ্রমের পরমোৎকর্ষতা বুঝিতে পারেন।

আজকাল শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তন প্রচার করিতে গিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান ও অভিনয়াদির আবাহন করিতেছেন। সত্যবস্তুর অভিনয় সত্য নহে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির থাকিলেও তাহা অভিনয়-ক্ষেত্র নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-লীলায় অভিনেতৃত্বের কার্য্য তাঁহার সাধারণ সেবকগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এমন কি, স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও তাহা হইতে দূরে থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানে তাম্বুল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি ভোগ্যবস্তু অর্পিত হইলেও অনর্থযুক্ত মর্ত্ত্য জীব ঐরূপ ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিবেন—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ ও শিক্ষা। আমরা সকলকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত দেখিলে আনন্দিত হইব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মবাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির নবদ্বীপ-শাখা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক শ্রীপাদ সজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীপত্রিকার প্রচার-সম্পাদক শ্রীপাদ গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব ত্রিদণ্ডী যতিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** নামে সর্ব্বজন-সমক্ষে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সন্ন্যাসের নামকরণ অভূতপূর্ব্ব। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের অভিন্ন-স্বরূপে গৌড়ীয়-বেদান্ত-ধারা পৃথিবীতে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়-বেদান্ত' শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ইহাতে পরম গম্ভীর রহস্যই অবগত হইয়া থাকেন।

উপরিউক্ত ত্রিদণ্ডী মহোদয়গণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব-স্ব স্বভাব-সুলভ দৈন্যে কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ-সেবায় চিরতরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ত্রিদণ্ডী যতি ও পরম-ভাগ্যবান্।

যাঁহারা এই অনিত্য-সংসারে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ত্যক্ত্যাশ্রমী বৈষ্ণবের বাহ্যিক চেহারায় 'অনুচানমানী'-বিচার অবলম্বনে, বাস্তব-ত্রিদণ্ডী গোস্বামীর কৃপানুগত্যে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইয়া নিজদিগকে 'পাকা বোষ্টম' অভিমান করেন, তাঁহাদের হৃদয় অনুদার ও ন্যূনাধিক প্রাকৃত অর্থাকাঙ্ক্ষায় ভরপূর ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। সুতরাং তাঁহারা পরমহংস মহাভাগবতগণের প্রদর্শিত অনুরাগ-মার্গের গতি-বিধিতে অসূয়া-মূলে প্রকৃত ভজন-রহস্যে অনবধানতা-বশতঃ বাস্তব ত্রিদণ্ডীর আদর্শে বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাদের সেই বিচার অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে ত্রিদণ্ডী যতিগণই জগদুদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী; সুতরাং তাঁহারাই জগতের মঙ্গল-স্বরূপ। ত্রিদণ্ডিপাদগণই হরিভজনের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া নিত্যকালই হরিভজন-পরায়ণ ও শ্রীহরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে কায়, মন ও বাক্য প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতেই উপবাস-মুখে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথিবরার আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। ঐ দিবস অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বেই উক্ত মহাত্মাগণের সন্ন্যাস-গ্রহণোপলক্ষে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংস্কার-দীপিকার বিধানানুযায়ী যজ্ঞ ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ কেশব মহারাজের আচার্য্যত্বে ও নিয়ামকত্বে বিপুল সংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত ও নিনাদিত হয়। সেইকালে সর্ব্বজন-সমক্ষে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাত্রয় গৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত-নামের অন্তর্গত ভক্তি-সূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী যতিবেশ ধারণ করেন। পরে তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অনুমোদনে সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষা-বিধানে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় ভিক্ষুকাশ্রমোচিত বৃত্তির মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন।

সন্ধ্যায় উক্ত ত্রিদণ্ডী মহোদয়গণ শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির অধিবেশনে অসংখ্য তীর্থ-যাত্রিগণের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বক্তৃতামুখে গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের সমালোচনা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন ও পরে বিপুল জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

এলাহাবাদে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

এবৎসর এলাহাবাদে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের শুভ-জন্মমহোৎসব মাননীয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহে **সহরে** এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর আগ্রহে **জর্জ্জ টাউনে** দুই স্থানেই মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে 'অমৃতবাজার-পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—

"To-day (Saturday) at 5-30 P. M. lecture on 'Contribution of Lord Chaitanya to the people of the world' by Shri Abhaycharanarvinda Bhaktivedanta. Shri Tusharkanti Ghose will preside" etc.

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সহ-সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত মহোদয় দুইদিন (শনিবার ও রবিবার) শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য-অবতারের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবং জর্জ্জ টাউনে সোমবার এবং মঙ্গলবার দুইদিন তাঁহারই পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব-তিথির অধিবাস, অর্চ্চন, পূজা, উদয়াস্ত পর্য্যন্ত মহামন্ত্র-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ এবং বিশেষে ভোগারত্রিক কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠান সাধিত হয়। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীপাদ রাখাল চন্দ্র বসাক মহোদয় সকল সময়েই ভক্তিবেদান্ত প্রভুর সহায়তা করিয়াছেন।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; বৈশাখ—১৩৫৯

৭ মধুসূদন, ৪ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণাষ্টমী রা ১।২৭। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

৯ মধুসূদন, ৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-দশমী রাত্র ৮।৩৮। শ্রীল বৃন্দারন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ৬।৫২। **বরুথিনী একাদশীর উপবাস।**

১১ মধুসূদন, ৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৪।২৫। **দি ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৭ মধুসূদন, ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল, রবিবার—গৌর-তৃতীয়া দি ১২।৩৭। **অক্ষয় তৃতীয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস**। শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে মহোৎসব। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের **চন্দন-যাত্রা আরম্ভ**।

২১ মধুসূদন, ১৮ বৈশাখ, ১ মে, বৃহস্পতিবার—গৌর-সপ্তমী রা ৬।৫৮। জহ্নু সপ্তমী।

২৩ মধুসূদন, ২০ বৈশাখ, ৩ মে, শনিবার—গৌর-নবমী রা ১০।৫৫। শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর ও শ্রীরামশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৫ মধুসূদন, ২২ বৈশাখ, ৫ মে, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ১।৪৫। **মোহিনী একাদশীর উপবাস**।

২৬ মধুসূদন, ২৩ বৈশাখ, ৬ মে, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী রা ২।৩০। **দিবা ৭।৫৬ গতে ৯।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ**।

২৮ মধুসূদন, ২৫ বৈশাখ, ৮ মে, বৃহস্পতিবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ২।২৭। **শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর ব্রত ও উপবাস**।

২৯ মধুসূদন, ২৬ বৈশাখ, ৯ মে, শুক্রবার—গৌর-পূর্ণিমা রা ১।৪২। **দিবা ৯।৪৬ মধ্যে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর পারণ**। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব ও কাহারও মতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব।

৫ ত্রিবিক্রম, ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৪।২৯। শ্রীল রামানন্দ রায়ের তিরোভাব।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

১১ ত্রিবিক্রম, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১।৪৬। **অপরা একাদশীর উপবাস**।

১২ ত্রিবিক্রম, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২১ মে, বুধবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী রা ১২।৪৮। **দি ৯।২০ মধ্যে একাদশীর পারণ**।

১৪ ত্রিবিক্রম, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে, শুক্রবার—অমাবস্যা রা ১২।১৯। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন, সোমবার—গৌর-নবমী দি ১।৪৯। **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব**, মতান্তরে—পরাহ্নে।

২৫ ত্রিবিক্রম, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন, মঙ্গলবার—গৌর-দশমী দি ২।৩৫। শ্রীগঙ্গা-দেবীর আবির্ভাব। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, বুধবার—গৌরৈকাদশী দি ২।৪৯। **পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস**।

২৭ ত্রিবিক্রম, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ২।৩৩। **দি ৯।২১ মধ্যে একাদশীর পারণ**।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৫ ত্রিবিক্রম, ৪৬৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৫৯; ইং ১৪।৫।৫২ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥১॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি॥২॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥৩॥

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥৪॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥৬॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥৭॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥৮॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভা-নিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব, হে হরিনাম ! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষয়াকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা,—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয় ! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য ! তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্ধকার-নিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞান-তমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তি-বিষয়িণী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে ? ॥ ৩ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম ! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ,—ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয় ! তোমাতে আমার রতি প্রচুর-পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥ ৫ ॥

হে নাম ! 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি ; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেম-সুখে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত-জনগণের পীড়া-(নামাপরাধ) সমূহ নাশ কর; তুমি—পরমসুন্দর চিদ্ঘনস্বরূপ গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবন-স্বরূপ এবং মাধুর্য্য-প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ কর ॥ ৮ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা

লালসাময়ী গীতি

গৌরাঙ্গ **'বলিতে'** হ'বে **'পুলক'** শরীর।
হরি হরি বলিতে **'নয়নে ব'বে নীর'** ॥
আর কবে **'নিতাই** চাঁদ' করুণা করিবে।
'সংসার'-'বাসনা' মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম্ হেরব **'শ্রীবৃন্দাবন'** ॥
'রূপ-রঘুনাথ' বলি' হইব আকুতি।
কবে হাম্ বুঝব সে **'যুগল-পীরিতি'** ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রঁহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

প্রার্থনা-রস-বিবৃতিঃ—

বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে প্রার্থনা দ্বিবিধ

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা। বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধন-ভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি রাগানুগ ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী। যেখানে শাস্ত্র-শাসনভয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধিত হয়, উহাই বৈধ-সাধন। রাধাকৃষ্ণ-সেবালাভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগা সাধন।

প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির প্রকার-ভেদ—সম্প্রার্থনাত্মিকা

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, যথা :—সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। এতদ্ব্যতীত নিষ্ঠাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী, বিরহময়ী, উপলব্ধিময়ী

প্রভৃতি নানাপ্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে। কৃষ্ণে, ভগবদ্ভক্তে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিত জনের প্রতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ দেখা যায়। অনুৎপন্ন-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণভাবে প্রার্থনাই **সম্প্রার্থনাত্মিকা**। অজাত-ভাব জনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটী কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন, কিন্তু উহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত লালসাময়ী প্রার্থনা।

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি

যেখানে জাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠা ভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজাত-ভাব প্রদর্শন করেন, তথায় এরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। শিক্ষাষ্টক-লিখিত—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥" অথবা
"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥" প্রভৃতি লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত। শ্রীচরিতামৃত অন্ত. বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত,—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥" ২৮,
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ।" ১৯,
"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।" ৩৭, এবং মধ্য দ্বিতীয় ৪৫ সংখ্যার "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ" প্রভৃতি ভাবসমূহ জাতভাব নির্দ্দেশ করিতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভাগবতগণের সদ্ধর্ম্ম-তালিকা, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ-শাস্ত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আমরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা ভক্তির কথা ভক্ত-সমাজে সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥" আবার এই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারি প্রকার, কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশেষভাবে

আজ্ঞা করিয়াছেন। **"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দে অন্য অঙ্গ-সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগেই অন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে।** শিক্ষাষ্টকের আদিতে সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগ ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌর-নামই সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনীয় ও তন্নামেই রূপ-গুণাদির স্ফুরণ

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। **শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ।** শ্রীগৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম-ভজনের কথা শুদ্ধ-ভক্তগণ স্বীকার করেন না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ বলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

নাম-ভজনেই প্রয়োজন-সিদ্ধি। নামকীর্ত্তন হইতেই রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। সেবার উন্মুখতা হইলেই নাম কীর্ত্তিত হন। নাম কীর্ত্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি অলৌকিক বিষয় সমাগমে সাধক-দেহে পুলক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ—মহাবদান্য এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। গৌরনামে রূপ-গুণ-লীলোদয়ে গৌর-নামোচ্চারণ-কারী অপ্রাকৃত হন, তখন গৌরাভিন্ন হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্ত্তি হইলে জীব অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অনুভূতি তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন-ধারায় আপ্লুত হন। নামভজন-ফলে অশ্রু-পুলকাদি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনামবলে কপটতাচরণ

নামে **অশ্রু-পুলকাদি** ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে—এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ-মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন; তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥" শ্লোক দ্বারা তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গর্হণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে তাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয়, অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা-বশে অশ্রু-পুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা জাতভাব প্রকাশ করেন, তাদৃশ হৃদয়

বাস্তবিকই লৌহ-সদৃশ কঠিন। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাকে হীন-জ্ঞানে রাগ সম্বন্ধহীন প্রেমধন রহিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশা-প্রিয় দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয়, বিচার-প্রবণ, অপ্রাপ্ত-ভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্রহ করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিষ্কপট আচরণ-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন লাভ করিয়াও, তাঁহার অনুগতজনের কল্যাণের জন্য জাতরতি ভক্তের কীর্ত্তনে প্রয়োজন-লাভ-লালসাবিশিষ্ট ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান-সমন্বিত ভক্ত গৌর-কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনেই অভিধেয় ভজন জানিয়া নাম-কীর্ত্তন-ফলে **আনন্দাশ্রু-'পুলকাদি' প্রয়োজন** লাভ করেন—এইরূপ বস্তুনির্দ্দেশ, মঙ্গলাচরণাদি করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র লীলাস্মরণ রূপানুগ-ভজন নহে—উহা কীর্ত্তনাধীন

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামই শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধ, শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয়-ভক্তি এবং প্রাপ্ত-কৃষ্ণপ্রেম ব্যক্তির আনন্দাশ্রু-পুলকাদিই প্রয়োজন-লাভ। বলা বাহুল্য (মূল পয়ারে) 'বলিতে'-শব্দ প্রয়োগদ্বারা নাম-কীর্ত্তনই অভিপ্রেত। রূপ-দর্শন, গুণ-শ্রবণ বা লীলা-স্মরণ নামকীর্ত্তন হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অভিধেয়-ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। 'শ্রীনামই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়'—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপদেশ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত-জনের নাই বলিয়াই শ্রীরূপানুগ-গণ বিশ্বাস করেন। **'নাম-কীর্ত্তন' ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভক্ত্যঙ্গ-জ্ঞানে লীলা-স্মরণ রূপানুগগণের ভজন-পদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনাধীন।** শ্রীনামই সেবোন্মুখ সেবকের অপ্রাকৃত বদনে কীর্ত্তনীয়। শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেবকের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা মননীয় নহেন। পরন্তু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোকে লিখিত **"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্"** শ্লোকের অর্থে **শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—**

"সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ। শৃণ্বত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।"

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বোপলব্ধিতে সংসার-বাসনা-নাশ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব, শ্রীগৌরসুন্দরের বৈভব-প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণক্রমে কারণ-সমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভ-সমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ক্ষীর-সমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ-পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে বদ্ধজীব-সমস্ত **'সংসার'** হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা মায়াধীশ। বদ্ধজীব স্বীয় অবিদ্যাবন্ধনে মায়িক সংসারে হরিসেবা-বিস্মৃত হইয়া নিজভোগময় **'বাসনা'**-বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার কৃপায় জীবের সংসারে ভোগ-বাসনা থাকে না।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বৃন্দাবন দর্শন

শুদ্ধজীব, নিত্যানন্দের সেবকাভিমানে বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হন। অপ্রাকৃত নিত্য-সেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেম-নয়নে অপ্রাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগ্য হন। শ্রীনিত্যানন্দের **'করুণা'**ই জীবের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল।

নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬)
আরে আর কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয় ॥ ৫।১৯৫ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ৫।২০০ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয় ॥ ৫।২০১-২০২ ॥ প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহারা সাধকরূপে **'বৃন্দাবন'** দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়-সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্যেই শ্রীবৃন্দাবনীয় রাধা-কৃষ্ণপ্রেম-লাভ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্ষদ **'শ্রীরূপ-রঘুনাথ'**দাস গোস্বামীদ্বয় আছেন। রাগানুগ ভক্তগণের পরম আরাধ্যবস্তু শ্রীরূপ-গোস্বামী এবং রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইঁহারাই গৌর-পদাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সেব্য অপ্রাকৃত

বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবায় অত্যোৎসুক্য হইলে রূপানুগ-চরণোপজীবিগণের **'রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিচিত্রতা'র উপলব্ধি ঘটে।**

সাধক ও সিদ্ধ-রূপে সেবা দুই প্রকার

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫১)

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রমুখ ব্রজবাসিগণের অনুগমনে অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুব্ধ রূপানুগগণ রাধা-গোবিন্দের 'মানস-ভাব-সেবা' করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরূপ ও শ্রীরতিমঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌর-পার্ষদদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ-জীবনে সাধকরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনপর হন।

শ্রীরূপানুগত্যই লালসাময় ভজন

শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরী-দ্বয়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন—ইহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ" প্রভৃতি গীত এই আশার প্রস্ফুট-বিকাশ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্ন ও উত্তর

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি?

শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় আমাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটী উত্তর-সহিত প্রকাশ করিতেছি—

প্রশ্ন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা নির্গুণ ও ভগবান্ সগুণ অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভগবান্ নির্গুণ, ব্রহ্ম তাঁহার 'অঙ্গকান্তি' ও পরমাত্মা 'অংশ' বলিয়া উক্তি করেন। ইহার বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি, আপনার পরা পত্রী সজ্জন-তোষণীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব।

শাঙ্কর-বেদান্তই বেদান্ত নহে

উত্তর—প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত প্রশ্নের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্তের নাম 'বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত'। 'বেদান্ত' কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন। পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 'বৈদান্তিক মত'। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

উপনিষদ্ বা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই বেদান্ত, তাহা জানা সাধারণের দুঃসাধ্য

বেদের শিরোভাগকে 'উপনিষৎ' বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটী 'উপনিষদ্'-বলিয়া সর্ব্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই 'উপনিষদ্'-বাক্যের নামই 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত' শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

'উপনিষদ্'-বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। 'উপনিষদ্'-গ্রন্থে বিষয় বিভাগপূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অল্পমেধাবী ব্যক্তির পক্ষে 'উপনিষদ্'-বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-বাক্য

পরম-দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমত বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ 'উপনিষদ্'-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করত **প্রায় সাড়ে-পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া 'বেদান্ত-সূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' বলিয়া নামকরণ করিলেন।** তাঁহার শিষ্যগণ এই সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য-সংহিতারূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ' নির্ম্মাণ করেন। **শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য।** শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবত-রূপ 'ভাষ্যই' জীবের পক্ষে 'বেদান্ত-বাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই নির্গুণ

আমাদের প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য-স্বরূপ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা—অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।]

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়-তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই 'নির্গুণ'।

অদ্বয়-জ্ঞান বলিতে অভেদ-বাদ নহে; অভেদবাদ বেদবিরুদ্ধ

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, 'কেবল অভেদ-বাদ'কে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলে। তাহা নয়। **'কেবল অভেদ-বাদ' সমস্ত বেদবিরুদ্ধ।** বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে **'নিত্যভেদ' উপদেশ করেন।** বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই।

অদ্বয়-তত্ত্বের অর্থ—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং তাহা অচিন্ত্য

বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই 'ভেদাভেদ-তত্ত্ব' যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বয়জ্ঞানের ১ম 'ব্রহ্ম', ২য় 'পরমাত্মা' এবং ৩য় বিকাশ নির্গুণ 'ভগবান্'

দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরম-তত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্রূপে ভাসমান হয়। **ইহারই নাম "দ্বৈতজ্ঞান"**। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান **ব্রহ্ম-জ্ঞানময়**। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়-জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। **ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের 'দ্বিতীয় প্রতীতি'**। পরমাত্ম-তত্ত্ব দূরীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। **তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম 'ভগবান্'**। ভগবদ্-দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরম বস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব **ভগবানই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ,** পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা ভগবানকে 'সগুণ' ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে 'নির্গুণ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্ত-বিচারে পটু ন'ন, অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্র (১২।২।৩) সূত্রের শঙ্করভাষ্য অসার এবং ভাগবত-সিদ্ধান্তই সার

পাঠক মহাশয় যদি 'ব্রহ্মসূত্রের' তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, দ্বাদশ সূত্রটী বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সূত্রটি এই :—

'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ।'

—এই সূত্রের 'কেবল অদ্বৈতভাষ্যে' কোন প্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরমপণ্ডিতগণ এই সূত্রটীর ভাষ্যবিচারে যে সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমুদায় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইব।—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন)

[বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।]

সেই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ অচ্যুত-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্। জীব দৃষ্টিভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই 'বৈদূর্য্য মণি' ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ 'তত্ত্বমণি' জীবের অধিকারভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার?

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিভেদে জীবের ত্রিবিধ অধিকার

জীবের বুদ্ধি, দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূলবিচার দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটী অধিকারের নাম—**'জ্ঞান', 'যোগ' ও 'ভক্তি'। জ্ঞানাধিকারে** অবস্থিত পুরুষ সেই তত্ত্বমণি'কে 'ব্রহ্মস্বরূপে' দৃষ্টি করেন। **যোগাধিকারে** অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে 'পরমাত্মাস্বরূপে' দৃষ্টি করেন। **ভক্ত্যধিকারে** অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির 'ভগবৎস্বরূপ' দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিল না; সৃষ্টির পর 'ব্রহ্ম' অঙ্গকান্তি এবং 'পরমাত্মা' অংশবিশেষ-রূপে প্রতিভাত

ভগবৎস্বরূপই 'পূর্ণস্বরূপ', যেহেতু তাহাই 'বিশেষ্য তত্ত্ব'। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই 'বিশেষ্য'র 'বিশেষণদ্বয়'। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না। **তখন ব্রহ্ম ছিল না।** জগৎ সৃষ্টি হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এইভাবে ভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। **'ব্রহ্ম'** সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয়টী সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব। অতএব 'ব্রহ্ম'ই ভগবানের "জ্যোতিঃ-স্বরূপ" বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে **'ব্রহ্ম'কে ভগবানের 'অঙ্গকান্তি'** বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। **'পরমাত্মা'কে ভগবানের 'অংশ'** বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে।—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৫)

[এতদ্ব্যতীত আমার একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়জগৎ,—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।]

বোধ হয়, অমৃত বাবুর আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যদি কোন সন্দেহ হয়, তবে লিখিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-চরণে
দীনের নিবেদন

সুবাসিত বিষ্ণুভক্ত-কুসুম-কাননে।
তারা-হার-মধ্যমণি শীতেন্দু-সমান
বৈষ্ণব-মুকুটমণি কলিজীব-প্রাণ
বিরাজিত "প্রভুপাদ" প্রসন্ন-আননে ॥১॥

মরি মরি কি সুন্দর রূপের মাধুরী।
অমর, কিন্নর, নর মুগ্ধ রূপ হেরি ॥
হিমোজ্জ্বল সৌম্য রম্য প্রশান্ত মুরতি।
সুধা-ধাম শশী হেরি হ'ল ম্লান জ্যোতি ॥
পুরট-মৃণাল-নিন্দি শ্রীভুজ-যুগল।
কৃষ্ণের বসতি-স্থল রম্য বক্ষঃস্থল ॥
সুরভিত কুসুমের মালা দোলে গলে।
কোমল কমল-দল চরণ-কমলে ॥২॥

কৌমুদী-তুষার-শুভ্র দিব্য উপবীত।
শোভিছে সুন্দর কণ্ঠ মালিকা-সহিত ॥
আঁখিতে আনন্দ-ভাতি, করে বরাভয়।
চরণ-কমল-কুঞ্জ, পতিত-আশ্রয় ॥

জীব-দুঃখ হেরি আঁখি ঝরে নিরন্তর।
জীবে বিতরিতে কৃপা আনন্দ অন্তর ॥
জীবের মলিন মুখ হেরি অকাতরে।
বিলাইছ মহামন্ত্র প্রতি ঘরে ঘরে ॥৩॥

আলেয়ার আলো-সম মায়ার ছলায়
ভ্রান্তপথে ছুটে ছুটে দিশেহারা হ'য়ে।
ভুঞ্জিয়া নরক-ব্যথা করি হায়! হায়!
রক্ষা কর প্রভুপাদ! করুণা করিয়ে ॥
আমি অতি হীন, মায়ার অধীন,
ভাসি ভব-জলধির অন্তহীন নীরে।
তুমি প্রভুপাদ! প্রদান' শ্রীপদ-
কমলের ধূলি-কণ এদাসের শিরে ॥৪॥

আমি সে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, মোর মত ভাগ্যহত,
এ মর্ত্ত্য ভুবনে দ্বিতীয় নাই।
মনুষ্য-জনম পায়্যা, সেবি সদা দৈবীমায়া,
মত্ত আছি সংসারে সদাই ॥
সেবন-বিমুখ আমি, মূঢ়মতি দুষ্টকামী,
সদা আছি সেবাতে বঞ্চিত।
তেয়াগিয়া নিত্যধনে, যত্ন করি হীনধনে,
যাহে আছে অনর্থ জড়িত ॥৫॥

আপন দুর্দ্দৈব-বশে, শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসে,
মগন না হ'য়ে নিশিদিন।
মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে, নিত্য ভাবি অনিত্যেরে,
হয়েছি কুক্কুর হ'তে হীন ॥
ত্যজিয়া চৈতন্য-ধর্ম্ম, করি কদাচর-কর্ম্ম,
কৃষ্ণপদে নাহি প্রীতি মোর।
কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ত্যজি, সদা মায়া-পদ ভজি,
অসত্তৃষ্ণাতে সদা ভোর ॥
দয়া করি দেহ মোরে কৃষ্ণভক্তি দান।
তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥৬॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়), পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

পরাদর ও পরনিন্দা*

(৩)

সুদুরাচার অনন্যভক্ত নিন্দনীয় নহে

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

অপি চেৎ **সুদুরাচারো** ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি **'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'**॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—যিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও দেবতাপূজাদি না করিয়া গুরুতর অপরাধশূন্য হইয়া **একান্তভাবে** শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোমলশ্রদ্ধ হইলেও এবং তাঁহার হঠাৎ পাপাসক্তি দেখা গেলেও তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে না। **তবে তিনি সঙ্গযোগ্য নহেন,** একথা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি আমাকে **অনন্যচিত্ত** হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি অকস্মাৎ সুদুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়া মান্য। সেই অনন্যভজনকারী **অবিলম্বে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া** নিত্য-শান্তি লাভ করেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল। ভক্তের প্রতি তাঁহার আসক্তি বা প্রীতি স্বাভাবিকী। ভক্ত কদাচিৎ দুরাচার-গ্রস্ত হইলেও ভগবানের এই সহজ প্রীতি নষ্ট হয় না। পরন্তু তিনি ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষাই করিয়া থাকেন। 'অনন্য-ভক্ত' পূর্ব্ব-সংস্কার ও দুর্ব্বলতাবশতঃ পরহিংসা, পরদার ও পরদ্রব্যাদি গ্রহণ-পরায়ণ হইলেও কৃষ্ণভজন কিছুতেই ছাড়েন না; এবিষয়ে সাধু-গুরু-কৃপায় তিনি দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহার এইসকল দোষ দেখা গেলেও তাঁহার ভজন-নিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিন্দা করা উচিত নহে—ইহাই ভগবদাদেশ। এই আদেশ-লঙ্ঘনে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী! "দুস্ত্যাজ্য পাপের ফলে আমার নরক-বাস বা পক্ষী-জন্ম লাভ হউক, তথাপি আমি কৃষ্ণভজন কিছুতেই ছাড়িব না",—তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতা লাভের সৌভাগ্য সাধুগুরু-কৃপায় হইয়াছে বলিয়া তিনি সাধু। অনন্যভক্তের তথাকথিত পাপ-ক্রিয়া ভর্জ্জিত-বীজ বা শস্যের ন্যায়। অর্থাৎ electric switch off

*৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৯—৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "পরাদর ও পরনিন্দা (২)" প্রবন্ধের সহিত একসঙ্গে আলোচ্য।

হইয়া গেলেও fanএর কিছুক্ষণ ধরিয়া যে ঘূর্ণন দৃষ্ট হয় এবং অল্পক্ষণেই উহা যে বন্ধ হইবে তাহার সহিত "Switch on" অর্থাৎ—যাহাতে বন্ধ হয় না, চলিতে থাকে তাহার অবস্থা এক নহে। 'অনন্য-ভাক্' ভক্তের সুদুরাচারত্ব সম্বন্ধে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অনন্যভক্ত শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজন করিতেছেন এবং প্রথম-মুখে দুর্ব্বলতাবশতঃ বিষয়ত্যাগে সম্পূর্ণ সমর্থ না হওয়ায় গর্হণমুখে বিষয়ভোগ করিতেছেন। "নিন্দামি চ পিবামি চ"—তাঁহার হৃদয়ের এই অবস্থা হইয়াছে। বিষয়ে তাঁহার অত্যাসক্তি নাই। আবার বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই, অথচ হরিনাম ও হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। তিনি ভগবৎ-কৃপায় নিশ্চয়ই শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ (ভাঃ ১১।২০।৮)

এই সুদুরাচার-পরায়ণ 'অনন্য-ভক্ত' ভগবৎ-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে **অনুতপ্ত হইয়া** শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার নির্ব্বেদ না আসিয়া পারে না। ভগবান্ যাঁহার নিত্য রক্ষক, সেই ভক্তের কি কোন অসুবিধা হইতে পারে? ভগবচ্চরণাশ্রিত ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। ভক্ত কৃতার্থ হইবেই হইবে।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ অপি চেৎ সুদুরাচারঃ' শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"স্বভক্তেষ্বাসক্তিম'ম স্বাভাবিক্যেব ভবতি; সা দুরাচারেঽপি ভক্তে নাপযাতি, তমপ্যুৎকৃষ্টমেব করোমীত্যাহ,—অপি চেদিতি। **সুদুরাচারঃ পরহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদি-গ্রহণপরায়ণোঽপি** মাং ভজতে চেৎ; কিদৃগ্ভজনবানিত্যত আহ—**'অনন্যভাক্'** মত্তোঽন্যদেবতান্তরম্, মদ্ভক্তেরন্যৎ (কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকম্, মৎকামনাতোঽন্যাং রাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। নম্বেতাদৃশে) কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ—মন্তব্যো মননীয়ঃ, সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ; মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যম্, অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ; অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। **নন্বু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ, পরদারাদি-গ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ—এবেতি। সর্ব্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ।** সম্যগ্ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুস্ত্যজেন স্ব-পাপেন নরকং তির্য্যগ্যোনীর্বা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি সঃ শোভন-মধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ।

নন্থ তাদৃশস্যাধর্ম্মিণঃ কথং ভজনং ত্বং গৃহ্লাসি, কামক্রোধাদি-দূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্ন-পানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ—**ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্ম্মাত্মা ভবতি।** অত্র ক্ষিপ্রং ভাবী স ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতীতি। অপ্রযুজ্য ভবতি গচ্ছতীতি বর্ত্তমান-প্রয়োগাৎ অধর্ম্ম-করণানন্তরমেব **মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি। হন্ত হন্ত! মত্তুল্যঃ কোঽপি ভক্তলোকং কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি,** তদ্দিগ্মামিতি শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি; যদ্বা, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্যাভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তত এব; তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ং কাল-পর্য্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোঽপি ন গণ্যতে ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কামক্রোধাদ্যা উৎখাত-দংষ্ট্রোরগ-দংশ্নবদ-কিঞ্চিৎ-করা এব জ্ঞেয় ইত্যনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কাম-ক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছত্যতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারত্ব-দশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। নন্থ যদি স ধর্ম্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্-দুরাচারভক্তো জন্মপর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি, তস্য কা বার্ত্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ—কৌন্তেয়েতি। মম ভক্ত ন প্রণশ্যতি, তদপি প্রাণনাশে অধঃপাতং ন যাতি। কুতর্ক-কর্ক্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শোকশঙ্কা-ব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহ-কাহলাদি-মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতি।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। কদাচিৎ পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ অথবা আকস্মিক দুর্ব্বলতাবশতঃ কোনও সাধনপর ভক্ত বিশেষের পাপকার্য্যের কথাই উক্ত টীকার বক্তব্য বিষয়। ইহা না বুঝিয়া পাটোয়ারী বুদ্ধিক্রমে নিজ অসৎ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য সাধুতার ভাণ করা সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত ও সাধু-নিন্দার প্রধানতম পথ। কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগই নিন্দা নহে, কারণ শাস্ত্র বলেন—'সন্ত এবাস্য **ছিন্দন্তি** মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" সাধুসকল কঠিন উক্তিদ্বারা জীবের অসাধুবৃত্তিগুলি ছেদন করিয়াছেন। 'ছেদন' অর্থে ইন্দ্রিয়-সুখকর নহে। এতৎ-ব্যতীত লোকের অসৎ-বৃত্তিগুলিকে কখনও বহুমানন করিতে হইবে না। যাঁহারা সাধনমার্গে বিচরণশীল, তাঁহারা সদসদ্ বিচার করিয়া সর্ব্বদাই অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'। এরূপক্ষেত্রে কেহ যেন বোকা সাজিয়া না যান। যিনি ঐরূপ দুরাচারের জন্য নিজেকে পাপী জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা লজ্জিত থাকেন ও আপনাকে হীন মনে করেন, তাঁহাকে তাঁহার অনন্যভাক্-বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধু মনে করিবে। নিন্দা করিবে না।

সাধু-শাস্ত্র ও ভগবান্ সকলেই নিন্দাকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। পরনিন্দক কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এজন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ সর্ব্বনাশকর পরনিন্দা হইতে দূরে থাকিয়া সাধু-গুরুর আনুগত্যে ভগবন্নাম ও ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। পরনিন্দা অত্যন্ত ভক্তি-প্রতিকূল ব্যাপার। এই বিপদ্ হইতে সকলেই সাবধান হইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

——ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত বাণী

সম্বন্ধ- জ্ঞান ও শ্রীগুরুতত্ত্ব

সম্বন্ধ-জ্ঞান কাহাকে বলে ?—তাহা আমরা জানি না; ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"সে সম্বন্ধ নাহি যাঁর, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥"

ইহ-সংসারে দুইটী সম্বন্ধ—একটী মায়িক সম্বন্ধ, আর একটী ভগবৎ-সম্বন্ধ। ঠাকুর মহাশয়ের কথিত 'সে সম্বন্ধ' বলিতে ভগবৎ-সম্বন্ধই বুঝায়। সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব—অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীবলদেব। চিদ্বলদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব দুর্জ্জয় মায়াপাশ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।' যাঁহা হইতে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়, পাপ, পাপবীজ এবং পাপ-বীজের মূল অবিদ্যা সমূলে ধ্বংস হয়, তিনিই গুরু অর্থাৎ সদ্গুরু—গুরুক্রব নহেন। যাহাকে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলে, তাহাই 'দিব্যজ্ঞান' ও দীক্ষা। আমাদের কি ঐরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে ?—ইহাই বিচার্য্য বিষয়; আমাদের কি সত্যসত্যই প্রকৃত দীক্ষা ও দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে ?—তাহার প্রকৃত পরিচয় অবশ্যই আছে।

মায়ার স্বরূপ :—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া' (অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া) 'অসত্যেরে সত্য করি' মানি। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক দেবী-ধামের ঈশ্বরী মহামায়ার সৃজিত ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর জগৎকে জীবসকল যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় সত্য মনে করিতেছে, যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীব মরুভূমিতে মরীচিকা ভ্রমে পতিত হইতেছে এবং পরিণামে নির্ম্মম দুঃখদায়ক, ত্রিতাপ-জ্বালা-প্রদায়ক এই অনিত্য মায়িক জেলখানা-রূপ সংসারকেই আরামপ্রদ নন্দনকানন-সদৃশ সুখের আগার বলিয়া মনে করিতেছে, তিনিই প্রকৃত মায়া।

ত্রিতাপজ্বালা :—প্রশ্ন হইতেছে, ত্রিতাপ-জ্বালা কি? তাহার পরিণাম কি? তাহার উত্তর আমরা শাস্ত্রমুখে শুনিতে পাই—(১)আধ্যাত্মিক, (২)আধিভৌতিক, (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-জ্বালা। **আধ্যাত্মিক তাপ** আবার দুইভাগে বিভক্ত :—শারীরিক এবং মানসিক জ্বালা। শারীরিক তাপ, যথা—জ্বর, বসন্ত, কলেরা, কুষ্ঠ ইত্যাতি বহুবিধ রোগ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মানসিক ক্লেশ। **আধিভৌতিক তাপ**, যথা—মামলা, মোকর্দ্দমা, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বৃশ্চিক, সর্প ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-কর্ত্তৃক তাপ। **আধিদৈবিক তাপ**, যথা—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূকম্পন, বজ্র-পতন। কি ধনী, কি দরিদ্র—কিবা রাজা, কিবা মহারাজা—কেহই এই ত্রিতাপ হইতে নিজ-চেষ্টায় নিজকে রক্ষা করিতে পারেন না—ভীষণ মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার-লাভে অক্ষম। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কাহারও এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিদারুণ ভব-ভয় ও ত্রিতাপ হইতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই রক্ষা করিতে পারেন।

জীবের স্বরূপ ও বিরূপ :—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অপ্রাকৃত দার্শনিক কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

জীবের 'স্বরূপ হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮,১১৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—বিভুচৈতন্য, জীব তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ অণুচৈতন্য। কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া, পুনরায় তাহার একভাগকে যদি শত ভাগ করা

যায়, সেই পরিমাণ অণুই জীবের স্বরূপ ও ভগবদংশ। ভগবান্ সূর্য্য-সদৃশ, জীব তাঁহার কিরণ-কণ; ভগবান্ বৃহৎ-অগ্নিস্বরূপ, জীব স্ফুলিঙ্গ কণ। ভগবান্ জীবের নিত্য প্রভু, জীব ভগবানের নিত্যদাস। দাসের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা করা এবং উহাই ভক্তি। এই ভগবদ্‌ভক্তি লুপ্ত হওয়ায় জীবের মায়িক কারাগারে দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। জীব—তটস্থা-শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ এবং মায়িক' জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। স্বতন্ত্রতাবশতঃ জীব যদি ঈশ্বর-বিমুখ হয়, তবে মায়াদেবী তাহাকে লিঙ্গদেহ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্মশরীর প্রদান করেন, এবং পরে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত স্থূলদেহ প্রদান করিয়া সংসার-কারাগারে বদ্ধ করেন।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৮)

জীব কর্ম্মফলে কখন স্বর্গে যাইয়া নন্দন-কানন, পারিজাত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি স্বর্গ-নারী ভোগ করত পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে; আবার কখনও পাপকার্য্য করিয়া অধোগতি নরকে গমন করে। নাগর-দোলার ন্যায় একবার ঊর্দ্ধে, একবার নীচে গমন করিয়া থাকে। 'পুনরপি জননং, পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্॥'—এই প্রকার জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া জীবসকল নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

বদ্ধজীবের জঠর-যন্ত্রণা ঃ—এইরূপে জীব মাতৃগর্ভে হেটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে বিষ্ঠা-গর্ত্তরূপ পূতিগন্ধময় কৃমিকুল-সঙ্কুল স্থানে দারুণ যন্ত্রণা পায়। শাস্ত্র বলেন,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

মকর, কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তু নয় লক্ষবার, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদি বিশ লক্ষবার, কৃমি-কীট, পোকা-মাকড় ইত্যাদি এগার লক্ষবার, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি তিন লক্ষবার এবং মানব-জন্ম চার লক্ষবার হইয়া থাকে। মানব-জন্মেই জীবের হরিভজন হয়,—ভজন করিয়া এই ভীষণ মায়ার জেল হইতে জীব মুক্ত হইতে পারে।—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৭)

পশু-পক্ষীজন্মে জীব জিহ্বা পাইয়াও শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না এবং অন্য জন্মেও হরিভজনের সুযোগ নাই; কিন্তু মনুষ্য-জন্মেই ইহা একমাত্র সম্ভব। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। জীব বহু জন্মের পর এই মুক্তি-লাভের পথ-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম বহু সৌভাগ্যবশতঃ পাইয়া থাকে। দুর্দ্দৈববশতঃ এই জন্মে জীব যদি হরিভজনে উদাসীন হয়, তবে তাহার আর দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। নীচ কর্ম্ম-ফলেই উচ্চ গতি লাভ হয়। অহল্যাদেবী মুনি-কোপানলে প্রস্তর-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে মানবী-তনু লাভ করেন। কুবের-তনয়—নলকুবর এবং মণিগ্রীব শ্রীনারদের অভিশাপে বহুকাল শ্রীবৃন্দাবনে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে ছিলেন; পরিশেষে শ্রীবাল-কৃষ্ণ ঐ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া দুই ভ্রাতাকে উদ্ধার করেন।

শ্রীভগবানের স্বরূপ কি?—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তাঁহার দেহ চেতন ও নিত্য, মায়িক বস্তুর ন্যায় নশ্বর নহে। তিনি সকলের আদি, সকল কারণের কারণ; তাঁহার কারণ আর কেহ নাই, তিনি স্বয়ং বস্তু।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র জ্ঞান যাঁহাতে পরিপূর্ণতমরূপে বিদ্যমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী 'ভগবান্'-পদবাচ্য। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা প্রধান। অচিন্ত্য-ভাব তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। শ্রীভগবানের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিন্ময়। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

শ্রীভগবানের সকল অঙ্গ চিন্ময়; তিনি চক্ষুতে শুনিতে পান, কর্ণে দেখিতে পান; তিনি নির্দ্দোষ ও পূর্ণ। (১) ভ্রম (২) প্রমাদ (৩) করণাপাটব (৪) বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় বদ্ধজীবে আছে, কিন্তু ভগবানে নাই।

জীবের অনর্থ কি ?— (১) স্বরূপভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, (৪) অপরাধ—এই চারিটী অনর্থ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় ভজন-বলে জীব এই অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ক্রমে ক্রমে শ্রীনামে নিষ্ঠা, রুচি, ভাব-ভক্তি প্রভৃতি উদিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-ধিক্কারকারী পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জগৎকে এই শিক্ষাদ্বারা 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব' বুঝাইয়া জীব-উদ্ধার-লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দয়াময়; তাঁহার দয়া-সমুদ্রের তুলনা নাই। 'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং'—কালে যে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু পুনঃ তাহা প্রকট করেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ও মায়িক জগতে প্রভেদ কি ?—ভূঃ, ভুবঃ, স্বর, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাতটী উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল, তলাতল, পাতাল—এই সাতটী নিম্নলোক। ইহারা চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলন। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"—ইহলোকের চন্দ্র-সূর্য্য সেই চিজ্জগতে আলোক প্রদান করিতে পারে না। এইসকল সেই চিজ্জগতেরই প্রতিবিম্ব। সেই চিদ্ধামে সকলই আসল, এই জগতে সবই নকল। সেখানে বিম্ব, এখানে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়া। সেই ভগবদ্ধামে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস আছে—এখানেও ঐ পঞ্চরস ছায়ারূপে বিদ্যমান। এখানে সকলেই স্বার্থপর, সেখানে সকলই পরার্থপর ও আনন্দময়। এখানে দেবীধাম মায়িক জগৎ বলিয়া সকলই দুঃখময়।

প্রকৃত বন্ধু কে ?—আমরা মায়ার কুহকে পড়িয়া ভ্রমবশতঃ যাঁহারা নিত্যবন্ধু, সেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে পর বলিয়া মনে করি। "উল্টা বুঝ্‌লি রাম।"—ইহাই মায়ার মোহিনী-শক্তি। আমরা আপন জনকে 'পর' ভাবি, পরকে 'আপন' ভাবিয়া দুঃখ পাই। অথচ আত্মীয় কাহাকে বলে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—আত্মার সম্বন্ধেই 'আত্মীয়' হয়, আর অনাত্মার সম্বন্ধেই 'পর' হয়। ইহ জগতে যে আমাকে মৃত্যু-ভয় হইতে—যমদণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে না পারে, সে আমার কে ?—মিত্র, না অমিত্র ?

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

সে গুরু গুরু নহেন, সে স্বজন স্ব-জন নহেন, সে পিতা পিতা নহেন, সে মাতা মাতা নহেন, সে দেবতা দেবতা নহেন, সে পতি পতি নহেন, যিনি আমাকে এই উপস্থিত শমন-ভয় হইতে ত্রাণ করিতে না পারেন। এই বাক্যগুলির উদাহরণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই—**শ্রীবলিরাজ** তাঁহার গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের কথা শুনেন নাই, **শ্রীবিভীষণ** তাঁহার ভ্রাতা রাবণের কথা মানেন নাই, **শ্রীপ্রহ্লাদ**-মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর কথা গ্রাহ্য করেন নাই, **শ্রীভরত**-মহারাজ তাঁহার মাতা কৈকেয়ী দেবীর কথা গ্রহণ করেন নাই। **খট্টাঙ্গ-রাজা** দেবতাদের কথা পালন করেন নাই ও **যাজ্ঞিক পত্নীগণ** তাঁহাদের পতির কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সেই সাধ্বী যাজ্ঞিক পত্নীগণ তাঁহাদের পতির সম্মুখেই ভক্তিযোগ-বলে পরম-পতির সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবই জগতের প্রকৃত বন্ধু।

শ্রীভাগবত বলেন,—যাহার কর্ণে গদাগ্রজ শ্রীহরির কথা প্রবেশ করে নাই, সে পশুর সমান—

শ্ব-বিড্‌বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ২।৩।১৯)

গর্দ্দভের মত আমরা জগতে মায়ার বোঝা-ই বহিয়া মরিতেছি। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম। কার গালি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥" ভগবদ্বিমুখ জীব শূকরের মত বিষয়-বিষ্ঠাভোজী, কুকুরের ন্যায় অকারণ ক্রোধযুক্ত, উষ্ট্রের মত কণ্টক-পত্র-চর্ব্বণে মুখবিবর রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। কণ্টক-চর্ব্বণে এত যন্ত্রণা, তথাপি উষ্ট্র ঐ আসক্তি ছাড়িতে পারে না। এই মায়িক জগতে আমরাও ঐ প্রকার নানা দুঃখ-কষ্ট পাইলেও, জাগতিক সম্বন্ধ প্রবল থাকায় মায়া ত্যাগ করিতে পারি না। তাই "শ্রীগুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।" নচেৎ আর অন্য উপায় নাই। অতএব সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

নববিধা ভক্তি ঃ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে আমরা (৬৪) চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের কথা জানিতে পারি। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নয়টী প্রধান। এই নয়টীর মধ্যেও আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। তথাপি "এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু

অঙ্গ।"—বিচারে দেখা যায়, এক এক মহাজন এক একটী অঙ্গকেই অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে উদাহরণ, যথা—**শ্রবণে** শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ, **কীর্ত্তনে** শ্রীব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী, **স্মরণে** শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, **পাদসেবনে** শ্রীলক্ষ্মীদেবী, **অর্চ্চণে** শ্রীপৃথুরাজা, **বন্দনে** শ্রীঅক্রূর ভক্ত, **দাস্যে** শ্রীবজ্রাঙ্গজী, **সখ্যে** শ্রীঅর্জ্জুন, **আত্ম-নিবেদনে** শ্রীবলি মহারাজ পরম মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারাই পরাভক্তি লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

একান্তী বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

সহস্র ব্রাহ্মণ　　হ'তে একজন—
　　সাবিত্র-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।
সহস্র সাবিত্র-　　ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
　　বেদান্তবিদ্ বরিষ্ঠ॥
কোটী বেদবিদ্　　ব্রাহ্মণ হইতে
　　এক বিষ্ণুভক্ত বড়।
সহস্র বিষ্ণুর　　ভকত হইতে
　　ঐকান্তিক এক দঢ়॥
ঐকান্তিক জন　　কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ হন,
　　অন্য আশা নাহি যাঁর।
কৃষ্ণের চরণ　　হৃদয়ের ধন,
　　করি' সেবে অনিবার॥
হেন বৈষ্ণবের　　দর্শন জীবের—
　　সুদুর্লভ বলি' কয়।
লভয়ে যে-জন　　তাঁর দরশন,
　　সৌভাগ্য যাহার হয়॥
এহেন বৈষ্ণব-　　চরণে পড়িয়া,
　　আজি এই মূঢ় জনে।
করে নিবেদন,　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
　　স্থান দেহ শ্রীচরণে॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের

অষ্টসপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে—

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-প্রশস্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীব্যাসের কার্য্য—হরিকীর্ত্তন। ব্যাসত্ব ও রূপানুগত্বের সুদুর্লভ মণিকাঞ্চন-সংযোগ আচার্য্যের চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল। সাত্বত-সম্প্রদায়সমূহের বিভিন্ন তথ্য, ইতিহাস, ভজন-প্রণালী, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ, দার্শনিক বিচার, ভজনের রহস্যাবলীর উদ্‌ঘাটন ও তুলনামূলে শ্রীরূপানুগ-বিচারের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন এই আচার্য্যের আদর্শে যেরূপ মৌলিক গবেষণার সহিত সম্প্রকাশিত, জগতে সেরূপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ দুর্লভ; বিপরীত-ভাবাপন্ন মৎসর-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণও অনেক সময় ইহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। কাহারও কাহারও ধারণা,—"রূপানুগ ভজন-কারিগণের পক্ষে বিভিন্ন ঐশ্চর্য্যপর সম্প্রদায়ের ইতিহাসের আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ উহা চিত্তবিক্ষেপের হেতু।" বস্তুতঃ রূপানুগবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ও অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের আদর্শ ঐরূপ বিচারকগণের অজ্ঞতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

অকাল-পক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণের চেষ্টা ও কল্পিত সিদ্ধ-প্রণালী-যোগে নির্জ্জন-ভজনরূপ প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় না দিয়া তিনি সজাতীয়াশয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে শ্রীরূপানুগত্যে শ্রীরাধা-দাস্যে বহু-গোপীবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টাপর হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে নৈশ-লীলাপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক-লীলা অধিকতর শ্রেষ্ঠ, ভজনীয় ব্যাপার—এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাক্যের মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিম্বাদিত্যের ভজন-প্রণালী 'সজ্জন-তোষণী'তে বর্ণন করিয়া তাঁহার সহিত নিমানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও ভজন-প্রণালীর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন; নিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ—'চিন্ত্য', আর শ্রীগৌর-সুন্দরের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—'অচিন্ত্য'। নিম্বাদিত্যের কথিত ভজন-প্রণালী—নৈশ-বিহারের কথা, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী—মাধ্যাহ্নিক লীলার কথা। সূর্য্য-পূজার প্রাধান্য,

রাধাকুণ্ডে মিলন, দোলা-খেলা, বংশীহৃতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সম্ভোগের অধিকতর চমৎকারিতা একমাত্র মধ্যাহ্ন-লীলাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ যখনই যে-স্থানে শুভ-বিজয় করিয়াছেন, উদ্দীপক বস্তু-দর্শনে তখনই তথায় অকৃত্রিম শ্রীরূপানুগ-ভজন-বিচারে উদ্দীপ্ত, বিভাবিত ও পরিপ্লুত হইয়া একেবারে বহির্জগতের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া মহাভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন—ইহা আমরা তাঁহার বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলার মধ্যেই প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।২৭-২৮)

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা :
অংসন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥"—এই শ্লোক-দ্বয়ের তাৎপর্য্য বর্ণনমুখে জানাইয়াছেন যে, ইহাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী-কর্ত্তৃক শ্রীমতী রাধারাণীর কথা অত্যন্ত গম্ভীর ও সাবধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধার এই প্রোজ্জ্বল-মহিমার কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার পদাঙ্ক-স্মৃতিতে বিভাবিত অন্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সব হৃদ্গত নিগূঢ়-রহস্য স্বভজন-বিভজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ অন্যকোনও আচার্য্য সেই সব অপ্রাকৃত ভাবের রহস্যোৎকর্ষ প্রকট করেন নাই বা করিবেন না।

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের বেণু সরল ও সোজা ; কিন্তু কৃষ্ণের বপু বঙ্কিম—ত্রিভঙ্গিম। বেণু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়কে মথিত করে। অতএব বেণুর অবতার কর্ণাঞ্জলির মধ্যেই হয়। জগতেও দেখা যায়—যাহা অত্যন্ত ক্রূর বলিয়া বিবেচিত, অর্থাৎ কুটিল-গতি হিংস্র-সর্পকেও সাধারণ বেণুধ্বনি বশীভূত ও মুগ্ধ করিতে পারে। যে সর্প বপু-বিশেষকে দেখিয়া শত্রুজ্ঞানে অহিংসককেও হিংসা করিয়া থাকে, সেই ভীষণ হিংস্র প্রাণীই আবার সেই ব্যক্তির বেণু-ধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক আকৃষ্ট হয়,—তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে ও চিরতরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত বপুকে আমরা জড়-চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পারি, কিন্তু প্রাকৃত মাংস-চক্ষু লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বপু দেখা যায় না। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল-বাসুদেব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি কৃষ্ণের বাণী বা বেণু শ্রবণ করিতে না পারিয়া কেবল মাংস-চক্ষু লইয়া অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের কোটি-কন্দর্প-নিরাজিত বপু-মাধুর্য্য দর্শন

করিতে পারে নাই। কাজেই কেবল বপু-দর্শন করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা প্রাকৃত সহজিয়া-বিচারে আক্রান্ত হইয়া ধাম-ভোগী, গুরু-ভোগী, নাম-ভোগী, বিষয়-ভোগী ইত্যাদি ভোক্তার পোষাকে 'মীয়তে অনয়া'-বিচারে সেইসকল বস্তুর নায়ক হইবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে পোষণ করি। যাহারা শ্রবণের ক্রিয়া বাণীকে পরিত্যাগ করিয়া বপু বা রূপ-দর্শন ও ভোগের স্পৃহায় লালায়িত, তাহারাই বাস্তব-সত্যের বিশুদ্ধ-মার্গকে বিকৃত-রূপে পরিণত করায় আম্নায়-পারম্পর্য্যে বিশুদ্ধ ভাগবতগণ-কর্ত্তৃক "প্রাকৃত সহজিয়া" নামে অভিহিত হন। তাহারা নিজদিগকে 'পাকা বোষ্টম্' মনে করিয়া অপরের ভোক্তা হইতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তত্ত্ববিদ্ অাচার্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে শুদ্ধ-বর্ণে চিন্ময়-মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই, শ্রীগুরুদেবের বেণুধ্বনি—শব্দশক্তি বা বাণী।

"কিবা মন্ত্র দিলা, গোঁসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮১)

এইপ্রকার অপ্রাকৃত ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমতী রাই কানুর বেণু-ধ্বনিতে নিত্য আকৃষ্টা। শ্রীল রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বেণু-ধ্বনি নিত্যই শ্রবণ করিয়া থাকেন,—বেণু-মাধুর্য্য ও বপু-মাধুর্য্যে তাঁহার ভেদ-জ্ঞানের অবকাশ নাই। তিনি প্রাকৃত বপুদর্শকের ন্যায় অগ্রে বপু ও পরে বেণু শ্রবণের ছলনা প্রদর্শন করেন নাই। তাই তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিয়াছেন,—

"মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি—বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩২)

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী, তাহাতে বঞ্চনা-বিদ্যা নাই। সেই বাণীর মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহের গূঢ়-মর্ম্ম অকপট হরিভজন-প্রয়াসী ভাগ্যবান্ অন্তরঙ্গ জনগণের জন্য কথারূপে গচ্ছিত রাখিয়া মহাবদান্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রূপানুগপ্রবর পরমারাধ্যদেব তাঁহার নিত্য-চিদ্বিলাসপর দিব্য অনুভবের মধ্যে যে-সমস্ত অপ্রাকৃত গম্ভীর বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী, ব্যভিচারী প্রভৃতি সামগ্রীর মিলনে পরমোপাদেয় নিজ নিত্যসিদ্ধ আদ্যরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের স্বভাব প্রদর্শন করিতেন, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব চেষ্টা-সত্ত্বেও অত্যন্ত অদম্য হইলেও রাধা-নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাহা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিজাতীয় লোক-লোচনে সংগোপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার দিব্যোন্মাদ-দশায় সেই উচ্ছলিত ভাব-তরঙ্গের

অত্যধিক-রূপে উদ্বেলন হওয়ায় আদিরসের আচার্য্য মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর ভাব-সেবাস্মৃতিতে কখনও কখনও লোক-লোচনে গুঞ্জাফল-দর্শনে তদীয় ঈশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর রক্তোৎপল শ্রীচরণ-কমল-ধ্যানে বিভাবিত হৃদয়ে একাকী নির্জ্জনে বনের মধ্যে কুঁচ ফল অন্বেষণ-লীলা—পরম সৌভাগ্যবান্ নিজ জনগণের কোমল হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীরাধার নিত্য নিজজন শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা-প্রদানের তাৎপর্য্য কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ মায়াবিমূঢ় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধের আবাহন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলাকে ভাবসেবায় 'গিরিধারী' এবং গুঞ্জামালাকে 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের রাধা-নিত্যজনত্বের একটী বৈশিষ্ট্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে Thestic Exhibition আদির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্ববাসিগণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ জনগণের দ্বারা বিভিন্ন-ভাষায় বক্তৃতা ও গ্রন্থাদি-সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ-নর-নারীগণের অপূর্ব্ব আত্ম-কল্যাণের বিধান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক-হৃদয়ে প্রকটিত প্রাণাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ-সমন্বিত আরাধ্যযুগল—বিনোদ-প্রাণ, বিনোদানন্দ, বিনোদ-বিনোদ, বিনোদ-রমণ, বিনোদ-বিলাস, বিনোদ-মাধব, বিনোদ-কান্ত, বিনোদ-বৈভব, বিনোদিনী-বিনোদ, গোপী-গোনাপীথ প্রভৃতি হৃদয়-নয়ন-মনোভিরাম অভিনব সংজ্ঞায় শ্রীবিগ্রহগণকে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতিতে, ভারতের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদি প্রচার-কেন্দ্রে স্থাপন-পূর্ব্বক একাধারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সমন্বয় সংস্থাপন করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রেম-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ারাধ্য শ্রীবিগ্রহগণ ক্রমান্বয়ে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের অধিদেব। তিনিও সেই যুগপৎ তত্ত্বত্রয়ের আশ্রয়াধিদেব। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে আগত বিরহ-বিধুরা ব্রজাঙ্গনাগণ ও তাঁহাদের কোটি-প্রাণসর্ব্বস্ব বৃন্দাবনেশ্বরী হরি-হৃদ্‌ঙ্গ-মঞ্জরী শ্রীমতী রাধিকা দীর্ঘ-বিপ্রলম্ভে দিব্য দশম-দশার চরম দিব্যোন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হন। দ্বারকা হইতে আগত ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য-বিলাসাদি দর্শন করিয়া ব্রজবাসি-গণ ও শ্রীমতী রাধিকার যে অপ্রাকৃত- ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুকূলে যাঁহারা অনুকূলা শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের এবং শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত-তনু শ্রীশ্রীশচীসুনুর বিপ্রলম্ভে মিলনের সহায়তার নিমিত্ত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্য-ক্ষেত্র দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্র হইতে মাধুর্য্যময়

ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কারপূর্ব্বক যিনি যেই অনুষ্ঠান কুরুক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অসংখ্য তীর্থ-যাত্রিগণের সমাগমে নিজজনগণদ্বারা এবং স্বয়ং অহর্নিশ হরিকথার বন্যা প্রবাহিত করিয়া অভূতপূর্ব্ব মহাবদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-ভাববেত্তা শ্রীরূপ-লিখিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ, সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতস্তথাঽহং সা রাধা" শ্লোকের অপূর্ব্ব রহস্য সমগ্র জগতে যিনি বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকটপূর্ব্বক সর্ব্বভুবনবন্দ্য জগদ্‌গুরুর স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন !!!

গৌর-নাগরীগণ শ্রীরাধা ও ভূশক্তি-স্বরূপিণী গৌরনারায়ণের লক্ষ্মী—বিষ্ণুপ্রিয়ায় তত্ত্ব-বিরোধ করিয়া থাকেন। তাহারা রাধাভাব-বিভাবিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নাগর' কল্পনা করিয়া কদর্য্য রসাভাস দোষের আবাহন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌর ও শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম-কারুণিক আচার্য্য লীলায় এতদ্বিষয়ে অসংখ্য সাহিত্য প্রকাশ করিয়া গৌর কৃষ্ণ-লীলার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছেন। মাঘী 'শ্রীপঞ্চমী' তিথিতে প্রেম-ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপে আবির্ভূতা হন। তিনি নবধা ভক্তি-স্বরূপা—তত্ত্বতঃ 'ভূ'-শক্তিরূপিণী শ্রীগৌরনারায়ণের বৈধ-পত্নীরূপে প্রকটিতা। তাঁহার কৃপায় জীবের বিশুদ্ধা ভক্তি বা পরাবিদ্যা লাভ হয়। জড়জগতে যে সরস্বতীর পূজা হয়, তিনি সেই 'ভূ' শক্তিরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ছায়া-স্বরূপা। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধার 'নয়ন-তারা'-স্বরূপে কৃষ্ণা সরস্বতী। বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বে ও শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতা-দাস প্রভুতে তত্ত্বতঃ গম্ভীর রহস্য বিদ্যমান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—**সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তার হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব ॥"**

শ্রীহরির অন্তরঙ্গ নিজজন পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-বাসরে এ দীনাতিদীন অকিঞ্চনের সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্যতা-নিবন্ধন যাহা কিছু পাষাণ-হৃদয়ে উদিত হইল, তাহা সামান্য নৈবেদ্যের দ্বারা উপায়নরূপে অদোষ-দরশী অভীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-কমলে নিবেদিত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

দুই বন্ধুর আলাপ

দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্র বাল্যবন্ধুদ্বয় সায়ংকালে জাহ্নবীতটে পাশাপাশি উপবিষ্ট। পূত-সলিলা জাহ্নবী-দেবী উভয়কেই পবিত্রতা প্রদান করিতেছেন। দেবেন্দ্র তাহা অনুভব করিতে করিতে সর্ব্ব পবিত্রতার আকর-বস্তু শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকতরভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন—এমন সময় নরেন্দ্র আবেগভরে বলিয়া উঠিল—

"ভাই দিবাকর! ঐ যাঃ, ক্ষমা করো ভাই; আমি তোমায় পূর্ব্বনামেই ডেকে ফেল্লাম। দেখ ভাই, তুমি যদি দুঃখ না কর, তবে তোমায় পূর্ব্বনামে ডাক্‌লেই আমার আনন্দ হয়।"

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তোমায় আনন্দ দিতে আমি সব কষ্টই স্বীকার ক'র্ত্তে পারি; কিন্তু তুমি যে আপাতঃ আনন্দ লাভ ক'র্ত্তে গিয়ে পরিণামে অসুবিধা বরণ ক'র্‌বে, তা আমি চাই না। তাই তোমায় ব'ল্‌ছি—শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে দীক্ষাকালে ভগবদ্দাস্য-সূচক যে নাম প্রদান ক'রেছেন, সে নাম যদি তুমি উপেক্ষা কর, তা' হ'লে তোমার গুর্ব্ববজ্ঞা দোষ ঘট্‌বে এবং তোমার ঐ ব্যবহার অনুমোদনের দ্বারা আমিও ঐ দোষে দোষী হব। সুতরাং মানসিক সুখকে ব্যাহত করেও আত্মোন্নতি বরণ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ ব'লে আমি বিচার করি।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, তোমার এই নাম পরিবর্ত্তন না ক'র্‌লে কি কিছু দোষ হ'ত? বা এই নাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি?

দেবেন্দ্র—দেখ, ইহ-জগতে পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন যে নাম রক্ষা করেন, তাহা কাল্পনিক—বাস্তব নহে। যেমন, কানাছেলেকে "পদ্মলোচন" নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীগুরুদেব যে নাম প্রদান করেন, তাহা তদ্রূপ নহে। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বদর্শী ব'লে অণুচৈতন্য জীবের সহিত পূর্ণচৈতন্য শ্রীভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহা দর্শন ক'র্ত্তে সক্ষম। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত নাম কাল্পনিক নহে, তাহা চেতনের স্বভাব-ব্যঞ্জক—নিত্য-সত্য। অতএব কল্পনা পরিত্যাগ ক'রে বাস্তবের আদর করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, বুঝেছি, এখন থেকে আমি আর তোমার পূর্ব্ব নামে তোমাকে ডাক্‌ব না। এখন নামের কথা যাক্। আমার মনে কয়েকটী প্রশ্ন সর্ব্বদাই জাগে; যদি তুমি সাহস দাও, তবে তা' তোমায় জানাই।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার কথায় আমি কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে যে-টুকু সামান্য জ্ঞান লাভ ক'রেছি, তা' দ্বারা জগতের যদি কিছুমাত্র কল্যাণ হয়—তা' ক'র্ত্তে আমি কখনও কার্পণ্য ক'র্‌ব না। সুতরাং তুমি নিঃশঙ্কোচে মনোভাব আমার নিকট প্রকাশ কর।

নরেন্দ্র—দেখ, আমি শু'নেছি যাঁরা নাকি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁরা কখনও লোকের কাছে নিজেদের জাহির করেন না। তাঁরা সর্ব্বদা নিজেকে গোপন রাখ্‌তে চান। কিন্তু তোমরা সর্ব্বাঙ্গে তিলক, গলায় মোটা মোটা মালা, মাথায় মোটা শিখা, হাতে একটী সাদা ধব্‌ধবে ঝোলা নিয়ে এরূপ জাহির কর কেন? ঐরূপ না ক'রে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাক্‌লে কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না?

দেবেন্দ্র—ভাই, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্ন, আমার মনে হয়, অনেকেরই মনে উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত উত্তর শ্রবণ কর।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত কেন, কোন ভক্তই নিজকে জাহির করেন না। কিন্তু—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব হয় জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

তাই ভক্ত না চাহিলেও তিনি সর্ব্বত্রই জাহির হইয়া যান। ভক্ত নিজকে যতই লুকাইয়া রাখিতে চান না কেন, কোন-প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হয় না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার আলোক সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিলক, মালা, শিখাদি ধারণ করেন না—ইহা সত্য নহে। শ্রীনারদ গোস্বামী একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাকে উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করিতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া আপনি আচরণ করিয়া অনুগত জন ও জগজ্জনকে তাহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কোথাও এ কথা বলেন নাই—এই চিহ্নগুলি কেবল আমরা ধারণ করিব, তোমাদের ইহা ধারণ করিতে হইবে না। পরন্তু ইহা ধারণ না করিলে তোমাদের ভক্তি লাভ হইবে না—এই প্রকার শিক্ষাই তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেবেরও নির্দ্দেশ এই প্রকার—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজা-হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭১ শ্লোকধৃত পাদ্মোক্ত শ্রীভগবদ্বচন)

[হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্ত ব্যক্তি, চিত্ত স্থির করিয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা এবং হোম-সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত অথবা মঙ্গল ও রক্ষার জন্য ভয়-নিবারক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে।]

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭২ শ্লোক-ধৃত পাদ্মোক্ত শ্রীনারদবাক্য)

[ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃ-লোকের তর্পণ প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে।]

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈ বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥ (ঐ)

[যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া ইষ্ট ও পূর্ত্ত প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করে, তাহার সে সমুদায়ই বিকল হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করে, তৎ সমুদায় নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং নরকে গমন করে।]

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥ (ঐ ৭৩ শ্লোক)

[মনুষ্যদিগের যে শরীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রহীন, তাহা দর্শন করিবে না, তাহা শ্মশানের তুল্য।]

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

(ঐ ৭৫ শ্লোকধৃত স্কান্দোক্ত কার্ত্তিক প্রসঙ্গ)

তুলসীমালা গলদেশে ধারণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥

(ঐ ১২০ শ্লোকধৃত গারুড়-বচন)

[যে-সকল হেতুবাদ-রত, পাপবুদ্ধি মনুষ্য মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুর কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর ফিরিয়া আইসে না।]

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥

(ঐ ১২৫ শ্লোক-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবদ্বচন)

বৈদিক মাত্রেরই শিখা ধারণ কর্ত্তব্য—ইহা বলা বহুল্যমাত্র। রাজ্য-বিহীনের যেমন রাজা-নামের সার্থকতা হয় না, তদ্রূপ যাহারা সনাতন-ধর্ম্মের আচার ও বিচার পালন করেন না, তাঁহাদের সনাতনী বলিয়া অভিমানও নিরর্থক।

যাহা নিন্দিত কর্ম্ম তাহাই গোপনে আচরণের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ কি তদ্রূপ নিন্দিত কর্ম্ম? শ্রীহরিনাম-গ্রহণ যদি সর্ব্বোত্তম বস্তু হয়, তবে ইহার প্রচার হওয়ায় সমাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল। তজ্জন্য সাদা ধব্‌ধবে মালিকা হস্তে লইয়া নির্দ্দম্ভ ভক্তগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। তাঁহাদের আদর্শে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে সুযোগ লাভ করিবেন। ভাই, আমাদের শাস্ত্রে পাপী ব্যক্তিকে দর্শন করিতে নিষেধ আছে এবং দর্শন-কারীকে গঙ্গাস্নান ও শ্রীবিষ্ণু-স্মরণাদি দ্বারা পবিত্র হইবার বিধানও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ পাপীব্যক্তিকে দর্শন দ্বারা সাধারণতঃ তাহার আচরিত পাপানুষ্ঠান স্মৃতিপটে উদিত হয়, তজ্জন্য চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়ে। আবার ভক্তগণের এবং ভক্ত্যনুষ্ঠানের বাহ্য দর্শনেও তদ্রূপ বিপরীতভাবে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে। সেই হেতু সিদ্ধাবস্থা অথবা সাধকাবস্থা যে-কোন অবস্থাতেই ভক্তির অনুষ্ঠান হউক না কেন, তাহার গোপন আচরণ অপেক্ষা প্রকাশ্য আচরণ সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক।

কনিষ্ঠাধিকারী সাধক তাঁহার ভজনের অনুকূল-জ্ঞানে বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া থাকেন। যে-যে বস্তু তাঁহার ভজনের অনুকূল, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ভজন-পথে উন্নতি লাভ ঘটে না। ভজনের অনুকূল বস্তু স্বীকার ও প্রতিকূল বস্তু বর্জ্জনই তজ্জন্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। যথাঃ—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে-ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৭ শ্লোক-ধৃত বৈষ্ণব-স্মৃতিবাক্য)

[কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জনে সংকল্প, ও বাস্তু

আমাকে রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয়প্রকার শরণাগতি।]

সর্ব্বাঙ্গে তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব-চিহ্নাদি গ্রহণ করিলে সাধক নিজকে "মায়ার দাস"এর পরিবর্ত্তে "ভগবদ্দাস" বলিয়া অভিমান করিতে সহায়তা লাভ করেন। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কাষায় বস্ত্র পরিধান ও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসাদি গ্রহণ তাঁহাদের ভজনের অনুকূল বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন। যথা—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥ (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

[অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।]

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৮)

সংসার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের যে একমাত্র উপায় মুকুন্দ সেবা, তাহাতে নিষ্ঠা উৎপন্ন করার জন্যই সাধক বেষ গ্রহণ করিবেন। বেষ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সিদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিয়াছে এরূপ যদি কেহ মনে করেন, তিনি শাস্ত্রমর্ম্ম-বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় দিবেন অথবা মায়াদেবীর প্রধানা সহচরী যে মাৎসর্য্য তদ্দ্বারা তিনি বিশেষভাবে কবলিত হইয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

কেবলমাত্র সাধক-ভক্তই যে বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করেন তাহা নহে, সিদ্ধ-ভক্তও তাহা ধারণ করিয়া থাকেন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাই, চিত্ত যাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তাহার আচার-ব্যবহার, বেষ-ভূষা ও স্বভাবাদি সমস্তই তাহার আকর্ষণের বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে তিলক শোভা পাইতেছেন এবং এই তিলক দর্শনে এবং তাঁহার প্রিয়া তুলসীর সম্মাননা দর্শনে তাঁহার অতীব সন্তোষ হয়। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার ভক্ত ঐ চিহ্নাদি ধারণ করেন। ভাই, তোমরা কেন পাশ্চাত্য-দেশীয় পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতেছ, বল দেখি? তোমরা পাশ্চাত্য-দেশীয় ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর—ইহাই কি তাহার কারণ নহে? কিন্তু ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত-দিগকে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারিতেছ না দেখিয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাদের

জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, শ্রেষ্ঠের অনুসরণ অথবা অনুকরণ উভয়ই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীগীতা বলেন :—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ (গীতা ৩।২১)

[শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ স্বীকার করেন, লোকে তাহাতে অনুবর্ত্তী হয়।]

ভাই, ভগবদ্ভক্তগণ দাম্ভিক নহেন। তাঁহারা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ "সোঽহং" বিচারে দম্ভপরায়ণ হইয়া ভগবানের ভগবত্তা গ্রাস করিতে গিয়া আসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দেন না; পরন্তু তাঁহারা "সোঽহং"-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য "তৃণাদপি সুনীচতা"র সুষ্ঠুতা সাধনের জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন-ধারণও ঐরূপ তৃণাদপি সুনীচভাব-সাধক। ভাই, তুমি ভক্তের প্রতি মৎসর-ভাব পরিত্যাগ কর। মৎসরতার ন্যায় অশুভ-কর এবং ক্লেশদায়ক বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। তৃনাদপি সুনীচতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ। যতদিন পর্য্যন্ত না জীবের তাহাতে অধিকার লাভ ঘটে, ততদিন তাহার জিহ্বা কখনও শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। অন্তরে দাম্ভিকতা পোষণ করত মুখে যে নাম-গ্রহণের চেষ্টা, তাহা ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই কুন্তীদেবী শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্ ॥ (ভাঃ ১।৮।২৬)

[হে কৃষ্ণ! সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদিলাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কামভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।]

ভাই! উচ্চকুলে জন্ম-জনিত মদ, ঐশ্বর্য্য-মদ, বিদ্যা-মদ ও রূপ-মদ—এই চারিপ্রকার মদে যতদিন জীব মত্ত থাকে, ততদিন সে একমাত্র অকিঞ্চনগণের কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনে কখনই অধিকার লাভ করিতে পারে না। তত্তৎ-মদ তাহাকে দাম্ভিক করিয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুদের নিকট প্রপত্তি স্বীকার করিতে দেয় না। সুতরাং আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি এই প্রকার মদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা কর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল-প্রভুপাদেন সংগৃহীতা, শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ
সংশোধিতা পরিবর্দ্ধিতা চ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ।

অথ শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির্লিখ্যতে।

আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং ক্ষৌরং কৃত্বা স্নাত্বা আচম্য পূজা-দ্রব্যাণি সংপাদ্য ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থিতঃ সংন্যাসী বিধিবৎ **প্রাণানায়ম্য** প্রণবন্যাসপূর্ব্বকং প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ব্যাসপূজা করিষ্য ইতি সংকল্পঃ। ওঁ প্রণবস্যান্তর্যামী ভগবান্ ঋষিঃ ইত্যাদি। প্রণবেন ব্যাপকত্রয়ং, তাপত্রয়ং, অষ্টদিগ্বন্ধনম্। অগ্নিপ্রাকারাঃ, জলপ্রাকারাঃ, করন্যাসং অঙ্গন্যাসম্। বিষ্ণুর্ভাস্বত ইতি ধ্যানম্। তদনন্তরং কুম্ভপূজা—"কলসস্য মুখে ব্রহ্মা কণ্ঠে রুদ্র-সমাশ্রিতঃ। কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সর্ব্বে সপ্তদ্বীপবসুন্ধরা॥" 'গঙ্গায়ৈঃ নমঃ', 'গোদাবর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদি সর্ব্বনদীনামভিঃ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ কলসমভ্যর্চ্চ্য শঙ্খপূজাং করিষ্যে। আবাহন্যাদি মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। শঙ্খমাপূজ্য 'ওঁ পুরা সাগরোৎপন্নানি' ইত্যাদি শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শ্য শঙ্খজলার্ঘ্যং কুম্ভে নিক্ষিপ্য পুনরর্ঘ্যজলেনাত্মানং পূজোপকরণানি চ প্রোক্ষ্য পীঠার্চ্চনং কুর্য্যাৎ। পীঠমধ্যে শুভবস্ত্রাণি প্রসার্য্য শুভতণ্ডুলৈশ্চতস্রং স্থণ্ডিলং কৃত্বা পীঠমধ্যে পুষ্পাক্ষতৈঃ কূর্ম্মায় নমঃ, মণ্ডূকায় নমঃ, কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ, আধারশক্তয়ে নমঃ, মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ, ভূমৈ্য নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পয়োনিধয়ে নমঃ, শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ নমঃ, রত্নমণ্ডপায় নমঃ—ইতি আসনং সংপূজ্য, ধর্ম্মায় নমঃ অগ্নিকোণে, জ্ঞানায় নমঃ নৈর্ঋত-কোণে, বৈরাগ্যায় নমঃ বায়ব্য-কোণে, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ঈশান-কোণে, অধর্ম্মায় নমঃ ঐন্দ্রে, অজ্ঞানায় নমঃ যাম্যে অবৈরাগ্যায় নমঃ পশ্চিমে, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ উত্তরে, পদ্মায় নমঃ পীঠমধ্যে; এবং ধর্ম্মকন্দায় নমঃ, জ্ঞানলীলায় নমঃ, বৈরাগ্যকর্ণিকায়ৈ নমঃ, ঐশ্বর্য্য-অষ্টদলায় নমঃ, দ্বাদশকলাত্মনে সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ষোড়শকলাত্মনে চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, দশকলাত্মনে বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ রজোগুণায় নমঃ, ওঁ সত্ত্বগুণায় নমঃ, ওঁ তমোগুণায় নমঃ, ওঁ আত্মনে নমঃ, ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ কমলায়ৈঃ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ যোগশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রভবায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশায়ৈ নমঃ, মধ্যে অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে মহাবিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম-সংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

পীঠমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পীঠমধ্যে **শ্রীকৃষ্ণাদি-পঞ্চকং**—ওঁ ইতি শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা আবাহন্যাদি-ষোড়শোপচারং কুর্য্যাৎ। অনুষ্ঠানবৎ দশমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।

কৃষ্ণস্য পুরতঃ 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' ইতি ষোড়শোপচারপূর্ব্বিকাং পূজাং কৃত্বা, কৃষ্ণস্য দক্ষিণতঃ 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ' ইতি কৃষ্ণস্য পশ্চিমতঃ 'ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ', কৃষ্ণস্য উত্তরতঃ 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ'—ইতি **শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণে **শ্রীব্যাসপঞ্চকং**—মধ্যে ওঁ শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ, পুরস্তাৎ পৈলায় নমঃ, দক্ষিণতো বৈশম্পায়নায় নমঃ, পশ্চিমতো জৈমিনয়ে নমঃ, উত্তরতঃ সুমন্তবে নমঃ,— ইতি**শ্রীব্যাসপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তর-ভাগে **আচার্য্যপঞ্চকম্**—মধ্যে শ্রীশুকাচার্য্যেভ্যো নম ইতি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমতম্। পূর্ব্বতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্যেভ্যো নমঃ, দক্ষিণতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যেভ্যো নমঃ; পশ্চিমতঃ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদেভ্যো নমঃ; উত্তরতঃ শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্যেভ্যো নমঃ— ইতি **শ্রীআচার্য্যপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চিমভাগে **সনকাদিপরম্পরা-পঞ্চকম্**—ওঁ সনকায় নমঃ, ওঁ সনৎকুমারায় নমঃ, ওঁ সনাতনায় নমঃ, ওঁ সনন্দনায় নমঃ, ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ— ইতি **শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বভাগে **গুরুপরম্পরাপঞ্চকম্**—শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়-কর্ত্তারঃ—ইতি **শ্রীগুরুপঞ্চকম্**।

অগ্নিকোণে অগ্নিঃ, নৈঋর্তকোণে নির্ঋতিঃ, বায়ব্যকোণে বায়ু, ঈশানকোণে ঈশানঃ, ঐন্দ্রে ইন্দ্রঃ, যাম্যে যমঃ, বারুণ্যে বরুণঃ, সৌম্যে সোমঃ, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধস্তানদন্তায় নমঃ। নৈঋত্যাং গণপতয়ে নমঃ, বায়ৌ দুর্গায়ৈ নমঃ, আগ্নেয্যে সরস্বত্যৈ নমঃ, ঈশান্যাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সর্ব্বেষাং সমানম্।

* * * *

এবং পূজায়া উদ্‌যাপনে বিক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তং নির্য্যাণমুদ্রয়া বিশ্বকসেনমারভ্য হৃদয়কমলমধ্যে উদ্‌যাপয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য মহানৈবেদ্যং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তৎপুরতঃ দন্তকাষ্ঠং গোপীচন্দনং মৃদাদি দোরকাদি নিধায় গরুড়াসনে স্থিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। আয়ন-প্রাবৃষী প্রাণি-সংকুলং বর্ত্তুমদৃশ্যতে। অতস্তে স্যামহী সার্থং পক্ষা বৈ সৃষ্টিচোদনাৎ, পক্ষা বৈ মাসাঃ স্যাস্যাম, চতুরো মাসা নাত্রৈবাস্তী বাধকে ব্রাহ্মণা নিবসন্ত সুখেনাত্র গমিষ্যাম কৃতার্থতাম্। যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করিষ্যামো বয়ং মুদা। রাত্রৌ পূজা। পুনঃ প্রাতঃকালে পূজায়া উদ্‌যাপনম্। **ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা**। শ্রীরামার্পণমস্তু। শ্রীরামঃ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-লিখিতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাশ্রিতানাং শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—

(ক) বৈষ্ণবাশ্রিতানাং সামান্যতঃ—

(১) শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্,
(২) শ্রীব্যাসপঞ্চকম্,
(৩) শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চকম্,
(৪) শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্,
(৫) শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্—ইতি পূজা-পঞ্চকম্।

(পূর্ব্বলিখিতং দ্রষ্টব্যম্)

(খ) একান্তিনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাশ্রিতানান্তু **তত্ত্বপঞ্চকং**—(১) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য- (২) শ্রীনিত্যানন্দ- (৩) শ্রীঅদ্বৈত- (৪) শ্রীগদাধর- (৫) শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ—ইতি যথাবিধি অর্চ্চনীয়ম্। (ততঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানামস্মাকন্তু বিশেষতঃ— শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-ভট্টযুগ-কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-শ্রীমদ্গৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিপাদান্ত সর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ—ইত্যুচ্চারয়েৎ।) চরমে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গলদেশে পুষ্পমাল্যং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। **একান্তিবিরক্ত-বৈষ্ণবানাং**—"পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্যামঃ। চতুরো মাসা নাত্রৈবাসতী বাধকে। বৈষ্ণবাঃ নিবসন্তু সুখেনাত্র গমিষ্যামঃ কৃতার্থতাম্; যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করিষ্যামো বয়ং মুদা।" "**পুনঃ** ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়াং" পূজাং কৃত্বা ক্ষৌরং সমাপ্য বিশ্ব-রূপাধ্যায়ং পঠিত্বা সুখং হরিং বদ হরিং বদ ইত্যাদি কীর্ত্তয়েৎ। **ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা॥**

চুঁচুড়ায় প্রচার

হরিসভায় (দেপাড়া) পাঠ ও বক্তৃতা

স্থানীয় দেপাড়াস্থিত **"ত্রিতাপশান্তি নিকেতন" হরিসভার** পক্ষ হইতে **ইহার** সম্পাদক শ্রীযুত রামরতি দে, যুগ্ম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য মহোদয়ের উদ্যোগে গত **২৫শে** ফাল্গুন, রবিবার হইতে ১৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ দিবসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানযোগে উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে ঐ হরিসভার মুদ্রিতপত্রের অনুষ্ঠানপঞ্জী অনুসারে গত **৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার হইতে ১১ই চৈত্র, সোমবার পর্য্যন্ত** সপ্তাহকাল মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** হরিসভার অত্যন্ত আগ্রহে প্রথম ৩দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের মুখে তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজের ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মবিহীন নিরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালী ও তজ্জন্যই দেশের তথা জাতির পতনোন্মুখতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রকৃত পিতামাতা হইবার জন্য অনুরোধ জানান। শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাঁহার গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও দার্শনিক বিচারাদি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং আগামী কয়েকদিবস ও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ছায়াচিত্রে আরও হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই, ৯ই চৈত্র ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা আলোচিত হয়। তাহার পর আকাশের অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতে পারে নাই।

যাহা হউক, আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে হরিসভার উদ্যোক্তাগণকে তাঁহাদের এই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের চেষ্টার প্রশংসা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছি।

—প্রচার সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৩৬৬ ; জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

২৮ ত্রিবিক্রম, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন, শুক্রবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ১।৪৮। শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব।

৩০ ত্রিবিক্রম, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন, রবিবার—পূর্ণিমা দি ১১।০ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা।** শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১ বামন, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, সোমবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ দি ৯।৫। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, গোপীবল্লভপুরে উৎসব।

৪ বামন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ১১।৩৯। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

আষাঢ়—১৩৫৯

৯ বামন, ৩ আষাঢ়, ১৭ জুন, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দশমী দি ১।৪২। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১০ বামন, ৪ আষাঢ়, ১৮ জুন, বুধবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১২।৪১। **যোগিনী একাদশীর উপবাস।**

১১ বামন, ৫ আষাঢ়, ১৯ জুন, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১২।৮। **দি ৯।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৪ বামন, ৮ আষাঢ়, ২২ জুন, রবিবার—অমাবস্যা দি ১।৩৩। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব।** নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিরহ মহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৬ বামন, ৪৬৬ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯; ইং ১৪।৬।৫২ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

[কলিযুগপাবনাবতারী-শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-বদনাব্জ-বিগলিত-বাক্যবেদম্]

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥১॥

হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না! ২॥

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর-লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥৩॥

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥৪॥

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি; তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥৫॥

হে নাথ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্‌গদ-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে? ৬॥

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে! ৭॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥৮॥

গুরুদাস

গুরুদাস হইবার যোগ্যতা

সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্তি-বিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা তৎপর, রোগ-বর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরি-গুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান-শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্য-রহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতা-বিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

গুরুদাস হইবার অযোগ্যতা

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট; বঞ্চক, রুক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার-রত, ভক্ত-বিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত, এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম—এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের সাক্ষাৎ-গুরু-সেবা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ (সাক্ষাৎ-গুরুসেবা সম্বন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে:—**(ক)** প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্প যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরুর শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্ব্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে

সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ-সেবা সম্বন্ধে গুরুদাসের নিষিদ্ধ

(খ) গুরু-সমীপে পদ-প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু-সমীপে পৃথক্ পূজা করিবে না। আমি যাহা, গুরুও তাহা—এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে না। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। গুরু-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না।

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যানুসারে গুরুদাসের পালনীয় ৫২টী অনুষ্ঠান

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ-প্রবোধন ৩। সবাদ্য আরাত্রিক ৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চ্চন ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসী-মণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মালা-চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি পূজা ১৪। নির্ম্মাল্য-তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী-চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখাবন্ধন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসী পূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদনুষ্ঠান (২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস) ৩১। মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা-রচন ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলানুকরণ ৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু সমাদর ৩৮। সাধুপূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব সঙ্গ ৪২।

বিশিষ্ট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়মদ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্টমহাদ্বাদশী পালন ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন ৪৯। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা-পাদসম্বাহনাদি উপহার প্রদান ৫২। রামাদি চিন্তা। এই বায়ান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাসের ৫২টী নিষিদ্ধাচার বর্জ্জনীয়

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু-সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু-ছায়ালঙ্ঘন ৬। সমর্থপক্ষে স্নানবর্জ্জন ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য ৮। দেব-গুরুর অনভ্যর্থন ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য-প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন ১৩। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা ১৬। অসৎশাস্ত্র সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি ১৮। মদ্য-মাংস সেবন ১৯। মাদক-ঔষধ সেবন ২০। মসূরী সহ অন্ন-গ্রহণ ২১। শাক, লাউ, বেগুণ, পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব-ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ-উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা ২৭। শোকের অধীন ২৮। দশমীবিদ্ধা একাদশী-ব্রত গ্রহণ ২৯। শুক্ল-কৃষ্ণ একাদশীতে ভেদ বুদ্ধি ৩০। দ্যূতক্রীড়া ৩১। সমর্থ-পক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহ-করবীর এবং আকন্দাদিদ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপ-পাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদবশতঃ তির্য্যক্ পুষ্প ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন ৪৬। একহস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ৪৮। পর্য্যুষিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকালত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুদাস-তত্ত্ব

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তুবিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য-গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে 'কৃষ্ণদাস'। গুরুদাস শ্রুতির উল্লিখিত 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ 'চিৎকণ' বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন,—

"শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
শ্রীরূপং হি কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।

কৃষ্ণ ভজিয়া গৌর-ভজন না করা দৌরাত্ম্য-বিশেষ

এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে

হইতেছে। 'আমরা শ্রীগৌর ভজিব আর শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিব না'—একথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ ভজিব, শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহা-দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব; কৃষ্ণোপাসনাদ্বারা গৌর-তোষণ

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে শ্রীগৌর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন! শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না।

স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণ-ভজন নিরর্থক

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্তমতে বা তান্ত্রিকমতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। **শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।**

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর নিত্য; তাঁহাদের আবির্ভাবের অগ্র পশ্চাৎ নাই

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইলেন,—আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
অষ্ট-সপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে

দীনের প্রার্থনা

তব পদে নমি আমি প্রণত হইয়া ভূমি
ওহে বরা শ্রীকৃষ্ণা পঞ্চমী।
মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে এ মর জগত-বক্ষে
প্রকাশিলা প্রভুপাদে তুমি ॥

সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুত পরম কল্যাণ পূত
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
তব পদ দেবগণ করে সদা আরাধন
সেই তুমি গুহ্যতম অতি ॥

আমি অতি মূঢ় জন নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান
তাঁই হৃদে চিন্তি বার বার।
ওহে তিথিবরা মোরে শক্তি দেহ বর্ণিবারে
গুরুপদ-মহিমা অপার ॥

কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী গোলোক-বিহারা হরি
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয়দেহ বলদেব কায়-ব্যূহ
নিজ-ইষ্ট-পূর্ত্তির কারণ ॥

বলদেবাভিন্ন হন নিত্যানন্দ মহাজন
দয়াময় পতিত-পাবন।
নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
'গুরুদেব' এই তত্ত্ব হন ॥

সমস্ত শাস্ত্রেতে কয় গুরু সর্ব্বদেবময়
গুরু কৃষ্ণাভিন্ন বলি' মান।

বিষয়-আশ্রয়-ভেদে কৃষ্ণ আর গুরুদেবে
'ভগবান্' শব্দ আখ্যা জান ॥
সেব্য-কৃষ্ণ ভগবানে সেবিবারে জীবগণে
আকর্ষিয়া সেবক-ভগবান্।
কৃষ্ণপদে সমর্পিয়া গোলোকেতে যায় লইয়া
গুরুতত্ত্ব এত বড় হন ॥
অপার করুণা করি' হেন গুরুরূপ ধরি'
ধরাধামে তুমি প্রভুপাদ।
তোমার আরাধ্য ধনে জানায়েছ সযতনে
ঘুচাইয়া সর্ব্ব অবসাদ ॥
হেন গুরু-শ্রীচরণ যে করয়ে বিনিন্দন
মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহারে।
নাহিক নিস্তার তা'র এই শাস্ত্রমর্ম্ম-সার
নরকেতে মজে চিরতরে ॥
জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস ভুলিয়া মায়ার বশ
ভোগতরে লভে গতাগতি।
জড়ানন্দ লভিবারে বহু দুঃখ লাভ করে
তবু তার নহিল সুমতি ॥
শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে মতি প্রভু মোরে দেহ শক্তি
ছাড়ি যেন বিষয়ের আশা।
কি আর বলিব মুই কিছুই যোগ্যতা নাই
তব পদ আমার ভরসা ॥
কোটীচন্দ্র সুশীতল তব চরণ-কমল
সর্ব্বতাপ নাশিতে প্রবল।
বলহীনে বল দান করিতে না আছে আন
কৃপা করি দেহ মোরে বল ॥

সংসার-দুঃখ-জলধি　　ভাসি তাহে নিরবধি
কাম-নক্র গ্রাসে অনুক্ষণে।
কুবাসনা বাঁধি মোরে　　বহু দুঃখ দান করে
তীরে লয় কেবা তোমা বিনে॥
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা　　কনক-কামিনী-আশা
মোর দুষ্ট চিত্তে ভরপুর।
করিয়া শোধিত প্রভু　　কৃপা কর ওহে বিভু
চিত্ত যেন নাহি চাহে আর॥
তব আবির্ভাব-দিনে　　পূজিতেছে একমনে
আজি সারস্বত ভক্তগণ।
ব্যাসপূজা করি' তাঁ'রা　　আনন্দেতে আত্মহারা
উচ্চরবে করে জয় গান॥
(ওহে) প্রভুপাদ, অন্তর্যামি!　　তব শিষ্যাধম আমি
পাপিষ্ঠ অধম দুরাচার।
আশীস্ করহ মোরে　　নিত্য তোমা সেবিবারে
(যেন) অন্য আশা না হয় আমার॥
পত্রী ধরা, মসী সিন্ধু　　হিমাদ্রি লেখনী, বিন্দু
তব গুণ না পারে বর্ণিতে।
কেমতে এ ক্ষুদ্র জন　　করে তব গুণ গান
শক্তি নাই তবু আশা চিতে॥
তব পদে করি নতি　　ওহে প্রভু সরস্বতী
নিবেদন করি শ্রীচরণে।
জন্মে জন্মে শ্রীচরণ　　(তব) ভক্ত-সঙ্গে সেবি যেন
কৃপা মাগে এই অভাজনে॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় বিচার করেন যে, সদাসর্ব্বদা কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত থাকিলে পেট চলিবে কি করিয়া? পেটকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সময় নষ্ট করিয়া আধ্যক্ষিকগণ মহাত্মা হইতে রাজি নন। বরং পেটের অবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর করিবার জন্য যে-সমস্ত উপায় আছে, তাহারই অনুশীলন করিয়া মহাত্মা হওয়াই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই তাহাদের বিবেচ্য। জড় অর্থনৈতিক যে ভুল করিয়াছেন তাহারই ফলে আজ জগতে "হা-অন্ন" সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেইসকল জড় অর্থনৈতিকগণ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া লইতে পারেন। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

কোন এক পাশ্চাত্য নাস্তিক-সম্প্রদায়ের দেশে, তদ্দেশীয় নিরীহ ব্যক্তিগণকে নাস্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহা এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক গ্রামে-গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা ভগবান্‌কে কি উদ্দেশ্যে ভজনা করিবার জন্য গির্জ্জায় যাও?" গ্রামবাসিগণ সহজেই বলিল—"ভগবান্ খাইতে দেন।" নাস্তিক তখনই তাহাদের গির্জ্জায় লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে ভগবানের নিকট খাদ্য-দ্রব্য চাহিতে বলিল। নিরীহ গ্রামবাসিগণ স্ব-স্ব প্রার্থনানুযায়ী ভগবানের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা-শেষে নাস্তিকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা খাদ্য পাইয়াছ কি?" তাহারা 'না' বলিয়া উত্তর দিল। তখন নাস্তিকগণ বলিল—"খাদ্যের জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা কর।" গ্রামবাসিগণ তাহাই করিল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ নাস্তিকগণ বহু রুটি তাহাদিগকে প্রদান করিল। গ্রামবাসিগণ খুব উৎফুল্ল হইল এবং নাস্তিক-সম্প্রদায়কেই ভগবান্ অপেক্ষা "প্র্যাক্‌টিক্যাল" বা কার্য্যোপযোগী ভাবিল। কিন্তু হায়! সেখানে যদি কোন তত্ত্ববিৎ ভগবদ্ভক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এই ভগবদ্ভক্তি নাশ হইত না। প্রাকৃত কনিষ্ঠ-অধিকারী ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণের এই প্রকার পতনের সর্ব্বদাই সম্ভাবনা আছে। কারণ এই সকল প্রাকৃত ভক্তগণ যদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে বুঝিতে পারিত যে, ঐ রুটিগুলি ভগবানেরই

প্রসাদ এবং তাহা ভগবানই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে নাস্তিক-সম্প্রদায়ের আর অধিক উৎকর্ষ হইত না। কিন্তু তাহারা নিরীহ এবং বুঝে না যে, ঐ রুটি কোনদিনই নাস্তিকগণ দিতে পারে না। মাঠে যদি ধান, চাউল, গম প্রভৃতি না জন্মায়, তাহা হইলে ঐ নাস্তিকগণ তাহাদের-জড় বিজ্ঞানাগারে কোনদিনই ঐ ধান, চাউল, গম উৎপন্ন করিতে পারিবে না। অনেকে বলিবেন—আধুনিক প্রক্রিয়ায় বহু বেশী ধান্যাদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা জড়বৈজ্ঞানিকের আছে। কিন্তু আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, এই নাস্তিকতার প্রভাবেই আজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া 'হা অন্ন' সমস্যা হইয়াছে এবং এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যে-দিন বৃক্ষের ফল চর্ম্মসার হইবে, গাভী দুগ্ধ দিবে না, মাঠে ধান্যের পরিবর্ত্তে তৃণই হইবে, যাহা কলিকালের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে।

বাস্তবিকপক্ষে ভগবানই আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করেন। জেলখানার কয়েদীগণকে শাস্তি দিলেও যেমন তাহাদের খাদ্যাদি দেওয়ার ভার রাজা স্বয়ংই গ্রহণ করেন, সেইপ্রকার অভক্তহীন ছার ব্যক্তিগণ ভগবৎ-শক্তি ভগবতী দুর্গাদেবী-কর্ত্তৃক শাসনযোগ্য হইলেও, তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া থাকেন। শাসনযোগ্য, হীন, অভক্ত, ছার ব্যক্তিগণের যদি আহারের সংস্থান তিনিই করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার পাদপদ্মে যাঁহারা অনন্যভাবে নিত্য অভিযুক্ত তাঁহাদের ত' কথাই নাই। রাজা যদি সাধারণ প্রজাদেরই এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বীয় অপত্যাদির সম্বন্ধে আর কথা কি?

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে, যাহারা ধর্ম্মাদির দ্বারা নিজ-চেষ্টায় জগতের সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করেন তাহারাই যে কেবল সুখ ভোগ করেন, আর কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত তাঁহার ভক্তগণই যে কষ্ট পান এমন কথা নহে; ভগবানই তাঁহাদের প্রতিপালন করেন। ভগবানের পরিবারবর্গই তাঁহার ভক্তগণ। সাধারণ ব্যক্তিগণ যেমন নিজের পরিবারবর্গের সুখ-সুবিধা করিয়া নিজ নিজ সুখানুভব করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তগণকে প্রতিপালন করিয়া নিজে নিজে সুখানুভব করেন। ভগবান্ তাই 'ভক্তবৎসল'-নামে বিখ্যাত, কিন্তু 'জ্ঞানিবৎসল' বা 'কর্ম্মিবৎসল' বলিয়া তাঁহাকে কেহ সম্বোধন করেন না।

শ্রীভগবানের ভক্তসকল অনন্যরূপে তাঁহারই ভরসা রাখেন এবং দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করেন, তাহা সমস্তই ভক্তির অনুকূল। তাই শুদ্ধ-ভক্তগণকে নিত্যাভিযুক্ত বলা হয়। অর্থাৎ সেইসকল অনন্যভক্তগণ এক

মুহূর্ত্তও ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করেন না। তাঁহাদের কোনই কামনা নাই, সকলই কৃষ্ণসেবার জন্য, সেইজন্যই তাঁহারা নিষ্কাম এবং শান্ত।

ভগবৎ-সেবার জন্য যে পরিমাণে অর্থাদির প্রয়োজন হয়, ভক্ত স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ-বিহিত বিষয় স্বীকার করিলে সাধারণ-দৃষ্টিতে বিষয়ভোগই হয় বটে (?), কিন্তু ভক্তগণ নিষ্কাম হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কামনাদি পূর্ণ করিয়া নিজে সুখানুভব করেন। পিতার নিকট সুশীল সন্তান নিজ ভোগ্যবস্তু কিছু না চাহিলেও, পুত্রবৎসল পিতা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুত্রের সুখ-বিধান করিয়া নিজেই সুখী হন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের যথাযোগ্য বিষয়-ভোগের ত' কোন অভাবই হয় না, পরন্তু দেহাবসানে তাঁহারা নিত্যানন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবদ্ভক্তের অসমোর্দ্ধ লাভ জানিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ কর্ম্মি-জ্ঞানী বা অন্যান্য দেবতাগণের উপাসক-সম্প্রদায়ের সে সুবিধার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি 'সম' হইয়াও ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তগণের সুখের বিশেষ সুবিধা করেন—ইহা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নহে। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—আমাতে যে যে-ভাবে প্রপত্তি করে, আমিও তাহাকে সেই সেইভাবে প্রতিপালন করি। কৃষ্ণ-ভক্ত শান্ত এবং নিষ্কাম হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কোন দ্রব্যেরই অভাব রাখেন না। এইপ্রকার ভগবৎপ্রসাদ লাভ করায়, ভক্তগণে সর্ব্বদাই আনন্দ এবং তাহা গ্রহণে কোন প্রকারই অপরাধ নাই।

এইস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণভক্তই কেবলমাত্র সেই পরমধামে যাইবেন কেন? যাঁহারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজক, তাঁহারা সেই কৃষ্ণের শক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। 'শক্তি ও শক্তিমান্' অভেদ-বিচারে কৃষ্ণের শক্তিরূপে অন্যান্য দেবতাগণের পূজক-সম্প্রদায় পরমধামে কেন যাইবেন না? এসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

ভগবান্ ব্যতীত অন্যান্য ইতর দেবতাগণের উপাসনার মূলে অনিত্য কামনাই প্রধানতঃ অবস্থান করে। এবং সেই সেই দেবতাগণের প্রদত্ত ফলও অনিত্য —ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য দেবতাগণ যে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ—ইহা যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহাদের দেবতান্তর পূজা বৈধ; কারণ সেই সেই বিভূতির পূজকগণ ক্রমে ক্রমে ভগবানেরই ভক্ত হইতে পারিবেন।

কিন্তু যাঁহারা সেই দেবতাগণকে পৃথক্ ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, তাঁহাদের পূজা অবৈধ। বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর—ইহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাঠে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই—যেরূপ রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারী রাজ-কর্ম্মচারী অনেক সময় রাজারই মত আসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিলেও তিনি মূল রাজা হইতে স্বতন্ত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। সাধারণ ব্যবহারিক জগতে যেমন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা কিছু ছোট-বড় দেখা যায়, সেইপ্রকার দেবতাবিশেষ উচ্চাবচ হইলেও, তাঁহারা কেহই বিষ্ণু বা ভগবৎ-তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা সকলেই ভগবানের গুণাবতার জীবতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব ভগবানের পরা প্রকৃতি-সম্ভূত তটস্থাশক্তি। সুতরাং ঐসকল সাময়িক ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবনিচয়কে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজনা করেন। কোন উচ্চ, রাজকর্ম্মচারীকে স্বয়ং 'রাজা' বলিয়া ভুল করিলে, রাজা ও রাজকর্ম্মচারী কখনও এক হইবেন না। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতাগণের সহিত পরস্পর কি সম্বন্ধ, 'ব্রহ্মসংহিতা' পাঠে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইতে পারে। বিষ্ণুতত্ত্বই যে সর্ব্বোচ্চ 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্'—এ বিষয়ে প্রমাণ সহজেই বুঝা যায়। ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজে বহ্বীশ্বরবাদিগের মধ্যে সূর্য্যাদি অন্য দেবতাগণের যে পূজা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই বিষ্ণুপূজার বিধি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এবং পরিশেষে সমস্ত পূজার বা সমস্ত যজ্ঞের ফল সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মেই অর্পণ করার বিধি আছে, কেন-না বিষ্ণুই পরমপদ। বিষ্ণুর পরমপদ ব্রাহ্মণমাত্রেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়া থাকেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" স্বীকার না করিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত পূজাই ব্যর্থ হয়। আবার সেই বিষ্ণুই যাঁহার প্রাভব-বিলাসরূপে সর্ব্বত্র দীপ্তিলাভ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ সর্ব্ব-কারণকারণ আদিপুরুষ। সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যজ্ঞার্থের চরম অর্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই সাধুসম্মত সিদ্ধান্ত। যথা—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীঃ ৯।২৪)

শ্রীকৃষ্ণেতর অন্যান্য দেবতাগণের পূজার সময়ে নারায়ণের অর্চ্চা যজ্ঞেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব শক্তিমান্ পুরুষ। তিনিই দেবতান্তর দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র প্রভু বা ভোক্তা এবং ফলপ্রদাতা।

দেবতান্তরদ্বারা তিনিই সেই সেই পূজকের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সেই দেবতান্তর-পূজকসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া, তাঁহাদের অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব হইতে চ্যুত বা পতিত হইয়া যান।

"আমি অমুক দেবতার উপাসক, তিনিই আমাকে কৃপা করিবেন, তিনিই আমার মনোভীষ্ট ফলপ্রদান করিবেন, সুতরাং তিনিই পরমেশ্বর (?)" ইত্যাদি বুদ্ধিই অন্যান্য ইতর দেবতা-উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রবল। কিন্তু শাস্ত্র-বিচারে তাঁহারা সকলেই অতাত্ত্বিক বাস্তবজ্ঞানহীন বলিয়াই বুঝিতে পারেন না যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শক্তিমৎ-তত্ত্ব দেবতারূপে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত। অন্যান্য দেবতাগণের বিধি-পূর্ব্বক পূজা হইলে সেই সেই দেবতাগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অধীন-তত্ত্ব, তাহা উপলব্ধি হয় এবং তাহাদ্বারা সেই সেই দেবতার পূজকগণ মোহমুক্ত হন। সুতরাং যাঁহারা অন্যান্য দেবতার উপাসক, তাঁহারা যদি সেই সেই দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়া ভুল না করেন এবং ভগবানেরই বিভূতি জানিয়া উপাসনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের বাস্তব মঙ্গল লাভ হয়। সেই-প্রকার পূজা-অর্চ্চনাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছান যাইবে, অন্যথায় তত্ত্বভ্রষ্ট হইতে চ্যুত হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

ভক্তির অধিকারী কে ?

শ্রদ্ধাই ভক্তির আদি। ভক্ত্যধিকারীর প্রাথমিক লক্ষণ শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গে যাঁহার এই শ্রদ্ধা লাভ হয়, সেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হন। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯)

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—**'কনিষ্ঠ' জন**।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪-৬৭)

জগদ্-গুরু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে জানাইয়াছেন। তন্মধ্যে **উত্তম-লক্ষণ**, যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৭)

বৈধী-ভক্তিতে তিনিই উত্তম-অধিকারী, যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ, সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয় এবং প্রৌঢ়শ্রদ্ধ। **মধ্যমের লক্ষণ**, যথা—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৮)

মধ্যম-অধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্র-যুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্র-যুক্তিতে কথঞ্চিৎ যোগ্যতা থাকিলেও যখন বলবান্ কুতর্ক উপস্থিত হয়, তাহা সমাধান করিতে সক্ষম নহেন। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত গুরূপদিষ্ট তত্ত্বেতে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধাবান্ থাকেন। **কনিষ্ঠের লক্ষণ**, যথা—

যো ভবেৎ কোমলঃ শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৯)

কনিষ্ঠ-ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিন্নিপুণ ; কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধা অতি কোমল। শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা অন্যে তাঁহার শ্রদ্ধাকে কিছু ভেদ করিতে পারে অর্থাৎ বহির্ম্মুখ হইতে প্রবল বাধা উপস্থিত হইলে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায় এবং পরে স্বকৃত বিবেকের দ্বারা গুরূপদেশেই স্থিত হয়।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"নিপুণঃ প্রবীণঃ, সর্ব্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ, সাধন-বিচারেণ, পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়-নিশ্চয় ইত্যর্থঃ"। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। এবম্ভূতো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ, স এবোত্তমোধিকারীত্যর্থঃ। (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১৭ শ্লোকটীকা)

অনিপুণ ইতি নিপুণ-সদৃশঃ, বলবদ্ বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ; তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্ট-ভগবত্তত্ত্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবেত্যর্থঃ। কোমল-শ্রদ্ধো যৎকিঞ্চিৎ নিপুণঃ, শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যো, ন তু সর্ব্বথা ভিন্নঃ,—তথাত্বে ভক্তত্বানোপপত্তেঃ। বহির্ম্মুখকৃত-বলবদ্বাধে সতি ক্ষণমাত্রং চিত্তস্য দোলয়মানত্বমেব কোমলত্বম্; পশ্চাৎ স্বকৃতবিবেকেন গুরূপদিষ্টার্থমেব নিশ্চিনোতি।" (ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৮-১৯ শ্লোকটীকা)

যে-পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না হয়, অথবা ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্ম করার কথা। কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

আকস্মিক মহৎকৃপা-জনিত শ্রদ্ধার পূর্ব্বে কর্ম্মাধিকার এবং শ্রদ্ধার পর শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকার। 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা মঙ্গলের আশা নাই, কেবলমাত্র ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব'—শুদ্ধভক্তের সঙ্গফলে জাত এইরূপ দৃঢ় আস্তিকতা বা বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। **ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গফলে ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।** বিষয়ে অত্যাসক্তি নাই, তাহাতে সম্পূর্ণ বিরক্তিও আসে নাই, অথচ ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিই ভজন করিতে করিতে সিদ্ধি লাভ করেন। 'ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো'—এই অবস্থা হইতেই জীবের ভক্তিপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। জ্ঞানাধিকারে যেরূপ সম্যক্ বৈরাগ্য দরকার হয়, ভক্তি সর্ব্বশক্তিশালিনী, স্বতঃ-প্রকাশিনী, ও অন্য-নিরপেক্ষা ও সমর্থা বলিয়া ভক্ত্যধিকারে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য না থাকিলেও ভক্ত্যধিকার প্রকাশিত হয়। সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভগবানে ভক্তি বা রাগ হইলে, বিষয়ের প্রতি বিরাগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। 'নাতিসক্ত' বলিতে কলত্রাদি-আসক্তিরহিত, আর 'নির্ব্বিণ্ণ' বলিতে বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত। নির্ব্বিণ্ণত্বে জ্ঞানে অধিকার, অত্যাসক্তিতে কর্ম্মে অধিকার, আর অত্যাসক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। নিষ্কাম কর্ম্মজনিত অন্তঃকরণ-শুদ্ধিই নির্ব্বেদের কারণ। অনাদি-অবিদ্যাই অত্যাসক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই অত্যাসক্তি-রাহিত্যের মূল কারণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই সব কথা টীকায় জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ (ভাঃ ১১।২০।৮)

[অর্থাৎ—যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান্, যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন এবং অতিশয় আসক্তিযুক্তও ন'ন, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।]

আমরা গীতাপাঠে জানিতে পারি, বহু-পুণ্যফলে জীব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া শ্রীভগবানকে ভজন করে। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃত-পুরুষকেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীঃ ৭।১৬)

স্বীয় দুঃখ নাশ করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে **আর্ত্ত**। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে **জিজ্ঞাসু**। সুখ-লাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে **অর্থার্থী**। অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সংকারে যিনি তত্ত্ব দর্শন করেন, তিনি **জ্ঞানী**। আর্ত্তই হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থীই হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু **'সুকৃতি' শব্দের অর্থ "ভক্তিবাসনাহেতু মহৎ-সঙ্গাদিময় কার্য্য"** এরূপ লিখিয়াছেন। এতন্মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—এই তিন জনের সুকৃতি থাকা না থাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতি-বশতঃ জাতজ্ঞান হইয়া ভজন করেন। এস্থলে শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা॥
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যধিকারীর নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণ-স্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। (ক) গজেন্দ্র কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজ-আর্ত্ত হইয়াছিলেন। কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ-কৃপাবলে তাহার আর্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইল। (খ) শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া 'কর্ম্মের দ্বারা কিছু হইতে পারে না'—এইরূপ

নিশ্চয় করত মহানুভব শ্রীসূত গোস্বামিকে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা দ্বারা শুদ্ধভক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সূত-কৃপাবলে শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। (গ) শ্রীধ্রুব-মহারাজ প্রথমে পৈত্রিক-সম্পত্তি লাভের জন্য অর্থার্থী হইয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থ-যাচ্‌না দূর হইল এবং শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। (ঘ) সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার—এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভ করিলেন, তখন শুদ্ধ-ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। ফলকথা এই যে, যে-পর্য্যন্ত আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ কষায় তাঁহাদের চিত্তে ছিল, সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধভক্তির অধিকার-বিচারে শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-সেবায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্ত্ত, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্তভাবে বর্ত্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসা দ্বারা 'ভগবান্ ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই'—এই কথাটীতে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি তদবধারণারূপা শ্রদ্ধা উদিতা হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধ ভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

উক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—"তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত তথা শিক্ষয়তি" অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্যভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র 'শ্রদ্ধা'—ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন, তাহা কহিতেছেন। 'আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করত

অপাপাকার কামসকলকে জীবের দুঃখদায়ক বলিয়া জানিতে থাকেন, অথচ দেহ-যাত্রার নিমিত্ত এবং পূর্ব্ব-বাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎ পরিমাণ বশীভূত হইয়া সেই-সকল কর্ম্মজাল ও কর্ম্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেইসকল কামকে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজন করিতে থাকেন।' (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

ভবিষ্য

কেমনে কাটাবি ভাবী-কাল।
অঙ্কিত জীবন-পথ　　শঙ্কিত ক'রেছে হায়!
ছিন্ন-মতি-তমসা প্রবল ॥১॥

সুদূর সে মৃদুস্বরে　　ডাকিতেছে বারে বারে
মাগিতেছে লেখা-যোখা খাতা।
কেমনে কি ভাবি' মনে　　আসিলি এখানে রণে
কোথা বা বিকালি নিজমাথা ॥২॥

ক্ষুব্ধ-তটিনীর মত　　চলেছ সৃজিয়া মত
মতি তোর লভেছে বিকারে।
কি কু-ক্ষণে এ'ভুবনে　　জনমি' উদাস প্রাণে
মন-তরী ছেড়েছ অপারে ॥৩॥

ক্ষণেকেতে দম্ভ করি'　　ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী,
মহামায়ে' কর তুচ্ছ-জ্ঞান।
ক্ষণে কাম-ক্রোধ-মোহে　　ভজি' অতি দীন হ'য়ে
কর তার দাস অভিমান ॥৪॥

দ্বীপে-দ্বীপে দীপ জালি'　　সিরজি' সুষমা মালি!
গড়িলে সমিতি বড় সাধে।
সমিতি, সমিতি চাহে　　সমিতি ত্যজিয়া, যাহে
পরশি 'সু' লভে বিনা বাধে ॥৫॥

নিবেদি দুঃখের ওর' নি-বেদী ক'রেছে, তোর
হৃদি-ভূমি, কঠোর কু-জ্ঞান।
কোথা এবে প্রাণমালি! দানিবি কুসুমাঞ্জলি
দেবতারে কোথা দিবি স্থান ?৬॥
কালদূতে ধরি' কেশে কবলিয়া কালশেষে
ল'বে যবে শমন-সকাশে।
না রবে' মনন-ক্ষণ, অতএব শুন প্রাণ,
না ধাইও অনিশ্চিত আশে ॥৭॥
ছাড়ি' 'ছন্ন-ছাড়া' পথে সাধু প্রদর্শিত বর্ত্মে
চলিবারে করহ যতন।
ঘুচিবে সকল দ্বন্দ্ব লভিবে পরমানন্দ
সান্দ্রানন্দ-লাভ সে' কারণ ॥৮॥

—ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

"সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

সংসার-রূপ দাবানলে নিয়ত দগ্ধীভূত জীব-নিচয়ের উদ্ধার-মানসে নিত্যকাল যিনি কৃপা-বারি বর্ষণ করিতেছেন ও দুস্পার ভবাম্বুধি হইতে বদ্ধ জীবসকলকে পরিত্রাণ করিয়া, নিত্য পরম প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর শ্রীচরণ-সেবায় যিনি নিরন্তর নিযুক্ত করিতেছেন, সেই পরম কারুণিক অপার-সংসার-সমুদ্র-তরণ-সেতু পতিত-পাবন পরম-দয়াল আচার্য্যবর শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-কমল সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করি।

হে নিত্যারাধ্য প্রভো! আপনি অষ্টোত্তর-শতশ্রী-সমন্বিত অর্থাৎ জগতে যতপ্রকার 'শ্রী' বা সম্পৎ বিরাজিত, সেই সমূহ সম্পৎ বা শোভা

আপনাতে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। কারণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর—শ্রীশ ও অধিশ্বরী—শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী; ইহাঁরা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও গুণগত, ধামগত ও লীলাগত ভেদ-হেতু কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন-গুণ-বিশিষ্ট; এবং পরিপূর্ণতম বস্তু পরম-ব্রহ্ম যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির সেবা লাভ করিবার জন্য লক্ষ্মীও তপস্যা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণতম বস্তুকে আপনি হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তজ্জন্য আপনি অষ্টোত্তর-শতশ্রীর প্রতীক বলিয়া জগতে প্রকাশিত।

আপনি ভকতি-সিদ্ধান্তের অফুরন্ত পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। ঐহিক পদার্থসমূহের যতপ্রকার আকর রহিয়াছে, তাহা হইতে যে পরিমাণ খনিজপদার্থ উদ্ধৃত হয় সেই পরিমাণ পদার্থই তাহা হইতে কমিয়া যায়—ইহা সত্য; কিন্তু 'হরিনাম'-রূপ অমৃতের আকর এমনই অক্ষয় ও অফুরন্ত যে, তাহা হইতে যতই নামামৃত বিতরণ করা হউক না কেন, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত কণামাত্রও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আপনি সেই হরিনাম-রূপ ভাণ্ডারের অফুরন্ত উৎস। কারণ অক্ষয়, পরিপূর্ণতম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-কুঞ্জে চির-বিরাজিত রহিয়াছেন।

আপনি ভকতি-সিদ্ধান্তে সরস্বতী-সম অর্থাৎ বাগ্দেবী যেমন সর্ব্ববিদ্যার প্রতীক, তদ্রূপ আপনিও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্ত্যবিগ্রহ-স্বরূপ এবং আপনিই একমাত্র জগদ্‌গুরু 'গোস্বামী' পদবাচ্য। আপনি স্বীয় প্রভাবে কামাদি ষড়্‌রিপু এবং বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ প্রভৃতি বেগকে আয়ত্তে রাখিয়াছেন ও জগতের প্রত্যেক জীবকে সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া ভগবদ্ভজনের নিয়তই উপদেশ দিতেছেন। তথাকথিত বিবেকহীন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, 'গোস্বামী'-নামধারী গুরুব্রুবগণের আধ্যক্ষিক মতবাদকে স্বীয় প্রভাবে ও শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া, জগজ্জীবগণকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অমৃত-ধারায় সিক্ত করিয়াছেন ও জগতে আপনার আচার্য্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

হে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্‌গুরো! "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" —এই ব্যাসবাণীর আপনিই একমাত্র উদ্দিষ্ট পুরুষরূপে শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্রে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুঞ্জে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করত ভক্তি-রাজ্যের উদীয়মান সূর্য্য-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। নবারুণোদয়ে জগতের ধ্বান্তরাশি নিরাকৃত হইয়া নূতন রাগে রঞ্জিত জগৎ যেরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি দূরীভূত হইয়া সমগ্র জগৎ ভক্তিরূপ নবরাগে রঞ্জিত হইয়া অদ্যাবধি শোভা পাইতেছে।

আপনি নীলদ্রিতে আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে আসমুদ্র হিমাচল ও পাশ্চাত্যের বহু বহু স্থানে শুদ্ধাভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আপনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, কারণ আপনি প্রাপঞ্চিক জীবকুলকে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিত্য-আনন্দময় সেবা-সুখের বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—ইহা আমরা সাক্ষাৎরূপে বুঝিতে পারিতেছি।

হে রূপানুগ আচার্য্য-ভাস্কর! আপনি ইহ জগতে প্রকটিত হইয়া স্বরূপ-রূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাসরঘুনাথ প্রভৃতি গোস্বামী-বর্গের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা, প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং গিয়া ও নিজ-জনগণকে প্রেরণ করিয়া রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

হে বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভো! আপনি গোকুল-তরুণীগণ-মণ্ডিতা ও মাধব-দয়িতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনীর একমাত্র প্রেষ্ঠজন। সুতরাং তাঁহার একান্ত নিগূঢ় ভজনের কথা আপনার একমাত্র রসিক ভক্তগণের নিকট পরিবেশন ও তাঁহাদের সহিত আস্বাদন করিয়া 'আস্বাদ্য রসিকৈঃ সহ' বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

হে পতিতপাবন প্রভো! আপনি এাদৃশ পতিত জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া নাম-মন্ত্রোপদেশপূর্ব্বক 'পতিত-পাবন' নামের সফলতা করিয়াছেন। তাই আজ এই শুভ প্রকট-বাসরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাণী স্মরণ করিয়া বলিতে চাই—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
একা প্রভুপাদ বিনু জগৎ-মাঝারে ॥"

আমি অতি অভাজন, ভজন-পূজনহীন, অবিবেকী ও নিতান্ত পতিত। অতএব আমা-হেন ঘৃণ্য জনে আপনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—আমি এই আশা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।—"এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি' নিরন্তর।"

অযোগ্য দীন সেবক—
—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর
অষ্ট-সপ্ততিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে

প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

আচার্য্যদেব! আমরা কি দিয়া আজিকার এই পুণ্য-বাসরের অভিনন্দন করিব? আপনি আমাদের শুষ্ক-মরুতুল্য হৃদয়-ক্ষেত্রে মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ**-কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তি-লতার বীজ রোপণপূর্ব্বক তথায় নিয়ত হরিকথারূপ জল সেচন করতঃ যে ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত করাইবার প্রযত্ন করাইতেছেন, তাহা লইয়াই আমরা পার্থিব গন্ধ-পুষ্পাদির দ্বারা পৃথিবী-পূজার ন্যায় অথবা গঙ্গোদকে গঙ্গা-পূজার ন্যায় ভবদীয় শ্রীচরণ যুগলে অঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইয়াছি।

হে পরমগুরুদেব! আপনার অদ্ভুত নিরবচ্ছিন্ন মহানুভবরাশি আমাদের ন্যায় কোমলশ্রদ্ধ সর্ব্বতোভাবে অবধারণ করিতে অযোগ্য, তাই আমাদের ন্যায় সেবাবিমুখ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে আপনার পরম পবিত্র মাহাত্ম্য অচিন্ত্য ও অগম্য। আপনার শক্তিতেই আমাদের ন্যায় মূকও কবিত্ব-শক্তি লাভ করিতে পারে, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। অনভিজ্ঞ বালক পরস্পর বিবদমান নানামতবাদ-রূপ হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল অপসিদ্ধান্তসমূহ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, ইহা আপনার প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় ও নানাবিধ গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

হে প্রভো, আপনি ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তের এবং লোক-কল্যাণের সমুদ্র-স্বরূপ। আপনি বদ্ধ-জীবকুলের উদ্ধারের জন্য কারুণ্য বারিধি-স্বরূপ বহুরূপে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্যায় চির ভগবদ্বহির্ম্মুখ প্রাণীকুলের উপর যে শান্তি বর্ষণ করাইতেছেন, তদ্দ্বারা বহু সুকৃতি-সম্পন্ন জীবগণ অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিবেন। মলয়ানিল সর্ব্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হইলেও তদ্দ্বারা যেমন একমাত্র সারবান্ বৃক্ষসমূহই সারচন্দনে পরিণত হয়, তদ্রূপ ভবদীয় কৃপা-বায়ু সুকৃতিবান্ জীবগণকেই সুখময় করে। শ্রুতি তাহাই সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বতোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ (কঠ ১।২।৭)

হে দেব! বর্ত্তমান-যুগে আপনার আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবমাত্রেতেই একমাত্র নিত্য সনাতন আত্মধর্ম্মরূপ শুদ্ধভক্তি এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতন-ধর্ম্ম তদীয় চরণানুচর শ্রীল রূপ-সনাতন-জীবপাদাদি আচার্য্যবৃন্দ এবং তৎপরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ-প্রমুখ আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইলেও, কালের কুটিল গতিতে জড়লোক-সমূহ তাহার বিকৃত ভাবকেই যখন সনাতন ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বঞ্চিত হইতেছিল এবং যখন তথাকথিত সভ্যজগৎ বিকৃত-ধর্ম্মের পূতিগন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তদানীন্তন কর্ম্মচারি-গণের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আপনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় পারঙ্গত হইয়া এবং বৈরাগ্যযুক্ত প্রেম-সাধনার আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত সুনির্ম্মল সনাতন-ধর্ম্মের প্রস্ফুটিত প্রেম-সৌরভ পুনরায় জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকা-মার্গে প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রভো, আপনার আবির্ভাবে জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনরায় প্রকাশিত হইল; বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্ত-পদলেহী, অসদাচারী, বৈষ্ণব-নামধারিগণ, ধার্ম্মিক-নামধারিগণ, ব্রাহ্মণ-গুরু-নামধারিগণ দুরন্ত কলির ন্যায় বিভ্রাটে পড়িয়া দূরে চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল। আপনি নিজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া বহির্ম্মুখ লোকের চীৎকারে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া অপ্রতিহতা গতিতে নিজকার্য্যে চলিয়া যাইতেছেন। কারণ—

"হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নহি, যব নিন্দে সংসার॥"

আর্য্য! আপনি শুদ্ধভক্তি প্রচারকার্য্যে আচার্য্য শ্রীল জীবপাদের ন্যায় সিদ্ধান্তে নিপুণতা, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ন্যায় দৃঢ়তা, গৌরপার্ষদবর শ্রীল প্রবোধানন্দের ন্যায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরজন-নিষ্ঠা, শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের ন্যায় নিরপেক্ষতা ও সংযম, শ্রীল রূপ-সনাতনের ন্যায় দৈন্য, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখিতার মূর্ত্ত্য-বিগ্রহরূপে অস্মদ্দৃশ অজ্ঞ বালকগণের হস্ত ধরাইয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য নিয়ত আপনার অনুকম্পিত সেবকগণের দ্বারা উৎসাহ প্রবর্দ্ধিত করাইতেছেন।

প্রভো! আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলী অতত্ত্বজ্ঞ ক্ষুদ্রজীব আমরা কি ইয়ত্তা

করিব? বহির্ম্মুখ জগৎ আমাদের এ' সকল প্রয়াস দেখিয়া হাস্য করিবে—অনেক কিছু বলিবে, কিন্তু প্রভো, বিষ্ণু, হারীত, পরাশর, জৈমিনাদি প্রথিতনামা ধর্ম্মশাস্ত্রকারকগণ পর্য্যন্ত যখন শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের ও হরিজনের অধোক্ষজ-চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হন নাই, তখন আমাদের মত কোমলশ্রদ্ধ জড়-লোকসকল যে ঐরূপ আচরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

"বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হও শিশু অল্পমতি॥"
"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

দেব! আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের প্রকটস্থলী এবং লুপ্ত-তীর্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলের লুপ্ততীর্থ ও লুপ্ত-শোভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা এবং ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও ভগবানের শুভ-আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে তাঁহাদের মহিমা-স্মারক উৎসবাদিরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ প্রবর্ত্তন করিয়া শত শত জীবকে স্ব-চরণান্তিকে আগমন করিবার সুযোগ প্রদান এবং বহু বহু জীবের নিত্য কল্যাণোপযোগী ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ পরমগুরুদেব! উপসংহারে আমাদের এই প্রার্থনা, যেন আমরা কোটি কোটি জন্মেও ভবদীয় অনুকম্পিত সেবকানুসেবকের পাদপদ্ম লাভ করিয়া আপনার নিত্য সেবকগণের প্রীতি-কামনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি। কারণ, আপনার কায়-মনো-বাক্যজনিত যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়েই হরিদাস্যে নিযুক্তা; সুতরাং একমাত্র আপনার সেবা দ্বারাই আমাদের অধোক্ষজ শ্রীমুকুন্দ-দেবের সেবা-লাভ হইবে—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা যেন নিষ্কপট হইয়া আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি।

শ্রীপাদপদ্মে সেবাপ্রার্থী—
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকানুসেবকবৃন্দ-পক্ষে
—শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (সেবা-সুহৃদ)

আমি কে ?

মানবমাত্রেরই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—আমি কে ? আমার দুঃখ হয় কেন ? দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ই বা কি ? শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ত্রিতাপ-সন্তপ্ত জীবের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-সকাশে এই অশেষ মঙ্গলকর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন :—

কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি কেমনে 'হিত' হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

প্রশ্নটী অতি গভীরতম দার্শনিক নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। সংসারক্লিষ্ট ত্রিতাপদগ্ধ জীবমাত্রের হৃদয়ে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। 'আমি'-বিষয়ে অনুধাবন করিতে গেলে, আমি কে ? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সমষ্টি-পিণ্ডই কি আমি ? যদি তাহাই হয়, তবে মৃতাবস্থায় বাহ্য-ইন্দ্রিয়াদি থাকা সত্ত্বেও, সেই বস্তুটী 'আমি' বলিয়া আখ্যা হিত হয় না কেন ? ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে উদ্ভূত কার্য্য-বিশেষ কি আমি ? তাহাই বা কিরূপে হয় ? ইন্দ্রিয়াদি বস্তুগত অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দৈহিক পদার্থগুলি অচেতন। অচেতন পদার্থ হইতে চেতনার উদ্ভব অসম্ভব। জড়পদার্থ হইতে চেতনার উদ্ভব হয় না। মনন, চিন্তন, অনুধাবন ইত্যাদি চেতনা-পরিচায়ক ; এই চেতনা দেহের ধর্ম্ম নয়। কোন চেতন বস্তুর সংযোগেই দেহ সচেতন হয়। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকাশ করেন—Liquid, Solid, Gas, Ether, Electron, এর সমন্বয়ে জীবের উৎপত্তি, কিন্তু এ' পর্য্যন্ত ঐ সকল বস্তুর সংমিশ্রণে জীব-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। বেদান্তকারের মত—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী দেহ বা কোষের বিন্যাস। তবে আমি কে ? না দেহের অতিরিক্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট অপর কোনও বস্তু আমি ? দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট আছে। মনই অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতেছে। মনের জ্ঞানশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা জন্মে। মন কিছু ইচ্ছা করিলে, জ্ঞানশক্তির দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের উপায় স্থির করিয়া, অপর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করে। এখন আবার সন্দেহ হয়—শুধু দেহটী আমি, না—ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত মনই আমি ? দেহ যদি আমি হয়, তবে কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি মনের বৃত্তি হইতে দেহ কষ্ট পায় কেন ? আর ইন্দ্রিয়-সমন্বিত মনই যদি আমি হয়,

তবে বায়ু-পিত্তাদি দেহের বিকার মনকে পীড়া দেয় কেন ? যদি দেহ ও মন ব্যতীত অপর কোনও বস্তু আমি হয়, তবে রোগাদি ও কাম ক্রোধাদি দেহ ও মনের তাপ-আমাকে পীড়া দেয় কেন ? তবে আমি কে ? আমি আছি, আমি যাই, আমি খাই—মনীষিদের মতে এইটী ছোট আমি—বা কাঁচা আমি। তবে খাঁটী বা পাকা আমি কি ? যে চেতনের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি এবং যাহাদ্বারা আমাদের দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি অনুভব করি, সেই চৈতন্যই আমি। এই 'আমি' আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে কর্ম্মক্ষম করে এবং সচল করে। সেই শক্তি চলিয়া গেলে সবই অচল হয় ; শাস্ত্রকার ইহাকে আত্মা-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গীতায় দেহের নশ্বরত্ব ও আত্মার নিত্যত্ব ও অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ (গীঃ ২।২২-২৬)

এইসকল যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া করুণাময় মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ-প্রকাশ" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—জীব কৃষ্ণদাস, জীবের এই কৃষ্ণদাসত্ব একদিন বা দুইদিনের সম্পর্ক নয়, এই সম্পর্ক নিত্য ও শাশ্বত। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল প্রেম-রসানন্দমূর্ত্তি। তিনি নিত্য রসস্বরূপ, নিত্য প্রেমস্বরূপ, নিত্য আনন্দস্বরূপ। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—সূর্য্যের কিরণের ন্যায় বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব। জীব এই অখিল প্রেম-রসানন্দ-মূর্ত্তির

শক্তি-জাতীয় অংশ। সুতরাং বিশুদ্ধ প্রেমরসানন্দ দাস্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা প্রকৃত স্বভাব। আনন্দই ব্রহ্ম এবং পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। এই আনন্দেরই সন্তানস্বরূপ জীব; এই আনন্দেই জীবের স্থিতি। অতএব প্রশ্ন হইল—এই আনন্দের অংশ-স্বরূপই যদি জীব হয়, তবে সংসারে তাহার এত নিরানন্দ কেন? এত হাহাকার কেন? ত্রিতাপের তাড়নায় জীবের এত জ্বালা ও সন্ত্রাস কেন?

এই তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—জীব কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। জীব অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা-শক্তির মধ্যে অবস্থিত। অন্তরঙ্গা-শক্তির আকর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, জীব তন্মুখী হইয়া থাকে; তখন জীব নিত্যানন্দে ও নিত্যসুখে মগ্ন হইয়া থাকে। অপর পক্ষে বহিরঙ্গা মায়ার আকর্ষণে মায়ামুগ্ধ হইয়া অশেষ সংসার-ক্লেশ ভোগ করে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭,১১৮)

জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইলেই মায়াশক্তি জীবকে আক্রমণ করিয়া সংসারে নানাক্লেশ দেয়। যদি জীব কৃষ্ণের শরণাগত হয়, মায়াশক্তি তাহার উপর কোন আধিপত্য করিতে পারে না। জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তি বলা হয় কেন? তটস্থা অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তিনী। জীবশক্তিকে মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি কেন বলে? কৃষ্ণের তিনটী শক্তি, যথা:—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১১)

এই তিন শক্তিই পৃথক্ পৃথক্ শক্তি। কোনটীর সহিত কোনটীর সম্পর্ক নাই। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, উহা কৃষ্ণের স্বরূপে বা লীলার সংশ্রবে বর্ত্তমান থাকে। ইহার অপর নাম—স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা-শক্তি। আর মায়া-শক্তি হইল জড়া শক্তি; ভগবানের লীলাস্থল ধামাদিতে মায়াশক্তির প্রবেশ নাই। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার কার্য্যস্থল। সেইজন্য ইহাকে বহিরঙ্গা-শক্তি বলে। জীবশক্তি মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া উহাকে তটস্থা-শক্তি বলে। কারণ, স্বরূপশক্তি জীবশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা; এইজন্য ইহাকে মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি বলে। সুতরাং জীব শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ

অংশ, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি-ভেদাভেদ-প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। এই হইল—'আমি কে' প্রশ্নের মীমাংসা।

জীব কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকারপূর্ব্বক মায়ার দাসত্ব করিতেছে বলিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ তাহাকে দুঃখ দিতেছে। উক্ত ত্রিতাপ সাধারণতঃ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির তাপ। জীব দেহ-মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। দেহ-মন ও ইন্দ্রিয়ের অভিনিবেশ না থাকিলে এই ত্রিতাপ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জীব, দেহ ও ইন্দ্রিয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াইত্রি তাপ ভোগ করে। এই ত্রিতাপ-জনিত দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ই বা কি ?

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন :—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

শ্রীভগবদ্গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

করুণাময় ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যই এবং অজ্ঞ জীবের অজ্ঞান-নাশের জন্যই সাধুগণের হৃদয়ে তত্ত্ব স্ফুরণ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রাকারে তাহা প্রকাশ করেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু,ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩)

যে-সকল জীব জন্ম-জন্মান্তর হইতে সুকৃতি-লব্ধ কিম্বা যাঁহারা এই জন্মেই মহৎ কৃপাতিশয়-প্রাপ্ত, তাঁহারা শাস্ত্র শ্রবণমাত্রই ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদের হৃদয় সুকৃতির অভাবে ও পাপে মলিন থাকে, তাহাদের হৃদয়ে শাস্ত্র-উপদেশ বা গুরুর উপদেশ সদ্য সদ্য প্রতিফলিত হয় না। সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রবাক্য-শ্রবণে বহু জন্মের ভাগ্যফলে গুরু-কৃপায় তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ভজন করিতে করিতে স্বয়ং ভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রেম জন্মে। এই প্রেম-উদয়ে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি হয়।

প্রশ্ন হইল, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে জীবের দুঃখ দূর হইতে পারে সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে 'শ্রীকৃষ্ণ কে?'—তাহা জানা দরকার। এইসকল কথা জানিতে না পারিলে ভজনেই বা প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে এইসব কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কে স্মরণ করাইবে? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরম কৃপালু। বস্তুতঃ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।"

শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে আমরা কি পাই? শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ ব্যতীত সুষ্ঠু কৃষ্ণসেবা হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু—রাগমার্গে ভক্তি-সাধনা। ইহা ব্যতীত প্রেম পাওয়া যায় না।

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-'সম্বন্ধ', 'ভক্তি' প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'-প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪-১২৫)

ভগবৎ-তত্ত্বের পরম বিকাশ—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় ভক্তিই—অভিধেয় এবং প্রেমই—প্রয়োজন-তত্ত্ব। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই অধিকারী।

ফলকথা ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের দুঃখের কারণ। তৎসাম্মুখ্যই মায়ার প্রভাব হইতে নিস্তারের উপায়। ভগবৎ-সাম্মুখ্য-লাভের জন্য শাস্ত্র অনুসারে যে-সকল কার্য্য করিতে হয়, তন্মধ্যে ভক্তি-পথের কার্য্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ এবং ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়। ভগবৎ-অনুভবই প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজন অন্তর্ব্বহিঃ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-স্বরূপ। এই অন্তর্ব্বহিঃ ভগবদনুভবই প্রেম-স্বরূপ। এই প্রেমোদয়েই দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। যদিও অভিধেয় ও প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ উপদেশেই অভিপ্রেত হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে উপদেশের আবশ্যক। যেমন দরিদ্রের গৃহে লুক্কায়িত অর্থনিধির সন্ধান পাইয়া উহা পাইতে প্রযত্নশীল এবং তাহা প্রাপ্ত হয়; তথাপি শৈথিল্য নিরসনের জন্য উপদেশ আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে :—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসিয়া দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
'তুমি কেন এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিলে, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥'

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' 'দক্ষিণে' খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
'পশ্চিমে' খুদিবে তাহাঁ 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি' ॥ (মধ্য ২০।১২৭-১৩৬)
অতএব 'ভক্তি' —কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ (মধ্য ২০।১৩৯)
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভব-ক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল-শাস্ত্রে, কৃষ্ণ—মুখ্য-সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ (মধ্য ২০।১৪১-১৪৪)

ভগবৎ-প্রাপ্তির বহুবিধ সাধনা আছে, অনেকে বলিলেও সকল প্রকার সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি ও তাহার সেবা-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি কোন কোন সাধনার পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাতে নাস্তিকতার পথেই পতিত হইতে হয়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের সাধনা অতি ভীষণ। উহাতে অবশেষে

প্রায়শঃই অন্ধকার দেখিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডের সাধনা বহু-ক্লেশকর, ভীমরুল-বোলতার দংশনের মত সেই সাধনায় ক্লেশ ভিন্ন সুখ নাই। পশ্চিমে 'যক্ষ' যোগের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে। যক্ষ কেবল ধনই রক্ষা করে, নিজে আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, অন্যকেও দেয় না। ভক্তি-সাধনাই শ্রেষ্ঠ পথ; ইহাতে অল্পায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়, সহজেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এই ভক্তি 'অভিধেয়' নামে শাস্ত্রে অভিহিত, ভক্তিতে কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে। প্রেম হইলেই আনুসঙ্গিকভাবে দুঃখ দূর হয় ও সংসারের সকল যাতনা তিরোহিত হয়। অবশ্য দারিদ্র্য-নাশ, ভব-ক্ষয়াদি প্রেমের ফল নহে। প্রেমসুখই মুখ্য প্রয়োজন। সংসারের বাসনা ক্ষয়—প্রেমের আনুসঙ্গিক ফল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদনই প্রেমের ফল। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞানেই মায়াবন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং যাবতীয় দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

—ডাঃ **শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার** (H. M. B.)
পুরাণ-ভক্তি-কাব্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ
বেলঘোরিয়া (২৪ পরগণা)

---

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীঊর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠার পর)

পরিক্রমা-সঙ্ঘের মধুবন যাত্রা

২৭শে অক্টোবর, ১ই কার্ত্তিক, শনিবার—একাদশীর পারণ করিবার পর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সুসজ্জিত শিবিকাবাহিত শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের অর্চ্চা-বিগ্রহের অনুগমনে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে ভক্তগণ মধুবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনমধ্যে **মধুবনই প্রথম বন**। মথুরা-সহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মধুবনের বর্ত্তমান নাম 'মহোলি'; এই গ্রামের ১ মাইল ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে উচ্চ টিলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। যাত্রিগণ **ধ্রুব-টিলায়** ধ্রুবের তপস্যা-স্থান, চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি ও ধ্রুবজীকে দর্শন করিলেন।

মধুবনে পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুব শ্রীনারদঋষির উপদেশে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। মধুদৈত্যের বাসস্থান ও তাহার নিধন-স্থান ছিল বলিয়া এস্থানের নাম 'মধুবন' হইয়াছে। কৃষ্ণ ইহাকে এখানে বিনাশ করেন। এই মধুবনেই শ্রীবলদেব মধুপানে মত্ত হইয়াছিলেন। এজন্যও ইহাকে মধুবন বলে।

মধুবনে প্রথম রাত্র

ধ্রুবটিলা হইতে পরিক্রমা মধুকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া মধুকুণ্ড, মধুবনবিহারী, দাউজী প্রভৃতি দর্শন করেন। মধুকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণকুণ্ডতীরে পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হওয়ায় একটী সুন্দর সুসজ্জিত পল্লীরূপে প্রতিভাত হইতেছিল এবং ইহা এক মনোরম দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। পরিক্রমা-সঙ্ঘের এইরূপ বৈভব দর্শনে তদ্দেশবাসী জনসাধারণের অনেকেই ইহাকে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর শিবিরশ্রেণীর ন্যায় ধারণা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে যাত্রিগণ শ্রীবিগ্রহের আরতি দর্শন, পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ ও পরে প্রসাদসেবান্তে পূর্ব্বনির্দ্দেশমত স্ব-স্ব তাঁবুতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রত্যহই প্রসাদ বিতরণের সময় ঘণ্টা বাজাইয়া যাত্রিগণকে আহবান করা হইত। শেষরাত্র ৪টার সময় ঘণ্টাধ্বনি করিলে সকলে শৌচাদি সমাপন করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। যেদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইত, সেদিন সকলই অতি প্রত্যুষে নিজ নিজ বিছানাপত্র, দ্রব্যাদি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া পরিক্রমায় বহির্গত হইতেন। এইরূপ নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় যাত্রিগণ প্রচুর সময় পাইতেন এবং সকল কার্য্যই বেশ সুশৃঙ্খলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত।

মধুবনে দ্বিতীয় দিবস ; তালবন ও কুমুদবন দর্শন

২৮শে অক্টোবর, ১০ই কার্ত্তিক, রবিবার—অতি প্রত্যুষে ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **তালবনে** উপস্থিত হন। মধুবন হইতে প্রায় ২৷৷০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তালবন অবস্থিত। তালবনের বর্ত্তমান নাম 'তাবুসী'। ভক্তগণ এস্থলে **বলভদ্রকুণ্ড** ও তাহার উত্তর-পশ্চিমকোণে শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, রেবতীজী ও শ্রীবলরামকে দর্শন করেন। এস্থলের স্থানমাহাত্ম্য ভক্তিরত্নাকর হইতে পাঠ করিয়া যাত্রিগণকে শ্রবণ করান হয়। এই তালবনে শ্রীবলদেব স্থূলবুদ্ধি, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ও অজ্ঞানতার প্রতীক ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণাদি সখাগণের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

তালবন হইতে প্রায় ২৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাত্রিগণ **কুমুদবনে** উপস্থিত হন। কুমুদ-বনের ডাক-নাম—'কুদর বন'। এস্থলে কুমুদ-শোভিত স্বচ্ছসলিল মনোহর সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত জলকেলি-লীলা করিয়া-

ছিলেন। ভক্তগণ কুমুদ-সরোবর দর্শন ও ইহার পবিত্র বারি শিরে ধারণ করিয়া এখানকার স্থানমাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করেন। সরোবরের তীরেই শ্রীবল্লভাচার্য্যের গাদি ও বৈঠক আছে। এস্থান হইতে পরিক্রমা যথাসময়ে মধুবন-শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করেন। মধুবন হইতে তালবন ও কুমুদবন হইয়া পুনরায় মধুবন আসিতে প্রায় ৫ ক্রোশ পথ।

আগামীকল্য বহুলাবন যাত্রা করা হইবে জানিয়া, সন্ধ্যারতির পর পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণান্তে প্রসাদ পাইয়া যাত্রিগণ সকাল সকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

বহুলাবন যাত্রা ; পথিমধ্যে শান্তনুকুণ্ড দর্শন

১৯শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, সোমবার—প্রত্যূষে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনযোগে মধুবন হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ৩।০ মাইল অতিক্রম করিবার পর পথিমধ্যে **'শান্তনুকুণ্ডে'** উপস্থিত হন। শান্তনুকুণ্ডের প্রচলিত নাম—'সাঁতোঙা'। উচ্চ টিলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দির অবস্থিত। এই টিলাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে কুণ্ড রহিয়াছে। এস্থলে শান্তনু রাজা তপস্যা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। ভক্তগণ বহু সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উচ্চ টিলার উপর শ্রীমন্দিরে মুরলীধর শান্তনু-বিহারী ও শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ করেন।

ভক্তগণ এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া উত্তরদিকে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী **বহুলাবনে** উপস্থিত হন। স্থানীয় জনসাধারণ এই বহুলাবনকে 'বাটী' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 'বাটী'র উত্তরে বহুলাকুণ্ড বা কৃষ্ণকুণ্ড অবস্থিত এবং কুণ্ডের দক্ষিণতটে বহুলা গাভীর মন্দির।

'বহুলা' নামক গাভী ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু বনভ্রমণকালে এই বহুলাবনে যখন শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন অসংখ্য গাভী ঊর্দ্ধপুচ্ছে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেহন করিয়াছিল। ময়ূর-ময়ূরী, কোকিলাদি নৃত্য ও কূজনদ্বারা তাহাদের প্রেমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিল এবং বৃক্ষলতাসমূহ পুষ্পবর্ষণ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিল।

এই বহুলাকুণ্ডের তীরেই পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবির-শ্রেণী স্থাপিত হইয়াছিল। কুণ্ডটী বর্ত্তমানে শুষ্কপ্রায় হওয়ায় জলকষ্ট পরিলক্ষিত হইলেও পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের সুব্যবস্থায় জলের জন্য যাত্রিগণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। কুণ্ডতটে

একটী বৃহৎ ইন্দারা বর্ত্তমান। যাত্রিগণ দ্বিপ্রহরে প্রসাদাদি পাইয়া স্ব স্ব তাঁবুতে স্থান গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর পাঠ কীর্ত্তনাদি ও স্থান মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদ-সেবান্তে ভক্তগণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। (ক্রমশঃ)　　—প্রকাশক

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীপুরীধাম-জগন্নাথ-ক্ষেত্রে** ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উৎসব **ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** দর্শন উপলক্ষে **শ্রীশ্রীরেমুণা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, আলালনাথ** প্রভৃতি পরিক্রমামুখে দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **৩রা আষাঢ় ১৩৫৯, ইং ১৭।৬।৫২** তারিখে **রাত্র ১০টা ২০ মিঃ এর গাড়ীতে হাওড়া ৯নং প্লাটফর্ম্ম হইতে যাত্রা করিবেন।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, ইং ৮।৬।৫২ ; নিঃ—সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী ঃ—

(১) **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে পুরী প্রভৃতি যাতায়াত **ট্রেনভাড়া** ইত্যাদি খরচের জন্য প্রতি যাত্রীপিছে **৬৫৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ** দিতে হইবে।

(২) যাত্রিগণ অতি সংক্ষেপে **স্ব-স্ব** বিছানা ও আবশ্যক হইলে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী সঙ্গে আনিবেন।

(৩) দেয় ভিক্ষার টাকা ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, মঙ্গলবার যাত্রার পূর্ব্বে **শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন অথবা ঐ দিন বেলা ৫টা হইতে রাত্র ৮টার মধ্যে হাওড়ায় ৯নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৪) সমিতি **২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, শনিবার** মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আশা করেন।

আসাম-প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** বিগত ৭ই বৈশাখ ১৩৫৯, ইং ২০।৪।৫২, রবিবার—আসাম-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ৭।৬।৫২ শনিবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথা হইতে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পৌছেন। তাঁহার সঙ্গে উক্ত সমিতির প্রসিদ্ধ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ (কার্য্যাধ্যক্ষ), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ (প্রকাশক), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ (প্রচার-সম্পাদক), শ্রীপাদ পরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সেবা-সুহৃদ, শ্রীমধ্ববিজয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসত্যধ্যান ব্রহ্মচারী অনুগমন করিয়াছিলেন।

প্রচারকমহোদয়গণ সর্ব্বপ্রথমে গোলোকগঞ্জে শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবীর গৃহে ৯ই বৈশাখ শুভবিজয় করিয়া, পরে ধুবড়ী সহরে পরলোকগত শ্রীশ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর ভজন-কুটীরে (বাস-ভবনে) ১৩ই বৈশাখ পৌছিয়া প্রবলভাবে প্রচার করেন। তথা হইতে সাপটগ্রামে ২২শে বৈশাখ ডাঃ শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের বাসভবনে প্রচারোদ্দেশ্যে অবস্থান করিয়া ২৬শে বৈশাখ অভয়াপুরীগ্রামে বিজনী-রাজভবনে শুভবিজয় করেন। এখানে বিজনীরাজের দওয়ান বাহাদুর মাননীয় শ্রীযুত জে, এন্, নিয়োগী মহোদয়ের যত্ন ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় অভয়াপুরীতে অভিনবভাবে সনাতন-ধর্ম্মের প্রচার হয়। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ স্বধামগত শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে 'আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী'র পক্ষে শ্রীযুত কালাচাঁদ দাস প্রভৃতি সভ্যবৃন্দের আগ্রহে প্রচারকগণ ভাটীপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন। বিগত ৩০শে বৈশাখ বঙ্গাইগাঁও হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত বিনন্দচন্দ্র পাঠক মহাশয়ের চেষ্টায় গান্ধী-ময়দানে বিরাট্ সভায় বক্তৃতাদি হয়। তথা হইতে শ্রীযুত যাদবেন্দ্র দাস ও শ্রীযুত প্রেমানন্দ দাস প্রভৃতির বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী সম্প্রদায়ের

হিতসাধনের জন্য মলিগাঁও নামক গ্রামে প্রবলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুত ধরণীকান্ত নাথ ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়গণের বিশেষ আগ্রহে বাঁশবাড়ী গ্রামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের পার্থক্য সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ বক্তৃতা হয়। তৎপরে বঙ্গাহগাঁও ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারকগণ আসামের প্রধান নগর গৌহাটী-সহরে পৌছেন। এই সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। গৌহাটী-প্রচার-প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (আসাম রেলওয়ের ডিভিসাণ্যাল মেডিক্যাল অফিসার), শ্রীযুত এম্ সলই (গৌহাটী কলেজের অধ্যাপক) ও ডাঃ জি, কে, ঘোষ মহোদয়গণের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। সমিতির প্রচারকবৃন্দ ২২শে জ্যৈষ্ঠ গৌহাটী হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপ হইয়া চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—প্রচার-সম্পাদক

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; আষাঢ়—১৫৯

১৫ বামন, ৯ আষাঢ়, ২৩ জুন, সোমবার—গৌর-প্রতিপৎ দি ২।৫৮। **শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন।**

১৬ বামন, ১০ আষাঢ়, ২৪ জুন, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বিতীয়া **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা।** শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর তিরোভাব।

২০ বামন, ১৪ আষাঢ়, ২৮ জুন, শনিবার—গৌর-ষষ্ঠী রা ১২।১৩। **হেরা-পঞ্চমী,** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়।

২৪ বামন, ১৮ আষাঢ়, ২ জুলাই, বুধবার—গৌর-দশমী রা ২।১৬। **শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।**

২৫ বামন, ১৯ আষাঢ়, ৩ জুলাই, **বৃহস্পতিবার**—গৌরৈকাদশী রা ১।৩৩। **শয়নৈকাদশীর উপবাস।**

২৬ বামন, ২০ আষাঢ়, ৪ জুলাই, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১২।২২। **দি**

৭।১৫ গতে দি ৯।২৬ মধ্যে একাদশীর পারণ। দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৯ বামন, ২৩ আষাঢ়, ৭ জুলাই, সোমবার—পূর্ণিমা রা ৬।৪৩। **পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে চতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।** শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব।

৫ শ্রীধর, ২৮ আষাঢ়, ১২ জুলাই, শনিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৬।৪৪, পরে ষষ্ঠী রা ৪।৩৯। শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৭ শ্রীধর, ৩০ আষাঢ়, ১৪ জুলাই, সোমবার— কৃষ্ণাষ্টমী রা ১।২৪। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৯ শ্রীধর, ৩২ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, বুধবার—কৃষ্ণ-দশমী রা ১১।৪৬। কর্কট সংক্রমণারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।

শ্রাবণ—১৩৫৯

১০ শ্রীধর, ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১১।৪২। **কামিকা একাদশীর উপবাস।**

১১ শ্রীধর, ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই, শুক্রবার—কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১২।৮। **প্রাতঃ ৫-৪৮ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২৬ শ্রীধর, ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট, শনিবার- গৌরৈকাদশী দি ১০।৩৩। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ;** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৭ শ্রীধর, ১৮ শ্রাবণ, ৩ আগষ্ট, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৮।৪০। **দিবা ৮।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব। শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব; মতান্তরে পরাহে।

২৯ শ্রীধর, ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট, মঙ্গলবার—পূর্ণিমা রা ১।৪৬। **শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।** খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। স্পর্শ—রা ১২।৩ গতে, মোক্ষ—রা ২।৩১ গতে।

১ হৃষীকেশ, ২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট, বুধবার— কৃষ্ণ-প্রতিপৎ রা ১১।১৭। **দিবা ৯।৩১ মধ্যে শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর পারণ।**

৮ হৃষীকেশ, ২৮ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট, বুধবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ১১।৩৩। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজয়ন্তী।**

৯ হৃষীকেশ, ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার— কৃষ্ণ-নবমী দি ১১।২৮। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩ মধ্যে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পারণ। শ্রীনন্দোৎসব।**

১১ হৃষীকেশ, ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট, শনিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১২।৪৮। **অন্নদা একাদশীর উপবাস। (আগামী-কল্য পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ)।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৯ শ্রীধর, ৪৬৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৫৯; ইং ১৬।৭।৫২ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্‌

Published on 3/8

[শ্রীমদ্‌-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্‌।]

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্‌।
এতান্‌ বেগান্‌ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥১॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥২॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥৩॥

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥৪॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দাক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥৬॥

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥৭॥

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥৮॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥১১॥

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতের বঙ্গানুবাদ

যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই **ছয় বেগ দমন** করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন ॥১॥

(কোন বস্তুর) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর ও অগ্রহণ বা অপালন, কৃষ্ণভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব—এই **ছয় দোষে ভক্তি নষ্ট** হইয়া যায় ॥২॥

(ভক্তিসাধনে) উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন—এই **ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি**-প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

(পরস্পর) দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার ও আহার-প্রদান—এইরূপে **প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই** হয় ॥৪॥

যাঁহার বাক্যমধ্যে অর্থাৎ মুখে 'হে কৃষ্ণ!'—এই শব্দ (বা কথা) বর্ত্তমান (বা শুনা যায়), [মধ্যম অধিকারী] তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভজন-কারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরহিত, অতএব অপরের নিন্দা প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহাভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে সমাদর করিবেন ॥৫॥

এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত তাঁহার (সেই শুদ্ধ-ভক্তের) প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা (অর্থাৎ তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম্ম—বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্কের

বিদ্যমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব) কখনও লোপ পায় না ॥৬॥

অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিতাদি-রূপ মিছরিও অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাই (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) প্রত্যহ শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল-বিনাশক হইয়া থাকেন ॥৭॥

(সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট) ক্রমের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, শ্রীব্রজে বাস-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার ॥৮॥

মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ-হেতু (অজ শ্রীনারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদারপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা কেলিবশতঃ শ্রেষ্ঠ; এই গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও **শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনহেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**। (অতএব) কোন্ ভজন-বিচার-নিপুণ জন শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজমান এই শ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন ?৯ ॥

(সত্ত্বগুণী কর্ম্মিগণ অপেক্ষা (গুণত্রয়বর্জ্জিত) জ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ, তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ, তাদৃশ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা সেই গোপসুন্দরীগণ, গোপীগণ অপেক্ষাও সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকুণ্ড) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব, কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন ?১০॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেয়সী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেম-পাত্র। ইঁহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র—ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের (সাধক-ভক্তগণের) কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-গণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া থাকেন ॥১১॥

কর্ম্মীর কাণাকড়ি

স্থূলদেহ, চিদাভাস মন ও চেতন আত্মা

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন, ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিশুদ্ধ অচিৎ।

জীবের আত্ম-প্রতীতিতে সবিশেষ ভক্তি ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞান এবং অনাত্ম-প্রতীতিতে নশ্বর কর্ম্ম

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী **নির্ব্বিশেষপর**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বমূলক, অপরটী আত্মার নিত্য **সবিশেষ**-ধর্ম্মে—সেব্য-সেবক-ভাবে অন্যোন্যাশ্রিত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে-সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর অথবা নিত্য হরিসেবাময়। সে-কালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্ম-বিচারে প্রমত্ত, সে-কালে তিনি জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম-প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্মধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে নশ্বর দেহ ও মনকে 'আত্মা' বলিয়া সনাক্ত করে—ইহাই জীবের বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর-ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয়—ইহাই আত্মার বিবর্ত্ত-ভাব।

হরিসেবা দেহ-মনের চেষ্টাস্বরূপ কর্ম্ম নহে

অনাত্ম দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরিসেবার ক্রিয়াগুলিকেও কর্ম্মফলের অন্যতম জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্মজাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমত্বের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন লইয়া যাঁহারা বিব্রত, তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন; সুতরাং হরিসেবাকেও একটী কর্ম্মবিশেষ জ্ঞান করেন। জড় কর্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে, জড়-কর্ম্ম নশ্বর এবং কর্ত্তার উদ্দেশে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও হরিপ্রেম আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল—সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত,

হরিসেবনের ফল—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধাময় দুঃখরাহিত্য ধর্ম্মযুক্ত।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—সত্ত্বগুণে সৎকর্ম্ম ও রজস্তমোগুণে অসৎ-কর্ম্ম

কর্ম্মী দুই শ্রেণীর—কুকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী। সত্ত্বগুণে জীব সৎকর্ম্মপর হ'ন, রজস্তমোগুণে তিনিই অসৎ বা কুকর্ম্মপর হ'ন। সৎকর্ম্মপর দেহ ও মন দয়াবিশিষ্ট, অসৎ-কার্য্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থ-সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমোগুণ দ্বারা নানা কদর্য্য কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারিত হয়, পরিশেষে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় সাত্ত্বিক কর্ম্মীদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্য-নিরত হন, তদবধি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সত্ত্বগুণের আবাহন কর্ম্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তমোগুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ ঘৃণিত কার্য্য সদ্‌গুণের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী

পূর্ব্বোক্ত আলেচনাফলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তি ও অহঙ্কার-বশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণেই অধিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীই সত্তার নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব-স্ব নিত্যত্ব সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সত্তার বিলোপ-সাধন—উভয়ই নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তমঃ পরিহার করাই সৎকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা অনিত্য-গ্রহণ-প্রবৃত্তি, সেইখানেই অসৎ কুকর্ম্মিগণের রঙ্গক্ষেত্র।

নিবৃত্তি-পথে ত্রিবিধ সন্ন্যাস, যথা—কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-সন্ন্যাস ও ভক্তি-সন্ন্যাস

কুকর্ম্মবীরদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের চতুর্থাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুর্থাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্ত-

জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই ত্যক্তকর্ম্ম, কেন-না—দেহ বা মনের চাঞ্চল্যে উভয়েই ব্যস্ত নহেন। **কর্ম্ম-সন্ন্যাসী** বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে সুদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্ম্মের কোনপ্রকার অশান্তি নাই, সুতরাং শান্তিময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। **জ্ঞানী বলেন,**—কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর-ধর্ম্মে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। **ভগবদ্-ভক্ত বলেন,**—ভেদ-জ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভিন্ন হইবার বাসনায় অশান্ত মাত্র। তাঁহার বৃত্তিমাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। **নিত্য-হরিসেবা-পরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য।** তাদৃশ হরিসেবককেই ভক্ত বলে। তিনি জড়ের সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসীসকল কর্ম্মী বা বিষয়ীর চেষ্টালব্ধ দ্রব্যের মালিক, তাহাদের অধীন নহেন

'সন্ন্যাসী' বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল-লাভ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্হণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী 'কর্ম্মবীর' নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তন্তুবায়গণের শ্রমলভ্য ফলসকল অন্যায়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তন্তুবায়গণের শ্রমসিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কুকর্ম্মবীর জানেন না যে, কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ শ্রমসিদ্ধ ফল-স্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে তন্তুবায়গণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণ-বাসসমূহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তন্ত্রীদিগের কেবল সেব্য হইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কুকর্ম্মী-সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত বিত্ত উপার্জ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ব্বৃত্ত-সমাজে বাটওয়ারা হউক, এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তন্তুবায়ের 'টানা-প'ড়েন'

লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্ব্বুদ্ধিতার চরম সীমা আর কি হইতে পারে।

ত্যাগের দ্বারা সমাজের যে হিতসাধন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমাজ ত্যাগীদিগের সেবা করিতে বাধ্য

নৈতিক-হিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগী-সম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ যে ফললাভ করেন, তাহার পরিমাণে তাঁহাদিগকে অন্ন-জীর্ণবাসাদি প্রদান করা সমাজের অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। (গীঃ ৩।২৬)

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মবীর-সম্প্রদায়ের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিও না।

কর্ম্মী-সঙ্ঘ ও মিশনের বহুমাননকারী-সকল খাজা বোকা

তন্তুবায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি, তাঁহারা তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা-বিবর্দ্ধনের জন্য স্বীয় নির্ঘৃণ্য কাম-চেষ্টায় যেন মত্ত না হন; সেই মোক্তারগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে খাজা বোকার যুক্তি লইয়া মূর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান্ মনে করিবে না। যদি সভ্য-সমাজে কর্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে এতদিন মুছিয়া যাইত।

কর্ম্মবীরের কর্ম্মের নিষ্ফলতা

কর্ম্মবীরের প্রাপ্য-ফলই সন্ন্যাস, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। জড় জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, 'মৃত্যু' এবং 'নিষ্ফল' বলিয়া অবস্থাদ্বয়ের অধিষ্ঠান আছে, উহাই কি ত্যাগের বা সংন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের সঙ্কোচকেই 'সংন্যাস' বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে 'বিষ' বলিয়া নির্ব্বিষয়ী-সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

সমাজ ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য

নির্ব্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়-যুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেই সমাজের ন্যূনাধিক ফল-লাভের যোগ্য। সুতরাং কুকর্ম্মবীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ-বাস-বঞ্চিত করিবার প্রয়াস—নিজ যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইল, আর প্রকৃত ত্যাগীর আবর্ত্তিত যন্ত্রিকা-ঘূর্ণনে বাধা

দেওয়া তন্তুবায়-মোক্তারগণের নির্ব্বুদ্ধিতার চরম-সীমা। এইরূপ চিন্তাস্রোত কোনও কর্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশব-বলের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিশ্রমের জন্য শ্রমজীবির প্রাপ্য দিবার পদ্ধতি যে-কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানব-সমাজে আদরে গৃহীত হইবে, তৎকালাবধি চতুর্থাশ্রমীর ব্যয়ভার-পীড়িত সমাজ তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ভক্ত-সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলকারী

বিরক্ত হরিপরায়ণগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী, তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিরক্তের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধি-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।—

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন-ধনে হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন ত্যাগ কৈনু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেনবা আছয় প্রাণ কি-সুখ লাগিয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি

নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি দশনামাপরাধের অন্যতম

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থায় শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। সংসারী বদ্ধজীবগণ যখন জীব-গতি বিচার করিতে সমর্থ হন, তখন সুতরাং হরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অপরাধ-শূন্য হইয়া 'নাম' না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় ঘটে না। দশটী নামাপরাধ মধ্যে **'নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি'**ও একটি বৃহদপরাধ। সুতরাং নামাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই অপরাধটি বহু যত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

পাপ কাহাকে বলে?

'পাপ' কাহাকে বলে? সংসারী জীবের পক্ষে যে-সকল অশুভ কর্ম্ম বেদে

নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে, সেইসকল কর্ম্মকে **'পাপ'** বলা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিকে **নিষিদ্ধাচার**-রূপ-দোষ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র পাপকে **বিকর্ম্ম** বলিয়া কোন কোন স্থলে উক্তি করিয়াছেন। পাপকে অনেকস্থলে পাতক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

পাতক ত্রিবিধ, যথা—মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক

সংসারী জীবের স্বধর্ম্ম হইতে যে কর্ম্ম মানবকে নিপাতিত করিয়া নিরয়গামী করে, তাহাই **পাতক**। পাতকসমূহ গুরু-লঘু-বিচারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। **মহাপাতক, অনুপাতক** ও **উপপাতক** এই তিন শ্রেণী। মনু মহাপাতককে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥ (মনু-সংহিতা ১১।৫৫)

—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী-গমন—এই চারিটি মহাপাতক। মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করাও একটী **মহাপাতক**।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামী চ পৈশুনং।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥ (মনু-সংহিতা ১১।৫৬)

—পরের অপকর্ষমূলক স্বীয় উৎকর্ষসাধক মিথ্যা-ভাষণ, অপকার উদ্দেশে রাজদ্বারে পরের নিন্দা, গুরু সম্বন্ধে সরল ব্যবহার পরিত্যাগ—এইগুলি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ মহাপাতক। অতএব এই প্রকার পাতকসকল **অনুপাতক**।

মনুর মতে গোবধ, পরদারগমন, পরপীড়ন, গুরু, পিতা ও মাতার অবহেলন প্রভৃতি পাতকসকল উপপাতক। যে-সকল পাপের জন্য সমাজচ্যুতি ও রাজদণ্ড বিধান আছে, সে-সমুদায় পাপই **উপপাতক**।

বেদের নিষিদ্ধই পাপ এবং বিধিই পুণ্য; ভক্ত পাপ-পুণ্যের অতীত

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাতকসকলকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। মূল কথা এই যে, যাহাতে পুণ্যময় স্বধর্ম্মের হানি হয়, সে-সমুদায়ই পাপ, নাস্তিক্য, পরের অপকার ও স্বীয় মনুষ্যত্ব-হানিজনক সকল ক্রিয়াই পাপ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদ যাহাকে 'নিষেধ' বলিয়া বলিয়াছেন, তাহাই পাপ। সংসারী বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পাপ-নিষেধক প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ পৃথক্। ইষ্টাপূর্ত্ত-ব্রত-যাগাদিরূপ পুণ্য কর্ম্মের বিধান দেখা যায়। পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধি।

জীব যখন বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি সহজেই পুণ্য-পাপের অতীত। কেননা, তখন তাঁহার সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র কৃষ্ণদাস্যই নিত্য স্বধর্ম্মরূপে উদিত হয়।

কৃষ্ণোন্মুখ-জনের প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্মের আবশ্যক নাই

সংসারী বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার থাকে না। শ্রীভাগবতে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-পর্য্যন্ত জীবের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া নির্ব্বেদ না জন্মে অথবা হরিকথা-শ্রবণাদিতে নিরুপাধিক শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত জীব অবশ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না।

হরিভক্তির "অনুকূল-ক্রিয়া গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন" কর্ম্ম নহে

দেহযাত্রাদি নির্ব্বাহের জন্য শরীর, মানস, দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়াসকল হরিভক্তির অনুকূল হইলে অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া-সকলের অঙ্গীকার-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ সকল ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড-লক্ষণ কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ তাহারা কর্ম্ম-নাশক ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজনতা নাই। লোকোদ্দেশে বা প্রতিষ্ঠোদ্দেশে কোন কর্ম্ম তখন কৃত হয় না, কেবল নিষ্পাপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়। সুতরাং যখন পুণ্যকর্ম্মই নাই, তখন অধম পাপকার্য্য কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে না।

কর্ম্মীর আয়াস-লব্ধ সদ্‌গুণগুলি ভক্তের স্বভাবে স্বতঃই বর্ত্তমান

"কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়ো নৃপ।"

হে নৃপ, কর্ম্মকাণ্ডী লোকেরা বহু যত্ন করিয়া যে যম-নিয়মাদির অভ্যাস করে এবং শৌচবিধি পালন করে, সে যম-নিয়মাদি সদ্‌গুণ ও সদাচার এবং শৌচ স্বয়ং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিকে যত্ন করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয় না। আবার কর্ম্মি-

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

হে ব্যাধ, তুমি পূর্ব্বে যখন বহির্ম্মুখ সংসারী ছিলে, তখন তোমার হিংসা-প্রবৃত্তি নৈসর্গিকরূপে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। এখন তুমি হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। সুতরাং জীব-হিংসাদি পাপ-প্রবৃত্তি আর তোমার থাকিতে পারে না। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা তোমার নিত্য স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যে পরিমাণে উদিত হইতেছে, তোমার নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মরূপ পুণ্য-প্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। এখন তোমার নিত্য স্বধর্ম্মদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তুমি যাহা যাহা করিবে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম-বৃত্তিরূপ পুণ্য হইতে অতি উচ্চ মহা-পুণ্যরূপ বৈষ্ণব-সংসার করিতে থাকিবে, সুতরাং তোমার সামান্য পুণ্যই যখন তুচ্ছ হইল, তখন অতি হেয়রূপ জীব-হিংসাদি পাপ কখনই তোমার প্রবৃত্তিগত হইতে পারে না। তুমি যে নিষ্পাপ জীবনে কৃষ্ণনাম করিতেছ, ইহা আশ্চর্য্য নয়। এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে।

কাম-ক্রোধাদির সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার

এখন দেখুন, হরিনামাশ্রিত জীবের পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি চিত্ত-প্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই 'পাপ' হয়। কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-সেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে **কামকে নিযুক্ত করিয়া** আর পরস্ত্রী-সংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-তৎপরতা, বঞ্চনা, চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম করেন না। কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি **ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া** বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন, সুতরাং পর-পীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন। ক্রোধ সে-স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতারূপে পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রসাস্বাদনে **লোভকে নিযুক্ত করিয়া** আর ভাল খাওয়া-পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। **চিদ্রসে মোহকে নিযুক্ত করিয়া** কৃষ্ণলীলা-সৌন্দর্য্য এবং বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন। ধন-জন ও জড়সুখাদিতে মোহ প্রাপ্ত হন না। অসৎ সিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না। কৃষ্ণদাস্যাভিমানে **মদকে নিযুক্ত করিয়া** জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। **মাৎসর্য্যকে** অর্থাৎ পরহিংসাদ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন একেবারে ত্যাগ করেন।

এইরূপ নিয়মিত-জীবনে পাপের উদয় হয় না। পাপ-প্রবৃত্তি নিম্নলিত হয়।

ভগবদ্ভক্তের দৈবাৎ পাপকর্ম্ম নিন্দনীয় নহে ; কারণ তাঁহার কখনও বিনাশ নাই

তবে কখন কাহার ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে, তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিত্তে পাপ-প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পাপ উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না। এইজন্য জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" (গীঃ ৯।৩০)

হে অর্জ্জুন, আমার অনন্য-ভক্তের কখন পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলন-রূপ একটী চিদ্ব্যাপার আমার অনন্য-ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক্ থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি আমার অনন্যভক্তের নিন্দা করিবে না। কেন না—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ (গীঃ ৯।৩১)

[হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তি-পথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবেন না। প্রথম-অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনা'বশতঃ তাহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরমা শান্তি লাভ করিবেন।]

অনন্য-ভক্তের পূর্ব্বাচরিত ক্ষয়োন্মুখ পাপ একপ্রকার

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্য-ভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। **প্রথম প্রকার** এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে রুচি হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোন একটি পাপ-সংসর্গ ছিল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্য ভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য সব পাপ-প্রবৃত্তি গেল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি যাইতে যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্য ভক্তি

হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায়-সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না; কিছুদিন থাকে। যে-কাল পর্য্যন্ত নির্ম্মূল না হয়, সে-পর্য্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করিবে না।

অনন্য-ভক্তে আকস্মিক অপ্রবৃত্তিগত পাপ দ্বিতীয়প্রকার

দ্বিতীয়প্রকার এই যে, অনন্যভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ-সত্ত্বে কখন কোন গতিকে রোগীর অমেধ্য-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী, কেননা, প্রবৃত্তিগত নয়। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে আমার অনন্যভক্ত অতি শীঘ্রই আমার ভক্তি-কৃপায় শুদ্ধ ধর্ম্মাত্মা হইয়া পাপ হইতে শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! এই একটী আমার প্রতিজ্ঞা যে, আমার অনন্য-ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না।

ভগবদ্ভক্তের পাপ ক্ষণস্থায়ী, ও তদ্বিনাশের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশ

এখন দেখুন, অনন্যভক্তি হইলে আর পাপপ্রবৃত্তি কখনই থাকে না, কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে পারে। তাহাও অল্পদিন। আবার তাহাও দিন-দিন হীনবল হইয়া খর্ব্ব হয়। জগাই-মাধাই-চরিতে দেখা যাইবে যে, ভক্তিলাভের পর আর সেই দুইটী ব্যক্তির পাপপ্রবৃত্তি মাত্রই ছিল না। অপার করুণাময় মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নামাশ্রয় দিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে, "তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই-মাধাই বলে, "আর নারে বাপ॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫)

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সকলকে ধর্ম্মচরিত্রে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। দস্যু ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া কহিলেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥

যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)

পরম কারুণিক প্রভু নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার; সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি এই কথা উপদেশ করিলেন যে, যখন তুমি ধর্ম্মপক্ষে থাকিয়া হরিনাম লইবে, তখনই তুমি বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়া লোকের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে।

আচার্য্যের সদাচার প্রধান লক্ষণ

যাঁহারা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্যপুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন। অন্য জীব-হিংসা, ডাকাতি, চুরি, **অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ**, অমেধ্য-ভক্ষণ, আসব-পান প্রভৃতি সমস্ত দুরাচার পরিত্যাগ করিবেন। নিজে লম্পট হইলে শিষ্যকে কিরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন? সকল আচার্য্যদিগের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত হইলেও কখনই নিজ চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমত নির্ম্মলচরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্।

অসদাচারী শৃগাল-বাসুদেবের নিজদোষাচ্ছাদন-জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দনের গর্হণ

অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎ-সঙ্গ দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নবরসিক মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মলচরিত্র শ্রীরূপ-গোস্বামী ও রামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রী-সঙ্গদোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন। এই সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য। মূল কথা এই যে, কাপট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ করিয়া জগৎ-বঞ্চক হইয়া পড়ে।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বগুণের আশ্রয়

যিনি অকপটে হরিনাম আশ্রয় করিবেন, তিনি সমস্ত পাপপ্রবৃত্তিশূন্য হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।"

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা,

সমস্ত মহদ্‌গুণের সহিত নিয়ত বাস করেন। ভগবদ্ভক্তি-উদয় এবং পাপপ্রবৃত্তি-নাশ যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু দ্বিজকে সর্ব্বাপরাধ-বিমুক্ত হইয়া হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন।

নিরপরাধে নাম-গ্রহণের উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন —

"নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"

সুতরাং অপরাধের সহিত লইলে নাম হয় না—নামাপরাধ হয়। অবশেষে নামাপরাধে নিতান্ত অধঃপতন হইয়া পড়ে। নামাভাস করিলেও পরে সাধু-সঙ্গে নামাভাসত্ব ঘুচিয়া নামের উদয় হইতে পারে। ততদূর না হইলেও নামাভাসে পাপ নষ্ট হয় এবং চারিপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু নামাপরাধ বড়ই কঠিন বস্তু। ইহাতে সুমঙ্গল উদয় হওয়া বড়ই দুর্ঘট। নামাভাসী ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিয়া শুদ্ধ নাম লাভ করুন। নামাপরাধী অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুপদ আশ্রয় করত শুদ্ধনামের অন্বেষণ করুন।

পাপাসক্তের শ্রীনামে আসক্তি নাই ; কপটতা বৈষ্ণবতা নহে

কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন সুকৃতিবলে নামাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার দেখা উচিত যে, নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি না হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নামাশ্রয় করিয়াও **পূর্ব্ব পাপ-সম্বন্ধের অবশেষ কিছু কিয়দ্দিন থাকিতে পারে** এবং **ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। পাপপ্রবৃত্তি ও পাপাসক্তি একই কথা।** যদি কৃষ্ণনামে রুচি হয়, তবে সেই রুচি ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া কৃষ্ণনামে আসক্তি হয়। যদি অন্য বিষয়ে বা পাপকার্য্যে আসক্তি থাকে, তবে তাঁহার নামে আসক্তি হইতে পারে না। আসক্তি একটি অনন্য প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহা হয় কৃষ্ণে হইবে, নয় অসৎ-বিষয়ে হইবে। কৃষ্ণে যাঁহার নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অনন্যরূপে অবশ্য হইবে। তখন অন্য কোন পুণ্য বা পাপবিষয়ে সে প্রবৃত্তি হইবে না। অনন্যরূপ বিশেষণ-দ্বারা অন্যাসক্তি দূরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্যশ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখান, তথাপি তাঁহার অনন্য-নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব মধ্যে গণিত হইবেন। কেননা, তিনি নামাপরাধী। **নামাপরাধী কখনই**

শুদ্ধ-বৈষ্ণব নয়। এইজন্য শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে "শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়"—এই বাক্যদ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।

নামবলে পাপবুদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ

সেই বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরণ করে, কোটী জন্মেও পাপী তত পাপ করিতে পারে না। সুতরাং যখন আমার নিকট সেই হরিনাম আছে, তখন আর পাপ করিতে ভয় কি? হরিনামও করি, পাপও করি। জমাখরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।

নামবলে পাপবুদ্ধির প্রথম উদাহরণ

ইহার উদাহরণ এই যে, জীবহিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন গৃহস্থ নামাশ্রয় করিলেন। পরে একদিন কোন কুসঙ্গে ভাল মৎস্য বা মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এই স্থির করিলেন যে, অদ্য আমি আর দশসহস্র নাম করিয়া মৎস্য-ভোজন-পাপ দূর করিব। এইরূপ মনে করিয়া যিনি মৎস্য-ভোজন করিয়া নাম করেন, তিনি নামাপরাধী।

নামবলে পাপবুদ্ধির দ্বিতীয় উদাহরণ

অন্য উদাহরণ এই যে, কোন ভিক্ষাশ্রমগত বৈষ্ণবপুরুষ কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, "যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে-কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে। বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল। বৈষ্ণব-সঙ্গ দুর্ল্লভ। আবার উহার সঙ্গে গোপীভাব অনেক শিক্ষা হইবে। এইরূপ দুর্ল্লভ সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়।"—এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণবসেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল। এই দুইটী উদাহরণ বিচার করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ ও ভেকধারিগণ নামাপরাধ হইতে সতর্ক হইবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা

ওরে দুষ্ট মন! না কৈলি কখন,
শ্রীহরি-ভজন কামনা।
আসিলি মরতে, হইবে মরিতে,
এখনও কেন ভাব না॥

ভজিবার তরে, এ বিশ্ব মাঝারে,
এসেছিলে ক'রে প্রার্থনা।
কৃষ্ণ বিস্মরিয়া, মায়াকে বরিয়া,
কত দুঃখ পেলে বল না??

'কৃষ্ণ-দাস' আমি, নাহি জান তুমি,
'আমি' 'আমার' (সদা) জলপনা।
জগন্নাথ 'স্বামী', তাহা ভুলি' তুমি,
(নিজেকে) 'অনাথ' করিছ কল্পনা॥

মোর কেহ নাই— ভাবিছ সদাই,
শ্রীহরি-চরণ চিন্ত না?
ত্রিতাপ-নাশন, (ভব) বন্ধ-বিমোচন,
অমৃত অভয় জান না??

সর্ব্বদেব-ঈশ, মহা-পরমেশ,
(তাঁর) রাতুল চরণ স্মর না?
অগতির গতি, শ্রীধর, শ্রীপতি,
তাঁর দয়া কর প্রার্থনা॥

দীননাথ হরি, গোলোক-বিহারী,
নর-বপু করি' ধারণা।
তেয়াগি' গোলোক, প্রকটি' ভূলোক,
করি' অপরূপ ভাবনা॥

দ্বাপরেতে শ্যাম,　　ত্রেতাতে শ্রীরাম,
কে জানে তাঁহার গণনা।
কশ্যপ-নন্দন,　　শ্রীবামন হ'ন,
বটু-রূপ করি' কল্পনা॥

বলি পরীক্ষিতে,　　বলির সভাতে,
ত্রিপাদ-ভূমি কৈল যাচ্ঞা।
বলিরাজ-দান—　　আত্ম-নিবেদন,
সাধু-শাস্ত্রে আছে ঘোষণা॥

তাঁহার আদেশে,　　বলি-শিরদেশে,
ও-পদ করিল স্থাপনা।
ও-দয়া তাঁহার,　　বর্ণে শক্তি কা'র,
অসীম তাঁহারে ভাব না॥

মোর দুষ্ট মন!　　এসব স্মরণ,
কেন একক্ষণ কর না?
দুঃখ রাখি কোথা,　　দিন গেল বৃথা,
হরি-স্মৃতি 'তিল' হ'ল না॥

প্রতি যুগে তাঁর,　　যুগ-অবতার,
করি' বহুরূপ ধারণা।
মৎস্য, কূর্ম্ম আর,　　বরাহাবতার,
নৃসিংহাদি রূপ গণনা॥

পরশু মুরতি,　　নিঃক্ষত্রিয় ক্ষিতি,
কতবার হ'ল বল না?
হ'য়ে নরহরি,　　হিরণ্যে সংহারি,'
প্রহ্লাদে অপার করুণা॥

শক্ত্যাবেশ আর,　　অংশাবতার,
অগণিত নাহি বর্ণনা।

সাধু-রক্ষা তরে দুষ্কৃতি সংহারে,
আত্ম-ধর্ম্ম করে স্থাপনা ॥
বিষ্ণু ভগবান্ 'অবতারী' ন'ন,
ভাগবতে আছে লেখনা।
'অবতারী' স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র হ'ন,
নাহিক তাঁহার তুলনা ॥
তাঁহার দয়ার সীমা নাহি আর,
সাক্ষী তাহার পূতনা।
বিষপান-ছলে, ধাত্রী-গতি দিলে,
এহেন দয়ালে চিন্ত না ??
ভজ মন একান্ত, ব্রজে রাধাকান্ত,
অন্যাভিলাষ হ'য়ে শূন্য।
ব্রজ-রামাগণ, ভক্তি-পরায়ণ,
জয় জয় ব্রজ-অঙ্গনা ॥
প্রেমভক্তি যত, তোদের সম্পদ
এ দীনে করহে করুণা।
(তব) পদাশ্রয় পেলে, (সর্ব্ব) সিদ্ধি করতলে,
না লাগে ভজন-সাধনা ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং বানারিপাড়া, (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণের পূজার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ কলিযুগে ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ বা পূজার কোন সম্ভাবনাই নাই। অধুনা একপ্রকার 'সার্ব্বজনীন' পূজার

বাহ্যাড়ম্বর দেখা যায়। এইসকল পূজার আয়োজনে শাস্ত্রসঙ্গত কোন বিধিরই পালন হয় না, কেবলমাত্র তামাসা-পরিপূর্ণ কতকগুলি আমোদ-প্রমোদের তামসিক নৃত্য দেখা যায়। বাৎসরিক আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্যই এইগুলি অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এইসমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কোনপ্রকার ভূরি-ভোজনেরও ব্যবস্থা থাকে না। মন্ত্রহীন, বিধিহীন, দক্ষিণাহীন, অন্নহীন এইপ্রকার তামসিক নাট্যের মূলে অর্থ-হীনতাই একমাত্র কারণ। কলিযুগে সাধারণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন সমস্ত পূজাই বিধিহীন হইতে বাধ্য। সেইজন্য সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা অকৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন অথবা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন শ্রীকৃষ্ণ-অর্চ্চন অপেক্ষা আরও সুবিধাজনক। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন সম্বন্ধে পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহ করিতে যে সামান্য পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনায় তাহাও আবশ্যক হয় না। উভয়েরই অর্চ্চন সকলসময়ে, সকল-অবস্থায়, সকলদেশে এবং মূর্খ, জ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, উচ্চ, নীচ, ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারাই সর্ব্বদাই সম্ভবপর হইতে পারে। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীঃ ৯।২৬)

যত্নশীল ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল—এই চারিটি বস্তুমাত্র ভক্তির সহিত প্রদান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এবং যেহেতু তিনি পরতত্ত্ব পরমেশ্বর, তজ্জন্য "সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা" বিচারে অর্চ্চন হইলেই সকলের অর্চ্চন হইয়া যায়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই তৎসম্বন্ধে শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি সকল স্থানেই জল সিঞ্চিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন হইলেই দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি সকলেরই পূজা-অর্চ্চন সম্পাদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন-কার্য্যে কোন প্রকার ব্যয়-বাহুল্যেরই কথা নাই এবং দেশ-কাল-পাত্রাদির কোন প্রকার বিঘ্নও নাই। গঙ্গাস্নান করিবার যেমন সকলের অধিকার, সেই ভগবানের সেবাকার্য্যে সকলেরই অধিকার আছে। আবার তাঁহার পূজা-পদ্ধতি এতই সরল যে, জগতের যে-কোন স্থানে যে-কোন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। জগতের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে পত্র-পুষ্প-ফল-জল—এই চারিটি বস্তু অপ্রাপ্য। আবার জগতের বিচারে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ধন, তিনিও এই চারিটি বস্তু বিনা-ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারেন।

অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'অজ' হইয়াও সর্ব্বমূর্ত্তি-বিশিষ্ট, সকল জীবেরই পরম পিতা বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রাধম চণ্ডাল, কিরাত-হূণ-অন্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাদি যতপ্রকার উচ্চ-নীচ যোনিসম্ভূত জীব আছেন, তাঁহারা সকলেই একযোগে কেবলমাত্র পত্র-পুষ্প-ফল-জল সংগ্রহপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সহিত সেই সর্ব্বকারণকারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিত্যধামে গমন করিতে পারেন। এমন সুখ-সুবিধা ছাড়িয়া যাঁহারা মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া, অন্তবৎ বস্তুর ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বোকা লোক আর কে থাকিতে পারে? অধিকন্তু, আজকাল সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া যে একজাতি, একধর্ম্ম, একশাস্ত্র এবং সকল বিষয়েই ঐক্য-স্থাপনের যে একটা মহতী চেষ্টা চলিতেছে, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-অর্চ্চনে বা ভজনে সম্ভবপর হয়। এই কথা কোন কাল্পনিক প্রহসন নহে, পরন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু, উপস্থিত যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তিনি যদি অবিলম্বেই বিধিমত পত্র-পুষ্প-ফল-জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন আরম্ভ করেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কি-ভাবে সেই পরমতত্ত্ব ভগবান্ ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। আমরা আমাদের সমস্ত সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিনা-ব্যয়ে, বিনা-আয়াসে এবং বিনা-জ্ঞানে ও বিনা-জাতিবিচারে—পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌঁছিবার এই প্রকৃষ্ট উপায় সাধন করিবার জন্য অবিলম্বেই সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

অন্যান্য দেবতাগণের উপাসকের মধ্যে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সেবকের মধ্যে বহুল পার্থক্য বর্ত্তমান। সাময়িক কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই সাধারণতঃ লোকে অন্যান্য দেবতাগণের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের প্রতি নিত্য-প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল-জল যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা ভক্তির সহিত অর্পণ করেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই আদরে গ্রহণ করেন। সেইপ্রকার, ভগবৎপ্রীতির মধ্যে কোনপ্রকার কামনা থাকিতে পারে না। অন্য দেবতার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্তৎ দেবতার প্রতি প্রেমভক্তি থাকিতে পারে না; সেখানে কামনাই প্রধান। সেই-প্রকার বহুবীশ্বরবাদীর প্রদত্ত ষোড়শোপচার নৈবেদ্যও ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ সেখানে প্রেম বা প্রীতি নাই। তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু বলিয়া সেই-সকল অল্পমেধা উপাসক-সম্প্রদায়ের অনিত্য নশ্বর কামনাগুলি পরিপূরণ করিয়া থাকেন। প্রেমভক্তি-বিবর্জ্জিত কোন দ্রব্যই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। যেমন

ক্ষুধার উদ্রেক না থাকিলে উত্তম উত্তম ভোজ্যদ্রব্যও গ্রহণীয় হয় না, তদ্রূপ প্রেমভক্তি-বিবর্জ্জিত বহুদ্রব্য-সম্ভার ভগবৎসেবার উপযোগী নহে। পূর্ব্বে যে আমরা অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহার মূল কারণই এই ভক্তি-হীনতা। 'ভক্তি'-অর্থে—ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; আর 'কামনা' অর্থে—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মানসে যাঁহারা ভগবৎসেবার ছলনা করেন, তাঁহারা কখনই ভক্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্র তাঁহাদিগকে 'বণিক্' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তিই যখন ভগবানকে পাইবার মূলবস্তু, তখন আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই (পত্র, পুষ্প, ফল, জল-পর্য্যায়ে) যদি ভগবান্‌কে প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যা-স্বাধ্যায় ইত্যাদি সাধনার সিদ্ধি-স্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া যায়। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে সকলকেই উপদেশ দিলেন—হে মনুষ্যজাতি, তোমরা যে যেখানে যেমন ভাবেই অবস্থান কর না কেন, তোমাদের সংগৃহীত সমস্ত বস্তু আমাকেই প্রদান কর। সেই-প্রকার বৃত্তির দ্বারা তোমাদের সাধারণ কর্ম্ম, সাধারণ ভোজন, সাধারণ দান, সাধারণ তপস্যা সমস্তই ভগবৎ-প্রাপ্তিরই কারণ হইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ (গীঃ ৯।২৭)

মনুষ্যজাতির কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পুণ্য, স্ত্রী-পুত্র, দেহ-গেহ, ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্ম, জ্ঞান এমন কি পানীয়-আহারাদি যাহা কিছু আছে—যাহার দ্বারা তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানাপ্রকার কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, ভোজন করিয়া থাকেন, হোম-অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, দান করিয়া থাকেন, তপস্যা করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যদি "কাম—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে"—এই বিচারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তির সহিত অর্পণ করে, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই বস্তু যথাযথ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন এবং পরমশান্তিময় নিত্যানন্দ-স্বরূপ তাঁহার পরমধামে লইয়া যান।

দেবতাগণের মধ্যে কেহ বা একপ্রকার পূজা লইতে পারেন, কেহ বা অন্যপ্রকার পূজা গ্রহণে সমর্থ। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিতে পারেন। বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন সকলের কর্ম্মফল গ্রহণ করিবার যোগ্যতা একমাত্র ভগবানেরই আছে। ভগবানের ভগবত্তা সেইখানে বর্ত্তমান।

মনুষ্যজাতির মধ্যে সকলেই যে শুদ্ধ-ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা কুত্রাপি করি না। সকলপ্রকার বিপর্য্যয় অবস্থাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিবার যোগ্যতা সর্ব্বদাই সকলের বর্ত্তমান আছে। সুতরাং যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে, তাহাই অর্চ্চনমার্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রদান করা একমাত্র বিধি।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যে-সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মপ্রধান। কিন্তু উপস্থিত আমরা বুঝিতে পারি—লৌকিক বা বৈদিক সকল কর্ম্মই, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' বলেন তাহাও, বা সকল কর্ম্মের ফলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যাইতে পারিবে। শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যদ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা বা নিজ-নিজ স্বভাব-সুলভ সকল কর্ম্মদ্বারা যাহাই কৃত হউক না কেন, সমস্তই যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হয়, তিনি দয়া করিয়া সমস্তই গ্রহণ করেন। এইস্থানে একটী বিষয় আমরা ভুল না করি। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার পর নারায়ণকে যেরূপ কর্ম্মফল অর্পণ করেন, সেই-প্রকার অর্পণ করিবার কথা এখানে হয় নাই; কারণ সেইরূপ অর্পণ-কার্য্যে কামনা ব্যতীত কোন প্রীতি বা ভক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই একমাত্র মূল কথা। সুতরাং যাহা কিছু করা যায়, ভোজন করা যায়, সমস্তই ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই প্রকৃত ভগবদর্পিত কার্য্য বুঝিতে হইবে। 'আমি ভোজন করিব'—এই উদ্দেশ্যে পরিশ্রম না করিয়া, ভগবানের ভোজন হইবে বা ভগবানকে খাওয়াইতে হইবে এবং সেই-জন্যই সমস্ত প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিব, তজ্জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে, সেইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দান-তপস্যাদি কার্য্য সমাধান করিব—এইপ্রকার প্ররোচণাই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-যাজনের মুখ্য কথা। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই ভগবৎ ও ভক্তিসম্বন্ধীয় কার্য্য; সুতরাং কোনটীই নৈরাশ্যজনক নহে। জগতের সকল বস্তুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। সেইজন্য সকল কর্ম্মের ফলই তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণকে কৃত-কৃতার্থ করিতে পারেন। এই প্রকার ক্ষমতা তাঁহার আছে, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার সেবাকার্য্যে নিজ-ইন্দ্রিয়-তোষণ-

প্রবৃত্তি যেন আদৌ স্থান না পায়। মহাজন-প্রবর্ত্তিত পথেই আমাদিগকে অনুগমন করিতে হইবে। ভগবানের নিকট সকলেই সমান। তাঁহার কাছে কোনপ্রকার উচ্চ-নীচ বিচার নাই। অতএব প্রীতির সহিত যিনি বা যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ভজন করেন, তিনি বা তাঁহারাই ভগবানের নিজ-জন। **তাঁহারাই অপ্রাকৃত হরিজন।** ভগবানের সেবা বা ভজনকে বাদ দিয়া ছাপ মারিয়া যে প্রাকৃত 'হরিজন' তৈয়ারী করিবার অপচেষ্টা, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা ভক্তিমার্গের উৎপাত-বিশেষ।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ (গীঃ ৯।২৯)

ভগবান্ সকলের প্রতি 'সম'—ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্ নির্ব্বিশেষ এবং যাহার যে মত সেই প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাময় মার্গেও ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। তিনি সবিশেষ পরমভাবময় অপ্রাকৃত ক্রিয়াশীল। "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" অর্থাৎ তিনি সকলের বন্ধু। সুতরাং বন্ধুত্বের মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, সেইপ্রকার ভগবানের সমতাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—নির্ব্বিশেষ নহে। যিনি যে-ভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধিত, ভগবান্ তাঁহার প্রতি সেই-প্রকারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যিনি যে-ভাবে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ, শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি-ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হন, ভগবানও তাঁহাকে সেইভাবে গ্রহণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি 'মনুষ্য' ভাবিয়া অবজ্ঞা করেন, তিনিও তাহাকে সেইভাবে উপেক্ষা করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্' জানিয়া মহাজন-প্রবর্ত্তিত পথানুসরণে ভক্তি করেন, তিনিও সেইসকল প্রেমিক ভক্তকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড

ভক্তির অধিকারী কে ?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আকস্মিক সাধুর সঙ্গ ও কৃপাফলেই শ্রদ্ধা হয়। এই সৎসঙ্গ আবার ভগবৎ-কৃপায় লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মুখ্যমার্গ্যা তামি[illegible]ন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীব কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করত সেই ভক্তের নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তীচ্ছু হইয়া সদ্‌গুরুর ভজন করিবেন।

শ্রীহরিকথাই একমাত্র মঙ্গলের পথ—এইরূপ বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। হরিকথায় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীহরিকথাতে রুচিই নিত্য মঙ্গল-লাভের মূল কারণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি হয়, তাহাই পরধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি হরিকথায় রুচি না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হইবে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৬,৮)

সাধুগুরুর কৃপায় যাঁহারা হরিকথায় রুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ সহসা কামনা-বাসনা বা বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাকে দুঃখকর ও ক্ষতিজনক জানিয়া, গর্হণমুখে বিষয়-ভোগ করিতে করিতে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া আদর ও প্রীতির সহিত ভগবানের সেবা করেন। নিরন্তর ভজন করিতে করিতে তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রেম-ভক্তি লাভ করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু ..... দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বকর্ম্মসু লৌকিক-বৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু নির্ব্বিণ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ নাতিসক্ত ইতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। কামান্ স্ত্রীপুত্রাদি-সম্ভোগান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেঽপ্যসমর্থঃ ততস্তামবস্থামারভ্যৈব দৃঢ়-নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বর্দ্ধতাং বা। ভজনেঽপি মে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু কামমঙ্গীকুর্ব্বে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়ো নিশ্চয়ো যস্য সঃ।"

"আরব্ধ-ভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূল-বস্তুনি-ইত্যাহ—জুষমাণশ্চেতি। দুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সম্ভোগান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎ-পদ-প্রাপ্তি-প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্তা অপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্যায়েন ভুঞ্জানঃ।"

দুর্ব্বলতাবশতঃ ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়-ভোগ ছাড়িতে না পারিলেও সৎসঙ্গী বা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত ভাগ্যবান্ সজ্জনের সাধু-গুরু-সঙ্গ-কৃপাপ্রভাবে এই অবস্থাতেও ভজনে দৃঢ়তা যথেষ্ট থাকিতে পারে। তিনি বিষয়কে নিন্দাও করেন, আবার বিষয় ভোগও করিয়া ফেলেন ; আবার নিজকে ধিক্কারও দেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনও হরিভজন ছাড়েন না। হরিভজন করিতে গিয়া আমার গৃহাদির প্রতি আসক্তি নষ্টই হউক বা বর্দ্ধিতই হউক, আমার অনর্থ বা বিঘ্ন যাউক বা থাকুক, অপরাধের ফলে আমার নরকই হউক না কেন, আমি হরিভজন কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যিনি সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভক্তিসিদ্ধি-লাভ করেন এবং তাঁহারই দুরাচার সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী। যতক্ষণ শ্রদ্ধা না হয়, ততক্ষণ জীবের অভক্তিতে অর্থাৎ অন্যাভিলাষাদিতে নৈসর্গিক অধিকার দেখা যায়। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" অর্থাৎ অজ্ঞ-অশ্রদ্ধান ও সংশয়াত্মা পুরুষ বিনষ্ট হয়, তাই তাহারা কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

শ্রদ্ধাই প্রেমভক্তির প্রথম কথা। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যা ভক্তিতে অধিকার হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত কখনও কদাচিৎ ভক্তি-প্রবৃত্তি দেখা গেলেও তাহা স্থায়ী হয় না। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাং বিনা অনন্যতাখ্যা ভক্তিঃ ন প্রবর্ত্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা চ নশ্যতি।" **সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না।** অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যাহার শ্রদ্ধা হইতেছে না, তাহার ভাগ্য নাই। অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি—কোন পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎ-কৃপাজাত মঙ্গলোদয় বা সুসংস্কারই ভাগ্য। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু **ভক্তির ক্রমবর্ণনে** জানাইয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

ভক্তির প্রথম-কথা শ্রদ্ধা হইলেও শ্রদ্ধার পূর্ব্বে প্রথম-সাধুসঙ্গ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুর টীকায়

লিখিয়াছেন—"আদৌ প্রথম-সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতি-শিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সার্ত্তত্যং কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বিকেয়ম। রুচিরভিলাষঃ। আসক্তিস্তু স্বারসিকী এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।"

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদ-শরণস্য ভয়ং, তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।" শ্রদ্ধার নাম—শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লন নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন, তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায়।

'শরণাপত্তি' কাহাকে বলি? শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু কহিয়াছেন—"জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুবৃত্তি-চেষ্টৈব স্যাৎ", "কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুবৃত্তিচেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তির লক্ষণ। ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অত্যন্ত গুহ্যতম উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন; যথা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

'সর্ব্বধর্ম্ম'-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতান্তর-পূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেইসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপত্তি অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর। সে-স্থলে কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে, তাহাতে ভয় করিবে না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে 'আদর'ও বুঝায়। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তিরই হেতু নয়—কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। ঐস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়; তদন্তর্গত আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে—তাহার নাম রুচি। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্য হয় না, কিন্তু 'রুচি'র প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে 'রুচি' রূপা ভক্তি-পরমাণু আছে। সেই পরমাণুর সংশ্রবমাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজাত ফলদানে সক্ষম হয়।

তদ্রূপ ভক্তি-সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাতে ভক্তির প্রতি 'রুচি'রূপ একটি ধর্ম্ম নিহিত আছে। সেই রুচিযুক্ত-শ্রদ্ধাই জীব-হৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম্ম-শ্রদ্ধা ও জ্ঞান-শ্রদ্ধায় কর্ম্মরুচি ও জ্ঞানরুচি থাকে, তাহাতে সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকার-প্রাপ্ত ভক্তিরুচিমিশ্র-শ্রদ্ধার লক্ষণ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থ-শূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া শুদ্ধরুচি নাম লাভ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটি পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—"তস্মাচ্ছ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং, কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব।"

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অসমর্থ-বুদ্ধিস্বরূপ অনন্য-ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণ মাত্র। শ্রদ্ধা ভক্তিতে অধিকার দেয়।

সংশয় দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধা-জননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপ-প্রভুর বাক্য, যথা —

• জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২০)

স্থল-বিশেষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈষৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা প্রদান করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না।

বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। বিশ্বাসময়ীই হউন অথবা লোভময়ীই হউন, একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার প্রদানে সমর্থ। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনপ্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্র-বিশ্বাস ও তদনুগত যুক্তিমিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারী-দিগের লোভের তারতম্য-অনুসারে তাঁহাদিগকেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

ভক্তি-বিষয়ে নরমাত্রেরই অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, সাধু-গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে। বিদ্যালাভ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বকই হউক অথবা ভাষা-জ্ঞানাভাবে সাধুমুখে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বকই হউক, শাস্ত্র-কীর্ত্তিত ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বোধ হইলেই শ্রদ্ধা জন্মিল, বলিতে হইবে। অথবা

ভগবল্লীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগভক্ত ব্রজবাসিগণের অনুগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল, বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্ম্মচর্চ্চা, শম-দমাদি শিক্ষা দ্বারা যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। সাম্প্রদায়িক মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়াও যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত উত্তমা ভক্তির উদয় হয় না; কেবল ভক্ত্যাভাসই হইয়া থাকে। উত্তমাধিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তমভক্ত-সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই লাভ করা যায়।

লোভাত্মিকা বা শাস্ত্র-বিশ্বাসরূপিণী শ্রদ্ধার যখন উদয় হয়, তখনই নরমাত্রেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাপ্রিয় সাধুদিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে 'কনিষ্ঠাধিকার' জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুশীলন ও সাধুসঙ্গবলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে 'মধ্যমাধিকার' জন্মে। পুনরায় সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিস্বরূপা হইলে সাধক 'উত্তম-অধিকারী' হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভ-কালে অসৎ-সঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বা নির্ব্বিশেষ-চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমল-শ্রদ্ধা ও মধ্যম-শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রাপ্ত হয়; তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। অতএব যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-ফলাত্মিকা শুদ্ধভক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

পতিতের আশা

হায় হায় মুই　　পড়িয়া সংসারে,
বিষয়-কূপের মাঝে।
নিজ সত্তা ভুলি'　　স্বপন নেহারি,
মায়ার প্রাকৃত সাজে ॥

পরব্যোমোপরি　　জড়মায়াতীত,
মোর বাস বৃন্দাবনে।
নিত্যকাল তথা　　থাকিব সর্ব্বথা,
করি' কৃষ্ণ সুসেবনে ॥

কেহ নাহি পারে সে ধাম বুঝিতে।
নাহি পারে কেহ বর্ণনা করিতে ॥

চিৎ-বিকশিত,　　স্বতঃপ্রকাশিত,
অখণ্ড, অক্ষয়, পর।
নহে জড়-মায়া　　তাঁর অধিষ্ঠাতা,
সম্বিৎ আশ্রয় তাঁর ॥

সন্ধিনী নামেতে　　যে শক্তি প্রকাশে,
নিত্য ভগবৎ-ধাম।
তথা মোর স্থান—　　হায় রে এখন,
পেয়েছি এজড়ে স্থান ॥

(যথা) কৃষ্ণদাস্য ভুলি'　　ত্রিতাপ জ্বালায়
সুতপ্ত জীব-হৃদয়।
তথায় আবাস　　হ'য়েছে আমার,
বাসনা হঞ্যা উদয় ॥

এ-দুঃখ জানাতে কার কাছে যাই।
কাহারে জানালে কৃষ্ণসেবা পাই ॥

কখন বা চাহি সুখ দেহ মোরে
ওহে জগৎ-জীবন।
কখনও বা মুক্তি চাহিয়া বেড়াই
ভুলিয়া আপন ধন॥

যে ধনে বঞ্চিত হইয়াছি আমি
ভুলিয়া নিজাভিমান।
সে ধন চাই না, চাই শুধু আমি
জড় ইন্দ্রিয়-তোষণ॥

যত সংসারিক উন্নতি লভিতে
সতত তৃষিত-চিত।
সেরূপ উদ্যমে কেহ কি কখনে
লভিয়াছে নিজ হিত??

কৃষ্ণভক্ত-জন কৃষ্ণৈকশরণ,
লুটায়ে তাঁহার পায়।
তাঁর পদরজে অভিষিক্ত হ'লে
এ জড় বাসনা যায়॥

যদি হয় মম স্বরূপ উদয়।
জড়-বুদ্ধি তবে হইবে বিলয়॥
অনুগত হ'ব কৃষ্ণ-ভক্ত-জনে।
লভিবারে কৃষ্ণ তাঁর সন্নিধানে॥

সেবকাধম—
—শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

—:০:—

পথিমধ্যে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেব প্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, তুঙ্গনাথ, চামৌলি, যোশীমঠ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান দর্শনীয়।

রিজার্ভ-গাড়ী হাওড়া-ষ্টেশন হইতে
১৯শে ভাদ্র, ইং ৪।৯।৫২ তারিখে যাত্রা করিবে।
ট্রেনভাড়া ও দুই বেলা প্রসাদাদির
ভিক্ষা—৪৫০৲ টাকা।

সকলে যোগদান করিয়া ধর্ম্মজীবন সার্থক করুন্।

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন-ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

বহুলাবন হইতে গোবর্দ্ধন যাত্রা

৩০শে অক্টোবর, ১২ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—প্রত্যূষে ৬৷৷০ টায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনযোগে যাত্রিগণ ন্যূনাধিক ১০মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বহুলাবন হইতে গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। গোবর্দ্ধনের 'বাস-ষ্ট্যাণ্ড' হইতে কিছু উত্তরে রাধাকুণ্ডের রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী আম্রকাননে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্ব-সংগৃহীত ভূমিখণ্ডে পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হওয়ায় পথচারী জনসাধারণের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। যাত্রিগণ দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে প্রসাদ পাই বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর দৈনন্দিন বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহারা পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণের সুযোগ পান।

ব্রজের তিনটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত :—গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ। ইহারা যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার তনু বলিয়া শ্রুত হয়। গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের প্রায় মধ্যস্থলে সমতল-প্রদেশে গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। ইহা "মানসী"-গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিক্ ব্যাপিয়া বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। কেদারনাথ-বন্দিত এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন মূল-নারায়ণের হৃদয় হইতে আবির্ভূত।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কেদার-বদ্রী দর্শনের
সর্ব্বতোমুখী সুযোগ— শীত-বর্ষা কম।

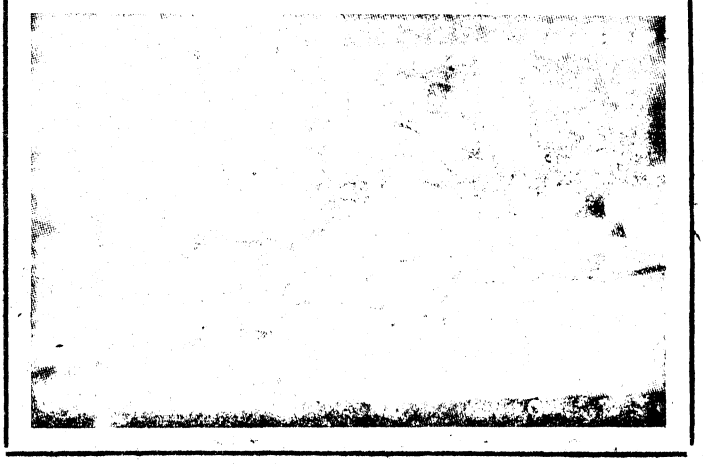
শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

৩১শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক, বুধবার—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। মঠাশ্রিত সেবক-সেবিকাগণ পূর্ব্বরাত্র হইতেই মহোৎসবের বিবিধ আয়োজনে তৎপর হন। তাঁহারা স্ব স্ব দেশে প্রচলিত রুচিপ্রদ বিবিধ ভোগসামগ্রী এবং শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য বস্তুসকল যথাসম্ভব প্রস্তুত করেন। **সকল**

প্রকার আয়োজন সমাপ্ত হইলে যাবতীয় নৈবেদ্য-সম্ভার শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পুষ্প-মলিকার ন্যায় সুশৃঙ্খলে সংস্থাপিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। কেন্দ্রস্থলে অন্নস্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধাতু ও মৃন্ময় পত্রাদিতে খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, লুচি, পুরী, ফল-মূল, পিঠা-পানা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি ৩ শতাধিক বিচিত্র ভোগ-সামগ্রীতে শ্রীবিগ্রহের শিবিরস্থ ভোগ-মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নৈবেদ্যসকল পুষ্প-পুষ্পমাল্যাদি সুশোভিত হইয়া সমঞ্জরী তুসলীপত্রে নিবেদিত হয়।

এইসময়ে যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর "অন্নকূট-মহোৎসব-বিবরণ" শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ যাত্রিগণকে কৃপাপূর্ব্বক জানান—"সাক্ষাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনে অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন বহু সৌভাগ্যের ফলেই লাভ হইয়া থাকে। আপনারা বিশেষ ভাগ্যবান্।"

এদিকে সুসজ্জিত শিবিকাস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ বিবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি ও চন্দনলিপ্ত সুগন্ধি পুষ্পমাল্য-বিভূষিত হইয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনের পর ভোগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। যাত্রিগণ অন্নকূটের এইরূপ বিরাট্ আয়োজন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি দলে-দলে আসিয়া অভিনব অন্নকূট দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।



অন্নকূট-মহোৎসবের ভোগ-সামগ্রীর দৃশ্য

অতঃপর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ, উপস্থিত দর্শনার্থী নর-নারী, আহূত, অনাহূত, দীন, দুঃখী, ধনী, দরিদ্র সকলকেই অন্নকূটের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীঅন্নকূট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন। বলা বাহুল্য, কয়েকজন অর্থ-বিত্তশালী ভক্তও এই উৎসবের আংশিক আনুকূল্য ও সেবাভার গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের হরিবাবু ও বেগমপুরের নারায়ণবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।



যাত্রী-শিবিরের সম্মুখে প্রসাদ বিতরণ

গোবর্দ্ধনে বিশেষ দর্শনীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে **দানঘাটী, মানসী-গঙ্গা, চক্রেশ্বর মহাদেব** (চাকলেশ্বর), **শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মন্দির, শ্রীহরিদেব, ব্রহ্মকুণ্ড** প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দানঘাটী গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া দধি-দুগ্ধাদি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকাসহ দানলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নন্দ-যশোদার দূরবর্ত্তী স্থানে গঙ্গাস্নানের ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মানস-সঙ্কল্পমাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম **মানসী-গঙ্গা।** এখানে গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে ব্রজবাসিগণ-সমক্ষে আবির্ভূত হন। ইহার তীরেই শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ বর্ত্তমান। মানসী-গঙ্গার উত্তর-তীরে গোবর্দ্ধনের

দ্বারপাল **চক্রেশ্বর মহাদেব** মন্দির অবস্থিত। এস্থলে শিব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অভীষ্টসেবায় সহায়তা করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত, সকল দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। চাকলেশ্বর ঘেরার মধ্যেই **শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর** বিদ্যমান। বৃদ্ধ বয়সেও গোস্বামিপাদের নিত্য গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা-সেবার ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় **শ্রীচরণ-চিহ্নযুক্ত** একখণ্ড গোবর্দ্ধন-শিলা তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—এই শিলা পরিক্রমা করিলেই শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা হইবে এবং তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। (এই শিলা বর্ত্তমানে বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধা-দামোদর-মন্দিরে সেবিত হইতেছেন)। ভজনকুটীরের নিকটেই **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমন্দির** ও তাহার প্রাচীন সেবা বর্ত্তমান। মানসী-গঙ্গার দক্ষিণ-তটপ্রদেশে **শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির** সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজও অতীতের গৌরব-কাহিনী গান করিতেছে। মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলের অধিদেব গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীহরিদেব শ্রীমন্দিরে বিরাজমান। ইহার বায়ুকোণে **ব্রহ্মকুণ্ড** অবস্থিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বন-ভ্রমনকালে হরিদেবকে দর্শন করিয়া এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এই কুণ্ডের তীরে পাক করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন।

১লা নভেম্বর, ১৪ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-সহযোগে ময়ূর-ময়ূরীর কেকাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে প্রায় ১৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া **শ্রীউদ্ধব-কুণ্ড, নারদকুণ্ড** প্রভৃতি দর্শন করেন। (উদ্ধবকুণ্ডে উদ্ধব মহারাজ দ্বারকা-মহিষীগণের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডল-মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নারদকুণ্ডে নারদ-ঋষি বৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন-মানসে তপস্যা করেন)। এস্থান হইতে যাত্রিগণ আরও প্রায় ১৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত রাধাকুণ্ডস্থিত **শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীব্রজ-স্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি** প্রভৃতি দর্শন করেন। রাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ ও শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী মহোদয়ের সরল অমায়িক ব্যবহার এবং পরিক্রমাকারী ভক্তগণের মধ্যে প্রচুর মিষ্টান্নাদি বিতরণ স্মৃতি যাত্রিগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা

অতঃপর যাত্রিগণ শ্রীরাধাকুণ্ডের চিন্ময় বারি শিরে ধারণ করিয়া **শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর সমাধি, শ্রীজাহ্নবাদেবীর মন্দির, শ্রীরাধারমণ-জীউ,** শ্রীল **গোপাল-ভট্ট** গোস্বামী, শ্রীল **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** গোস্বামী ও শ্রীল **রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর,** শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর পুষ্প-সমাধি, পঞ্চবৃক্ষরূপে **পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীগোবিন্দ** মন্দির, **গিরি-গোবর্দ্ধনের জিহ্বা**রূপ শিলা দর্শন করিয়া **শ্রীললিতা-কুণ্ড, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘেরা,** মণিপুররাজের ঠাকুরবাড়ী, **শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর উপবেশন-স্থান, গোপকুয়া,** নিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির, শ্রীরাধামাধব মন্দির, বনখণ্ডী মহাদেব, **তমালতলায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপবেশন-স্থান,** পাশাখেলা-স্থান, গোঘাট, **শ্রীমদনমোহনজীউ,** ভরতপুর মহারাজের মন্দির, **গোপীনাথ, গোকুলানন্দ,** কুণ্ডেশ্বর মহাদেব, ঝুলন-বট, শ্রীরাধাকৃষ্ণজীউ, তুঙ্গবিদ্যার স্থান, **শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মন্দির** প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের ঘাটসমূহ :—(১) শ্রীজাহ্নবা ঘাট (জাহ্নবা ঠাকুরাণীর দাস-গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দান), (২) শ্রীগোবিন্দ ঘাট (শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা), (৩) মানস-পাবন ঘাট, (৪) পঞ্চপাণ্ডব ঘাট (পঞ্চবৃক্ষরূপে পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থান ও দাসগোস্বামীকে স্বপ্নদান), (৫) শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট, (৬) শ্রীজীব-গোস্বামী ঘাট, (৭) গয়াঘাট (মাধবেন্দ্রপুরীর বসিবার স্থান), (৮) তমালতলা ঘাট (শ্রীগৌরসুন্দরের উপবেশনস্থান), (৯) বল্লভাচার্য্য ঘাট, (১০) সঙ্গম ঘাট (শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মিলনস্থান ও তমালবৃক্ষ) ও (১১) ঝুলনবটের ঘাট (শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলার স্থান)।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সহায়কারীরূপে তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রই সর্ব্বতীর্থগণ সেবনোদ্দেশ্যে আগমন করায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ। কুণ্ডদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রণালিকারূপ যোগসূত্র নিত্যকালই শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব ও প্রেমমিলন-বৈচিত্র্য প্রতিপাদন করিতেছে। কালপ্রভাবে এই কুণ্ডদ্বয় বাহ্যদৃষ্টিতে বিলুপ্ত হইলে, রাধাশ্যাম-মিলিততনু শ্রীগৌরহরি ব্রজে আগমনপূর্ব্বক 'আরিট্' গ্রামস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বল্পপরিমাণ জলে স্নান করিয়া এই কুণ্ডদ্বয়ের নিত্য অবস্থিতি ও বৈকুণ্ঠসীমা প্রকট করেন। তৎপরে গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু এই কুণ্ডদ্বয়ের

বিশেষভাবে সেবা-সংস্কারপূর্ব্বক ইহার উজ্জ্বল্য বিধান করেন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে অবস্থান করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত ব্রজ-ভজনে ব্যাপৃত হন। আমরা শ্রীসাধু-গুরুমুখে শুনিতে পাই—এই শ্রীকুণ্ডই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়গণের চরমোপাস্য, একমাত্র আশ্রয়ণীয় ও নিত্য-বসতিস্থল। ইহাই ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ কেলিকলা-বিস্তারকারী মাধ্যাহ্নিক বিহারস্থলী। কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা এই শ্রীকুণ্ডে বর্ত্তমান। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি উন্নততম রসপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী-স্বরূপ। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তাই গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের 'প্রেমামৃতাপ্লাবন'-ক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোপরি উপাস্য-তত্ত্ব।

রাধাকুণ্ডের দর্শনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ তথা হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত **কুসুম-সরোবর** দর্শন করেন। ইহা "সুমনঃ সরোবর" নামেও পরিচিত। কুসুম-চয়নের ছলে শ্রীমতী এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। এই সরোবরের দক্ষিণে 'শ্রীরত্নসিংহাসন' বা শঙ্খচূড়-বধস্থান, পশ্চিমে 'গোয়ালকুণ্ড', 'যুগল-কুণ্ড', 'কিল্লকুণ্ড', 'খেলন বন' প্রভৃতি স্থানও দর্শনীয়। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত ঘোষণাপত্রানুসারে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** ৩রা আষাঢ় ১৩৫৯, ইং ১৭।৩।৫২ তারিখে হাওড়া হইতে রিজার্ভ যোগে রওনা হইয়া পরদিবস প্রাতে বালেশ্বর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। এইতে যাত্রিগণ কীর্ত্তনসহযোগে **রেমুণা** উপস্থিত হন। তথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্থান ও **ক্ষীরচোরা গোপীনাথ** বিগ্রহাদি দর্শনান্তে ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করেন। পরদিবস তথা হইতে পুনরায় রিজার্ভ গাড়ীতে **ভুবনেশ্বর** আসিয়া ১ রাত্র ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়া পুনরায় পরদিবস দর্শনাদি করিয়া পুরী হইতে পুরী রওনা হইয়া ২০।৩।৫২ তাং এ অপরাহ্ণে পুরীধামে পঁহুছিত হন। সমিতি এখানে ৪।৭।৫২ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া **আলালনাথ, সাক্ষীগোপাল** ও

কটবর্ত্তী সমস্ত দর্শনীয় স্থান পরিক্রমাদি করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি এখানে এবৎসর বিরাটভাবে পালিত ইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে এক সভা আহ্বান করা হয় এবং ল সভাপতি-মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জনগণ রম কল্যাণ লাভ করেন। শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও পুন-াত্রাদি অনুষ্ঠান বিরাটভাবে কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা সহযোগে পালিত হইয়াছে। ।বং যাত্রিগণ সকলে স্বচ্ছন্দ দর্শন এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া রমানন্দ লাভ করেন। সমিতির সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ রেলভ্রমণ-কালে এবং প্রসাদসেবা ও বাসস্থান-বিষয়ে পরমানন্দিত হন। সমিতি যাত্রিগণ-সহ ।৭।৫২ তারিখে প্রাতে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে সকলে ।-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; ভাদ্র—১৩৫৯

১২ হৃষীকেশ, ১ ভাদ্র, ১৭ আগষ্ট, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ২।১০। **দি ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২০ হৃষীকেশ, ৯ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট, সোমবার—গৌর-পঞ্চমী রা ২।৩। অদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২২ হৃষীকেশ, ১১ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, বুধবার—গৌর-সপ্তমী রা ১।১৫। শ্রীললিতাসপ্তমী।

২৩ হৃষীকেশ, ১২ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—গৌরাষ্টমী রা ১২।৯। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী।

২৬ হৃষীকেশ, ১২ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট, রবিবার—গৌরৈকাদশী রা ৬।৪২। **পার্শ্বৈকাদশী ও বামন-দ্বাদশীর উপবাস।**

২৭ হৃষীকেশ, ১৬ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৪।২৪। **দি ৯।৩১ মধ্যে শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চ্চনান্তে পারণ।** শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ হৃষীকেশ, ১৭ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী দি ১।৫৯। **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৯ হৃষীকেশ, ১৮ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার—গৌর-চতুর্দ্দশী দি ১১।৩১। শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৩০ হৃষীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—পূর্ণিমা দি ৯।৭। **শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন॥
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১১ হৃষীকেশ, ৪৬৬ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৫৯ ; ইং ১৬।৮।৫২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকেশবায় নমঃ

নব-প্রিয়কমঞ্জরীরচিত-কর্ণপূর-শ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতীকলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্।
দরোচ্ছ্বসিত-যূথিকাগ্রথিত-বহ্ব-বৈকক্ষকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥১॥

পিশঙ্গি মণিকঙ্কনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে।
ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥২॥

ঘনপ্রণয়-মেদুরান্ মধু সর্ম্মগোষ্ঠী-কলা-
বিলাস-নিলয়ান্ মিলদ্বিবিধ-বেশ-বিদ্যোতিনঃ।
সখীনখিল-সারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৩॥

শ্রমাম্বু-কণিকাবলী-দরবিলীঢ়-গণ্ডান্তরং
সমূঢ় গিরিধাতুভির্লিখিত-চারু-পত্রাঙ্কুরম্।
উদঞ্চদলিমণ্ডলী-রুচিবিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৪॥

নিবদ্ধ-নব-তর্ণকাবলী-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎ-খুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৫॥

পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্ব-শ্রিয়ং
চলত্তরল-নৈচিকীনিচয়-ধূলি-ধূম্রস্রজম্।
মরুল্লহরী-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৬॥

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৭॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥৮॥

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসর্বোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দদ্বয়ে
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখা-সখঃ ॥৯॥

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

অভিনব কদম্ব-মঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, বিকশিত মালতী-মালায় যাঁহার মৌলি সুশোভিত ও যিনি ঈষৎ-বিকশিত অতি-সুন্দর যূথিকামালা গলদেশে ধারণ করিয়া সায়ংকালে বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥১॥

"হে পিশঙ্গি! হে মণিকন্তনি! হে প্রণতশৃঙ্গি! হে পিঙ্গেক্ষণে! হে মৃদঙ্গ-মুখি! হে ধূমলে! হে শবলি! হে হংসি! হে বংশিপ্রিয়ে!" —ইত্যাদি সম্বোধন-বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥২॥

যাঁহারা প্রগাঢ়-প্রণয়হেতু অতি-স্নিগ্ধ, সুমধুর পরিহাস-বাক্যে ও নৃত্য-গীতাদি কলাবিলাসে কুশল এবং যাঁহারা নানাপ্রকার বেশ-ভূষায় সুশোভিত, এবম্বিধ বয়স্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৩॥

বিন্দু-বিন্দু শ্রমজলে যাঁহার গণ্ডদেশ সুশোভিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা পত্রাঙ্কুর লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার কুটিল-কুন্তলের শোভায় মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৪॥

যে-সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া খুরাগ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, তাহাদিগকে বেণুনিনাদ দ্বারা নিবর্ত্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৫॥

যিনি ধ্বজ-বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রে ধাবমান গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলি-পটলে যাঁহার বনমালা ধূম্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ-মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৬॥

যিনি বিলাস-মুরলীর মধুর-ধ্বনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃতুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত উল্লাসিত ও অতিশয় আনন্দহেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥৭॥

দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরূঢ়, ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষ-মালায় যিনি সংকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর-গতির ন্যায় তাহাদিগের কুচাগ্রমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥৮॥

যিনি ব্রজ-রমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল-ধীসম্পন্ন করিয়া নিজ-পাদপদ্মে অচলা রতি জন্মাইয়া চিরসুখী করেন।

ভক্তিসিদ্ধান্ত

ত্রিবিধ অধিকারে বেদের ত্রিবিধ কাণ্ড

বেদশাস্ত্রে তিনটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যোগ্যতা বা অধিকার অনুসারে বেদশাস্ত্র ত্রিবিধ কাণ্ডে বিভক্ত। ফলভোগপর রুচি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্‌গম। ফলত্যাগপর রুচি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রবৃত্তি। ঐহিক বদ্ধানুভূতি এই দুইটী বিভিন্ন মার্গের উদয় করাইয়াছে। আমুত্রিক মুক্ত্যনুভূতি এই কাণ্ডদ্বয়কে বহুমানন করেন না। মুক্তাভিমানে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিপথ। ঐহিক বদ্ধ-বিশ্বাসে পারলৌকিক উপাসনা-কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের শাখা-বিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার উদয় করায়। জগতের যাবতীয় লৌকিক অনুভূতি পরিণামশীল বা ক্ষরধর্ম্মযুক্ত। যে পথ

অবলম্বনে ক্ষর-ধর্ম্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্যা।

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তির সহায়ক নহে

লৌকিক ভোগপর কর্ম্মসমূহ, লৌকিক ত্যাগপর জ্ঞান, বেদশাস্ত্রের ভক্তি-শাখার সহায়তা করে না। বেদোল্লিখিত ভক্তিকাণ্ডযাজীর নিকট বেদের লৌকিক জ্ঞানপ্রসূত কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখার আদর নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানশাখাময় বৈদিক পথদ্বয় অক্ষর-বস্তুর সেবা করিতে অসমর্থ। উক্ত শাখাদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিশাখায় অবস্থিত মনে করা স্বরূপ-ভ্রান্তির পরিচয় মাত্র। অপরা বিদ্যা সম্বল করিয়া পরাবিদ্যা ভক্তির উপলব্ধি ঘটে না। ভক্তি প্রকৃতির অতীত বস্তু। যাঁহারা লৌকিক বিষয়-সেবায় রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা ক্ষরবস্তুর অনুশীলনে জীবন যাপন করেন।

কর্ম্মের ফল—অনিত্য ভোগ, জ্ঞানের ফল—আত্মবিলোপ ও ভক্তির ফল—কৃষ্ণপ্রেমা

সিদ্ধান্ত বলিলে **পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক** সিদ্ধপক্ষ স্থাপনকে বুঝায়। ভক্তিশাখা-যজনকারী মনীষীবৃন্দ বলেন যে, বেদশাস্ত্র **সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন** এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের আবাহন করিয়াছেন।

কর্ম্মশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ জানেন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান অভিধেয় জানিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন।

জ্ঞানশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নির্ভেদ ব্রহ্মের সহিত একীভূত সম্বন্ধ করিয়া ষট্‌কসাধন-বলে অথবা হরিতোষণ-বলে প্রাকৃত ভেদহীন জ্ঞানানুশীলনরূপ অভিধেয় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাকৃত অজ্ঞানোত্থ দ্বৈতভাব নিরসনরূপ ফলদ্বারা নিজ বিলোপ সাধন করেন।

ভক্তিশাখাবলম্বী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণ-সেবনরূপ নিত্য অভিধেয় ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ফলস্বরূপে কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্ত হ'ন।

ভক্তিসিদ্ধান্তের অনভিজ্ঞতায় কর্ম্ম-জ্ঞানের আবাহন

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ফলকামময় কর্ম্ম-বৃত্তিদ্বারা, ফলত্যাগময় জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা এবং উভয় ত্যাগময় ভক্তিবৃত্তিদ্বারা বেদশাস্ত্রকে পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বিপ্রগণের

বিভিন্ন রুচিগত পার্থক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা বেদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে একমত নহেন। নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে অদ্বয়জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানরূপ দ্বৈতমত গ্রহণ করিতে গিয়া প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগময় রাজ্যে বেদের অপর দুইটী শাখার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইলে তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখাদ্বয়ের অপ্রাকৃত রাজ্যে অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতই বেদের সার বা বেদান্ত

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্ররূপ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। বেদের উপাসনাকাণ্ড সুষ্ঠু ভাবে সুযোগ্য ভাগবতগণের উপকারের জন্য জানাইয়া দিতে এই গ্রন্থরূপী ভগবানের নামাত্মক-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই বেদের প্রপক্ক ফলরূপ গ্রন্থে জ্ঞান-শাখার নীরস কষায় এবং কর্ম্মশাখার বৈরস্য বহুমানিত হয় নাই। বেদতাৎপর্য্যে অভিজ্ঞতা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদেয়তা কর্ম্মি-জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণেরও স্ব-স্ব পণ্যদ্রব্যের পরিহার করাইতে পারে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ চরিত্রে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সারগ্রাহী-চূড়ামণি বেদের ভক্তিশাখা-পারঙ্গত ব্রাহ্মণবর্য্য পরমহংস-কুলাধিরাজ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগৌরোদ্ঘাটিত রহস্যমূলে লীলাময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই অগ্রতম বেদে লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সিদ্ধান্ত-জ্ঞানাভাব ভক্তির বাধক

যিনি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আলস্য করিয়া বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবেন না, তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার অথবা অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভক্তিসিদ্ধান্ত না জানিয়া তিনি বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ-জ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক অপর দুইটী পথকে ভক্তি পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত অনুষ্ঠানসমূহ কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্যবর্গ

শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ **শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী**, প্রভুর দাসগণের ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া **শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু** 'হরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু' নামে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভক্তমাত্রেরই জীবন-স্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত বেদ-ভাষ্যের অবহেলাক্রমে আজ বর্ত্তমান ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাকৃত কলুষ প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজের উপকারের জন্য **শ্রীশ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভুপাদ** সম্বন্ধজ্ঞান বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'ষট্‌সন্দর্ভের' প্রথম চারিটি সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে **সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা** করিয়াছেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য, আর শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীদামোদর-স্বরূপের কৃপাপাত্র **শ্রীশ্রীমৎ রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুপাদ** স্বীয় 'স্তবাবলী' প্রভৃতি অপ্রাকৃত গ্রন্থে **অভিধেয়-তত্ত্বের স্বরূপ** প্রদর্শন করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তের অভিধেয়-তত্ত্বাচার্য্য-স্বরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরূপানুগত্যেই বেদের শুদ্ধ ভক্তিকাণ্ড প্রচারিত হইয়াছে।

প্রচারের ফল যোগ্যপাত্রেই প্রতিফলিত হয়

প্রচার বলিলেই যে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণ সেই প্রচারের ফললাভ করিবেন এরূপ নহে। যোগ্যপাত্রে সিদ্ধান্ত-আলোক সুষ্ঠুভাবে প্রদীপ্ত হইলেই ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদশাখায় অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপানুগত্য-করণে সমর্থ হইবেন। ভক্তিসিদ্ধান্তের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ আজ অবৈদিক শূদ্র বলিয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রমত্ত। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাদিগকে সৎসিদ্ধান্ত শুনাইয়া বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যজনে যোগ্য করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

মানবজাতির সকল শ্রেণীই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আলোচক

যে-কাল হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইকাল হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এই বিষয় দুইটীর আলোচনা হইয়া থাকে। যতপ্রকার লিখিত শাস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে

দৃষ্ট হয়, সে-সমুদয়ই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আর্য্যজাতির বৈদিক শাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল ও বৌদ্ধ-সমাজের বেদ-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান সমুদয়ই ইহার প্রমাণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক যে মানব-জাতির একটী প্রধান তত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিশাল আলোচনার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয়। যখন সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কোন একটী বিষয়ের আলোচনা ও সম্যক্ বিচার হয়, তখন ঐ বিষয়টী যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক

মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া কিছুদিবস পরে কোন ব্যক্তিই সমাগত হয় নাই; অতএব 'জীবের দেহ-বিয়োগের দ্বারা যে অস্তিত্বের অভাব হয় না'—এই প্রকার বিশ্বাসের প্রমাণ কি? এই বিশ্বাসের সাধারণতাই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিতে হইবে। উত্তর-কেন্দ্রস্থ কোন পুরুষ এবিষয়ে দক্ষিণ-কেন্দ্রস্থ পুরুষের সহিত বিবাদ করেন না, বরং আত্মার অমরত্ব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যদিও অনেকানেক দুর্ভাগা ব্যক্তি কুতর্ক-সহকারে এবং অসদালোচনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অমরতা বিশ্বাসকে নিরস্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদের দ্বারা জগতের সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে না। আর্য্য-প্রদেশে 'চার্ব্বাক্' প্রভৃতি এবং অপরাপর দেশে 'সারডনেপ্লাসাদি' অনেক অনিত্যবাদী পাষণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আত্মার অমরতার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় নাই।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-আলোচনার প্রস্তাবনা

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবের আনন্ত্যে নিশ্চয়তা প্রভৃতি যে-সমস্ত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ক তত্ত্বও প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই বিষয়ের বিচার লিপিবদ্ধ হইয়া পুরুষানুক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অখিল বেদও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিতেছে। এই সমুদয় বিষয় নিম্নে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ের আলোচনা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা লিখিত হইবে।

ভারতের ৮।১০ শতাব্দী পূর্ব্বেকার অবস্থা

এখন সহস্র বৎসর বিগত হয় নাই, আর্য্য-বিরোধিগণ আমাদের আর্য্যভূমিকে হস্তগত করিয়াছিল। তাঁহাদিগের ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও ধর্ম্ম এদেশের পক্ষে

অতিশয় বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহোদয়গণের অধিকতর ক্লেশ হয়। তাহারা স্বভাবতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিষ্ঠুর থাকা-প্রযুক্ত এদেশের সমুদয় বিষয়ের হ্রাস হইতে লাগিল। যে-দেশে কবি-গুরু বাল্মীকি ও জ্ঞানিপ্রবর বেদব্যাস সুমিষ্ট সংস্কৃত-ভাষায় নানাবিধ ছন্দে কত কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, যে-দেশে হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিক নৃপতিসকল প্রজার সুখ-বৃদ্ধির জন্য আপনাপন শরীর ও ইন্দ্রিয়বল ক্ষয় করিয়া বার্দ্ধক্যের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যে-দেশে সাবিত্রী, অরুন্ধতী, বৃন্দা প্রভৃতি মহিলাগণ সতীত্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ঐতিহাসিক যশাকাশের নক্ষত্ররূপে দেদীপ্যমানা হইয়াছিলেন, সেই ভুবনবিজয়ী ভারতভূমি * * * খড়্গধারী ব্যক্তিদিগের হস্তে যে কতই দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রাচীন ভারতের দুর্দ্দশাহেতু নানা অপধর্ম্মের উৎপত্তি

বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইল, জ্ঞান গুপ্ত হইল এবং আর্য্য-চৈতন্য একবারে শীত-কালের সর্পের ন্যায় সুপ্তপ্রায় রহিল। ব্রাহ্মণদিগের তর্কসকল সুদীর্ঘ পুস্তকের অন্তর্ভাগে স্থান গ্রহণ করিয়া তটস্থভাবে রহিল। ক্ষত্রিয়সকলের শৌর্য্য ও বীর্য্য কেবল শয়নাগারে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। অপরাপর জাতিসকল স্বীয় ধর্ম্মের আশ্রয়ের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া বেদ-বিধি ভঙ্গ করিতে লাগিল। যদিও এই প্রকার আপৎকালে অনেকের পক্ষে নিবৃত্তি-ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয়, তথাপি কর্ম্মফলানুসারে আর্য্য-বংশীয় পুরুষেরা বেদ-ধর্ম্মের অতিক্রমণ করত অনেকপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ-শাসনে ভারতীয় যুবকদের অধঃপতন

ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের এতদ্দেশে আগমন হওয়ায় আমরা অনেক সুখ পাইতেছি। কিন্তু কোন ঘটনাই অমিশ্র সুখ দিতে সক্ষম হয় না। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষাধিকার হওয়ায় যেমন আমাদের অধিক সুখ হইয়াছে, তদ্রূপই আমাদের কোন কোন বিষয়ে অমঙ্গলও হইয়াছে। ইংরাজেরা এ প্রদেশে স্বীয় ভাষার দ্বারা অনেকপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন করত ও তাঁহাদের প্রকাশিত ধূম্রজান, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যন্ত্রসকল দর্শন করত একেবারে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর

দোষের উৎপত্তি হইতেছে। আর্য্য-ভাষা ও তদন্তর্গত বিশাল ও নির্ম্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। এ বিষয়ের প্রমাণ অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কোন একটি কৃতবিদ্য ইংরাজী-বিদ্যার অধ্যাপককে পরমপূজনীয় সর্ব্ববেদসার সাক্ষাৎ সামবেদরূপী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে হাস্য করিয়া উহাকে পুরাতন পুস্তক কহিয়া কোটরস্থ করিতে উপদেশ দিবে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের আধ্যাত্মিক পরম-রমণীয় অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত-সকলের সারবত্ত্বা বুঝিতে না পারিয়া লাম্পট্যোদ্রেকী অসার পুস্তকের মধ্যে উহাকে পরিগণিত করে। আহা! কতদূর মূর্খতা! এ সকল বালকেরা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়া অনেক দল-বল সংস্থান করত কয়েকটি উপধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে। সে যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রাকৃত বিজ্ঞান-সকলই যে মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ঐ সকল অপক্ক ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্বপ্নবৎ ভাণ বলিয়া স্থির করে। ইহাতে ইংরাজদিগের দোষ কি?

বাইবেলের নিবৃত্তি-মার্গ আচ্ছাদিত হইয়া সম্প্রতি বিজ্ঞান-প্রভাবে প্রবৃত্তি-মার্গের প্রাধান্য

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভাবের উদয় করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পাঠকবর্গেরা এই বিষয় অবগত হউন, যে ইংরাজ-সংসর্গে আর্য্যবংশীয় ব্যক্তিগণ নিবৃত্তি-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য বোধ করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীর মধ্যে 'সারমার্গ প্রবৃত্তি,'—এইরূপ তাঁহারা স্থির করেন, নিবৃত্তি-মার্গকে পূর্ব্বকালের ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে-প্রকার সঙ্গ হয় তদ্রূপই জীবের বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বভাব হইয়া উঠে, ইহা ভূরি ভূরি শাস্ত্রে কথিত আছে। ইংরাজেরা সম্প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনোবলের প্রাচুর্য্যে প্রবৃত্তি-মার্গকে ভগবদ্ধামের একমাত্র পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'সম্প্রতি'-শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের অবতার বা ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্ট স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্মে উভয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ স্বীকার করত তন্মধ্যে নিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা স্থাপনা করিয়াছেন।

যিশুর নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ

একব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে গুরো! অনন্তায়ুঃ পাইবার জন্য কি কর্ত্তব্য?" যিশু কহিলেন, "যদি সাংসারিক ধর্ম্মসকল প্রতিপালন করিয়াও এপ্রকার প্রশ্ন কর, তবে শুন, তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর এবং আমার অনুগামী হও।" সে ব্যক্তি এই পরামর্শে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, "দেখ বিষয়িলোক-

দিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ঘটনীয়।" পুনরায় কহিলেন, "যে মনুষ্য আমার পথানুগামী হইবার জন্য গৃহ, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা, মাতা, ভার্য্যা, কি শিশুবালক-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের অধিক লভ্য হইবে এবং তাহারা অনন্ত আয়ুর অধিকারী হইবে।"

বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ যিশুর মতবিরোধী

যিশুর এই প্রকার অনেক উপদেশ আছে। যিশু যে একজন বৈরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম শিক্ষিত হয়, তাহা খ্রীষ্টের উপদেশের সহিত ঐক্য হয় না, নতুবা খ্রীষ্টিয়ান জাতিসকল রাজ্য-লাভের জন্য প্রাণবধ ইত্যাদি স্বীকার করিত না। যুদ্ধ করা একপ্রকার পশু-বৃত্তি বলিতে হইবে, অতএব বৈরাগ্যধর্ম্ম-বিরোধী, ইহাতে আর সংশয় নাই।

প্রটেষ্টাণ্ট লুথারের প্রবৃত্তি-মার্গ—যিশুর বিশুদ্ধ মত নহে

হে ভাগবতমহোদয়গণ! খ্রীষ্টের এই উপদেশে কি নিবৃত্তি-মার্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইল না? ইংরাজ-মহাশয়েরা খ্রীষ্ট হইতে কি স্বতন্ত্র হইলেন না? কেবল যে প্রবৃত্তি-মার্গ শ্রেষ্ঠ, এরূপ সকল ইংরাজগণ কহেন না সত্য, কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্তি-বিদ্বেষী, তাঁহারা 'লুথর' নামক কোন ধর্ম্মসংস্কর্ত্তার শিষ্য। 'লুথরে'র সময় হইতে তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গই উপাসনার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক 'প্রটেষ্টাণ্ট' অর্থাৎ 'লুথরের' শিষ্যসমূহ সন্ন্যাসাবলম্বী পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বলেন। কিন্তু রুশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশে লুথরের মত বিশেষরূপে গ্রাহ্য না হওয়ায়, তথাকার পাদ্রীগণ কখন কখন আমাদের বৈরাগী ও মোহান্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-সম্ভোগে বিরত হইয়া নিঃসঙ্গ-ভাবে উপাসনা করেন। ঐ মতকে 'কেথলিক' অর্থাৎ খ্রীষ্টের যথার্থ মত কহা যায়। 'লুথর' খ্রীষ্ট-বাক্য-সকলের লক্ষণা দ্বারা স্বতন্ত্রার্থ করত নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লুথার-পন্থী ভারতীয় যুবকদের ঘৃণিত বিচার

আমাদের দেশে যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরিব্রাজক বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষৎ সকলের গৌণার্থের দ্বারা মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে 'লুথর'ও তদ্বৎ বাইবেল-শাস্ত্রের গৌণার্থ করিয়া নিবৃত্তি-মার্গকে ভ্রমমার্গ কহিয়া প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নবীন ইংরাজী বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-ভক্তির দ্বারা আর্দ্রচিত্ত হইয়া এই প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। সন্ন্যাসী ও বৈরাগিসকলকে দেখিলে তাঁহাদের এই বলিয়া

দুঃখ হয় যে, আহা! এপ্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সংসারের উন্নতির পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। ইহারা যদি বিবাহাদি করিয়া ভূমি-কর্ষণাদি ক্রিয়া করিত, তাহা হইলে ভূদেবীর অনেক দুঃখের লাঘব হইত।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তারতম্য-বিচারে চারিটী প্রমাণ

এই প্রকার যাঁহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মূর্খ, এমত আমরা বর্ণনা করি না, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট মানব ভ্রমশূন্য হইতে পারে না; অতএব তাঁহাদেরও যে ভ্রম থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? প্রবৃত্তি-মার্গের পক্ষাবলম্বী বস্তুতঃ অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এই বিষয় বিচার করিতে হইলে শ্রীশ্রীভাগবতোক্ত চারিটি প্রমাণের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বনে লেখকের নির্ভীক আলোচনা আরম্ভ

"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।" (ভাঃ ১১।১৯।১৭)। অখিল শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও যুক্তি এই চারিটী প্রমাণ অবলম্বন করিলে বিচার নির্ম্মল হইবে। **আমরা বিচার-কালে কোন মনুষ্যের পাণ্ডিত্যে ভীত বা ভ্রান্ত হইব না। আমরা স্বাধীনতার সহিত বিচার করিব।** পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ কহিয়াছেন।—

স্বাধীনতা-রত্ন হয় ঈশ্বরের দান।
তাহারে ত্যজিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্॥

নির্ম্মল যুক্তি, শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা আমাদের নিতান্ত পূজ্য। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতসকলে যদিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিবেন, তথাপি তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে প্রবৃত্তি-মার্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজেরাও মনুষ্য। আমাদের নব্য মহোদয়েরা যে প্রাপ্ত সাধ্যভ্রমের বশীভূত হইয়া আর্য্য-প্রকাশিত নিবৃত্তি-পথকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটিও তাহাদের বহু ভ্রমের মধ্যে একটী প্রধান ভ্রম। এক্ষণে মূল বিষয়ের বিচার করা যাউক। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে প্রার্থনা

(মন !) প্রজল্প ছাড়িয়া, বদন ভরিয়া,
শ্রীরাধাগোবিন্দ বল না ?
আন কথা ছাড়ি', চিন্ত সদা হরি,
ভব-ক্লেশ তব রবে না ॥

ব্রজ পরিহরি,' ব্রজেশ শ্রীহরি,
রাধাঙ্গ করিয়া ধারণা ।
(রাধা) প্রেম আস্বাদিতে, উদি' নদীয়াতে
গৌররূপে—তুমি জান না ??

নাহি স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র জ্ঞান,
সবে যাচে প্রেম—লও না ?
অনর্পিত প্রেম, লক্ষ যেন হেম,
কোন যুগে কেহ লভে না ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, দাতা হেন অন্য,
হয় নাই কভু হ'বে না ।
হেন দয়াময়, প্রভু গোরারায়,
পায় নাই কেহ পাবে না ॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ, ত্রিজগৎ-বন্দ্য,
প্রেমের মূরতি দু'জনা ।
নিতাই, চৈতন্য, বলি' হও ধন্য,
তোমার কি আর ভাবনা ??

ওরে দুষ্ট মন ! না কর স্মরণ,
তাঁ'দের অপার করুণা ।
পেয়ে কলি ধন্য, নিতাই-চৈতন্য,
বদান্যের নাহি তুলনা ॥

'কৃষ্ণ' দু' আখর, সুধার আকর,
নাম-নামী কভু ভিন্ন না।
গুরু কর্ণধরে দিয়াছেন তোরে,
করিয়া অসীম করুণা॥

জীব-দুঃখ হেরি', গোলোক-বিহারী,
প্রেষ্ঠরূপ করি' ধারণা।
কৃষ্ণসেবা দিতে, উদয় জগতে,
মন! তুমি কি তা জান না??

গুরুকৃপা বিনা, ভকতি মিলে না,
সে পদে শরণ লও না?
ভবার্ণবে তরী, শ্রীগুরু কাণ্ডারী,
উপমা জগতে হয় না॥

(তাঁর) চরণ আশ্রয়, নৈলে ভব-ভয়,
শ্রেয়ঃ বস্তু লাভ হ'বে না।
গুরু-পাদপদ্ম, শুদ্ধভক্তি-সদ্ম,
সদা মন কর বন্দনা॥

গুরু-কৃপা হ'লে, প্রেমভক্তি মিলে,
দারিদ্র্য-দুঃখ ত' থাকে না।
মন! তুমি দীন, শুদ্ধভক্তি-হীন,
বৃথা তব প্রাণ ধারণা॥

গুর্ব্বনুগ হ'য়ে, গোবিন্দ ভজিয়ে,
জনম সার্থক কর না?
গুরুর আদেশ, নিলে শিরোদেশ,
অন্য-অভিলাষ রবে না॥

নাহি নাহি আর, কোন গতি তার,
গুরুকে মরত ভেবো না।

জয় জয় গুরু,　　বিশ্ব-কল্পতরু,
অধমে কর হে করুণা ॥
অজ্ঞান নাশিয়া,　　কেশ আকর্ষিয়া,
চরণে সদাই রাখ না।
ঘুষিবে জগতে,　　দয়া ভালমতে,
রাতুল চরণে প্রার্থনা ॥
অহৈতুকী দয়া,　　কর হে উদয়া,
এমন সুপাত্র পাবে না।
সেই দয়া বই,　　কোন গতি নাই,
গুরুপদে দীনার প্রার্থনা ॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং বানারিপাড়া, (বরিশাল)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ভগবানকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া যে উদাহরণ দিয়া থাকি, তাহা 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়' মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে আংশিক গুণ প্রকাশিত হয় মাত্র। কল্পবৃক্ষের নিকট যিনি যাহা যাচ্ঞা করেন তিনি তাহা প্রাপ্ত হন মাত্র, পরন্তু কল্পবৃক্ষের আশ্রিত ব্যক্তির কল্পবৃক্ষের প্রতি কোন আসক্তি নাই। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের মধ্যে যে আসক্তি-জনিত পরস্পর আদান-প্রদানের নিয়ম আছে, তাহাই মাধুর্য্যময়। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণকে সেই সেই বিষয়গত ফল প্রদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষের সহিত তুল্য হইতে পারেন, কিন্তু পরস্পর আসক্তি-প্রযুক্ত তিনি তাঁহার নিজ-ভক্তগণের নিকট কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও অধিক উপাদেয়। সুতরাং সেই ভগবানকে 'ভক্তবৎসল' বলিলেই তাঁহার করুণার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা হয়।

পিতা হিরণ্যকশিপু এবং পুত্র প্রহ্লাদ উভয়েই যে-যেভাবে ভগবানের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, ভগবানও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি সেই সেই-

ভাবে প্রতি-ব্যবহার করিয়াছেন। 'ভগবান্ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিতে পারেন কি না'—হিরণ্যকশিপু এই কথায় অবিশ্বাস করিয়াই ভক্ত প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহার ভগবান্ স্তম্ভের মধ্যে আছেন কি না? আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্ত প্রহ্লাদের সেইপ্রকার অবিচ্যুত দৃঢ়-বিশ্বাসের প্রমাণ দিবার জন্য স্বয়ং নৃসিংহরূপে সেই স্তম্ভের মধ্য হইতেই বাহির হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে নিজ শত্রু বলিয়া বিচার করিতেন, সুতরাং ভগবানও তাঁহার শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়া শত্রুর যে কার্য্য তাহাই সম্পাদন করিয়া হিরণ্য-কশিপুর বুদ্ধির অগোচর নখর দ্বারা তাহাকে ছিন্নবিছিন্ন করিয়াছিলেন; আর ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবানকে সর্ব্বদাই নিজ প্রভু বলিয়া স্মরণ করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে ভগবান্ হিরণ্যকশিপুর অমানুষিক অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এই কথার যথার্থ অর্থ এইস্থানেই প্রকাশিত হইয়াছে। সাধুগণের পরিত্রাণ-কালে ভগবানের আবির্ভাব হইলে আনুসঙ্গিকভাবে অসাধুর বিনাশ-কার্য্য সাধিত হয়, নচেৎ কেবল অসাধুর বিনাশ-কার্য্যের জন্য ভগবানের বিবিধ শক্তিই যথেষ্ট কার্য্যকরী হইতে পারে। এইপ্রকার কার্য্যের দ্বারাই ভগবানের সমতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ যিনি যে ভাবে বা যে রসে ভগবানের সহিত সম্বন্ধিত, ভগবানও তাঁহার সহিত সেইভাবে বা সেই রসে প্রকাশিত। এইপ্রকার বিচিত্র কার্য্যাদির দ্বারা ভগবান্ নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না, পরন্তু তিনি যে অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম—ইহাই প্রমাণিত হয়।

প্রাকৃত জগতে যেমন দেখা যায়—প্রত্যেকেই নিজ-নিজ দাস, বন্ধু, পুত্র এবং কলত্রাদির প্রতি সাধারণভাবেই আসক্ত থাকেন, সেইপ্রকার অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত দাস, বন্ধু, পুত্র এবং কলত্রাদির প্রতি স্বাভাবিক-ভাবেই আসক্ত থাকেন। প্রাকৃত-জগতে যেমন কেহ অন্য কাহারও দাস, বন্ধু প্রভৃতির সহিত আসক্ত হন না, অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান্ অন্যান্য দেবতাগণের দাসের প্রতি আদৌ আসক্ত নহেন। অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত-প্রতিফলনই এই প্রাকৃত জগৎ। বিকৃত-প্রতিফলন বলিয়াই প্রাকৃত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য-রসের তিক্ততা, হেয়তা প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু ভগবানের সহিত আমাদের যে অপ্রাকৃত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য-রসের সম্পর্ক আছে, তাহার উদ্বোধন হইলে আর আমাদের তিক্ততা বা হেয়তা অনুভব করিবার অবকাশ থাকে না।

এইস্থানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তগণের প্রতি আসক্ত হন, তাহা প্রাকৃত কোন জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা বা শ্রীর বলে নহে। ভগবানের সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইতে হইলে প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বা শ্রী কোনটীই আমাদের সুবিধা করিয়া দিতে পারে না; বরং অপরপক্ষে প্রাকৃত নীচকুলে জন্ম, ধন-হীনতা, অজ্ঞানতা এবং সৌন্দর্য্য-হীনতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণও ভগবৎ প্রাপ্তির কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এইখানেই ভগবানের সমতার পরিচয়। প্রাকৃত জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা-শ্রী থাকিলে, বা না থাকিলে, কিছুই যায় আসে না। একমাত্র প্রীতি বা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলেই ভগবান্ সেই সেই সেবকের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্ ভক্তই 'সাধু'-নামে পরিচিত। সুতরাং সাধুর পরিচয় হইবে ভগবদ্ভক্তির পরিচয়ে; জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বা শ্রীর সহিত সাধুর কোন সম্বন্ধ নাই। ক্ষয়িষ্ণু যক্ষা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যে জন্ম-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা বা শ্রী, তাহার কোনটীই উপাদেয় নহে; কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির নীচকুলে জন্ম, ধনহীনতা, অজ্ঞান বা সৌন্দর্য্যহীনতা সমস্তই উপাদেয়। সেই প্রকার মায়াদুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু জগতের সমস্ত ধন, ঐশ্বর্য্য, জন্ম বা শ্রী কোনটীরই স্থায়ী মূল্য নাই, আর ঐগুলি না থাকিলেও যাহার সামান্য ভগবদ্ভক্তি আছে, তাহার মূল্য বা সম্মান অনেক অধিক। ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির জন্ম-ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপ-তপ সমস্তই মৃত ব্যক্তিকে সাজাইয়া লোকরঞ্জন-কার্য্যের ন্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণের অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি আছে কিনা, তাহাই যাচাই করেন। প্রাকৃত জন্ম-ঐশ্বর্য্য আছে কিনা, সে হিসাব তিনি রাখেন না। তাই তিনি শ্রীগীতায় তাঁহার সমতার পরিচয় আরও ভালভাবে দিলেন। যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীঃ ৯।৩০)

এইস্থানে দৃঢ়তার সহিত বুঝা আবশ্যক যে, "ভজতে মামনন্যভাক্" অর্থে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন বুঝায়। যাঁহার বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপর-তত্ত্ব, আর সমস্তই তাঁহার অংশ-কলা ও শক্তিতত্ত্ব, তিনি একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করেন। তিনি যদি স্বভাববশতঃ সুদুরাচারও হন তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 'দুরাচার' শব্দে চোর, লম্পট, পরহিংসা-পরায়ণ ইত্যাদি বুঝায় এবং 'সু-দুরাচার' শব্দে তাহা অপেক্ষাও অধিক বুঝায়। অতএব তদ্রূপ অবস্থাতেও

জাগতিক দৃষ্টিতে অসদাচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি একান্তভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-অন্যাভিলাষ-পরিবর্জ্জিত হন, তাহা হইলে সেইসকল অনন্যভাক্ ভক্তগণকে সাধু-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রাকৃত সদ্‌গুণ বা অসদ্‌গুণের সহিত সাময়িক কিছু সম্বন্ধ থাকিলেও, সেগুলি ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নহে; সেইসকল গুণের নিত্যত্ব কিছুই নাই। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং ভগবানের নাম-গুণ-লীলা-পরিকর হইতে অভিন্ন বলিয়া কোনই অনিত্য বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হয় না। সেই প্রকার বহু-মূল্য বস্তুর সহিত সামান্য সংস্রবই বহুভাগ্যের পরিচয়। প্রাকৃত বহু-মূল্য বস্তু কোনদিনই তাহার তুল্য হইবে না। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বহুপ্রকার হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত মূলশ্লোকের "মন্তব্য"-বাক্যটীর প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। যে-বিষয় উত্তমরূপে বিচার করা যায়, তাহারই সিদ্ধান্তকে 'মন্তব্য' স্থির করা হয়। আবার সেই বিষয়ের বিচারক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাঁহার 'মন্তব্য' সকলেরই শিরোধার্য্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আবার 'মন্তব্য' কথাটি একটি বিধিবাক্য। হয়ত অনেকে বলিবেন—সুদুরাচার-সম্পন্ন কৃষ্ণভক্তকে আংশিক সাধু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য অন্যরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে (মূল-শ্লোকে) 'এব'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন—আংশিক নহে। এস্থলে 'অনন্যভাক্' কৃষ্ণভক্ত সম্পূর্ণ সাধু—এই বিচারই সর্ব্ববাদি-সম্মত। নির্গুণ বস্তুর সহিত সংযোগই সাধুত্বের পরিচয়। যেমন গঙ্গাজলের স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইতর প্রণালিকার জলও গঙ্গাজলে পরিণত হইয়া যায়, সেইপ্রকার নির্গুণ বস্তুর সহিত সংযোগেই প্রাকৃত দোষ-গুণ সবই নষ্ট হইয়া নির্গুণ হইয়া যায়। অতএব 'অনন্যভাক্' কৃষ্ণভক্তির সহিত সংযোগ মাত্রই দুরাচারগুলির দুরাচারত্ব তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যেখানে দুরাচারত্বের বিযোদ্গার নাই, সেইখানেই সাধুত্বের পরিচয়—ইহাতে আর সন্দেহ কি? অগ্নি-সংস্পর্শে সমস্ত দূষিত পদার্থই নির্দ্দোষ হইয়া যায়। ইহজগতে যেখানে যত প্রকারের প্রাকৃত গুণ-সংস্পর্শে নীচ, পাপী, দুর্জ্জাতি, দুরাচার ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে, তাহারা যদি একবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তাহা হইলে সকলেই সাধুর শিরোমণি হইবেন। সকলেই সাধু হইয়া গেলে ইহজগতে ঐক্য, সাম্য এবং শান্তির অভাব হইবে না। ইহজগতে যদি বাস্তবিক ঐক্য, সাম্য এবং শান্তি আনিতে হয়, তাহা হইলে

মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া এটা-সেটা করিলে ফল হইবে না; পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারের দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। এই মন্তব্যের খণ্ডন করিবার জন্য জগতের কোন যুক্তিই বর্ত্তমান নাই। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এই মন্তব্যই প্রচার করিবার জন্য ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যবহারিক জগতে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র অনন্যা কৃষ্ণভক্তির জন্য সাধু বলিয়া গণ্য হইলেও, তাঁহার নীচ-কুলে জন্ম, স্বভাবগত ব্যভিচার ইত্যাদি দোষ সামাজিক চক্ষে সর্ব্বদাই প্রকট থাকিবে। এবং তাঁহাকে মনে-মনে সাধু ভাবিয়া লইলেও সভ্য-ভব্য-সমাজ তাঁহার সহিত আচার-ব্যবহার, খাদ্য-পানাদি ও আদান-প্রদান করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিবেন। সেইপ্রকার প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ স্বয়ংই নিম্ন-লিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ (গীঃ ৯।৩১)

বন্দুকের বারুদে যে প্রকার একবার মাত্র অগ্নি-সংযোগ করিতে পারিলেই আর রক্ষা নাই, সেইপ্রকার ছলে-বলে-কৌশলে কোনপ্রকারে যদি জীব-হৃদয়ে একবার কৃষ্ণভক্তি উদয় করান যায়, তাহা হইলে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায়—কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী এবং যোগিগণের মধ্যে অনেকেই ভাগ্যগুণে কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই যে, স্বরূপতঃ জীবমাত্রেই কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণদাস, কিন্তু ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণাভক্ত, অন্যাভিলাষি-সজ্জায় সজ্জিত দেখা যায়। কৃষ্ণভক্তি কোনপ্রকার বাহ্যিক আরোপিত বস্তু নহে। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়"। যেমন আতস-বাজী অগ্নি-সংযোগের পূর্ব্বে সামান্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হইলেও, অগ্নি-সংযোগের অব্যবহিত পরে তাহার অন্য রূপ দেখা যায় ও সে অপূর্ব্ব আলোক-রশ্মি বিস্তার করে, সেইপ্রকার স্বরূপতঃ নিত্য-'কৃষ্ণদাস' জীবগণকে মায়ার আবরণে বাহ্যিক মলিন দেখাইলেও তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকারে কৃষ্ণভক্তি-রূপ অগ্নি সংযোজিত হইলে, তাহাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মাত্মগণ হইতেও অধিক গুণ-সমন্বিত দেখা যাইবে। 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত'। সুতরাং সেই ধর্ম্মাত্মগণের চির-শান্তি লাভ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

কৃষ্ণভক্তি লাভ হইলে দেবতাগণের ব্যবহার এবং আচার তাঁহাতে শীঘ্রই দেখা যাইবে। দুরাচারত্ব-বর্জ্জিত হইয়া তিনি অচিরেই অমানী এবং দৈন্য-গুণে বিভূষিত হইবেন্। কৃষ্ণভক্তির সংস্রবে তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত অভদ্র-ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই তাঁহার তথাকথিত সুদুরাচার-গুলির পরিণাম ভাবিয়া তিনি মনে-মনে 'হায় হায়' করিতে থাকেন; প্রবল অনুতাপ-নিবন্ধন শীঘ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা হইয়া সর্ব্বগুণান্বিত হন। ঐবং নিজ অপ্রাকৃত দৈন্য দ্বারা নিজকে ধিক্কার করিতে করিতে নিত্য-শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রথম অবস্থায় এই মঙ্গলময় ভাব সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকিলেও অবিলম্বেই তাহা প্রকটিত হইবে—ইহাই শ্রীভগবানের মন্তব্য। জ্বর হইয়াছে, এমত অবস্থায় কুইনাইন্ সেবন করিলেই জ্বর ছাড়িবে—ইহা আমাদের জানা কথা। কিন্তু কুইনাইন্ সেবনের অব্যবহিত পরেই বিগতজ্বর না দেখা গেলেও যেরূপ কিছুক্ষণ পরেই জ্বর অপসারিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করা মাত্রই যদি সুদুরাচারগুলির অবসান না দেখা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাহার সুদুরাচারত্বের ঔষধ প্রয়োগ হইয়াছে; শীঘ্রই তাহার ঐসকল দোষ অপসারিত হইবে। সুতরাং, এস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-ভক্তিই সাধকের সাধুত্বের পরিচয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্ টু-গডহেড

অতিথি-সৎকার

সকল শাস্ত্রেই অতিথি-সৎকারের কথা দেখা যায়। অতিথি-সৎকার সকলের নিত্য-কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও অন্যান্য মহাজন-গণ সকলেই অতিথিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মমহাপ্রভুর অতিথিসেবা ও দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে।
'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?'
চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি' দেয় সেইক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এইমত যতেক অতিথি আসি' হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ (মনুসংহিতা)
সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার॥
'অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি'॥"
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-২৭)

এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"প্রভু একদিকে যেমন দীন-দুঃখী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন করিতেন, অপরদিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণের পরিচর্য্যার আদর্শও পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিক-গৃহস্থগণের পূর্ণাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধার্ম্মিক সদ্‌গৃহস্থই যে আশ্রমধর্ম্মের আদর করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্যই প্রভু পুণ্যময় গৃহস্থোচিত-ধর্ম্মের পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সন্ন্যাসিগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। যাঁহারা ত্যক্ত-গৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের দেশ-পর্য্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-প্রদান—প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কালক্রমে হিংসাবশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায় প্রকৃত আশ্রম-ধর্ম্ম ক্রমশঃ শ্লথ ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি, কোন কোন গৃহস্থ এরূপও মনে করেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চনই তাঁহাদের পরম-ধর্ম্ম। সঙ্গতিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্ন্যাসিগণের সৎকার-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিজ-গৃহে দশ-বিশ-জন সন্ন্যাসীকে মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করাইয়া ভোজন করাইতেন।

যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নি-ব্যবহার না থাকায় তাঁহাদের পাকাদি কার্য্য সাগ্নিক-ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত বা সম্পাদিত হইত। নিরগ্নিক যতি-সম্প্রদায় সাগ্নিক-বিপ্রের গৃহ-পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহে একটি বিষ্ণুমন্দির থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন। বিপ্রেতর অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব-নৈবেদ্যে অমেধ্যাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রেতর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার রীতি ছিল না। তিনি পুণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন।

বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও এক-তিথিকাল-অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্য পাকাদি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জীব স্বীয় অভাব-নিবৃত্তি ও আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ

করে; উহাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ 'সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব' বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐবিষয়েই তাঁহারা বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র স্ব-স্ব-উদর-ভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। মনুষ্যের স্ব-স্ব-উদর ভরণ ব্যতীত বিষ্ণুসেবার জন্যই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ-অধিকার বর্ত্তমান; তজ্জন্য নারায়ণ-তোষণকাম জীব-হিতাকাঙ্ক্ষী পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় ও ভোজন-প্রদানও তাঁহাদের সামাজিক বিধির অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদিগকে পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে।" (চৈঃ ভাঃ গৌঃ ভাষ্য আঃ ১৪।১১-২৭)

গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—

"আতিথ্য দুই প্রকার—১। জন-প্রতি, ২। সমাজ-প্রতি। গৃহস্থব্যক্তি অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমানকালে ততবেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে-সময় যিনি আহার করেন, তাহার পূর্ব্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্ত্তব্য সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্ত্তব্য।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—"ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। সৎকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদি-দান, পীড়িতকে ঔষধদান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার-যোগ্য পাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্য-দোষ হয় না। কিছু না থাকে, মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্টবাক্য দ্বারা, কাঁহার সহিত অর্থ-দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম-দ্বারা সদ্ব্যবহার করিবে। ব্যবহার-কার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।" (চৈঃ শিঃ)

কঠোপনিষদেও দেখা যায়,—যখন নচিকেতা যমরাজের গৃহে উপস্থিত হন, তখন যমরাজ গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। নচিকেতা তথায় তিনরাত্রি বাস করেন। যমরাজ গৃহে ফিরিয়া আসিলে যমপত্নী বলিলেন,—"আমাদের গৃহে অতিথি অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যম নচিকেতার যথোচিত

সৎকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার গৃহে অতিথি হইয়া তিনরাত্রি উপবাসী আছ, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ ক্ষালনার্থ তোমাকে তিন রাত্রির জন্য তিনটী বর প্রদান করিতেছি।" এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, প্রাচীনকালেও সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অতিথি-সেবার প্রতি কিরূপ যত্ন ও মর্য্যাদা ছিল। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজও অতিথিসেবা-তৎপর ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠেও জানা যায় যে, কেহ কেহ নিজপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্র, এমন কি যথাসর্ব্বস্ব-দান করিয়াও অতিথি-সেবা করিয়াছেন। শ্রীবলি-মহারাজের শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান কিংবা শ্রীঅম্বরীষ-মহারাজের শ্রীদুর্ব্বাসার সেবার দৃষ্টান্ত অতিথি-সেবার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মা যশোদা, ধরাদেবী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী ও সীতাদেবী প্রভৃতি সকলেই অতিথিসেবা-পরায়ণা ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন-নাম॥
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৪০-৪১)

শ্রীপার্ব্বতীদেবীও শ্রীমহাদেবের সঙ্গে অতিথি-সেবা করিয়া থাকেন,—

পরম সন্তোষে তুঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগোপরাজ নন্দ ও শ্রীযশোমতী অতিথিরূপে আগত কণ্বমুনি প্রভৃতির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীধরাদেবী নিজের প্রাণ দিয়াও অতিথিসেবা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, অতিথিসেবন প্রভৃতি পরোপকার, উদারতা ও অকপটতা বৈষ্ণবতারই লক্ষণ। বৈষ্ণবগণ সকলেই অতিথিসেবা-তৎপর। লৌকিক ও সামাজিক অতিথিসেবা—সভ্য-সমাজনিষ্ঠ সৎকর্ম্ম, ইহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীহরি-পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

তোমার ভক্তির তত্ত্ব জীবে নাহি জানে। অপরাধময় ইহা কল্পনা-বিলাস।
প্রকাশিলে বেদচয় তাহার কারণে॥ বিনাশিতে হৈলা প্রভো তোমার প্রয়াস॥
সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা তব মুখে শুনি'। রাম', নিম্ব, মধ্ব, বিষ্ণু চারি নিজ-দূতে।
প্রচারিল চতুঃশ্লোক তত্ত্ব-শিরোমণি॥ পাঠাইলে জগতে ভক্তি প্রচারিতে॥
নারদের শিষ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস। খণ্ডিয়া 'সোঽহং'-তত্ত্বের কদর্থ-বিচার।
ভাগবত-রূপে গ্রন্থ করিল প্রকাশ॥ কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস, ভক্তি সদাচার॥
শুক, সূত, বলিরাজা আদি মহাজন। মতবাদ ছেড়ে নরে শাস্ত্র-মত ধরি'।
প্রচারিল তব ভক্তি-ধর্ম্ম সনাতন॥ নামের কীর্ত্তন করে মহানন্দ করি'॥
কতদিন পরে ভক্তি বিলুপ্ত হইল। আচার্য্যের অভাবে লোকে ভক্তির তত্ত্ব।
ভাগবত বুঝিতে শক্তি কারো না রহিল॥ হারাইয়া স্থাপে পুনঃ মত অসংখ্যাত॥
নানা-মতবাদ সমাজেতে প্রবর্ত্তিয়া। মায়াতে মোহিত-চিত্ত, তত্ত্ব নাহি জানে।
দেবতারে তোষে লোকে নর-বলি দিয়া॥ যার যাহে ইচ্ছা তাহে সত্য বলি' মানে॥
বেদধর্ম্ম বলি' লোকে তা'কে মান্য করে। পুনর্ব্বার হৈল লুপ্ত ভক্তি-সদাচার।
রঞ্জিত হইল বেদী নরের রুধিরে॥ অসত্যেই সত্য ব'লে লভিল প্রচার॥
সহিতে না পেরে তুমি 'বুদ্ধ'-রূপ ধরি'। 'আমি ব্রহ্ম' বলি' মত্ত হৈল শ্রেষ্ঠজন।
আসিয়া করিলে ধন্য এ অবনী পুরী॥ ভক্তি হইল সোঽহং-জ্ঞানের সাধন॥
অহিংসারে ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন করি'। সাকারেতে করি' পূজা লভি চিত্ত-শুদ্ধি।
সমাজের হাত হৈতে বেদ নিলে কাড়ি'॥ সোঽহং-ধ্যান করে যত আছে মন্দবুদ্ধি॥
তোমার আজ্ঞায় শিব 'শঙ্কর'-রূপেতে। ভক্তির সে অপমান সহিতে না পারি।
এসে প্রচারিল জ্ঞান-ধর্ম্ম অবনীতে॥ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা গৌরহরি॥
দিল পুনঃ হাতে বেদ তত্ত্বের বিচার। পুনর্ব্বার গীতা-ভাগবত হাতে ধরি'।
শুনি' লোকে মানে চিত্তে অতি চমৎকার॥ প্রচারিলে শুদ্ধভক্তি তুমি স্বয়ং হরি॥
'ভক্তির পোষক বেদ' ইহা না বাখানি। খণ্ডিলে জ্ঞান-বাদ যাতে দুষ্ট মত্ত।
শঙ্কর সাধিছে সদা অকল্যাণ-খনি॥ জীবকে জানাইলে শুদ্ধভক্তির তত্ত্ব॥
ভক্তিপর-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা না জানিয়া নরে। জ্ঞানে তুচ্ছ জানি' যত শুদ্ধ জ্ঞানীচয়।
মতবাদেরে 'মত' ব'লে সমাদর করে॥ নামের কীর্ত্তন করে হইয়া নির্ভয়॥
একারণে লভে নরে পরম দুর্গতি। ভারত ব্যাপিয়া উঠে শ্রীনামের ধ্বনি।
'আমি ব্রহ্ম' বলি' করে বিষয়েতে রতি॥ ব্রহ্মবাদী হৈল চুপ পরাজয় মানি'॥

সংগোপিলে নিজরূপ চরাচর হৈতে।
আরম্ভিল ব্যাখ্যা লোকে নিজ-নিজ মতে॥
ভক্তির আচার্য্য হৈল জ্ঞান-উপদেষ্টা।
নাম-মন্ত্র দিয়া দেয় জ্ঞান মাত্র শিক্ষা॥
নৈবেদ্য-আহার ছাড়ি' মদ্য-মাংস খায়।
ভবানীরে পূজি' সবে মহানন্দ পায়॥
ভাগবত ছাড়ি' পড়ে ত্রিনাথ-পাঁচালী।
চণ্ডী শুনে দেয় মহানন্দে করতালি॥
তোমার ভক্তে, তোমায় ভাবি' অনুদার।
সংশোধন করে লয় আচার-বিচার॥
জ্ঞান-ভক্তি এক মানে, কহে ভেদ নাই।
'কালী-কালা' ভেদ যার সে বড় বালাই!!
উক্তরূপ চিন্তা-ধারা বিনাশ করিতে।
পাঠাইলে এজগতে দুই নিজ দূতে॥
ভক্তিবিনোদ, আর প্রভু সরস্বতী।
এসে জানাইল সর্ব্বজীবে ভক্তি-রীতি॥
আলোক-স্তম্ভের মত দুই মহাজন।
ভ্রান্ত পথিককে করে পথ প্রদর্শন॥
বহু মঠ স্থাপি' করে শুদ্ধভক্তি দান।
গ্রহণ করিয়া জীবে পায় পরিত্রাণ॥
শত শত লোক এসে শিষ্যত্ব লভিয়া।
আনন্দেতে করে নাম নাচিয়া নাচিয়া॥
সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী।
চতুর্ধা আশ্রমী সেবে গুরুপদ ধরি'॥
গুরুর আদেশ পেয়ে সবে তব ভক্তি।
করিল প্রচার ভবে যার যত শক্তি॥
গুরুর শক্তিতে সবে শক্তিমান্ হঞা।
উদ্ধারিল সর্ব্বদেশ ঘরে ঘরে গিয়া॥
কেবল রহিল বাকী আসাম-প্রদেশ।
সে-কারণে চিন্তে গুরু অশেষ-বিশেষ॥
আকর্ষিয়া আসামবাসী নাম 'নিমানন্দ'।
হরিনাম দিয়া প্রেমে করিলা আনন্দ॥
করিল আদেশ তবে প্রভু সরস্বতী।
করিবে প্রচার আসামেতে বিষ্ণুভক্তি॥
গুরুর আদেশ পেয়ে প্রভু নিমানন্দ।
প্রচারিল বিষ্ণুভক্তি করি' মহানন্দ॥
গুরুর শক্তিতে তিনি শক্তিমান্ হঞা।
করিল প্রচার 'নাম' ঘরে-ঘরে গিয়া॥
দেশীয়-ভাষায় শাস্ত্র প্রণয়ন করি'।
বিলাইল আসামেতে বহুধৈর্য্য ধরি'॥
এ অধম লভে 'নাম' সন্ধান পাইয়া।
সাধন-ভজন করে বিষয় ত্যজিয়া॥
তবু কেন মগ্ন হই সংসার সুখেতে।
সে-কারণে পুড়ে মরি ত্রিতাপ-জ্বালাতে॥
কাম, ক্রোধ ছয়জনে মোরে বশ করি'।
ভুঞ্জায় বিষয়-সুখ সেবা-বুদ্ধি হরি'॥
এবে কৃপা কর মোরে ওহে প্রভুপাদ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া মাগি' তোমার প্রসাদ॥
যেখানে জন্মি না কেন, এই মোর আশ।
জন্মে-জন্মে হই যেন তব দাস-দাস॥
গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় মতি হউ' মোর।
কর আশীর্ব্বাদ প্রভো, মায়া যাউ' দূর॥
সনৎকুমার দীসে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্ম-সমর্পণ॥

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ, (আসাম)

পরলোকগত শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভুর প্রবন্ধ

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত ও পাতক-তারণের চেষ্টা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-শাখায় 'ভগবান্ আচার্য্যের' নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহরবাসী ছিলেন। আচার্য্য খঞ্জ ছিলেন। খঞ্জ-রূপ বপুগত দোষ দেখিয়া আমরা যেন ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের 'কলা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ গুণ-বর্ণন করিয়াছেন—

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥
সখ্য-ভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করে নিমন্ত্রণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।৮৪-৮৬)

ইঁহারই গৃহে প্রভুর ভিক্ষাকালে ছোট হরিদাস মাধবীদেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা করায় প্রভু বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে তাঁহার দ্বার প্রবেশ নিষেধ করিয়া, বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন নাই। এক বৎসর পরে ছোট হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া গন্ধর্ব্ব-দেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে মহাপ্রভু বলেন—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্।"

ছোট হরিদাসের প্রকৃতি-সম্ভাষণ অস্বাভাবিক, আর শ্রীমতী রাধারাণীর গণের ৩॥০ জনের মধ্যে অর্দ্ধজন মাধবীদেবীর প্রতিও তাঁহার কখনই ভোগবুদ্ধি বা প্রকৃতিসম্ভাষণ-জনিত দোষ হইতে পারে না। তথাপি সদ্ধর্ম্মপালক জগদ্গুরু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিরপেক্ষ-ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক ছোট হরিদাসের দ্বারা ত্যক্তগৃহ বৈরাগীর কৃত্য সম্বন্ধে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন।

বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হইবেন। কোনরূপ পাপবাসনা না থাকিলেও বা

ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিয়াও ত্যক্তগৃহ সাধক জীব কখনই ভোগাসক্ত হইবেন না। অনধিকারী বদ্ধজীবগণ অকালে বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্যই প্রভুর ঐরূপ কঠোরতা ও নিরপেক্ষতা। আশ্রমোচিত বেষ গ্রহণ করিয়াও পুনরায় ভোগাসক্ত হওয়া ভীষণ অপরাধজনক। এইরূপ ভোগোন্মুখ-প্রবৃত্তি ও সংসারাসক্তি হইতেই জীবের যতকিছু অনর্থের সৃষ্টি হয়।

স্বরূপ-বিস্মৃত জীব নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে অনুপাতক, উপপাতকাদি পাপ বা অপরাধের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। নচেৎ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণা লাভে আমরা কখনই সক্ষম হইব না। পরদুঃখদুঃখী দয়াল নিত্যানন্দের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া নিষ্কপটে যদি আমরা কখনও জগাই-মাধাইএর আনুগত্যে, "আর নারে বাপ" বলিতে পারি, তবেই আমরা উদ্ধার পাইব। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে ও উপদেশে যখন আমাদের চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জিত হইবে, তখনই আমরা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের কৃপা লাভেও সক্ষম হইব। অপার করুণাময় নিতাই-ঠাকুর পাপী-তাপী আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তবে আমার ন্যায় পাতকী ও পতিত-জনের প্রতি কি তাহার করুণা হইবে না? তাই সর্ব্বক্ষণ কাতরস্বরে তাঁহার রাতুল শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই—

"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর॥

শাস্ত্র ও গুরুমুখ-নিঃসৃত বাণীই আমাদের ভজনের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তাহাতেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত আছে। তাই আমিও এস্থলে কিছু মহাজনবাক্য উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিতেছি :—

"শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে যাঁহারা শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণ-ভজনেচ্ছু সাধক, তাঁহারা প্রভুকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের দণ্ডপ্রদান-লীলায় নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলি লক্ষ্য করিয়া আপন আপন ভজন-পথে অগ্রসর হইবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া ছোট হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ড-প্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপ-জীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌর-কৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজ-ভক্তগণের সুনির্ম্মল-চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ড-বিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক-পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকল-প্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।"

যাঁহারা আত্মকল্যাণকামী, তাঁহারা শুদ্ধাচার-প্রচার-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় শ্রবণ করিয়া উহা নিজ জীবনে প্রতিপালন ও প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ভার দিয়াছেন। **"আচার, প্রচার-নামে কর দুই কার্য্য।** তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥" —ইহাই তাঁহার উপদেশ। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত-প্রভু তাঁহার আদেশে শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারণে তৎপর হইয়াছিলেন। তাই গৌর-নিত্যানন্দের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মহাজন-বাণী স্বতঃই স্মৃতিপটে উদিত হয়—

"যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এদেহের কিবা কর্ম্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥"

আচারবিহীন প্রচারকের কোনই মূল্য নাই। শাস্ত্র ও সাধু-মহাজনবর্গের মঙ্গলময় উপদেশ-নির্দ্দেশাদি পালন না করিলে আমাদিগকে পাপময় জীবন গঠন করিয়া পরিশেষে নিরয়গামী হইতে হইবে। তাই সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বতোভাবে যাহাতে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি, তজ্জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি—**"আমার বার্দ্ধক্যের পরবর্ত্তী অবশিষ্ট দিন কয়টীতে জানিয়া-শুনিয়া যেন শ্রীগুরুবাক্য অবহেলা-রূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন না হই।"**

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস," "সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা," "কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যে বহু আত্মমঙ্গলের কথা রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতিতে মানব-চিন্তাস্রোত যেভাবে নাস্তিকতায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে যাঁহারা গা ভাসাইয়া তাহারই বহুমানন করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্রআজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দোষে নিপতিত হইবেন। আর যাঁহারা সর্ব্বাবস্থাই তাঁহাদের ভজনের অনুকূল জ্ঞানে নির্ভীকভাবে সাধু-শাস্ত্র-বাণী হৃদয়ে ধারণ করত ভগবদ্ভজনে তৎপর হইবেন, তাঁহারাই প্রকৃত আত্মকল্যাণ লাভ করিবেন। তখন তাঁহারা নির্ভয়ে বলিতে পারিবেন—"আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের আবার ভয় কি?", "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?", "আমরা কৃষ্ণের সংসারে তাঁহারই প্রদত্ত বস্তুসকল সর্ব্বদা রক্ষা করিব" ইত্যাদি। তাঁহারা নিজেরা ঐপ্রকার আচরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের অন্যান্য বহির্ম্মুখ জীবকুলকেও ভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগকে বলিয়া থাকেন—"অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", "এজগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের, সুতরাং ভগবানের দ্রব্য তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত কর, তাঁহারই সেবার জন্য তোমার জীবনধারণ করিবার প্রয়োজন আছে।" এইপ্রকারে পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতগণ জগন্মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্ব্বদাই ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করেন—"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ। সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ"॥ ইহাই ভগবদ্ভক্ত-পরম্পরায় পতিত-পাবনত্ব।*

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী
(মথুরা)

*এই প্রবন্ধই পরলোকগত দীনদয়াল প্রভুর শেষ প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

বংশ- পরিচয় ও বাল্য-পরিচয়

দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাট-দেশের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় সর্ব্বপূজ্য ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 'জগদ্‌গুরু' নামে এক মহাত্মা উদিত হন। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। ইনি নিগম-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও জগদ্বরেণ্য ছিলেন। অনিরুদ্ধের 'শ্রীরূপেশ্বর', ও 'শ্রীহরিহর' নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ভ্রাতা শাস্ত্রে এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা শস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন। রূপেশ্বর হরিহর কর্ত্তৃক রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপন-পূর্ব্বক শিখরভূমিতে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র 'পদ্মনাভ' সুপবিত্র গাঙ্গতটে 'নৈহাটী' নামক স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম—শ্রীমুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র শ্রীকুমার দেব। ইনি সদাচারী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন; ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি **নৈহাটী** ছাড়িয়া বঙ্গদেশস্থ **বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে*** গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি একটী বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সদাচার-নিষ্ঠ পরমভক্ত ব্রাহ্মণের তনয়রূপেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-শিরোমণি, ত্রিভুবনমান্য গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বয় আবির্ভূত হন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভই বৈষ্ণব-বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু; তাঁহার জনক 'শ্রীবল্লভ' বা অনুপম—রূপ-সনাতনের ভ্রাতা।

---

* বাকলা চন্দ্রদ্বীপ—একটী পরগণার নাম। ইহা বর্ত্তমান যশোহর-খুলনা জেলার পূর্ব্ব-অংশ বাগেরহাট হইতে বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলার সদর বরিশাল সহরের পশ্চিম অংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। বরিশাল সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা গ্রামে চন্দ্রদ্বীপের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। উক্ত বিরাট ভূখণ্ড লইয়াই বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ পরগণা। ইংরাজ-শাসন আমলে উহা বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপ নামে বিভক্ত হইয়া কেবলমাত্র বাখরগঞ্জ জেলার কালেক্টারী তৌজীর অন্তর্গত হইয়াছে। উক্ত পরগণার অন্তর্গত বাগেরহাট, মশ্‌নী-দৈবজ্ঞহাটী, পিরোজপুর, বানারিপাড়া, দেহেরগতি, মাধবপাশা প্রভৃতি প্রধান পল্লী-সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রকট-কালের অব্দ-নির্ণয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ সম্পাদিত সজ্জনতোষণী-পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং স্বধামগত গোপীবল্লভপুরের মোহন্ত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণে ও শ্রীবৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণে একই প্রকার অব্দ-নির্ণয় পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব কাল—১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৫ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ; গৃহে অবস্থান—২৭ বৎসর; ব্রজে অবস্থান—৪৩ বৎসর; সর্ব্বসমেত প্রপঞ্চে অবস্থান কাল—৭০ বৎসর; অপ্রকট—১৪৮০ শকাব্দ, ১৬১৫ সম্বৎ, আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমা, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ।

বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা ও যৌবনে রাজকার্য্য

কুমারদেবের স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়-রাজধানীর নিকট কোনও ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-বলে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু বিদ্যাবাচস্পতি এবং তৎপুত্র শ্রীনীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, এই উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু স্ব-কৃত দশম-টিপ্পনীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিন্ গুরূন্। বন্দে বিদ্যা-ভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্॥ বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্। রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥"

আমি মদীয় অধ্যাপক বিদ্যাবাচস্পতি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং গৌড়দেশ-বিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদকে বন্দনা করিতেছি। আমি শ্রীরসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বাক্‌চতুর অধ্যাপক শ্রীরামভদ্রকে বন্দনা করি।

শ্রীরূপ-সনাতনের যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুনৈপুণ্য, তথা ন্যায়, তর্ক, অলঙ্কার এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল, তাহা আমরা প্রামাণিক বাক্যে প্রাপ্ত হই।—

"ন্যায়-সূত্র ব্যাখ্যা নিজ-কৃত যে করয়।
সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥
ঐছে সবে সর্ব্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা।
সনাতন-রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা॥" (ভঃ রঃ ১ম তঃ)

বঙ্গের যবন-রাজ হুসেন সাহ শ্রীরূপ-সনাতনের অমানুষিক বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় পাইয়া স্নেহবশতঃ তাঁহাদের গুণে ও স্বভাবে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজ-ভ্রাতৃবৎ তাঁহাদিগকে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীরূপকে—'দবির-খাস,' ও শ্রীসনাতনকে—"সাকরমল্লিক" এই নাম ও উপাধি প্রদান করেন। রূপ-সনাতনের প্রভাবে রাজা হুসেনসাহেরও রাষ্ট্রে আধিপত্য ও সম্পদ অধিকতর-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বয়ং বাদসাহ সাকরমল্লিক ও দাবিরখাসকে পৃথক্ রাজ্যও বিভাগ করিয়া দিলেন। তৎকালে উক্ত গোস্বামি-দ্বয় রামকেলিতে অবস্থান-কালে অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজভবনে মহতী-সভা নির্ম্মাণ করিয়া বিশিষ্ট শাস্ত্র-নিপুণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতেন।

অমরপুরীর ইন্দ্রসভা-তুল্য শ্রীরূপ-সনাতনের অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সভাগৃহে সর্ব্বদেশী গায়ক-বাদক এবং ভিন্ন ভিন্ন নাটক ও কাব্যে নিপুণ কবিগণ সেই সভায় যোগদানে ধন্যাতিধন্য হইতেন। শ্রীরূপ-সনাতনও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদিগকে সুমধুর ব্যবহারে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। তাহারাও রূপ-সনাতনের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করত সর্ব্বত্র তাঁহাদের গুণ-মহিমা বিস্তার করিতেন। এমন কি, কর্ণাট দেশীয় বিপ্রগণও তাঁহাদের দিগন্তপ্রসারী গুণ-মহিমায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া একে একে সকলেই তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাদিগকে নৈহাটীর নিকটস্থ গঙ্গা-সন্নিধানে ভট্টপল্লীতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভট্টপল্লীবাসী ও নবদ্বীপবাসী অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীরূপ-সনাতনের সান্নিধ্যে রামকেলি গ্রামে গিয়া পরমানন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—নবদ্বীপবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তদ্‌ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি শ্রীল সনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু ছিলেন। তাঁহারাও রূপ-সনাতনের গুণে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে রামকেলিতে গিয়া বাস করিতেন। গৌড়দেশ-বিভূষণ 'বিদ্যাভূষণপাদ'ও রামকেলিতে গিয়া বাস করিতেন। বিদ্যাভূষণ-পাদও সনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে-কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ কুলিয়া নগরে মাধব চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু অসংখ্য লোক-সংঘট্টের মধ্যে সৌভাগ্যবান্ জনগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিয়া বিদ্যানগরে বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে সংগোপনে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবন্ মহিমা

সংগোপিত হয় না,—অসংখ্য দর্শনার্থী চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া গৌরসুন্দরকে দর্শনের জন্য আকুল-প্রাণে চাতকের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে দর্শন দিয়া মহাসৌভাগ্যান্বিত করিয়াছিলেন; তিনি নাতিবিলম্বে সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীসনাতনের বিদ্যাশিক্ষার গুরু নীলাচলে অবস্থানকারী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তদ্‌ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি এই উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের রামকেলিতে নিত্যসিদ্ধ-ভজন-বিলাস

শ্রীরূপ-সনাতন যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহাদের জীবনের আদি লীলাতেই লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে ভ্রাতৃ-যুগল যখন রামকেলিতে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সে-কালেও নিত্য-ব্রজভূমিতে চিন্ময় অবস্থিতির ন্যায় নিজ আবাস-ভূমিতেও ব্রজের প্রোজ্জ্বলিত মাধুর্য্যভাব প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অন্তরঙ্গভাব-সেবায় অপ্রাকৃত রসরঙ্গে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন।

"বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত-স্থানেতে।
কদম্ব-কানন, রাধা-শ্যামকুণ্ড তাতে॥
বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয, নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল-সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি, তাহা কহিব বা কত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥ (ভঃ রঃ ১ম তঃ)

রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের মিলন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শনোৎকণ্ঠায় রূপ-সনাতনও অত্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজ প্রিয়জনের হার্দ্দ-মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বয়ং প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরও বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া প্রেম-বশীভূত হৃদয়েই রামকেলিতে শুভ-বিজয় করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও তৎক্ষণাৎ আসিয়া মিলিত হইলেন। আকর্ষক এবং আকৃষ্টের কি অপূর্ব্ব সম্মেলন! যেন—ভানুর উদয়ে মানস-সরোবরে ভক্তিরূপা সুমনঃ-কমল প্রমুদিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করিল। অপরদিকে ভাবরূপ প্রশান্ত মহাবারিধির অতল-প্রদেশ হইতে উত্থিত বিভাবাদিযোগে উচ্ছ্বসিত প্রেম-রস-তরঙ্গের উদ্বেলন হইল;

তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ সমাকৃষ্ট লোকসমূহও তরঙ্গায়িত হইল। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী এমন কি, যবনগণও চতুর্দ্দিক্ হইতে ছুটিয়াছে; 'এককাজে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে গমনের লীলার মধ্যে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত যে মিলন, তাহাতে আনুসঙ্গিকভাবে জীবোদ্ধার-কার্য্যের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কেদার-বদ্রী দর্শনের সর্ব্বতোমুখী সুযোগ—শীত-বর্ষা কম। যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন। বিশেষ সংবাদের জন্য পত্র লিখুন।

আমাদের কর্ত্তব্য

মৃত্যুর করাল-মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে, মৃত্যুর কল্লোল শুনি' না করিব ভয়।
ভুলিব না কভু মোরা মৃত্যুর আহ্বানে, মৃত্যুরে করিতে জয় হইবে নিশ্চয়॥

আমরা অমৃতের সন্তান; সুতরাং আমরাও অমৃত। কিন্তু অমৃত আজ মৃত্যুর কবলে কবলিত হ'ল কি ক'রে? জীব স্বরূপতঃ অমৃত হ'লেও অত্যধিক দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত তা'র মায়াক্রান্ত বা মৃত্যু-দ্বারা কবলিত হওয়ার অবস্থা বর্ত্তমান এবং স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার ক'রেই তা'র আজ এরূপ দুরবস্থা ঘটেছে। 'আমরা অমৃতের সন্তান অমৃত',—এ কথা ভুলে গিয়ে জড়াভিমানে প্রমত্ত হ'য়েছি ব'লেই দেহাত্ম-বুদ্ধি আমাদের হৃদয়কে বিশেষভাবে অধিকার ক'রেছে। দেহের বিনাশকে আমার বিনাশ মনে ক'রে তা হ'তে সতত আমরা ভীত হ'চ্ছি। সুতরাং এই অবিদ্যা বা জড়াভিমানকে বিদূরিত ক'রে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হ'তে পার্‌লেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে। দেহাত্মবুদ্ধি-পরিমুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণস্মৃতি বা স্বরূপোদ্বোধনের নামই হ'চ্ছে 'মৃত্যু-জয়'; কারণ, চেতন ত' আর জাত বা সৃষ্টবস্তু নয়, যে তা'র ধ্বংস হ'বে।

এখন কথা এই যে, আমাদিগকে জাগ্রত হ'তে হ'বে, মৃত্যুর হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচ্‌তে হ'বে, নতুবা দুঃখের আর পরিসমাপ্তি হ'বে না। এই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচ্‌তে চায় না জগতে এরূপ লোক নেই। কিন্তু কি ক'রে মৃত্যুকে জয় কর্‌তে হয়, তা প্রায় কেউই জানেন না। স্বয়ং অমৃত বা অমৃতের দূতগণই আমাদিগকে এ'র সন্ধান দিতে পারেন; এবং তাঁ'রাই হরিকথারূপ মৃতসঞ্জীবনী-সুধা দান ক'রে আমাদিগকে মৃত্যুর করাল কবল থেকে চিরকালের জন্য রক্ষা ক'র্‌তে পারেন। তাঁরা বৈকুণ্ঠ-জন—শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী।

আমরা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ নামে দুটি পথের কথা শুন্‌তে পাই। তন্মধ্যে প্রেয়ঃ পথটি মৃত্যু আহ্বান করে। ইহা ইন্দ্রিয়-তর্পণপর পথ এবং এ'পথ গ্রহণ কর্‌লে মৃত্যুকে জয় করা ত' দূরের কথা, বরং, ভেকের কোলাহল-দ্বারা যেরূপ কালসর্প আনা হয়, তদ্রূপ মৃত্যুকে আহ্বান করা হয় মাত্র। শ্রেয়ঃপথ —সেবাপথ বা শ্রৌতপথই মৃত্যুজয়ের একমাত্র পথ। অমৃত-জগতে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হ'য়ে থাকে। ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া সেই বৈকুণ্ঠে আর কোন কথাই নেই। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অমৃতের চিন্তায় ব্যস্ত, সেই অমৃত —সাধুগণই আমাদিগকে এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন। তাঁ'রাই আমাদের পিতা, বন্ধু, গুরু—তাঁ'রাই সব। এ' বিপদ থেকে যাঁ'রা আমাদিগকে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমাদিগকে সাধুসঙ্গ ক'রতে হ'বে, সতত স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে যে——

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥"

সেই গুরু 'গুরু' ন'ন্, সেই স্বজন 'স্বজন' পদবাচ্য ন'ন, সেই পিতা 'পিতা' ন'ন, সেই জননী 'জননী' ন'ন (অর্থাৎ তাঁর গর্ভ-ধারণ করা বৃথা), সেই দেবতা 'দেবতা' ন'ন, যাঁরা জীবের সংসার-বন্ধন মোচনে অসমর্থ।

হরি-বিমুখ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে কেবল কৃষ্ণেতর কথারূপ বিষ প্রদানই করে। আর সাধুগণ মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-স্বরূপ শ্রীহরিকথা আমাদের কাছে কীর্ত্তন করেন। তা'র ফলে শ্রীনাম-গ্রহণের স্পৃহা জন্মে। এই শ্রীনাম-সুধা যদি আমরা সেবোন্মুখ-কর্ণে আদরের সহিত পান করি, তা' হলে আমাদের জড়াভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় থাক্‌তে পারে না। কিন্তু আমরা যদি শ্রীহরি-কীর্ত্তন-সুধা পান না করি অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট না হই—এই মৃত্যুজয়ী মহৌষধ-গ্রহণে বিতৃষ্ণ হই, তা' হলে আমরা বাঁচ্‌ব কি করে?

মায়াভিনিবেশবশতঃ আমরা এখানে ভোক্তা সেজে সমস্ত ভোগ্য দর্শন করি। তাই আমাদের পক্ষে তাহা বিষ বা মৃত্যুবাণ। কিন্তু সদ্‌গুরুর সঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা জাগতিক প্রত্যেক বস্তুকে ভগবৎসেবোপকরণ ব'লে দেখ্‌বার দিব্য চক্ষু পাই, তখন সবই আমাদের কাছে মঙ্গলজনক হ'য়ে পড়ে। একই জিনিষ—অনেক সময় ব্যবহার-তারতম্যে কুফল ও সুফল প্রদান ক'রে থাকে। আমাদের যখন ভাল-মন্দ জ্ঞান বা সদসৎ বিচার নাই, তখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা স্বরূপতঃ যখন কৃষ্ণ-সেবক, তখন তাঁ'র সেবা ক'র্‌লেই আমাদের সব গোলযোগ কেটে যায়। কিন্তু হরি-সেবা যে-সে প্রকারে ক'র্‌লে হ'বে না। ওকে সাধারণ কার্য্য মনে করা উচিত নয়। ভগবৎ-প্রিয়জন যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা হয় বা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নেই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা কর্‌তে পারে। সুতরাং এখন কি করা যায়? এখন কাঁদা ছাড়া, আনুগত্য ছাড়া, আর অন্য কোন গতিই নাই। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ মদ আমাদিগকে কতভাবে প্রলুব্ধ কর্‌ছে, তা'র কি আর ইয়ত্তা আছে? এ-সকল মত্ততাকে যদি শোধন ক'রে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ ক'র্‌তে না পারা যায়, তা' হলে আমাদের আর নিস্তার কোথায়? কিন্তু আমাদের ত' কোন সাধ্য নাই দেখ্‌ছি। আমরা অতি দুর্ব্বল, অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ভীষণ অপরাধী জীব। আমরা আজ নিরুপায়! কাম-ক্রোধাদি প্রবঞ্চক রিপুগণ বন্ধু সেজে এসে আমাদের গলায় রজ্জু লাগিয়ে আমাদিগকে ধ্বংস ক'র্‌তে বসেছে। এখন আর কোন উপায় না দেখে কৃষ্ণের বর্ত্ম রক্ষক গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি, তাঁ'রা আমাদিগকে রক্ষা না ক'র্‌লে আমাদের রক্ষার অন্য কোনও উপায় নেই। তাই আমরা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তাঁ'দের শ্রীচরণে আশ্রয়ভিক্ষা ক'র্‌ছি। তাঁ'রা সর্ব্বপ্রকারে মায়ার বন্ধন থেকে আমাদিগকে মুক্ত করুন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
নারমা (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা**মুখে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি ৬৪টী তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, ১৯শে ভাদ্র ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার হাওড়া-ষ্টেশন ৪নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮৷৷০ টার সময় যাত্রা করিবেন।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকেই নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—ইং ১।৮।৫২ ; **নিঃ—সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেনভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীপক্ষে ৪৫০৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ প্রবল শীতের উপযোগী বিছানা (মশারী সহ), জামা, গরম কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা, ঘটী, বাটী ও গ্লাস সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য অন্ততঃ /১ একসের **লজেন্স** অথবা **তালমিশ্রী** অবশ্য অবশ্য লইবেন। বিছানা, বাসনপত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ।৫ **সের হইতে** ৷৷০ **আধমণের মধ্যে** লইবেন।

৩। প্রত্যেক যাত্রী ৷৷০ আধমণের বেশী মাল হইলে প্রতিসেরে ৪৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১০০৲ আগামী ১০ই ভাদ্র, ইং ২৬।৮।৫২ তারিখের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে বা জমা দিয়া সমিতির প্রবর্ত্তিত রসিদ ও টিকেট লইতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১৯শে ভাদ্র, ইং ৪।৯।৫২ বৃহস্পতিবার বেলা ১টা হইতে ৫টার মধ্যে হাওড়া-ষ্টেশনে ৪নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া অতিরিক্ত লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতি, লাঠি ও বিছানা ঢাকিবার জন্য রবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ৪০।৪৫ দিন সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা, ব্যাসঘাট, **দেবপ্রয়াগ,** কীর্ত্তিনগর, **শ্রীনগর,** রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, চন্দ্রপুরী, **গুপ্তকাশী,** উখীমঠ, মৈখণ্ডা, রামপুর, **ত্রিযোগীনারায়ণ,** শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, গৌরীকুণ্ড, **কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ,** আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, মঠ, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চবদ্রী, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর হনুমান্‌চটী, **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ,** তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামেলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি।

হিমালয়-পর্ব্বতে উর্জ্জব্রত

বদরিকা-পরিক্রমার অন্তে

শ্রীনগরে ব্রত-সমাপ্তির

পরিকল্পনা চলিতেছে

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; ভাদ্র—১৩৫৯

১১ পদ্মনাভ, ৩০ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণদ্বাদশী অহোরাত্র। **ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।**

১২ পদ্মনাভ, ৩১ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী প্রাতঃ ৬।১২। **দি ৬।১২ মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ।**

আশ্বিন—১৩৫৯

২২ পদ্মনাভ, ১০ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—গৌর-সপ্তমী দি ১১।২২। শ্রীদুর্গাপূজা।

২৫ পদ্মনাভ, ১৩ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার—গৌরৈকাদশী রা ২।৫০। শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব—বিজয়োৎসব।

২৬ পদ্মনাভ, ১৪ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১২।২৪। **পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে ঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৭ পদ্মনাভ, ১৫ আশ্বিন, ১ অক্টোবর, বুধবার—ত্রয়োদশী রা ১০।২। **দি ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

২৯ পদ্মনাভ, ১৭ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর, শুক্রবার—পূর্ণিমা রা ৫।৪৩। **শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা।** শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা।**

৫ দামোদর, ২২ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ১২।৫১। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ দামোদর, ২৫ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, শনিবার—কৃষ্ণাষ্টমী দি ৩।৪২। বহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান-দানাদি মহোৎসব। মতান্তরে শ্রীল গদাধর গোস্বামীর তিরোভাব।

৯ দামোদর, ২৬ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, রবিবার—কৃষ্ণ-নবমী সন্ধ্যা ৫।২৮। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ৯।৩৭। **শ্রীরমা একাদশীর উপবাস।**

১২ দামোদর, ২৯ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১১।৩৭। **দি ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ বিজয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১২ পদ্মনাভ, ৪৬৬ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৫৯; ইং ১৬।৯।৫২ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্র-লক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্।
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ১॥

পিতুরিহ বৃষভানোরন্বয়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজনৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিণি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী-
বিঘটিত-মদঘূর্ণৎ-কেকিপিঞ্ছ-প্রশস্তিম্।
মধুরিপু-মুখবিম্বোৎগীর্ণ-তাম্বুলরাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিলবিধ-বিশাখাসখ্য-বিখ্যাতশীলাম্।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৫ ॥

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৬ ॥

হরি-পদ-নখকোটী-পৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টম্।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
গুরুমতিগুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৭ ॥

অমল-কনকপট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধরোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধার-রূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিমকিরণপুত্রী-কূল-কল্যাণচন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতু ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি কোনদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় বিলোকন-পটু সুতীক্ষ্ণ চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন যাঁহার নয়নযুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা-কুসুমস্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়হেতু যিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ১ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানুরাজের বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি বিবিধ জলজ-পুষ্পে সুরভিত নিজ বিলাস-স্থান শ্রীরাধা-কুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥

যিনি মন্দ-মন্দ হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের শোভাও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা যাঁহারা অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশ দ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্ব্বে গর্ব্বিত শিখণ্ডি-গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাম্বুলরাগে ঈষৎ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতা-সখীর নির্ম্মল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় যাঁহার সু-স্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা, মাধুর্য্য-বিনোদিনী সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫ ॥

যিনি অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বৃন্দাবন-রাজ্যের অধিশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি **কার্ত্তিক-মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী উর্জ্জেশ্বরী,** শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণীগণের বাক্‌চাতুর্য্য শিক্ষার গুরু, সেই বিপুল-কীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

কনক-কষ্টিপাথরে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু হন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর অরুণ-বর্ণ বসন, সেই ব্রজ-কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ স্বরূপ-গুণ-বিভূতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রথম দর্শন

ঠাকুরের প্রথম পুরী-যাত্রার কাল—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ

এখনকার সময় হইতে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিদাঘকালের প্রত্যূষে এক তরুণ-বয়স্ক যুবক কটক হইতে পদব্রজে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার পাথেয় বা সম্বল ভগবানের চরণ-দর্শন-কৌতূহল-মাত্র। পার্থিব অর্থের অসদ্ভাব-বশতঃ তাঁহার তৎকালে কোনও প্রকার যানের সাহায্য গ্রহণ করিবার সুবিধা হয় নাই। যদিও সে-কালে বাষ্পীয় যান বা বৈদ্যুতিক

যান ছিল না, তথাপি যবন-অধিকারকালে বঙ্গদেশ হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-নীলাচল পর্য্যন্ত একটী পথ বর্ত্তমান ছিল।

বাঙ্গালা হইতে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের প্রাচীন পথের অবস্থা

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকল-দেশে বৃটিশরাজ্যভুক্ত হওয়ার সময় হইতে এই পথে পূর্ব্বের ন্যায় পথিকগণের নিকট হইতে কোন শুল্ক আদায় করা হইত না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মাণ্ডলিকগণ পথের জন্য শুল্ক বা কর আদায় করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকগণ একথা তাঁহাদের রচিত লীলাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীশিবানন্দ সেনের ঘাটি-সমাধান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভূম্যধিকারিগণ পথিকগণের নিকট হইতে পথে চলিবার কর আদায় করিতেন। যখন আমাদের তরুণ যুবক কটক হইতে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুল্কপ্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ শক্তু মাত্র ছিল।

অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বর্ণনে ঐতিহাসিকের ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী

অপ্রাকৃত রাজ্যের হরিজনগণের ক্রিয়াকলাপ ঐতিহ্যবিৎ সাধারণ-বাহ্য-বিচারকের চক্ষে আবরণ-স্বরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার ঐতিহ্য কুজ্ঝটীকার ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়ে সত্য-সূর্য্যের রশ্মি আবরণ করিয়া তাহাদিগকে লৌকিক-বিচার-ভূমিকায় বিচরণ করায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র লইয়া ঠাকুরের উড়িষ্যা-গমন

আমরাও ঐতিহ্যমূলে দেখিতে পাই যে, এই ভাবী কর্ম্মবীরের কর্ম্মসূত্রে তখনকার অবলম্বনের মধ্যে মাত্র একখানি পত্র। সেই পত্রখানি খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তাহা তিনি ডাঃ রোয়ার নামক একজন জার্ম্মাণ মনীষীকে দিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমার একটী ছাত্র কার্য্য-উপলক্ষে উৎকলদেশে যাইতেছেন; শিক্ষা-বিভাগে তাহার একটী চাকুরী হইলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হয়।" যদিও এই পত্রবাহক অতি সম্মানিত ধনবানের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি কালবশে তাঁহার সম্প্রতি পরসেবা না করিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে।

নীলাচল-নাথের প্রথম দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

আমাদের পথশ্রান্ত তরুণের হস্তে কিঞ্চিৎ শক্তু ও এই পত্রখানি সম্বল ছিল। তিনি দিবসের অষ্টম যামার্দ্ধে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলাচল-নাথের

প্রথম-দর্শন-লাভ করিলেন এবং সন্ধ্যার পরে শিক্ষাবিভাগের একটী কর্ম্মচারীর গৃহে শ্রীনীলাচল-নাথের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পাঠক! এই তরুণ যুবকটি কে, বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ—যাঁহার কৃপায় বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-সুরধুনী পুনঃপ্রবাহিত দেখিতে পাইতেছেন।

বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের নিকট পত্র অর্পণ

যাঁহার গৃহে তিনি মহাপ্রসাদ পাইলেন, সেই ব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ; পরবর্ত্তিকালে বিচারবিভাগে কর্ম্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস আমাদের কথিত যুবক ঐ পত্রখানির ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার পরের কতিপয় ঘটনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া এখানে সেইসকল কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত রহিলাম।

ছুটীগ্রামে বাস

শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের দর্শনের পূর্ব্বে আমাদের কথিত পুরুষ-প্রবর কটক জেলার অন্তর্গত 'কেন্দ্রাপাড়া' নামক মহকুমার নিকটবর্ত্তী 'ছুটী' নামক গ্রামে কার্য্যানুরোধে কয়েকমাস যাবৎ বাস করিতেছিলেন।

জগতের নিমিত্ত-কারণ শ্রীজগন্নাথের পূর্ব্ব দর্শনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-দর্শন

জগতের নাথ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান। গতিশীল জগতের গতির আকরসূত্রে জগতের নাথকে যিনি যেখানে থাকেন, সেইখানেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-লোলুপতায় তাহার ব্যাঘাত ঘটে। সকল জগৎ শ্রীজগন্নাথের সম্পত্তি-বিশেষ হইলেও জগতের অধিবাসী মালিকের সান্নিধ্য-লাভে বঞ্চিত হইয়া বাহিরে বাহিরে অবস্থান-কালে মূল প্রভুর কথা বিস্মৃত হয়। সুতরাং বাহ্য-জগতে বিবিধ বিক্রম লক্ষ্য করিয়া একটি শক্তি-মত্তত্ত্বকে কোন কোন সময়ে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহাদের বিচারে 'নিমিত্ত-কারণ' নির্ব্বিশেষ অবস্থায় 'অব্যক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। ব্যক্ত জগতে প্রকাশিত ব্যাপারমাত্রই যখন জগৎ, তখন সেই চঞ্চল-জগৎ কখনই স্থির নিত্য "জগন্নাথ" শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং জগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বে জগতের অধিবাসী জীবের হৃদয়ে নির্ব্বিশেষ (impersonal) ব্রহ্মকেই "জগন্নাথ" বলিয়া প্রতীতি হয়।

দেশ-কাল-পাত্ররূপ জগতের নাথ বা মূল আকর 'প্রকৃতি' নহে

অতন্নিরসন-বিধি-অবলম্বনে জাগতিক সবিশেষ-ভাব অতিক্রম করিয়া জগতের স্থূলশরীরসমূহ যে আধারে অবস্থিত আছে, সেই অবকাশের মধ্যে জগন্নাথের অবস্থিতি মনে করিয়া অনেকের বিচার জড়ীভূত হইয়া পড়ে। আবার কাহারও বা অখণ্ড কালকেই 'জগন্নাথ' বলিয়া প্রতীতি হয়। জগন্নাথের পাত্রত্ব-নিরূপণে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-বিচারের বশবর্ত্তী হন, তাঁহাদের দেশ ও কালকেই "জগন্নাথ" প্রতীতি হয় এবং তাঁহারা স্থূল সমষ্টিকেও পাত্র জ্ঞান করেন। প্রকৃতির অধীনে যে দেশ-কাল-পাত্র "জগৎ" নামে ব্যক্ত, তাহার কারণ-অনুসন্ধান করিয়া অ-জগৎ বা অ-ব্যক্ত প্রকৃতিকেই নির্ব্বিশেষ-পাত্ররূপে আকর জ্ঞান করেন।

ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানের বিচার-ভ্রান্তিহেতু ঠাকুরের মত-ভেদ; সবিশেষ ব্রহ্মের প্রথম বিকাশে শ্রীজগন্নাথ

কলিকাতাবাসী আমাদের এই যুবক সেইকালে পাশ্চাত্য-দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার-প্রণালী ও নব্য একেশ্বর-ব্রহ্মবাদের চিন্তাস্রোতের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক মতভেদ বর্ত্তমান ছিল। ইনি এই উভয় সম্প্রদায়ের বিচারের মধ্যে ঈশ্বর-সূচক নির্দ্দেশ-গুলির আদর করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার পরস্পর বৈষম্য ও জাগতিক যুক্তি-চাঞ্চল্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে ভগবৎস্বরূপগত সূক্ষ্মপ্রতীতির মধ্যে নির্ব্বিশেষ বিচারের কতকটা গন্ধ তাঁহার স্বাভাবিক রুচির প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নব্য একেশ্বরবাদে ব্রহ্ম-কৃপা, ব্রহ্মচরণানুশীলন প্রভৃতি শব্দসমূহ-মাত্র জাগতিক চাঞ্চল্যের উপপাদক জানিয়া সবিশেষ বিষ্ণু-বস্তু-দর্শন করিতে আসায় **শ্রীনীলাচল-নাথের সঙ্কোচিত অব্যক্ত পদদ্বয় ও অসম্প্রসারিত বাহুদ্বয়ে তাঁহার শ্রীভগবানের নিত্যরূপ সন্দর্শনের কৌতূহল সমৃদ্ধি করিয়াছিল।** তিনি দেখিতে পাইলেন, সবিশেষ ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া যাঁহারা ব্রহ্মের আপাদ-মস্তক-দর্শনাভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিকটে নীলাচল-নাথ স্বীয় পদপ্রদর্শন না করিয়া সামান্য-বাহু মাত্র প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথের সেবা-প্রচার

বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন-প্রচারক **শ্রীমল্লক্ষ্মণদেশিক** একদিন শ্রীজগন্নাথের

নির্ব্বিশেষ-প্রতীতি অপসারণ করিবার জন্য শ্রীনীলাচলে সমাগত হন। ইহার বহুপূর্ব্বে **শ্রীবিষ্ণুস্বামি-পাদ** জড়-নায়কোপাসকদিগের কর্ম্মজড়বাদ নিরসন করিয়া একদিন শ্রীনীলাচল-নাথকে সুন্দরাচলবাসী করিয়াছিলেন। "অপাণি-পাদঃ" শ্রুতি-মন্ত্রের জবন-গ্রাহকত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য রথারূঢ় নীলাচল-পতি সুন্দরাচলে নীত হন। ভগবানের শক্তিত্রয় 'শ্রী-ভূ-নীলা' নামে প্রসিদ্ধ। সেই নীলা হইতে ভূ-শক্তিরূপিণী প্রেম-ভক্তির অনুসংযোগে নীলাচল-নাথকে শ্রী-ভূমিকায় আনয়ন-কার্য্যে আদি বৈষ্ণবাচার্য্যের (বিষ্ণুস্বামীর) চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। **শ্রীগৌরসুন্দর** জীব-মানস-রথকে প্রাপঞ্চিক বিচার অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃত মনোরথে শ্রীজগন্নাথকে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্য-গীতা' গ্রন্থের রচনা

নীলাচল-নাথের আদি দর্শনফলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমাদের প্রথম দর্শনার্থী প্রভুর হৃদয়ে অব্যক্ত আভাসে প্রতিভাত হইলেও তাঁহার লিখনী ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে আরও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিল। পাঠকের কেহ কেহ "শ্রীচৈতন্য-গীতা"-নামক একখানি বঙ্গীয় ছন্দোগ্রন্থের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের লেখক **'শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার'** নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনিই পরবর্ত্তিকালে "শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ"-সেবকগণের বিচারমতে **মুকুন্দ-প্রেষ্ঠরূপে** সম্পূজিত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১২ পৃষ্ঠার পর)

বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ দ্বিবিধ

পরের 'ভ্রম'কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার 'সাধুবাক্য' গ্রহণ করাই যে আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আচরণীয়—ইহার উদাহরণস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অনাদরণীয় হইলেও, তাঁহার লিখিত নিম্ন-প্রকাশিত যুক্তবাক্য গৃহীত হইল। তিনি শ্রীগীতা-ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথা :—'দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।' ধর্ম্ম বাস্তবিক দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল—ভুক্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল—মুক্তি।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বনের ঐহিক ক্রিয়া

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বন করিলে সংসারে অধিকতর উন্নতি হয়, যথা দুর্গোৎসব, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও বহুজনের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যায়। প্রবৃত্তি-মার্গে সংসারের অনেক উন্নতি হয়। পণ্ডিত-সকল প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বনপূর্ব্বক বহুগ্রন্থ-রচনা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া ও ভূততত্ত্বকে নানাভাগে বিভক্ত করত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তরল পদার্থের গুণ-সকল অন্বেষণ করত তদ্দ্বারা মানবের যে কিছু ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করেন। তড়িত্তত্ত্বের বৃত্তির আবিষ্কার করিয়া বার্ত্তাবহাদি শিল্পের ভিত্তি পত্তন করেন। ধূমতত্ত্বের দ্বারা জলযান, ব্যোমযান ও স্থলযান-সকলের অনুভব করিতে থাকেন। বৃক্ষাদির গুণসকল অনুসন্ধান করত অপূর্ব্ব ঔষধি-বিদ্যার নির্ণয় করেন। সাংসারিক বিষয়েও তাঁহারা বহুতর কার্য্য করেন। সংসার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সভ্যতার নিয়ম স্থাপনা করেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, অর্থের দ্বারা জীবনোপায় ও অন্যান্য লাভ-স্থির, ঋণ-গ্রহণ ও দান-বিচারের দ্বারা অভাবের পূরণ, গৃহ, গ্রাম, নগর ও বিপণি-স্থাপন-দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের সঙ্কলন ইত্যাদি বিধি-সকল নিয়মিত হয়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যের দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি এবং ন্যায়পূর্ব্বক স্ত্রী-সম্ভোগের দ্বারা দেহ ও বল রক্ষা করিয়া থাকেন। শিল্পকারেরা প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া কত কত অলঙ্কার, বস্ত্র, কাষ্ঠাসন, আলোকাধার, অপর দ্রব্যাধার এবং খাট, গৃহ, পালঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি ও বিশেষতঃ গৃহ-পরিবারাদি এবং যশের প্রতি প্রবৃত্ত পুরুষদিগের এতদূর প্রেম জন্মায় যে, তাহারা অন্যান্য আক্রমণ-কারী পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধের দ্বারা রক্ত-পাতাদি করিয়া থাকে। এইসকল ন্যায়ানুগত প্রবৃত্তি; কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্যায় প্রবৃত্তিও অনেক আছে।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বনের পারলৌকিক ক্রিয়া

ইন্দ্রিয়পরবশ প্রবৃত্ত-পুরুষেরা স্ত্রীলোকে অন্যায় আসক্তি ও পান-ভোজনাদিতে গাঢ় প্রেম ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীবন-যাপন করে। প্রবৃত্ত-পুরুষেরা কেবল দৃষ্ট জগতেই আবদ্ধ থাকে, এমত নহে; তাহারা ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ পারলৌকিক জগতেরও আশা করিয়া তত্তদ্দাতা দেবতাগণের উপাসনা করে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করত তাহারা ইন্দ্রপুরীতে অপ্সরাদির সহিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করত সুখী হইতে বাঞ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের আশার সমাপ্তি নাই। ভূ-দেবত্ব, স্বর্গের রাজ্য, ব্রহ্মপদ, শিবত্ব প্রভৃতি অনেক পদের বাঞ্ছা করে। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ-বিশ্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু

আমরা তাহার মধ্যে এখানে কিছুই সংগ্রহ করি নাই, যেহেতু মহাশয়েরা সে-সমুদয় অবগত আছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবৃত্তিমার্গের ফল প্রত্যক্ষ—পশুতেও লক্ষিত হয়

প্রবৃত্তি-পথ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং তৎপথাবলম্বী পুরুষদিগের যে-সকল প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি বিচার-শক্তিতে বিভূষিত, অতএব তাহাদের নিকট প্রবৃত্তি-পথের ফল প্রকাশ হইবে, ইহাতে কথা কি? পশুগণের বুদ্ধি আবদ্ধ থাকিলেও তাহারাও প্রবৃত্তির ফল অবগত আছে। 'বিভর' নামক পশুর গৃহ-নির্ম্মাণ ও 'বাবুই' পক্ষীর বাসা-নির্ম্মাণ কেবল প্রবৃত্তির ফল মাত্র।

প্রবৃত্তিমার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ নিঃসন্দেহ

প্রবৃত্তি-পথে মানবজাতির অনেক সুখ আছে, ইহাতেই বা সন্দেহ কি? * * * - অর্দ্ধভাষী বালক-বালিকাগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ, ঘৃতান্নাদির রস আস্বাদন, রমণীগণের নৃত্যস্থলে পদ-চালন এবং দুগ্ধফেন-প্রায় শয্যায় শয়ন ও ধূম্রযানাদিতে দূরদেশ ভ্রমণ যে অতিশয় আনন্দকর, তাহাতে সংশয় কি? জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পরমেশ্বর যে এই জগদ্রূপ পান্থনিবাসটীকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস হয়; কেন না, জিহ্বার গঠনের সহিত উদ্ভিদ পদার্থের যে কোমল সম্বন্ধ ও কর্ণবিবরের সহিত গীতা-বাদ্যাদির যে প্রিয় অন্বয় ও চক্ষের সহিত দৃশ্য পদার্থ আলোকাদির যে সৌহৃদ্য, তাহা অচিন্ত্য-শক্তি পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ফল—ইহা কে না স্বীকার করিবে?

পার্থিব সুখমাত্রই প্রবৃত্তি-সুখ

সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, সে-সকলই 'প্রবৃত্তি-সুখ'। প্রবৃত্তি-সুখের বশবর্ত্তী পুরুষেরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সুখ যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থায় অনেক দুর্দ্দশা ঘটিত। কোথা বা নগর, কোথা বা রেলরোড, কোথা বা নৌকা, কোথা বা বিপণি ও কোথা বা মন্দিরাদি কি দৃষ্ট হইত? মানবজাতি পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতেই লুপ্তভাবে নিহিত থাকিত।

নিবৃত্তি-সুখের অস্তিত্ব এবং জীবতত্ত্ব কি?

এই প্রবৃত্তি-সুখ ব্যতীত জীবের পক্ষে আর একটি সুখ আছে। গম্ভীররূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিবৃত্তিরূপ সুখের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। নিবৃত্তি-

সুখ কাহাকে বলি, ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীব কে, ইহা প্রথমে বিচার্য্য। এই মনুষ্য-দেহে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সাতটি পদার্থ গোচর হয়। ইহাতে জীবের কি সম্ব ? ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি পদার্থ প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক; কিন্তু জীব এতদতিরিক্ত পদার্থ, ইহাতে অনেক গাঢ়তর প্রমাণ আছে। দেহ বিয়োগ হইলে ঐ সমস্ত ত্বক্, অস্থি, মজ্জাপ্রভৃতি পদার্থ দেহেতে অবস্থিতি করে; কিন্তু কাহার অভাবে যে সমুদয় শূন্য বোধ হয়, ইহা বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। চক্ষু শীতল হইয়া পুত্তলিকার চক্ষুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, হস্ত-পদাদি স্পন্দহীন হইয়া থাকে, বন্ধুবান্ধবগণ হা-হুতাশ করত রোদন করিতে থাকে; কিন্তু বিযুক্ত দেহ আর কাহাকেও উত্তর দেয় না! আহা! এ বিষয়টি কতই গভীর!! যে দেহ আপনার বেশবিন্যাস করত কত কত রমণীগণের মন হরণ করিতেছিল, যে চক্ষু অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা গতকল্য ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতীর দূরতা নির্ণয় করিতেছিল, যে কর্ণ নানাবিধ মধুর স্বর-সম্বলিত 'নিধুবাবুর টপ্পা' শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছিল, যে হস্ত গতকল্য খড়্গ, চর্ম্ম, বন্দুকাদি ধারণ করিয়া স্বদেশ-রক্ষা এবং শত্রুদলন করিতেছিল, যে পদ কএক দিবস হইল কাশীক্ষেত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল, সে সমুদয় অদ্য কুক্কুর ও শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছে। এই সমুদয় বিচারপূর্ব্বক কোন্ মহাজন না আত্মচিন্তায় ব্যস্ত হন? পাষণ্ডগণেরাও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য-বিস্তারক বাক্য-সকল কহিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।

দেহ বা প্রাকৃত পদার্থ জীবাত্মা নহে

এই ত্বগাদি সপ্ত আবরণবিশিষ্ট দেহই যে জীব-পদ-বাচ্য, এমত হইতে পারে না। জীব স্বয়ং আত্মতত্ত্ব এবং জীবাত্মা নামে বিখ্যাত। প্রাকৃত পদার্থের সহিত জীবের যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ, তাহা কদাপি নিত্য নহে। প্রাকৃত পদার্থে যে-সকল 'রস' প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। প্রাকৃত কোন পদার্থ হইতেই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত পদার্থই স্বয়ং জড় ও দেহের উৎপাদক। কিন্তু জীবাত্মা দেহ হইতে বিলক্ষণ।

নিত্য-সুখই জীবাত্মার কাম্য; ভৌতিক দেহাবদ্ধতাই তাঁহার বদ্ধাবস্থা

জীবাত্মা সর্ব্বদা স্বভাবতঃ কোন এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডানন্দের লালসা করিয়া থাকে। প্রাকৃত পদার্থে ঐ আনন্দের কোন আভাস-মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং ভৌতিক দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের অনেক প্রকার অকল্যাণ হইয়াছে। জীব

প্রকৃতির অধীন হইয়া নিজ স্বাধীনতা-সুখকে অনুভব করিতে অশক্ত। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি ছয়টি আপৎ সর্ব্বদা জীবকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জীবের প্রবেশকে 'বদ্ধভাব' কহা যায়। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই এই প্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত জীবগণকে "বদ্ধজীব" কহেন। ফলতঃ তাঁহারা কোন কোন মুক্ত জীবেরও আভাস প্রাপ্ত হন।

বদ্ধাবস্থাতেই ইন্দ্রত্ব ও শিবত্ব-লাভের স্পৃহা

ভৌতিক পদার্থে জীব যখন আবদ্ধ হইয়া সুখান্বেষণ করিতে থাকেন, তখন মায়া-প্রকৃতিস্থ প্রবৃত্তি-সুখ তাঁহাকে আতিথ্যে বরণ করিয়া মোহিত করিয়া রাখে। এই অবস্থা-স্থিত পুরুষেরা সাংসারিক পদার্থ-সুখ, কল্পিত ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রভৃতি পদের আশা করিয়া চিরকাল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। জীব মনে করেন যে, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ও নানাবিধ উপকরণ ও সুন্দরী স্ত্রী, বালকাদি ও রেলরোড্, বার্ত্তাবহ ও সুনিয়মিত রাজ্য-শাসন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। আহা! কি কঠিন ভ্রম! যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা ও সমস্ত রাজনিয়মের অনুষ্ঠানে তাঁহার ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দেহান্তর না হইত, তবে অবশ্যই তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে জয় স্বীকার করা যাইত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবং ভক্তিহীন তার্কিকেরা এই সংসারের উন্নতির দ্বারা জীবের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি ও অনন্ত উন্নতির কল্পনা করেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মঙ্গল চিন্তা নিষ্ফল

আহা! তাঁহাদের ভ্রম কি গাঢ়তর! অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে ভৌতিক বিজ্ঞান-সকলের অনেকানেক উন্নতি হইতেছে। গ্রীসদেশে 'থেলিস' নামক পণ্ডিত যখন জল হইতে সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশ করেন, তখন মনুষ্য-মণ্ডলী বিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিধ আশা করিয়াছিল। বেকন, নিউটন, লামার্ক, গোয়েটী প্রভৃতি অনেকানেক নবীন তত্ত্ববাদী বহুবিধ চিন্তামণির প্রকাশ করিয়াও জীবের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চৌম্বকবিজ্ঞান, রেলরোড্, বন্দুক ও অনেকানেক শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা মানব-জাতির সংসার-সুখের কি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের এরূপ যুক্তিতে নবীন-সম্প্রদায়ের সন্তোষ হইবে না, যেহেতু তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এতদ্বিষয়ে কুসংস্কারের দাস হইয়া রহিয়াছেন। রেলরোড্ ও জাহাজ প্রভৃতির দ্বারা যে অনেকপ্রকার বাণিজ্যাদি প্রভৃতি সাংসারিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস; যেহেতু সম্প্রতি দেশের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকাল

হইতে তাহাই শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে তদ্দ্বারা যেমত কতকগুলি সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমত অনেক দুঃখেরও উদয় হইয়াছে।

আশা-আকাঙ্খাই দুঃখের কারণ

'স্বল্পে সন্তোষ' একথাটিও বর্ত্তমানকালের অভিধানে পাওয়া যায় না; পৌরাণিকরূপে কথিত হইয়া থাকে। সন্তোষের লাঘব হওয়া কে না স্বীকার করিবেন? সন্তোষই জীবের অমূল্য রত্ন। আশার অবধি নাই। আশা মত্ত হস্তীর ন্যায় ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হয় না। আশাই জীবের প্রধান শত্রু। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টির আধুনিক ইতিহাস এবং দুর্য্যোধন-রাবণাদির পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাঁহার দ্বারা অলোচিত হয়, তাঁহার আর আশার আশা থাকে না। সম্প্রতি যে সন্তোষের অভাবে আশার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, এস্থলে প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী পুরুষদিগের যে উন্নতির ভাব, তাহা নিকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই; আশা যে অনর্থকর, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥ (ভাঃ ১১।৮।৪৪)

'যাবতীয় পার্থিব জ্ঞানই অজ্ঞান'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি

যদিও পদার্থ-বিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা আমরা স্থাপন করি না, তথাপি তদ্বিদ্যার উন্নতির দ্বারা জীবের কি সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গম্ভীর বিচারকেরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণি প্রদেশস্থ এক মহাপুরুষ অনেকানেক তত্ত্ব-বিদ্যার আবিষ্ক্রিয়া করত আপনাকে অনেক বিধির বিধাতা জ্ঞান করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার পুস্তকাগারে উপবেশন করত কহিলেন,—"হায়! আমি সমস্ত পদার্থ-বিদ্যায় নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু আমি ফলতঃ কি শিক্ষা করিয়াছি? সামান্য মূর্খের সহিত আমার কি বিশেষ ভেদ আছে?" তখন তিনি অনেক আলোচনাপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার বিশাল জ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু আমি অন্য জানিতে পারিলাম যে, কোন একটিও স্বরূপ-সত্য আমি জানি না"। এই বৃত্তান্তটি "ফষ্ট" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সুইডেনবর্গ নামক একজন মহাপুরুষও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নবীন-সম্প্রদায়ের বিদেশীয় গ্রন্থে ও পাণ্ডিত্যে অধিক আস্থা, এজন্য এস্থলে আমি বিজাতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আমাদের

স্বদেশীয় শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটিমাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে, শুকবাক্য—

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা, যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ ॥
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্, মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ (ভাঃ ২।২।২)

স্বামিকৃত-টীকা চ—শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ পন্থাঃ কর্ম্মফলবোধন-প্রকারঃ। কোঽসৌ? অপার্থৈরর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সাধকস্য ধীর্ধ্যায়তি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি যৎ। অপার্থত্বমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি সুখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিভ্রমন্নর্থান্ন বিন্দতি, তত্তল্লোকং প্রাপ্তোঽপি নিরবদ্যং সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ।

[শব্দব্রহ্মরূপ বেদের পথ বা কর্ম্মফল বোধনের প্রকার এই যে, ইহা অর্থশূন্য 'স্বার্গাদি' নাম সৃষ্টি করিয়া 'আমি স্বর্গে সুখ পাইব' ইত্যাদি চিন্তায় বুদ্ধিকে বৃথা নিযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সুখ-বাসনায় শয়ান-পুরুষ যেমন স্বপ্নে সুখদর্শন মাত্র করে, প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষয়িষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেও উহারা ঐকান্তিক নিরবদ্য সুখলাভ করিতে পারে না।]

স্বাধীনতাই জীবের নিত্য-সুখ ও নিবৃত্তিমার্গেই মুক্তি—প্রবৃত্তিমার্গে নহে

কিন্তু 'জীবের নিত্য সুখ কি' এবিষয়ে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, স্বাধীনতা জীবের নিত্য সুখ। প্রকৃতির অধীনতা-প্রযুক্ত জীবের দুঃখের উদয় হইয়াছে। এই মায়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম মুক্তি। ইহাকে নিবৃত্তি-সুখ কহা যায়। প্রবৃত্তি-মার্গস্থিত পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলও লঙ্ঘনীয় নহে; অতএব প্রবৃত্ত-পুরুষের মায়া হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্তি-মার্গের উন্নতিই তন্মার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য। **কোন কার্য্যে বিপরীত ফল হয় না; সজাতীয় ফলই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তি কদাচ নিবৃত্তি প্রসব করিতে শক্ত হয় না।** তবে যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রবৃত্ত-পুরুষের প্রবৃত্তির প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে তাহার শুভফল লাভ হয়। এই প্রকারে অনেক পুরুষ মায়ামুক্ত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-মহিমা

মঙ্গলাচরণ

গুরু-গৌর-রাধানাথ নিজগণ-সহ।
সকল আরম্ভে শুভ বন্দি অহরহঃ॥
গৌর-করুণা দেহ 'গৌর'-'সরস্বতী'।
বন্দি গুরু-পদ আজ করি শত নতি॥
নিবেদনে বন্দি পুনঃ ভক্ত অলিগণে।
ভক্তি-রস-তরঙ্গিণী সবে করু পানে॥

শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভরসা-বাণী

গুরুকুলে বাস নাই, নাই বিদ্যা-বল।
হ'বে কি সফল মোর হেন আশা-বল॥
শুনি সাধুজন বলে না হ'বে বিফল।
নীচের আগুন ভাই শোধে সোণা-মল॥
পাপনাশী হরিকথা শুনে সাধু কাণ।
যে-কোন শব্দে কর তাঁর গুণগান॥

ক্ষমা-প্রার্থনা

তাই সাধুজন-পদে সদাই প্রার্থনা।
শোধন করুন মোর মনের কামনা॥
শাস্ত্র-শ্লোকের মর্ম্ম ধারণাতে বহি'।
অযোগ্য লেখনী-দ্বারে পয়ারেতে কহি॥
ভক্ত-মধুকরগণ ক্ষম অপরাধ।
দাস-অনুদাস জানি' করহ প্রসাদ॥

গ্রন্থের বিষয়

ভক্তি, ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিবশ হরি-সীমা।
ভক্তি-সদাচার, ভক্তি-সাধক-মহিমা॥
এ পঞ্চ মহিমা লই ভক্তি-তরঙ্গিণী।
সুজনের ঘরে ধীরে চলে মহারাণী॥

গ্রন্থারম্ভ

প্রথমেই শুন সবে **'ভক্তির মহিমা'**।
দূরে যাবে অন্য সব সাধন-কালিমা॥
মায়াকৃত উপাধি সব ছাড়িয়া যাইলে।
কৃষ্ণে শরণাগতি হ'লে ভক্তি মিলে॥
চিরদিন ভক্তি-রত্ন রাখি' লুকাইয়া।
বঞ্চিল সবারে হরি ভোগ-মোক্ষ দিয়া॥
ব্রহ্মাদি দুর্লভ ভক্তি কেহ নাহি পায়।
হইল সুলভ এবে শ্রীগৌর-কৃপায়॥
হেন গৌর-ভক্তিসার 'রূপে'র সম্পদ্।
শুন সুধীজন আর রবে না বিপদ্॥
ছাড়ি' অন্য অভিলাষ, আর জ্ঞান-কর্ম্ম।
হরি-অনুকূল সেবা ভক্তি-সারমর্ম্ম॥
কুশলদায়িনী,' পাপ-ক্লেশ-নাশিনী।
মোক্ষ-তাড়িণী, আর দুর্লভ-মানিনী॥
সুখ-স্বরূপিণী, আর কৃষ্ণাকর্ষিণী।
সকল সাধন-সার মহাজন-বাণী॥
ভক্তিদেবী ধরে সদা এই ছয় গুণ।
আরাধনা করে তাই সুজন নিপুণ॥

ভক্তি-মনে পূজে যেই তুলসী ও জলে।
আত্মা দিয়া শোধে ঋণ হরি নিজে বলে॥

পূর্ণ হরি তুষ্ট যদি, হেন ভক্তি-ভাবে।
অলাভ কি থাকে আর, ভেবে দেখ ভবে॥

মন-মাঝে ভুক্তি-মুক্তি-আশা যদি রয়।
ভক্তি-সুখ কভু তবে উদয় না হয়॥

'ভজ্'-ধাতুর অর্থ 'সেবা' জানে সব সুধী
কৃষ্ণসেবা-অনুকূল হয় ভক্তি-নিধি ॥
ভক্তির বিশেষ অর্থ ভাবিবার নাই।
কৃষ্ণপদে অনুরক্তি, ভক্তি নামে গাই ॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম যাঁরে জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদা বান্ধিল তাঁহারে ॥
ভক্তিযোগে সত্যভামা ঈশ্বরে বেচিল।
ভক্তিযোগে তাঁর কাঁধে শ্রীদাম চড়িল ॥
ভক্তিযোগে সদা হরি পরাভূত হয়।
এই লাগি ভক্তি তিনি লুকায়ে রাখয় ॥

মহাপ্রভু বলে,যে-জনের কৃষ্ণভক্তি আছে
কুশল, মঙ্গল, তার নিত্য থাকে পাছে ॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥
বেদশাস্ত্র মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবোধ সে অন্য পথে যায়॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস।
সনকাদি, যুধিষ্ঠির আরো পঞ্চ দাস—
প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব।
মহাজন হেন নাম যত আছে সব ॥
ভক্তি সে মাগেন সবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
'জ্ঞান' যদি বড় হয়, ভক্তি মাগে কেনে?
শ্রেয়ঃ হরিপদ লাভে ভক্তিই সক্ষম।
জ্ঞান-পথ কষ্ট-সার নিতান্ত অক্ষম ॥
বিনা বিচারেতে কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥
কিবা ব্রহ্ম-জন্ম কিবা হউ যথা-তথা।
'দাস' হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥

এই মত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি', ভক্তি মাত্র চায় ॥
হাজার হাজার পশু-পাখী কীট-যোনি।
ভ্রমিব হেথায় কিছু দুঃখ নাহি মানি ॥
কিন্তু হরি তোমা পদে ভক্তি থাকে যেন।
এই বর মাগি আমি ওহে জনার্দ্দন ॥
অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥
ভক্তি বিনা শুধু জ্ঞান-যোগ-তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায় ॥

লোক-বেদমতে যে-যে ক্রিয়া দেখা যায়।
হরিসেবা-অনুকূল হ'লে ভক্তি কয় ॥
আত্মারাম মুনিগণ মুকুতি লভিয়া।
অচিন্ত্য গুণের হরি ভজে মন দিয়া ॥
বিষ্ণু ছাড়ি' অন্যপূজা কর্ম্মাঙ্গ-বিশেষ।
বিধিহীন সেই পূজা অবিধি অশেষ ॥
অবিদ্যার বশে কর্ম্মী আঁধারেতে য...।
তা' হ'তেও জ্ঞানপন্থী আঁধারে মিশায় ॥
নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ দুঃখ পায় রাশি।
যেহেতু অব্যক্ত-ভাবে' ধ্যান করে বেশী॥
অতএব 'কৃষ্ণ-ভক্তি' সাধন-প্রধান।
আদর করিয়া লহ ছাড়ি' কর্ম্ম-জ্ঞান ॥
"জ্ঞানী মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।"
সে বুদ্ধিও শুদ্ধ নয় হরিভক্তি বিনে ॥
যাগ-যোগ সব ছার, 'শ্রদ্ধা'মাত্র সার।
শ্রদ্ধা-বিন্দু হ'তে মিলে ভক্তি-অধিকার ॥
সাধুমুখে হরিকথায় শ্রদ্ধার উদয়।
ভক্তি-বীজ বলি' গীতা-ভাগবতে গায় ॥
সাধু-সঙ্গ হয় তাই ভক্তি-বীজ-মূল।
সাধু-সঙ্গফলে জীব ছাড়ে সব ভুল ॥

সামান্য, সাধন, ভাব, প্রেমভক্তি-মতে।
ভক্তিদেবী চারিরূপ ধরে ভক্ত-চিতে॥
হরি-কাছে ল'য়ে যায়, দেখায়, বশ করে।
ভক্তিদেবী সদা তাই এত গুণ ধরে॥

মূর্খ যেন বাহুবলে সিন্ধু নাহি তরে।
সেইমত ভক্তি বিনা অগতি সংসারে॥
'হরি-ভক্তিই ভজন' জান সর্ব্বকাল।
তা' হ'তে ঘুচে জীবের সকল জঞ্জাল॥

ধন-জন বিদ্যা-কুলে হরি নাহি পায়।
ভক্তিবশ ভগবান্ সাধু-শাস্ত্র গায়॥
হরি-আকর্ষিণী ভক্তি পশ্চাতে সতত।
দাসীবৎ চলে মুক্তি-সিদ্ধি আদি যত॥

মানুষের পরোধর্ম্ম **অধোক্ষজে** ভক্তি।
অহৈতুকী, অব্যয়, আত্মা-অনুরক্তি॥
'হেতু'-শব্দে কহে যত কামনা অন্তরে।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি মুখ্য এতিন প্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে, ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চ প্রকার॥

এ সব বিহীন সদা ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥
ভক্তির সাধন-মধ্যে নবধা প্রচার।
ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি বহুবিধ আর॥
প্রেমের লক্ষণ যত আছয়ে প্রচার।
তার মধ্যে মহাভাব উপর সবার॥
শান্ত-ভক্তের রতি—প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস-ভক্তের রতি—রাগ-দশায় অন্ত॥
সখা-ভক্তরতি—অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতা-মাতা-স্নেহ আদি—অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায়—মহাভাব সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এ-সব অর্থ মহিমা॥

ভক্তিপূণ্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥
ভক্তি-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মোর গুরু।
নিয়ত বসুক হৃদে আশা-কল্পতরু॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাঙ্গাল।
'ভক্তি-তরঙ্গিণী' গায় আনন্দগোপাল॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
আনন্দপুর, (মেদিনীপুর)

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

আধুনিক সভ্যতার প্রগতি-প্রসূত দুরাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিলেই তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। কৃষ্ণভক্তির সংস্রবে এবং কৃষ্ণস্মৃতি-জন্য তাহাদের হৃদয়স্থিত অভদ্রভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। হৃদয়ের নিভৃততম স্থানগুলি যেখানে কেবলমাত্র অভদ্র-ভাবই পূর্ণ থাকিত, সেই সেই স্থানে ক্রমশঃ নির্ম্মল ও মঙ্গলময় ভাব পরিপূর্ণ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলেই ঐ দুরাচার বা সুদুরাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রবল অনুতাপ-নিবন্ধন শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হন। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিয়াও যদি সুদুরাচারত্ব বর্ত্তমান দেখা যায়, ভগবৎকৃপাবলে তাহাও শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যাইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। অনন্যভাক্ ভক্তগণ যাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধী নহেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ সাধুই জানিতে হইবে। আমাদের বাহ্যিক দর্শনে ঐসকল অনন্যভাক্ ভগবদ্ভক্তগণের সুদুরাচারত্ব সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ দেখা না গেলেও, ঐসকল ভক্তগণ কোনদিনই কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবেন না—ইহা ভগবানের সাক্ষাদ্ শ্রীমুখবাণী। অজামিল-উদ্ধার-উপাখ্যানে আমরা এই দৃষ্টান্ত স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি। অনন্য-কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই বাহ্যতঃ দুরাচার-দশাতেই শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনন্যভাক্ ভক্তগণ কোনদিনই নাশ প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহার ভক্তবৎসলতার প্রমাণ এই শ্লোকেই দৃষ্ট হয়, কারণ তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া না বলিয়া তাঁহার ভক্ত মহাবীর অর্জ্জুনকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে বলিলেন। কারণ ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও, ভক্তবৎসলতা-নিবন্ধন তাঁহার ভক্তের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভক্ত-বাৎসল্যেরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তের সুদুরাচারত্ব বিনাশের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উচ্চবর্ণাদি সম্বন্ধেই সম্ভব। কারণ অজামিলাদি ভক্তগণ ব্রাহ্মণকুলেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং কর্ম্মদোষে কিছুদিন সুদুরাচার-সম্পন্ন দেখা গেলেও ভগবৎস্মৃতি-জন্য তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সুদুরাচারত্বের যে কথা বলা হইল, তাহা উচ্চ-নীচ বর্ণসম্ভূত সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। কীরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভা, ম্লেচ্ছ, যবন, খশ, চণ্ডালাদি জগতে যত প্রকার পাপ বা নীচযোনি-সম্ভূত মনুষ্যাদি বর্ত্তমান আছে এবং যাহারা স্বাভাবিক-ভাবেই কদাচার-সম্পন্ন, তাহারা সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিলেই সেই পরমধামে যাইতে পারিবে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ (গীঃ ৯।৩২)

কীরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দাদি অত্যন্ত নীচযোনিসম্ভূত ব্যক্তিগণ যখন কৃষ্ণভক্তি দ্বারা পরমধামে যাইতে পারেন, তখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বা তন্নিম্নস্থ স্ত্রী-শূদ্র-যবনাদির ত' কোন কথাই নাই। ভগবানের ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই। প্রকৃত একজাতিত্ব, একধর্ম্মত্ব, একেশ্বরত্ব ইত্যাকার ভাব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়েই সম্ভব হয়,—অন্যথায় নহে।

কলিকাল-নিষ্পেষিত মনুষ্যজাতি মায়াকবলিত হইয়া যে স্বরূপ ভেদ-বুদ্ধিতে জগতে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে এবং সেই বিপর্য্যয়ের সমাধানকল্পে মনিষিগণ আজ জগতে যে একত্ব আনিবার জন্য গভীর গবেষণা করিতেছেন, উহা সহজে কিভাবে এবং কোন্ পথে সমাধান হইবে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতাশাস্ত্রেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (গীঃ. ৯।৩৪)

হে মনুষ্যজাতি! তোমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মনঃসংযোগ কর। তোমাদের শারীরিক, মানসিক সমস্ত কার্য্য তাঁহার সেবোপকরণ হিসাবে করিতে থাক। এইভাবে সর্ব্বতোমুখী কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইলেই, তোমরা কেবলমাত্র ইহ-জগতেই যে সুখী হইবে তাহা নহে, পরন্তু পর-জগতেও নিত্যকাল তাঁহার সেবাসুখ লাভ করিয়া নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইবে। মহাবদান্য-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-মহাপ্রভু এই কথাই প্রচার করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশে তিনি বাঙ্গালা-দেশে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালী-জাতিকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। বাঙ্গালীজাতি তাঁহার কথা সমস্ত জগতে প্রচার করিয়া নিজকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকভাবে 'তাঁহার' কথা সুষ্ঠু প্রচার হইলেই বিবদমান মনুষ্য-জাতি পরাশান্তি লাভ করিবে। দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ভাঙ্গাইয়া তের প্রকার অপসম্প্রদায়ই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া কতকগুলি সরলমতি শিষ্যাদি সংগ্রহ করত নিজদিগকে বহুমানন করিতেছে। যাহারা নিজেরাই কোনপ্রকার শিষ্যত্ব স্বীকার করে নাই, তাহারা কোন্‌বলে গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেছে—আমরা তাহা বুঝি না। যে কথা সমস্ত জগদ্বাসীকে গ্রহণ করাইতে হইবে, তাহা কোন লোক-বঞ্চনামূলক ভাবুকতা নহে; তাহা অত্যন্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। মূর্খসমাজে ভাবুকতার ভান দেখাইয়া গুরু

সাজিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কোনদিনই প্রচার হইবে না। সাধু সাবধান।

আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি যে, একমাত্র কুতার্কিক চিৎ-জড়-সমন্বয়বাদী বা মায়াবাদী শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিতে কুণ্ঠিত। তাহারা নিজ চেষ্টায় ভগবানকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত থাকিবে। এ কথা তাহারা নিজেরাও বুঝিতে পারে না এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা দৃঢ়ভাবে বুঝাইয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তির অভাবেই এইপ্রকার দুরবস্থা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনদিনই গ্রাহ্য হয় না। সূর্য্যকিরণ-দ্বারাই যেমন সূর্য্যদর্শন হয়, সেইপ্রকার ভগবানের সেবা-কিরণ-দ্বারাই ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত হন।

পরমতত্ত্ব বুঝিবার জন্য যে-সকল সরঞ্জাম আমাদের আছে, তাহা এইরূপ—যথা, বুদ্ধি অর্থাৎ সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়-সামর্থ্য, জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক, অসম্মোহ, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, সত্য বা যথাযথার্থ-ভাষণ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, সমতা বা অন্তরিন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ ইত্যাদি সাত্ত্বিক গুণসমূহ; অভয়, সমতা, তুষ্টি ইত্যাদি রাজসিক গুণসমূহ এবং ভয়, জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি তামসিক গুণ-সমূহ সকলই ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়া হইতে সম্ভূত। আবার সেই মায়া ভগবানের অধীন-তত্ত্ব—শক্তি বলিয়া উপরিউক্ত সমস্ত বিভূতিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণের অতীত অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু। সুতরাং উপরিউক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি সত্ত্বগুণের আলোড়ন করিয়া গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পৌছান যায় না। মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে সেই ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে (গীঃ ৭।১৪)।" মায়াকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—শ্রীভগবানে প্রপত্তি। সেই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ (ব্রঃ সং ৫।১)॥" মায়াতীত অবস্থাতেই ভগবানের মহৈশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি উপলব্ধি হয়। মায়াতীত অবস্থায় ভগবানের মুখপদ্মনিঃসৃত নিম্নলিখিত কথাগুলি বুঝা যায়। যথা—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।৮-১০)

[অর্থাৎ—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি-স্থান বলিয়া আমাকে জানিও—এইরূপ অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত,' আর সকলেই অপণ্ডিত ॥৮॥ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ;—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভাক্তসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসে রমণ-সুখ লাভ করেন ॥৯॥ নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি; তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥১০॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

অতিথি-সৎকার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

সকল দেশেই এই 'অতিথিসেবার কথা শুনা যায়। ইহা দেখিয়া শুদ্ধভক্তি-পথের পথিকগণ মনে করিতে পারেন,—যে-সকল কর্ম্মে কর্ম্মীদিগের আদর ও আগ্রহ, শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে কখনও উহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী যাহাই করিবেন, তাহা বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া, অতিথিসেবা বা দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে বা ভিখারীকে ভিক্ষাদান ও অর্থাদি সাহায্য করাকে কর্ম্মাঙ্গ বিচার করত তৎপ্রতি উদাসীন হওয়া ভক্তি-পথাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। এই অতিথি-সৎকার কি গৃহস্থ, কি বৈষ্ণব সকলেরই করা উচিত। যদি তাঁহারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আদর্শানুসরণে অতিথি-সেবা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিচার কতটা শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা সজ্জনগণ বিচার করিবেন।

বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজকে লোকে যে-সকল অর্থাদি দান করিতেন, তিনি তাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিতেন এবং ঐ অর্থ

শ্রীধামের অভ্যাগতগণের সেবায় নিয়োগ করাইতেন। নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অতিথিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

একসময় জনৈক বাউল-বেষী উদাসীন ব্যক্তি শ্রীপুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ পুরী-মঠেই ছিলেন। মঠের কোন নবাগত ভক্ত তাঁহার বাউল-বেষ দেখিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিতে অস্বীকার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং সেই ভক্তকে সাবধান করিয়া দিয়া সেই ব্যক্তিটিকে আদরের সহিত নিজে সম্মুখে থাকিয়া প্রসাদ ভোজন করান এবং সেদিন হইতে সকলকে বলিয়া দেন—যে-কোনও উদাসীন ব্যক্তি যে-কোন সম্প্রদায়েরই হউক, যদি প্রসাদ ভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাকে তাহা প্রদান করা প্রত্যেক মঠবাসীর কর্ত্তব্য। যেরূপ গৃহস্থের পক্ষে অতিথিসেবা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসার মঠেও অভ্যাগতের সেবা কর্ত্তব্য। নিজেরা ভোজন না করিয়াও অতিথির সেবা করিতে হইবে। প্রচুর প্রসাদাদি না থাকিলে মাধুকরী প্রদান করিতে হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জল, আসন ও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা অভ্যাগতের সম্মান করিবেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে দেখিতে পাই, শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীপদ্মাবতী দেবী তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় একটিমাত্র পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে দান করিয়া এক সন্ন্যাসী অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশচীদেবীও অতি যত্ন ও আর্ত্তির সহিত তৈর্থিক-অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা হইত। বিষ্ণুসেবার ন্যায় অতিথি-সেবাকেও তাঁহারা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সময়-সময় দীন ও দুঃখীকে নিজের পকেট হইতে অর্থাদি সাহায্য করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, দীন-দুঃখীকে দান করিলে তাহা কর্ম্ম হইয়া যায়, এজন্য আমরা অতিথি-সৎকারাদি করি না। এইরূপ কল্পিত বিচারের মূলে ভক্তি ও ভগবানের প্রতি কতটা আদর ও প্রীতি আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ ব্যবহার-কার্পণ্যকে ভক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদের চরিত্রে অতি সাধারণ গুণ বা তটস্থ-লক্ষণগুলিও থাকিবে না এরূপ নয়। বরং কৃষ্ণৈক-শরণতা-রূপ স্বরূপ-লক্ষণ ত থাকিবেই, তটস্থ-লক্ষণগুলিও আনুষঙ্গিক-ভাবে স্বরূপ-লক্ষণের সেবা করিবে। কর্ম্মী ও শুদ্ধভক্তের মধ্যে পার্থক্য-এই যে, কর্ম্মী

তটস্থ-লক্ষণগুলিকেই মুখ্য-লক্ষণ মনে করে এবং ঐগুলিকে প্রাধান্য দিয়া হরিভক্তিকে গৌণ, কখনও বা হরিভক্তিহীন নীতিকে বহুমানন করে। কিন্তু শুদ্ধভক্তের বিচার এই—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন।

কর্ম্মীর লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত ক্রিয়া আত্ম-সুখময় অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার অনুকূলে কৃত হয়। আর ভক্তের লৌকিকী ও বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলে কৃত হইয়া থাকে। কর্ম্মী পুণ্যকামী হইয়া অতিথি-সেবা করেন, আর শুদ্ধভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পূর্ব্বগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রীতিকল্পে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের জন্য অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। কখন কোন্ শুদ্ধভক্ত যদৃচ্ছাক্রমে অতিথিরূপে সমাগত হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অনেকে অতিথিসেবা করিতে করিতে সুদুর্ল্লভ মহা-ভাগবতের সেবা ও সঙ্গ-লাভ করিয়া ধন্য হন। মহাভাগবতগণ অনেক সময় সাধারণ অতিথিরূপে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অতিথিসেবা-বিমুখ হন, তাহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। শ্রীউদ্ধব-মহারাজ যখন কৃষ্ণ-প্রেরিত হইয়া ব্রজে গমন করেন, তখন শ্রীনন্দ-মহারাজ—"মদভীষ্টদেবোঽতিথিরূপেণাগতঃ" এই কথা স্মরণ করিয়া শ্রীউদ্ধবের যথাযোগ্য যত্ন ও সেবা করিয়াছেন। একথা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমাদিগকে তৎকৃত টীকায় জানাইয়াছেন।

যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণও অতিথিসেবার উজ্জ্বল আদর্শ পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে গৃহস্থধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠির-মহারাজকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখু-সরীসৃপ্ খগ-মক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৯)

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা—ইহাদিগকে স্বীয় পুত্রের তুল্য দর্শন করিবে; অর্থাৎ পুত্রের ন্যায় যথোচিত ভোজ্য দিবে, যেহেতু পুত্রাদি হইতে ইহাদিগের পার্থক্য কি পরিমাণ?

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥ (ভাঃ ৭ ১৪।১১)

কুক্কুর, পতিতব্যক্তি ও চণ্ডাল প্রভৃতিকে ভোগ্যবস্তু যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিবে। একমাত্র মমতাস্পদ ভার্য্যাকেও নিজসেবায় উপেক্ষা করিয়া অতিথিসেবায় যথাযোগ্যরূপে নিযুক্ত করিবে।

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৃণাত্মানমন্বহম্।
স্ববৃত্ত্যা গতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্॥ (ভাঃ ৭।১৪।১৫)

গৃহস্থব্যক্তি প্রতিদিন স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত বিত্তে দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, প্রাণী, পিতৃপুরুষ ও আত্মাকে পৃথক্ তৃপ্ত করিয়া সর্ব্বান্তর্যামীর সেবা করিবে।

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্ব্বং তৎপুরুষাত্মকম্॥ (ভাঃ ৭।১৫।৬)

দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণিসমূহ ও আত্মীয়স্বজনগণকে যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ভগবৎসম্বন্ধে দর্শন করিবে।

শ্রীপৃথু মহারাজও শ্রীসনৎকুমারকে বলিয়াছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥ (ভাঃ ৪।২২।১০)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী, ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ এবং নির্ধন হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত ধনী।

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ॥ (ভাঃ ৪।২২।১১)

যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত, সেইসকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যু-ভয়প্রদ। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ।

———

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

বাল্যে সনাতনের ভাগবতানুরাগ ও স্বপ্নে তৎপ্রাপ্তি

শ্রীসনাতন-রূপ আবাল্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাহা আমরা প্রামাণিক আপ্তবাক্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকি ;—

"শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।　শ্রীভাগবতে যাঁর অতিশয় প্রীত ॥
প্রথমবয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।　শ্রীভাগবত দেয় আনন্দ অন্তর ॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।　প্রাতে সেই বিপ্র ভাগবত দিলা ॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষ চিতে।　মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিলা।　তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিলা ॥
শ্রীসনাতনের পূর্ব্ব কহি সংক্ষেপেতে।　শ্রীজীবগোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে
(ভঃ রঃ ১।৫।৩১-৩৬)

"যে শ্রীমদ্ভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভাগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতন-নামিনাম্ ॥" (লঘুতোষণী)

যিনি প্রথমবয়সে স্বপ্নে জনৈক বিপ্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বপ্ন-ভঙ্গে জাগরণকালে প্রভাতেও সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই 'শ্রীসনাতন গোস্বামী' নামে বিখ্যাত মহাজনেরই লিখিত এই গ্রন্থ।

শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলনান্তে দৈন্য-বিলাপ

"দন্তে তৃণ ধরি' দৈন্য কৈল যে প্রকার।
সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥
শ্রীভক্তবৎসল প্রভু-ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
সনাতন-রূপের দৈন্যেতে প্রাণ কান্দে ॥" (ভঃ রঃ)

শ্রীপ্রভুও বিগলিত-হৃদয়ে বলিলেন,—"দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাঁটে মোর মন।"

শ্রীরূপ-সনাতন বলিতে লাগিলেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥

মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিত-পাবন নাম তবে সে সফল॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল॥" (চৈঃ চঃ)

"বিপ্রগণে বিস্ময় এ মর্ম্ম না বুঝিল।
প্রভু ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥
অহে ভাই! কে বুঝিতে পারে প্রভু-হিয়া।
ভক্তাধীন হন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া॥" (ভঃ রঃ)

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে, দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্যে রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে, উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি'।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি'॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিত-পাবন জয়, জয় মহাশয়॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ-কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

শ্রীসনাতনের দৈন্য শ্রবণে-শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহ-প্রণয়োক্তি

শুনি মহাপ্রভু কহে—"শুন, দবির-খাস।
তুমি দুই ভাই—**মোর পুরাতন দাস॥**
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ-সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য-পত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বয়ে জানি ব্যবহার তোমার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিনু বারে বারে॥" (চৈঃ চঃ)

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম-সমূহে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নব-নব সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী ভক্ত বাহ্য-দর্শনে বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্তরে নব-নব রসধাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকে নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক মহাজন শ্রীরূপ-সনাতনকে ইঙ্গিতে রাগমার্গীয় ভজনের উৎসাহ দিলেন। প্রভু আরও বলিলেন—

"গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দুহাঁ দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে॥" (চৈঃ চঃ)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রামানন্দের দ্বারা কন্দর্পের দর্পনাশ, দামোদরের আদর্শে নিরপেক্ষতা, ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা সহিষ্ণুতা, সনাতন-রূপের দ্বারা জগতে দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবঞ্চনায় কৃপাপ্রাপ্ত-জনের স্বভাব

"শ্রীচৈতন্য কৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ॥
সদা একরস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য॥
তাঁর ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায়॥
সনাতন-রূপের অন্তরে হৈল যাহা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জানিলেন তাহা॥" (ভঃ রঃ ১ম তঃ)

প্রভুর বিদায় গ্রহণ ও রূপ-সনাতনের বিষয়-ত্যাগের সঙ্কল্প

প্রভু বিদায় লইয়া বৃন্দাবনের দিকে যাইবেন, কিন্তু সঙ্গে বহুলোকের সংঘট্ট হইবে দেখিয়া শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ-কোটি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥" মহাপ্রভু কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সঙ্গে লোক-সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া সনাতনের কথা স্মরণ-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে না গিয়া পুনঃ নীলাচলের দিকে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের গৃহে পাঁচ-সাত দিবসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীসনাতন তীব্র প্রভু-বিচ্ছেদ-দুঃখে অভিভূত হইয়া বিষয় ত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন,—তাঁহার রাজকার্য্য আদৌ ভাল লাগে না; শ্রীকৃষ্ণানুরাগপর চিত্তে, ভাবিলেন—**"রাজা মোরে প্রীতি করে এ মোর বন্ধন"**—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবেন। অপরদিকে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও মহাপ্রভুকে দর্শন করা অবধি তাঁহার নিত্য-সঙ্গী হইবার একটি উপায় সৃষ্টি করিলেন। উভয়ে শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রয় পাইবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিলেন। মহাচতুর-শিরোমণি শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনের জন্য গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া নিজস্ব সমগ্র ধন-সম্পদরাশি নৌকায় উঠাইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্ব-গণের জন্য সমগ্র অর্থ বিভাগ করিয়া দিলেন। এদিকে মহাপ্রভু কোন্‌দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন,—ইহা জানিবার জন্য শ্রীরূপাগাস্বামী দুইজন বিশ্বস্ত চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। শ্রীরূপ চর কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সেই সংবাদ পাঠাইয়া নিজ কনিষ্ঠ-ভ্রাতা অনুপমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ব্রজের দিকে রওনা হইলেন।

উদ্ভট-চন্দ্রিকার টীকাকার লিখিয়াছেন,—যেকালে শ্রীরূপ-গোস্বামী শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন, সেকালে শ্রীরূপ একখানি পত্র শ্রীসনাতনকে দিয়াছিলেন। পত্রখানি এই; -

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতির উত্তর-কোশল-দেশই বা কোথায়? এইজগৎ অনিত্য, এই বিচারে মনকে স্থির কর। শ্রীরূপের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সনাতন গোস্বামী পরমানন্দিত হইলেন।

শ্রীরূপ সনাতনকে আরও অন্য পত্রে লিখিলেন,—আমি এবং অনুপম মহাপ্রভুর পাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম; তুমি যে কোনও প্রকারেই হউক যবনের কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমার কারাগৃহ হইতে নির্ম্মুক্তির জন্য আমি সওদাগরের গৃহে দশ-সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছি। তুমি যত শীঘ্র পার, ঐ অর্থের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আইস। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

পরম করুণাময় শ্রীগুরু আমার।
তব পদে নিত্য কোটী কোটী নমস্কার॥
পতিতপাবন তুমি অধম-তারণ।
তব সম এ ভুবনে নাহি কোন জন॥
কে আর করিবে দয়া এ পাতকী-জনে।
কৃপা করি' স্থান দিলে ও রাঙ্গা চরণে॥
তোমার করুণাগাথা কি কহিব আমি।
বলিতে অশক্ত তাই বার বার নমি॥
তুমি ত করুণাসিন্ধু মুঞি টুন্‌টুনি
কতটুকু শক্তি মোর পিতে তব পানি॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
তোমার মহিমা তবু বর্ণিবারে নারি॥
ক্ষুদ্র 'বামন' হইয়া চাঁদে লোভ কৈল।
আমার যে মূঢ় মন তেমনি হইল॥
যে পাপীকে দে'খে লোকে ঘৃণায় না চায়,
যে পাতকী-দরশনে সাগরও শুকায়॥
তা'রে তুমি কোলে নিলে এ অতি আশ্চর্য্য
তাহে জানিলাম আমি, তুমি শ্রেষ্ঠ আর্য্য॥
বিঘূর্ণিত কাল-রূপ চক্রের ঘূর্ণনে।
দারুণ বিপদগ্রস্ত হই যেই ক্ষণে॥
নিমজ্জিতা হ'য়ে আমি ভবসিন্ধু-মাঝে।
হাবু-ডুবি খেয়ে মরি প্রাণ মাত্র আছে॥
উপায় না দে'খে ডাকি শ্রীমধুসূদন।
শ্রীগুরু-রূপেতে তুমি দিলে দরশন॥
সে হেন সঙ্কটে মোরে করিলে গো ত্রাণ।
তাহে জানি মোর প্রভু অতি শক্তিমান্॥
তুমি যদি না তুলিতে কেশেতে ধরিয়া।
উত্তাল তরঙ্গে তবে যেতাম ভাসিয়া॥
শ্রীচরণ-তরী দিয়ে করিলে উদ্ধার।
তোমার চরণে মোর বহু নমস্কার॥
অমৃত-আধার তব চরণ দু'খানি।
তাহা পেয়ে শান্ত হ'ল দগ্ধ তনুখানি॥
"পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল"
তব পদে পেয়ে স্থান।
"দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল"
পাইনু আলোক-সন্ধান॥
পড়েছিনু অতি ঘোর 'তমঃ' অন্ধকারে।
জ্ঞান-শলাকায় মোর তমঃ নাশ করে॥
যে আলোর সন্ধান তুমি দিলে গো আমারে
সে অপূর্ব্ব দয়া তব ভুলিব কি ক'রে??
পথের পাথেয় কিছু না আছে আমার।
তুমি বিনে এ অধমে কে করিবে পার??
তব পদে এই মোর করুণ প্রার্থনা।
তুমি যেন এ অধমে না করিও ঘৃণা॥
অশোক-অভয় তব চরণ-যুগল।
জন্মে-জন্মে পাই যেন তুমি ত সম্বল॥
অসার সংসার এই শ্মশান সমান।
যত সব স্বার্থপর পিশাচের স্থান॥
অশান্তির চিতা-বহ্নি সদা ধু-ধু জ্বলে।
তাহে মোর চিত্ত পড়ি' কাঁদিছে আকুলে।
সে অনলে শান্তি-সুধা-বারি ঢাল তুমি।
তব সম দয়াময় নাহি দেখি আমি॥
কে আর করিবে দয়া পাতকী দেখিয়া।
পতিতা দেখিয়া কার বিদরিবে হিয়া॥
যেদিন তোমারে কৈনু আত্ম-সমর্পণ।
ঘুচিল দারুণ জ্বালা শান্ত হইল মন॥

ভবের কাণ্ডারী তুমি শ্রীগুরু আমার।
তোমার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥
নিত্য তুমি সুমহান্ প্রণত-পালন।
তোমার পদারবিন্দ করি গো বন্দন॥
ধ্যান-যোগ্য যেই পদ সদা সর্ব্বদাই।
সে-পদ বন্দন বিনা মোর গতি নাই॥
অভীষ্ট-পূরণ করে যেই ত চরণ।
সেথায় করিতে বাস ইচ্ছে মোর মন॥
কেবল তোমার বার্ত্তা চিত্তে করি' সার।
অনায়াসে ত'রে যাব এ ঘোর সংসার॥
কর্ম্মপথে সংসারেতে ভ্রমি যে সর্ব্বথা।
সংসার তারিয়ে তব শ্রীমুখের কথা॥
কেবল তোমার ভক্ত-সঙ্গেতে রহিয়া।
তরিব সংসার, কর্ম্ম-বন্ধন ত্যজিয়া॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে তব কথা ল'য়ে।
দুস্তর সংসার হ'তে যাব গো তরিয়ে॥
স্মরণ করিব নিত্য তোমার চরণ।
তব গুণ অবিরত করিব কীর্ত্তন॥
তব আচরণ, তব মধুর বচন।
সর্ব্বদা স্মরিব আমি হ'য়ে একমন॥
সে-সব স্মরিয়া আমি সংসার তরিব।
অতএব ক্ষণার্দ্ধ না চরণ ছাড়িব॥
তিলেকের তরে যদি তব সঙ্গ পাই।
বৈকুণ্ঠের সুখ আমি কিছু নাহি চাই॥
তোমার চরণ সেবি ভক্ত-সনে বাস।
জনমে-জনমে মোর এই অভিলাষ॥
পতিতপাবন-রূপে তব অবতার।
মো সম পতিতাধমে করিবে উদ্ধার॥
এই ত বিশ্বাস ল'য়ে আছি এ ভুবনে।
নিশ্চয় করিবে দয়া পাতকিনী জনে॥
সুবিজ্ঞ নাবিক তুমি, মোর ভগ্ন তরী।
কৃপা করি' পার কর, তব পদে ধরি॥
যদ্যপি এ ক্ষুদ্রমতি অন্য পথে ধায়।
কেশে ধ'রে টেনে এনো চরণ-তলায়॥
এই নিবেদন মোর তব শ্রীচরণে।
মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার' এ জনে॥
তোমার চরণে মোর আছে পান্থধাম।
শ্রান্ত হ'লে তথা আমি করিব বিশ্রাম॥
আমার হৃদয়ে সদা এই বাঞ্ছা হয়।
আমার বাসনা তুমি পূরাবে নিশ্চয়॥
তোমার মহিমা আমি কি কব কি জানি।
তোমার চরণ সার—এই মাত্র জানি॥
যতই আসুক ঝঞ্ঝা ভয় নাহি মানি।
দৃঢ় করি' ধরিব ও চরণ দু'খানি॥
অপার করুণা তব না যায় লিখন।
যতটুকু শক্তি দিলে করিনু বর্ণন॥
জানি এ আমার গুরু বাঞ্ছা-কল্পতরু।
কৃপা করি' শোধিবেন মোর মন-মরু॥
কায়-মন-বাক্যে আমি সেবি ও চরণে'।
'দাসী' করে রেখো যেন এ নারকী-জনে॥
অসীম তোমার দয়া নাহি পাই পার।
তব পদে নতি আমি করি বারবার॥
আমি অতি মূঢ়-মতি না জানি ভকতি।
শ্রীচরণে এমিনতি—থাকে যেন (পদে) মতি
তোমার চরণে সদা এই ভিক্ষা চাই।
অন্তিমে ও রাঙ্গাপদে যেন ঠাঁই পাই॥

আপনার সেবাভিলাষিণী—
—শ্রীউষারাণী দেবী, পাঁচবেড়িয়া (মেদিনীপুর)

চিত্রকেতুর উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে 'চিত্রকেতু' নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তাঁহার মণি-মাণিক্য, রত্নসিংহাসন, দাস-দাসী, প্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল ; কিন্তু এই সব বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকা-সত্ত্বেও রাজার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না। তাঁহার সাত শত রাণী থাকিলেও রাজা একটী মাত্রও পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন—আমার এই বিপুল ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে—কে এসমস্ত ভোগ করিবে? আমি পরলোকগমন করিলে, কে আমাকে শ্রাদ্ধ-শান্তি, পিণ্ডদান করিবে?—এই চিন্তায় রাজা সর্ব্বদাই মগ্ন থাকায় তাঁহার বদন কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। দারুণ চিন্তায় রাজা দিনে-দিনে শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাজা চিত্রকেতু রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামী বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সহসা ঋষিকে দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে মুনিবরের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সসম্মানে আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীনারদ-ঋষি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করায়, রাজা চিত্রকেতু বিষাদমনে ঋষিকে কহিলেন,—"হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের দুঃখের কথা আপনি সমস্তই অবগত আছেন; একটী পুত্র অভাবে আমার এই বিশাল রাজপুরীতে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না।"

শ্রীনারদ-ঋষি রাজাকে 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু পাষাণে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ রাজাকে রজোগুণোত্থ বিষয়াসক্তিতে মগ্ন দেখিয়া ও এঅবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, ঋষিবর রাজাকে একটী পুত্র লাভের বর প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ'কেই বলে মায়ার নেশা; গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" এই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী দৈবীমায়া দেবতাদিগেরও মোহকারক। ক্ষুদ্র জীব গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনই এই দুস্তরা মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

মুনিবর রাজাকে বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে, যথাসময়ে রাজার একটী রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাজপুরীতে আর আনন্দের সীমা

নাই। রাজা সময়োচিত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি করাইয়া দীন-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সকলকেই প্রচুর পরিমাণে রজত-কাঞ্চনাদি দান করিলেন এবং চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি ভক্ষ্য-দ্রব্য দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি বিধান করিলেন। পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজার আর সুখের অবধি রহিল না।

কিন্তু কালচক্র কি ভীষণ! অতি নির্ম্মম !! নিষ্ঠুর !!! আজ যে দরিদ্র, কা'ল সে রাজা। হুসেন সাহ বাদশাহ প্রথম জীবনে দরিদ্র অশ্বপাল হইয়া পরিশেষে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আজ যিনি মহারাজা, কালের কবলে পড়িয়া তিনিও দুঃখী-কাঙ্গাল হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত শত-সহস্র রহিয়াছে। দুরন্ত কাল সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, কোঠাবাড়ী, মর্ম্মরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা—তাহাও হঠাৎ ভূমিকম্পে নিমেষমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়; সাধের দ্রব্যসকল মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়—ইহাই বিচিত্র কালের গতি।

এই মায়ার সংসারে জীবসকল বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া—"আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি সম্রাট্, আমি রাজ্যপাল, আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার জমি, আমার ধন-রত্ন"—এইরূপ সমস্তই 'আমি ও আমার' মনে করিয়া পরিণামে শশ্মানের দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া থাকে। দর্পহারী ভগবান্ জীবের এই অনিত্য ধন-জনের মোহ—ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকেন। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, এই মায়ার অনিত্য দু'দিনের সম্পত্তির মোহ ঘুচাইয়া তাহাকে আমার নিত্য চিদৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকি।

মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রাণীর সন্তান হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসেন দেখিয়া অন্যান্য রাণীগণ (সতীনীগণ) বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাণীগণ মন্ত্রণা করিয়া দাসীকে দিয়া সন্তানের দুগ্ধপান করিবার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র দুগ্ধ পান করত দোলায় দুলিয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও রাজপুত্রকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখিয়া রাজমাতা শঙ্কান্বিত হইয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—"পুত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ক্রোড়ে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" হুকুম শুনিবামাত্র দাসী খোকার দোলার নিকট যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাণী-মা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খোকা আর ঘুম

হইতে উঠিবে না—সে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে ; তাহার মুখ, শরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, সে আর এজগতে নাই। রাণী-মা 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের' ন্যায় এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ; অন্যান্য রাণীরা সকলেই কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিল। প্রহরী রাজসভায় যাইয়া রাজাকে অন্তঃপুর-মধ্যের এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

অন্তর্যামী শ্রীনারদঋষি এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ঋষিকে সমাদর করত ম্লানমুখে কহিতে লাগিলেন হে মুনিবর! আপনার কৃপায় বর লাভ করিয়া একটী পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু পরিণামে এ কি হইল? হায়! হায়!! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই দারুণ পুত্রশোক ভোগ করিতে হইল?

মুনিবর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার অনিত্য বস্তুতে অত্যাসক্তি দেখিয়া পুত্র বর দিয়াছিলাম ; কিন্তু এসমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এখনও কি জ্ঞানের উদয় হয় নাই?—নির্ব্বেদ আসে নাই? কালের কি ভীষণ ভ্রূকুটি! কর্ম্মসূত্ররূপ কাল ঐ দেখ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল। সন্তানবৎসলা জননী স্নেহবশতঃ শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছে। কতশত স্ত্রীলোক স্বামীহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে। কত স্বামী বিপত্নীক হইয়া শিশু, পুত্র-কন্যা লইয়া অসহ্য জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। কতশত কবি, কত মনীষী, কত সুসন্তান, কত সিদ্ধ যোগী-মহাত্মা ভারতমাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে?—কেহ অনলে, কেহ সলিলে, কেহ ব্রাঘ্রমুখে, কেহ সর্পমুখে, কেহ জ্বরে, কেহ রোগে, কেহ শোকে—ঐ কালাগ্নিসদৃশ চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে। হে রাজন্, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 'স বৈ ভূমা সুখম্'। ভূমাই সুখ, নিত্য বস্তুতেই সুখ, অনিত্য বস্তুতে সুখের অভাব—দুঃখই বর্ত্তমান। এই তত্ত্বজ্ঞান যমরাজ শ্রদ্ধাশীল ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হইত রাবণ।
ধনে যদি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন॥

রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি একজনও বংশে বাতি দিতে রহিল না। সোণার লঙ্কা হনুমান্ পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিলেন। এই অনিত্য ধন-জনের পরিণামই এই। মৃত্যুকালে এ অনিত্য ধন, জন, সম্পদ কেহই জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। এখন তোমার মনে নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছে। আইস রাজা, আমি তোমাকে পারকব্রহ্ম নামে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করি; সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রীহরিনামের—পরমতত্ত্বের উপদেশ করি। এই বলিয়া মহর্ষি-নারদ পরমভাগবত রাজা চিত্রকেতুকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া তাঁহাকে এই দুরন্ত ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার*

(৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

(৬) শ্রীবলদেব-বাক্যের অনুসরণ ও গুরুবাক্য

শ্রীজন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া জন্মাষ্টমীর ব্রত-নির্ণয়ের দিন স্থির করিয়াছেন। শ্লোকটী এইরূপ,—

অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥ (প্রঃ রঃ ৮।৯)

এই শ্লোকটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্লোকের যে যে-প্রকার অর্থই করুন না কেন, মহাজনকুল-চূড়ামণি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যেরূপভাবে শ্লোকটীকে গ্রহণ করিয়াছেন,** আমরা তাঁহার অনুগত-অভিমানী সেবকবৃন্দ তাহা হইতে কেশাগ্র পরিমাণ বিচ্যুত হইতে পারি না। কোন্ শ্লোকের কি তাৎপর্য্য, তাহা মহাজন ব্যতীত অন্য কাহারও হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় না; স্মার্ত্ত বৌদ্ধ শ্রমণগণের কা কথা। আমরা প্রমেয়-রত্নাবলীর ঐ শ্লোক-সম্বন্ধে উক্ত মহাপুরুষের অনুবাদমুখে নির্দ্দেশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবেন—

"জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে

---

* আমরা এই প্রবন্ধের ক্রোড়ীভূত ৬টী প্রবন্ধের ৫টী প্রবন্ধ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৫-২৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। এই ৬ষ্ঠ প্রবন্ধই উহার অবশিষ্টাংশ।

এই সকল কথার বিস্তারিত বিচার আছে ॥৯॥" (প্রঃ রঃ-গৌড়ীয়ভাষ্য ৮২ পৃষ্ঠা)

আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গকে উল্লিখিত শ্লোক ও তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্যের স্পষ্ট স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। অনুবাদের **'ঐসকল তিথি** সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে' —এস্থলে 'ঐ সকল তিথি' বলিতে জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে। এই সমুদয় তিথিসমূহে অর্থাৎ **একাদশীতেও সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগ** করিবার উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু গোস্বামীবর্গের সকলেই একাদশী সম্বন্ধে অরুণোদয়বিদ্ধাই বিচার করিয়া থাকেন। তথাপি প্রভুপাদ জন্মাষ্টমী ও একাদশী উভয় সম্বন্ধেই সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগের উল্লেখ করিলেন কেন ?—ইহাই এস্থলে বিচার্য্য। প্রভুপাদের লেখনীর ভঙ্গীতে তিনি সর্ব্বপ্রথম জন্মাষ্টমীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে জন্মাষ্টমীর প্রতি বিশেষ গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মাষ্টমী ও একাদশীর প্রতি কাহারও তারতম্যমূলক বিচার আনয়ন করা সুসঙ্গত নয়, ইহা প্রদর্শনের জন্যই তিনি উভয় তিথিকেই একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিলে একাদশীতেও সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। পক্ষান্তরে, একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্ধা মানিলে জন্মাষ্টমীতেও অরুণোদয় মানিতে হইবে—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত অধিক কিছু মানিতে হইলে "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সকল কথার বিস্তারিত বিচারও আছে।"

উক্তস্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ত' সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে বলিয়াছেন ; সুতরাং আমরা জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যাইব, একাদশী-প্রসঙ্গ বিচার করিব না অর্থাৎ একাদশীতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধার কথা ধরিব না এবং শ্রীল প্রভুপাদ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে সূর্য্যোদয়বিদ্ধাই 'প্রমেয়-রত্নাবলী'র 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থলে আমার বক্তব্য,— বিচার-জগতে ইহাই রীতি এবং সিদ্ধান্ত যে, বাক্যের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গতিবিহীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাকে 'অর্দ্ধজরতি-ন্যায়' বলা হয়। আরও দেখিতে পাই,—

একে নিন্দে', আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥ (চৈতন্যভাগবত)

সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করিলে আমরা অপরপক্ষকে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'ভণ্ড' ও 'পাষণ্ড' বলিলে দোষ হইবে কি? যাহারা সবদিক্ না দেখিয়া একদিক্ দেখে, তাহাদিগকে 'কাণা' বলে। সুতরাং গ্রাম্য-কথায় বলে,—'কাণা গরুর ভিন্ন গোঠ।' অন্ধ গরুর গর্ত্তে পোট॥

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ যদি মনে করেন, 'গৌড়ীয়ভাষ্য' মুদ্রাকর প্রমাদবিশেষ, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থখানির 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে'র রচয়িতা এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম। এই সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ' নামে পরিচিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রমণমহারাজ এই শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমণমহারাজ তাঁহার গুরুদেব শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সুসম্পাদিত গ্রন্থের বিচার গ্রহণ করিতে অপারক হইতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি কি মনে করেন, তাঁহার বর্ত্তমান গুরুদেব ভুল করিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ সুচতুর লোক বলিয়াই জানি। উক্ত 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে' মুদ্রিত হইয়া ৪৩৯ গৌরাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক, মুদ্রাকর সকলেই চতুর ও পণ্ডিত। তাঁহাদের কাহারও উক্তরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা যে প্রকৃতই মুদ্রাকর-প্রমাদ নহে, তাহার আরও একটী প্রমাণ আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

পরলোকগত মাননীয় অতীন্দ্রিয় দাস অধিকারী (ভক্তিগুণাকর) মহোদয়ের সঙ্কলিত "গৌড়ীয় কণ্ঠহার" গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে গিয়া সঙ্কলনকারী মহোদয় তীর্থ মহারাজের (কুঞ্জবাবুর) সম্পাদিত অনুবাদের অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া উহা সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। 'ঐ সকল তিথি' সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে ॥৮৩॥"

সুতরাং যে-বাক্য পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একই ভাবে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই কথা উক্তি করিলে তাহা প্রামাণ্যই হইয়া থাকে। গায়ের জোরে বা গলার

জোরে অন্যরূপ ব্যক্ত করিলে চলিবে না। এইসমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, **শ্রীল প্রভুপাদ একাদশী ও জন্মাষ্টমী একই বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন।**

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ যে-যেস্থলে জন্মাষ্টমী ও একাদশীর উল্লেখ পাইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই বিস্তারিত বিবরণ অবগতির জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাস আলোচনা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই ১২শ বিলাসে মূলতঃ একাদশী ও প্রসঙ্গতঃ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধেও বিচারিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বাদশ বিলাসে 'সূর্য্যোদয়বিদ্ধা'-শব্দ অথবা তাহার কোনও প্রসঙ্গই আলোচিত হয় নাই। যদিও হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসে মুখ্যতঃ জন্মাষ্টমী সম্বন্ধেই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদ ইহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াও জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে '১৫শ বিলাস দ্রষ্টব্য' এইরূপ নির্দ্দেশ কোথাও দেন নাই। ব্রত-নির্ণয়-প্রসঙ্গে **গুরুবাক্যই** আমাদের একমাত্র অবলম্বন—"গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" তবে এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, জন্মাষ্টমীতে হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাস আদৌ গ্রহণীয় নহে। ১৫শ বিলাসে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে যে বিচার রহিয়াছে, উহা ১২শ বিলাসের বিচারের অনুকূলে গ্রহণ করিতে হইবে; ১৫শ বিলাস ১২শ বিলাসকে খণ্ডন করিতেছে এরূপ বিচার নহে। আমরা এসম্বন্ধে ৫ম প্রবন্ধে "শ্রীল সনাতন-বাক্যের তাৎপর্য্য ও গূঢ়ার্থ"-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি—পাঠকবর্গ উহা ভাল করিয়া বিচার করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (৪র্থ সংস্করণ, ৮৩৪ পৃষ্ঠা) মধ্যলীলা, চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ, ৩৩৫ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।" এখানে '১২' সংখ্যাটীও মুদ্রাকর-প্রমাদ নহে (যদিও কোনও বন্ধু এরূপ বলিতে চাহেন)। কারণ ইহার পূর্ব্ব-সংস্করণে উহাই এইরূপ লিখা আছে,—"জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ—**'দ্বাদশবিলাস'** দ্রষ্টব্য।" ঐস্থলে ১২শ শব্দটী কথায় লিখিত হইয়াছে, অঙ্কের দ্বারা নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, ১৫শ বিলাস দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঐ পয়ারের অনুভাষ্যের পর ৩৩৭ সংখ্যা পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"**একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধাত্যাগ** এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধব্রত পালন দোষ এবং অবিদ্ধব্রত-পালনেই ভক্তি হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য ॥৩৩৭॥" এই অনুভাষ্য হইতে জানা যায়, **শ্রীল প্রভুপাদ একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন।**

জন্মাষ্টম্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিধি ৩৩৫ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত 'অন্যব্রত' বলিতে জন্মাষ্টমী ব্যতীত অন্যব্রত বুঝাইবে। প্রতিপক্ষগণ 'অন্যব্রত' বলিতে জন্মাষ্টমীকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন; তাহা কোনওক্রমে সঙ্গত নহে। বিশেষ-বিধি বাদ দিয়াই সামান্য বিধির উল্লেখ হয়; এমন কি, সামান্য ও বিশেষ-বিধির মধ্যে বিশেষ-বিধিই বলবান্—ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ন্যায়। সুতরাং জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ১২শ বিলাসের উল্লেখ করিয়া প্রভুপাদ অরুণোদয়বিদ্ধার কথাই বলিতেছেন, **যেহেতু ১২শ বিলাসে সূর্য্যোদয়বিদ্ধার কোন প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয় নাই।**

বলদেব-বাক্যের অনুবাদে তিনি খোলসা করিয়া জন্মাষ্টমী ও একাদশী সম্বন্ধে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই 'অরুণোদয়-বেধ মানিলেই চলিবে' না লিখিয়া 'সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে' এইরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য কি? বক্তব্য এই যে, একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি ব্যতীত 'অন্যান্য যাবতীয় তিথিসমূহে ব্রত হইলে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহা প্রকাশ করাই তাৎপর্য্য।' অর্থাৎ মূল শ্লোকে **'জন্মাষ্টম্যাদিকং'** বাক্যের এইরূপ অন্বয় হইবে—**জন্ম (বিনা) অষ্টম্যাদিকং** অর্থাৎ জন্ম ব্যতীত অষ্টমী প্রভৃতি যাবতীয় তিথিতে সূর্য্যোদয়-বেধ পরিত্যাজ্য। এস্থলে 'জন্ম' অর্থে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের জন্ম লক্ষ্য করিতেছে। 'জন্মন্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'জন্ম'; 'বিনা' যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী নির্জ্জলা একাদশী-প্রসঙ্গে ১৫শ বিলাসান্তর্গত ১৩শ শ্লোকের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। যথা—

স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্-ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ ॥

ইহার স্বাভাবিক অর্থ—স্নানে বা আচমনেও পণ্ডিতব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন এবং অপর সকল-প্রকার উপভোগই ত্যাগ করিবেন, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে। কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী **'স্নান এবং আচমন বিনা** অন্য সকল প্রকার উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। টীকা, যথা—**"স্নানাচমনয়োর্যদুদকং তদ্ 'বিনা' ইত্যর্থঃ।"**

সুতরাং বলদেব-বাক্যের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একাদশী ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ব্যতীত অন্যান্য তিথির সম্বন্ধে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'নিবেদন'—কি নিগোপন

অনুমান ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে **"নিবেদন বা সাইনবোর্ড"** (বিজ্ঞাপন) নামক একখানা **'সাধারণ সাপ্তাহিক পত্র'** ৭নং এজরা ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত হইত। উহার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন **আর, পি, দত্ত এণ্ড কোং।** এই কোম্পানী চা-বিক্রেতা ও বিবিধ দ্রব্যের সরবরাহকারক (অর্ডার সাপ্লায়ার)।

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম, শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ তাঁহাদের দলের একখানি মাসিক পত্রিকার ৬২ পৃষ্ঠায় **"প্রভুপাদ সম্পাদিত নিবেদনে** জন্মাষ্টমী-বাসর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি, 'নিবেদন বা সাইনবোর্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই ছিলেন না। শ্রমণ মহারাজ আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ঐ **'নিবেদন'-পত্রিকাখানি কি দেখাইতে পারিবেন ?** তিনি ঐ পত্রিকার কোন বর্ষ, সংখ্যা, মাস, তারিখ প্রভৃতি কিছুই উল্লেখ করেন নাই কেন ? আমরা বলি, **এই প্রবন্ধ প্রভুপাদের নামে কখনই প্রকাশিত হয় নাই—ইহা ধ্রুবসত্য।** জনসাধারণ ইহা দেখিতে চাহিলে দেখাইবেন কি ? তবে পাটোয়ারী চা'লে 'প্রভুপাদ-সম্পাদিত নিবেদনে' এইরূপ বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা দিয়া প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য সকলেই এইবার ধরিয়া ফেলিবেন। তাই বলি, উহা **নিবেদন নহে—নিগোপন।** সত্য গোপন রাখিয়া অসত্যকে সত্যের ন্যায় প্রকাশ করাই পাটোয়ারী চা'ল। তাই বলি—সাধু সাবধান।

শ্রীল প্রভুপাদ এই 'নিবেদনে' কদাচিৎ কোন সময়ে ২।১টি প্রবন্ধ দিতেন মাত্র—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। **তিনি কোনদিনই ইহার সম্পাদক ছিলেন না।** সেই সময়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ মাসিক পত্রিকা "সজ্জনতোষণী"ই প্রকটিতা ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন 'জ্যোতির্ব্বিদ্' নামক একখানা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। এই দুইখানি মাসিক পত্রই ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। তিনি একই সময়ে ২ খানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-আফিসে যে 'নিবেদন'-পত্রিকা রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রমণ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত বা লিখিত বা অনুমোদিত বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা প্রভুপাদের নহে এবং ইহা তাঁহার

নামেও প্রকাশিত হয় নাই,— হইতে পারে না। কারণ উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে 'প্রমেয়-রত্নাবলীর' "অরুণোদয়বিদ্ধস্ত" শ্লোকটীর যেরূপ অর্থ লেখা হইয়াছে, সেইরূপ অর্থ শ্রীল প্রভুপাদের নিজ-নির্ম্মিত 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' লিখিত হয় নাই। একই মহাপুরুষের লেখনীর ভিতরে এইরূপ তারতম্য দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২৪শ পরিচ্ছেদের ৩৩৬-৩৭ পয়ারের অর্থ-নিরূপণ-ক্ষেত্রেও অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের নিজনির্ম্মিত অনুভাষ্যের সহিত শ্রমণ মহারাজের উদ্ভাবিত শ্রীল প্রভুপাদের নাম দিয়া প্রকাশিত তথাকথিত প্রবন্ধের অর্থমধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করি। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধ প্রভুপাদের নিজস্ব প্রবন্ধ বলিয়া ধরা যাইবে কি?

যদি কোনও বিপক্ষ দল উহা প্রভুপাদের প্রবন্ধ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই উহা প্রভুপাদের প্রবন্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া হয় যে ঐ প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত, যদিও এইরূপ ধরিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, তথাপি বলিতে হইবে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পরের সিদ্ধান্তই সুসঙ্গত। 'নিবেদন' পত্রিকার স্থিতিকালের বহু পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণের 'অনুভাষ্য', প্রমেয়-রত্নাবলীর 'গৌড়ীয়-ভাষ্য' এবং 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সমস্তই শ্রীল প্রভুপাদের নিজকৃত ও অনুমোদিত।

আরও একটী বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলেন, ব্রতোপবাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রচলিত বিচারই আমাদের আদর্শ ও নিদর্শন—"সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্।" হঃ ভঃ বিঃ টীকা ১৮১॥ শ্রীবল্লভ (বিষ্ণুস্বামী) ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় একাদশী ও জন্মাষ্টমীতে যথাক্রমে অরুণোদয় ও কপালবেধ অনুসারে উপবাস করেন। তাঁহারা একাদশীতে একরূপ, জন্মাষ্টমীতে অন্যরূপ উপবাসের ব্যবস্থা করেন না; একাদশী ও জন্মাষ্টমীকে তুল্য জ্ঞান করত একই বেধের অন্তর্গত বিচার করেন। এসম্বন্ধে কাশী ও জয়পুর হইতে প্রকাশিত পঞ্জিকা ও নিম্বার্ক-'ব্রতনির্ণয়'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টমী সম্পর্কে আরও বহু শাস্ত্র-বিচার ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আর অধিক লিখা বাহুল্য মনে করি। বিশেষতঃ আমার কয়েকজন বিশেষ বন্ধু আমাকে এই প্রসঙ্গে অধিক লেখালেখি করিতে নিষেধ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমার প্রারব্ধ জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া তাহা এখানে সম্পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলাম। জন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচার সকল-পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে প্রভুপাদের বিচার কোন্‌টী—ইহা লইয়াই মতভেদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৪ দামোদর, ৪৬৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৫৯; ইং ১৭।১০।৫২ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ

গদাধর! যদাপরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুণ্ঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ॥১॥

অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবেতি বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্।
ব্রজন্নহহ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেস্থিতি
শিষ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥২॥

হহা! কিমিত্যুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা! ধাতবঃ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৩॥

নবাম্বুজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতি প্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৪॥

ক্ব যামি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে! কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাম্।
ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সম্মূর্চ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৫॥

স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনু-রুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন্।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিসদাং মুখৈস্তারয়ন্
লসন্নধিধরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৬॥

অয়ং কনক-ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নভবদত্র বিশ্বম্ভরঃ।
যদক্ষি-পথ-সঙ্করৎ সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৭॥

গতোঽস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা-সখী
গতা নু বত ! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥৮॥

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে ! শচীনন্দন !
প্রভো ! তব পদাম্বুজে স্ফুরদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্।
অমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকরুষ্ব স্বয়ম্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গদাধর সহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, হে গদাধর ! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম ; জলদ-গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিবা মাত্র যাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥১॥

আহামরি ! যিনি অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে অথবা অন্য কোনও ছলে "হরি" এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র, অনুপম কম্পাদি-যুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥২॥

ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, হায় ! হায় ! বৎসগণ ! তোমরা কি বলিতেছ ? বারম্বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। হে বুধগণ ! ধাতুসকল 'কৃষ্ণ' বিনা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে ? এমন কি, যিনি ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা দ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকসিত কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরির 'পদ' সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই 'পদ' সাধনা কর, ব্যাকরণের 'পদ' সাধনা করিয়া কি ফল হইবে? —এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৪॥

"হে সখে! কোথায় যাইব? কি করিব? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কে বা আশ্রয় দিবে?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেন এবং যিনি কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥৫॥

কোটী কোটী কন্দর্পেরও সুদুর্ল্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত মলিনতা ও অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন, এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥৬॥

এই যে সোণার পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেম-রত্ন বিতরণ করত নিখিল জগৎ পোষণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা-প্রবাহ দ্বারা আপনাকে ও অপরকে—এমন কি, সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥৭॥

"আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল, আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে? আহা! তাহা আমি কি-প্রকারে জানিতে পারিব?"—এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছাক্রমে বিশাখা-বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৮॥

হে গুণনিধে! হে প্রভো! হে শ্রীশচীনন্দন! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥৯॥

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দর্শন

নীলাচলে ঠাকুরের দ্বিতীয়বার যাত্রা ও শ্রীজগন্নাথের সেবা-গ্রহণ

বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে পদব্রজে আগমনকারী প্রাগুক্ত পুরুষটী নরযানে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর, লক্ষ্মণনাথ ও কটক হইয়া শ্রীনীলাচলনাথের দর্শনে আসিতেছিলেন। এবার একক আসেন নাই, সঙ্গে শিবিকায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী, দুইটী শিশুপুত্র ও দুইটী শিশুকন্যা ছিলেন। দ্বিতীয়-দর্শন-জন্য আসিবার উপলক্ষ কর্ম্ম-জগতের সূত্র অবলম্বন করিবার প্রারম্ভ নহে, কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম্মসূত্রের অভিনয়ে শ্রীনীলাচলনাথের সেবা।

বাহ্যদর্শনে ঠাকুর একজন বিরাট্ কর্ম্মবীর

প্রথম-দর্শনে নীলাচলে অল্পকাল-স্থিতি, মধ্যকালীয় দর্শনে প্রকৃত প্রস্তাবে নীলাচলনাথের সেবা গ্রহণ। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমত্ত জনগণ এই পুরুষের কৃতিত্বের বিবরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একটী "যোগ্য-কর্ম্মবীর" বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির অভাবে তাঁহার লোকাতীত হরিজনত্ব দর্শন করিবার নয়ন-লাভে বঞ্চিত হইবেন।

(উড়িষ্যাবিজয়ী ইংরাজ-কর্ত্তৃক) শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সেবা-পরিচালক-রূপে ঠাকুরের ৫ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি

এই দ্বিতীয়বারের যাত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার তাঁহার প্রেমালঙ্কারটী প্রকাশ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। ইনি এখন শ্রীসচ্চিদানন্দ (শ্রীজগন্নাথ) দাস নামে আপনাকে জানাইয়াছিলেন। এইকালে তাঁহার শ্রীনীলাচলনাথের কেবলমাত্র দর্শন নহে; পরন্তু পঞ্চবর্ষাতীত-কাল কায়মনোবাক্যে সেবাধিকার লাভ। বাহ্য-বিচারে ইনি একজন ভৃতক কর্ম্মচারী, কিন্তু তাদৃশ ভৃতি শ্রীজগন্নাথের সেবকত্বের বিনিময়ে নহে। আধিকারিক দেবগণ যেরূপ স্বরূপগত চেষ্টায় হরির নিত্য সেবক ও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, সেইপ্রকার শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস লৌকিক আধিকারিক ভার প্রাপ্ত হইয়া ভৃতক হইলেও পরমার্থ-সংগ্রহের অভিনয়ে তাঁহার কোনরূপ ঔদাসীন্য ছিল না। শ্রীনীলাচলনাথের সেবোন্মুখ হইয়া ইনি পঞ্চবর্ষাধিক কাল যে-সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার

আনুপূর্ব্বিক বর্ণন এখানে সম্ভবপর না হইলেও সংক্ষেপে কয়েকটী নিদর্শন মাত্র দেখাইতেছি।

পুরী-অবস্থিতিকালে শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থের অনুসন্ধান

শ্রীমহাভারতের প্রকাশক কলিকাতা-নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি আমাদের কথিত পুরুষের দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে প্রেরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত রায় মহাশয় বটতলা হইতে মুদ্রিত অত্যধিক ভ্রমপূর্ণ একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহাদের নিকট হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ছিল, তৎকালে তাঁহারা অনেকেই পুরুষানুক্রমে উহার পঠন-পাঠন প্রভৃতি কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। আবার যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক বলিয়া অনাদর-পূর্ব্বক সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনায় বিব্রত থাকিতেন, তাঁহারাও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কোন প্রভু-সন্তান-নামধারী এক ব্যক্তির নিকট চরিতামৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দের অনুজ সহোদর এবং শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে বিভাগ-চতুষ্টয়ে সূত্রখণ্ড, বাল্যখণ্ড, গৃহস্থখণ্ড ও সন্ন্যাসখণ্ড আছে। তবে সেই গ্রন্থের কথা তাঁহার শোনা আছে মাত্র, তিনি স্বয়ং দেখেন নাই।

উৎকল-সম্রাট্‌চরের গ্রন্থাগার হইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রতিলিপি সংগ্রহ

আমাদের কথিত পুরুষবর নীলাচলে নীলাচলপতির আরাধনা করিতে করিতে উৎকলদেশীয় **পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ মিশ্রের নিকট সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আলোচনা করেন** এবং সেই পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান সেবক উৎকল-সম্রাট্‌চরের পুস্তকাগার হইতে বহুব্যয়ে ও গোপনে শ্রীজীবপাদ-প্রণীত **ছয়খানি সন্দর্ভের** প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত **"শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য", "প্রমেয়-রত্নাবলী"** এবং তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি, সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাধামোহন বসুর নিকট 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ প্রাপ্তি ও তাহা হইতে গৌরজন্মস্থান আবিষ্কারের প্রেরণা

সেইকালে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের জনক বিন্দুমাধব বসু ও তাঁহার ভ্রাতা রাধামোহন বসু শ্রীক্ষেত্র-বাসোপলক্ষে সর্ব্বদা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া

নানাপ্রকারে পরমার্থ-বিষয়ে সখ্যতা স্থাপন করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ সেইকালে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত একখানি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ রাধামোহন বসুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপের অনুসন্ধানে (এই সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে) প্রবৃত্ত হন। **শ্রীপরমানন্দ-দাস-প্রণীত গ্রন্থখানি শ্রীনবদ্বীপের স্থানীয় অনুসন্ধান-বিষয়ে একমাত্র সাহায্য করিয়াছিল।** শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথার আভাস আছে। শ্রীনবদ্বীপের স্থানসমূহ নির্ণীত হইবার পর রাধামোহন বসুর গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে কালাকুঞ্জে তাঁহার নিকট পুনরায় তাঁহার পুত্র (রামকৃষ্ণ বসুর পিতা) বলরাম বসু দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে 'প্রজাবন্ধু' নামক একখানি সাময়িক-পত্রের উপহারসূত্রে এই-শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের কতিপয় পত্র কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে বহরমপুর হইতে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়বার প্রচার হইয়াছে।

ঠাকুরের আবিষ্কৃত ভক্তিমণ্ডপেই তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা

শ্রীসচ্চিদানন্দ কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবত, গোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যাপকের নিকট নীলাচলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ নহে, তিনি পুরুষোত্তমবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে স্বয়ং সেইকালে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মুক্তি-মণ্ডপে—নির্ব্বিশেষ-বিচারপর প্রবল-বিপ্রাভিজাত্য-সম্পন্ন শাসন-ব্রাহ্মণগণের অধ্যুষিত মুক্তি-মণ্ডপের বিপরীত-উত্তর-পার্শ্বে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাবস্থিত স্থানের বেষ্টনমুখে তিনি "ভক্তি-মণ্ডপ" স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মণ্ডপে তাঁহার ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনার স্থান ছিল।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক পাষণ্ডদলন-মুখে সর্ব্বত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রচারের ইঙ্গিত

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে অবনতি ও দুর্গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ দ্রব হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রোথিত-গৌড়ীয়-শুদ্ধবৈষ্ণব-বিশ্বাস স্মার্ত্তপদ-দলিত গৌড়ীয়-ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াও সর্ব্বত্র বিশাল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট দ্রুমে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই 'ভক্তি-মণ্ডপে' পুনরায় কণ্টক আরোপিত হওয়ায় শুদ্ধভক্তি-পথের পথিকের কোমল-

পদসমূহ কিছুদিন হইতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিত উদ্গীরণ করিতেছে। গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী স্বামিপাদের অনুগ-গণ অনুক্ষণ তাঁহার প্রস্তাবিত কণ্টকোন্মূলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ,
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি, বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥"— এই বাণী-কথিত যে শুদ্ধভক্তিলতার বীজ আরোপিত হইয়াছে, কণ্টকের বীজ-দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইলেও শুদ্ধপ্রেম-ভক্তির বন্যা, প্রোথিত-কণ্টক-বীজ-কৃত্রিম ভূমিকাকেও ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে। সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি-লতিকা প্রেম-প্রসূন দ্বারা কেবল উৎকল-গগন নহে, সমগ্র পৃথিবীতে গৌর-প্রেমভক্তির সুরভি বিস্তার করিবে।

ঠাকুরের সহায়কদ্বয়—শ্রীল স্বরূপদাস ও কান্থাধারী রঘুনাথদাস

সেইকালে নীলাচল-ক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী ও শ্রীল কান্থাধারী রঘুনাথ-দাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকজন উদাসীন বৈষ্ণব সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ-ভজন-বিষয়ে সহায়ক ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইঁহার যে-সকল পারমার্থিক বিচার ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহার হয়, তাহা এখানে বর্ণনের স্থান অল্প।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের অনুরোধ উপেক্ষিত

পরিদর্শকসূত্রে তিনি শ্রীমন্দিরের নানাবিধ সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করেন। সারদা মঠ হইতে সেইকালে জনৈক নির্ব্বিশেষবাদী জগদ্‌গুরু-নামধারী আচার্য্য যতিবর শ্রীনীলাচলনাথের নিকট একটি উপল-নির্ম্মিত কুক্কুর পুনঃস্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবক-সূত্রে তিনি ঐসকল নবীন কথা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তৎকালে শ্রীরামানুজীয় মঠধারী মহান্তগণের মধ্যে শ্রীরাঘবদাস মঠের মহান্ত শ্রীনারায়ণদাস তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থাদি ও প্রপন্নগণের লিখিত ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনামুখে ভগবৎ-সেবায় ঐকান্তিকতা আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল।

'বেদান্তাধিকরণমালা' প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থের রচনা

অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে বিশেষভাবে পৃথক্—ইহাও তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। অনেক সময় শ্রীজগন্নাথের বিভিন্ন সেবার পরিদর্শকসূত্রে তাঁহাকে

শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহারা শ্রী-নীলাচলনাথের দ্বিতীয়বার দর্শন কেবল সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের ব্যাপার নহে, পরন্তু অভিধেয়-সমৃদ্ধির নিদর্শন জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, শ্রীতত্ত্বসূত্র, **বেদান্তাধিকরণমালা, গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি,** কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শ্রীসচ্চিদানন্দের শুদ্ধভক্তি-প্রসার-সৌধের অভিধেয়-স্তম্ভরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

জগৎ-সর্ব্বস্ব যুক্তিবাদীর মত

অনেক আধুনিক ও পুরাতন যুক্তিবাদী পুরুষ 'মুক্তি' বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রতিবাদ এই যে, "এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-সৃষ্ট, অতএব মানবের বাঞ্ছনীয়। জগদীশ্বর মানবদিগকে যুক্তি-শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন। মানবগণ যুক্তিশক্তির পরিচালনার দ্বারা সমাজ ও তৎ সম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা স্থাপন করত জগতে সুখভোগ করিতেছেন। অনেকানেক আবিষ্ক্রিয়া করত সুখ এবং সুখোপায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কালে কালে এই প্রকার উন্নতি হইতে হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটী অপূর্ব্ব ক্লেশরহিত ধাম হইয়া বিরাজ করিবে। মানবগণ তখন অনায়াসে সর্ব্বসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।"

জগৎ-সর্ব্বস্ব যুক্তিবাদীর মত-খণ্ডনমুখে—

(ক) দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মার নির্দ্দেশ

এই প্রকার সিদ্ধান্ত-বিশ্বাসও যুক্তি-বিরুদ্ধ, যেহেতু ইহার বিপরীত স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ আত্মায় একটী অপ্রাকৃত আশা প্রতীয়মান হয়। হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের অস্থি-চর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থূল দেহ ও মনোময় সূক্ষ্ম দেহ নির্ভেদ করত আত্মার কোটরে প্রবেশ করিয়া একবার সমাধি অবস্থায় এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করুন। তাহা হইলে দেখিবেন যে, আপনারা পান্থ-নিবাসীর ন্যায় এই সপ্তাবরণ-বিশিষ্ট দেহেতে বাস করিতেছেন এবং স্বীয়-ধাম-গমনের গাঢ়তর আশা

করিতেছেন। পুরুষোত্তম-ধামাভিমুখ যাত্রিসকল যেমত পথ-মধ্যে কোন একটি গৃহেতে বাস করিয়া রাত্রিযাপন করত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আপনারাও এই প্রাকৃত দেহেতে অজ্ঞানরূপ রাত্রি যাপন করত জ্ঞানরূপ অংশুমালীর অপেক্ষা করিতেছেন।

(খ) দেহ-মন আত্মার পান্থনিবাস, তাহাতে আসক্তি বৃথা

পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া কোন্ মূর্খ তাহার উন্নতির চেষ্টা করে? যাত্রীরা কখনই করিবে না; তবে ঐ পান্থ-নিবাস-দ্বারা যাহাদের কার্য্যসাধন হয় এবং উহাদের অধিকারী ব্যক্তিরাই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যে-পুরুষ এই পাঞ্চভৌতিক পান্থ-নিবাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পালন-কর্ত্তা। কর্ত্তব্যবিমূঢ় যাত্রীসকল এই পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া ইহার উন্নতি করে এবং ঈশ্বরও ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা নিজ কার্য্যের সাধন করিয়া ল'ন। ইহাতে তাঁহার অসীম কৌশলের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেহেতু পান্থস্থিত পান্থাসক্ত ব্যক্তিগণ তদাসক্তিরূপ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডস্বরূপ তাহারা অকর্ম্মণ্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্ব-পাপক্ষয়রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহাদের আসক্তি গাঢ় হইলে তথায় বাস করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চনা করে।

(গ) পাঞ্চভৌতিক জগৎ অভাবদ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং চির-অপূর্ণ

জীব যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চিরনিবাসী নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা কহিলে বিশ্বাসবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড যতই উন্নত হউক না কেন, কখনই ইহা নির্দ্দোষ হইবে না। কখনই বিমল সুখ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এ'টিও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। পঞ্চভূত মায়া-জনিত; অতএব অভাব-সঙ্কল্প। অভাবই ইহার স্বভাব, অতএব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেও অভাবরহিত হইবে না এবং পূর্ণতা না হইলেও যে বিমল সুখ কখনও আশা করা যাইবে, এমত নহে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের যতই উন্নতি হউক না কেন, দেশ, কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদক গুণসকল কোথা যাইবে? ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ অনেক * * তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রাকৃত জগৎ ক্রমোন্নতিতে কখনও অপ্রাকৃত হয় না

কেহ কেহ এই ভূতসকল ক্রমোন্নতির দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে; এরূপ স্বীকার করেন। হায়! তাঁহারা যুক্তি করিবার সময় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধ্যান করেন না। যদি একবার হৃদয়-কন্দরে সেই পরমপুরুষ ভগবানের সচ্চিদানন্দ

ভাবকে স্থান দান করেন, তবে আর এরূপ সঙ্কীর্ণ অসংস্কৃত তর্কের উদয় হয় না। পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি থাকিতে পারে। এই প্রাকৃত জগৎই যে ক্রমে অপ্রাকৃত হইবে, ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহার কি আর একটি অপ্রাকৃত জগৎ থাকিতে পারে না? যাঁহারা সমুদায় জগতের আদি বলিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং একটি মহান্ চৈতন্যকে স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, অথচ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাই কেবল প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতের প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিতে পারেন। সেশ্বরবাদী পুরুষেরা এ প্রকার কহিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাকৃত জগৎ যে কোনকালে অপ্রাকৃতস্বরূপ হইবে, এরূপ কদাচ স্বীকৃত হইতে পারে না।

(ঙ) জীবের উন্নতি ও উপভোগের জন্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই

এ প্রকার প্রতিবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাও দৃষ্টি করুন। পরমেশ্বরকে বেদসকল সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগদীশ্বর যে মানবদিগকে উন্নত করিবার আশায় প্রথম সৃষ্টির পরেই এ জগতে স্থাপিত করিয়াছেন, এমত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব অকারণে আমাদিগকে যে ক্লেশময় দেশে স্থাপিত করিয়া বিপজ্জালে পাতিত করিবেন, এরূপ তাঁহার স্বভাব নহে। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের চিরনিবাস অথবা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইত, তবে তিনি অবশ্যই নির্ম্মলরূপে ইহাকে সৃষ্টি করিতেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বিশেষ পরিণাম আশায় বসিয়া আছেন, এরূপ তাহার পক্ষে ঘটনীয় নহে।

(চ) সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কারণ ব্যতীতই কার্য্য করেন

সূত্রধরেরা কাষ্ঠ ও বাটালী ব্যতীত কোন বিষয় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মকারেরা লৌহ, হাতুড়ী ও অগ্নি ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না এবং কুম্ভকারেরা কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ ব্যতীত কিছুই গড়িতে পারে না, এরূপ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কি তদ্রূপ অক্ষম পুরুষ? তিনি কি মানব-বুদ্ধি ও ফল-সৃষ্টি ব্যতীত এই জগৎকে উন্নত করিতে পারিতেন না? আহা! যে মহাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই এই সদসৎ জগৎকে উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে কি কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? যিনি সমস্ত চৈতন্য, জড় ও যন্ত্রাদির নিয়ন্তা, তাঁহার সঙ্কল্প কখনই গৌণ-সিদ্ধ হইতে পারে না।

(ছ) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটী জগৎ অবশ্য স্বীকার্য্য

এই ব্রহ্মাণ্ডটি যে চিরকাল অসিদ্ধ ও অভাবপূর্ণ থাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, নতুবা ইহার অবস্থা এরূপ হইত না। জীবের প্রাপ্য আর একটি ধাম স্বীকার

না করিলে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শাস্ত্রযুক্তি ও আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব সেই অদ্ভুত অপ্রাকৃত ধামের আশা করিয়া থাকেন। যথা, বামনপুরাণে—

শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্।
কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষয়মধ্বগম্ ॥

শ্রুতৌ চ—এষঃ ব্রহ্মলোক, এষ আত্মলোক ইতি।

এই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ স্বীকার করা অনাদি-সিদ্ধ বলিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভাবী গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

বিশেষ নিবেদন এই, আমাদের গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, তাহাতে যাঁহারা ভবিষ্যতে নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগকে আমরা আর বর্ত্তমান ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিতে পারিতেছি না। দুঃখের বিষয়, আমাদের পূর্ব্ব-মুদ্রিত সমুদয় সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ সমুদয় সংখ্যা পুনরায় ছাপিতে হইলে, অত্যধিক অর্থ ব্যয় হইবে। সুতরাং ভাবী গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আমাদিগকে ১ম সংখ্যা হইতে শ্রীপত্রিকা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লজ্জিত করিবেন না। গত ৭ম সংখ্যা হইতে প্রচুর পরিমাণে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছাপিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঐ ৭ম সংখ্যা হইতেই আমরা ভাবী গ্রাহকবর্গকে ৪র্থ বর্ষের ষাণ্মাসিক গ্রাহকরূপে অঙ্গীকার করিতে পারিব।

অধিক কি, আমাদিগের সংরক্ষিত সংখ্যাগুলিও (reserved copies) নূতন গ্রাহকগণের অনুরোধে তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং কেহ পুরাতন সংখ্যার জন্য পত্র দিলে আমরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অপারক হইতেছি। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মী-সহস্রশত-সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১॥

'চিন্তামণি' শব্দে জড় চিন্তামণি নয়।
গোলোকের চিন্তামণি সুদুর্ল্লভ হয় ॥
জড় পঞ্চভূত-দ্বারে জগৎ গঠন।
চিৎ-চিন্তামণি-দ্বারে গোলোক রচন ॥
হেন চিন্তামণি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-আলয়।
রচিয়াছে চিচ্ছক্তি অপ্রাকৃতময় ॥
সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম।
মোক্ষরূপ তুচ্ছফল করয়ে প্রদান ॥
কৃষ্ণালয়ে কল্পবৃক্ষ প্রেমরূপ ফল।
প্রদানি' জীবের জন্ম করয়ে সফল ॥
সাধারণ কাম-ধেনুগণেরে দোহিলে।
সেইক্ষণে দুগ্ধমাত্র তাহা হ'তে মিলে ॥
কিন্তু শুন, গোলোকেতে কামধেনুগণ।
সাধারণ দুগ্ধ কভু না করে প্রদান ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশকারী চিদানন্দ-স্রাবী।
প্রেম-প্রস্রবণ-রূপ দুগ্ধ ভক্ত লভি ॥
হেন প্রেম-দুগ্ধ-সমুদ্রেতে ভক্তগণ।
পান স্নান করে সদা হ'য়ে নিমগন ॥
প্রেমানন্দ দুগ্ধস্রাবী কামধেনুগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র তথায় করয়ে পালন ॥
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীগণ যাঁহারে সেবয়।
(সেই) আদিপুরুষ গোবিন্দে ভজহ হিয়ায় ॥১॥

বেণুং কনন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটি-কমনীয়-বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২॥

জড়বস্তু-সম কৃষ্ণের রূপ নাহি হয়।
জড়রূপ বিকৃতি হেয়-ধর্ম্মময় ॥
ভক্তিরূপ চিৎ-সমাধিতে ব্রহ্মা যাহা।
হেরিলেন স্তব-কালে, গাহিলেন তাহা ॥
বেণু-গানে রত থাকি' সব চেতনেরে।
রমণীয় স্বর-যোগে চিত্ত-বিত্ত হরে ॥
স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে যেন পদ্মদল।
সেইমত কৃষ্ণ দৃষ্টি করে নিরমল ॥
ময়ূরের পুচ্ছ আর শিরের ভূষণ।
অপ্রাকৃত শোভা হয় অতি মনোরম ॥
নীলমেঘ-সম বর্ণ কৃষ্ণের শরীর।
চিন্ময় শ্যামল বলি' কহে সব ধীর ॥
কোটি কন্দর্পের রূপ একত্র করিলে।
কৃষ্ণ-রূপ-সম নাহি হয় কোন কালে ॥
কোটি কোটি কন্দর্পেরে মোহয়ে যে-রূপ।
সেই ত' আদিপুরুষ গোবিন্দের রূপ ॥
অতি অপরূপ রূপ ভগবান্ যিনি।
(সেই) আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দেরে ভজি আমি ॥২॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

ভক্তিকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬১ পৃষ্ঠার পর)

প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, ব্যক্ত-অব্যক্ত যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তির একমাত্র কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আদিকর্ত্তা, সর্ব্বকারণের কারণ, পরমেশ্বর। মায়াতীত ভগবদ্ভক্তগণের যেসমস্ত চেষ্টা, তাহাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিসূত্রে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারাই সেই সেই অপ্রাকৃত দাস্য-সখ্য-ভাবাদি-দ্বারা বিভাবিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-লীলাময় এবং সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্যলীলা-আস্বাদনে সর্ব্বদাই লুব্ধ-মানস। সেইসকল অনন্য-ভক্তগণের ভগবৎপ্রসাদেই দুর্ব্বোধ্য ভজন-রহস্য ও তদনুগ তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই উদিত হয়। তখন তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেমজনিত শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তন ভিন্ন প্রাণ-ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়। তাঁহারা স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভগবদ্ভক্তের সহিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিতে করিতে ভক্তি-স্বরূপ-প্রকারাদি আস্বাদন করত মঙ্গলময় ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলাবিষয় আলোচনামুখে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নবধাভক্তির সাধন করিতে থাকেন। সাধন-অবস্থায় ঐ একই ভক্তির দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে ভজন-সম্পাদন-জন্য সন্তোষ লাভ করেন এবং সিদ্ধ-অবস্থায় সেই ভক্তির দ্বারাই স্বয়ং ভগবানের সহিত অপ্রাকৃত দাস্য-সখ্যাদিরসে রমণ করিয়া থাকেন বা বিধি-ভক্তির দ্বারা তোষণ এবং রাগভক্তির দ্বারা রমণ-সুখে তৎপর হন। সেইপ্রকার অপ্রাকৃত তোষণ এবং রমণাদি-সেবায় সততযুক্ত ভক্তদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদের সেই ভক্ত্যঙ্গসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে আস্বাদিত হয়। ভাবাবস্থায় সেই সেই ভক্তগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজ অপ্রাকৃত ভাবসমূহের আদান-প্রদান হয়। ভগবানই ভক্তের বুদ্ধিযোগ-প্রদাতা; ভক্ত সেই বুদ্ধিযোগ অনুসারে তাঁহার সেবা করিয়া ক্রমশঃ তাঁহারই অপ্রাকৃত ধামে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইপ্রকার ভক্তগণের কোনপ্রকার অজ্ঞান সম্ভব নহে।

যে-সকল মায়াবাদিগণ শুদ্ধভক্তগণকে প্রাকৃত ভাবুক বা অজ্ঞানী সন্দেহে অবমাননা করেন, তাহারা অত্যন্ত অপরাধী। শুদ্ধভক্তগণের পাদপদ্মে অপরাধ-ফলেই মায়াবাদী ও মিছাভক্ত-সম্প্রদায় নিজেদের মূঢ়তাবশতঃ অসুর-ভাবাপন্ন হয়; ক্রমশঃ কৃষ্ণবিদ্বেষ ভিন্ন তাহাদের আর কোন জ্ঞানই লাভ হয় না; যাহা লাভ হয়

তাহা কেবল ক্লেশমাত্র। ঐরূপ মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণ যদি কখনও কোন সাধু-কৃপায় জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—যাঁহারা ভগবানের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাঁহাদের অজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। মায়াবাদিগণের বুঝা আবশ্যক যে, ভগবান্ অন্তর্যামিসূত্রে শুদ্ধভক্তের হৃদয়স্থিত সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীঃ ১০।১১)

শুষ্কজ্ঞানিগণ মনে রাখিতে পারেন—ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকাশ্যভাবেই বলিতেছেন যে, 'তেষাম্' অর্থাৎ সেই সেই সততযুক্ত ভক্তগণকেই দয়া করিবার জন্য। জ্ঞানী বা যোগিদিগকে দয়া করিবার জন্য তিনি পরমাত্মরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন না, পরন্তু ভক্তদিগকেই দয়া করিবার জন্য তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রেরণ দ্বারা যদি ক্রমশঃ তাঁহার সন্নিকটস্থ করিয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে সেই ভক্তগণের অজ্ঞানী হইবার অবকাশ কোথায়? নিজবুদ্ধির পরাক্রম দ্বারা জ্ঞানিগণ যে সেই পরতত্ত্বকে জানিবার চেষ্টা করেন, তাহাই মূলতঃ অজ্ঞান-অন্ধকার। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার চিজ্জ্যোতির দ্বারা যে অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ, শুষ্কজ্ঞানি-সম্প্রদায় কি সেই জ্ঞানালোক দিতে সমর্থ? নিজের চেষ্টায় কোনদিনই অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত হইতে পারে না। শুষ্কজ্ঞানি-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন না বলিয়াই নিরীশ্বর কপিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ সেই পরতত্ত্বকে 'অব্যক্ত' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সেইপ্রকার অব্যক্তাসক্ত জ্ঞানিগণের যে কেবল ক্লেশই লাভ হয়, তাহা আমরা গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। যথা—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীঃ ১২।৫)

অব্যক্ত ব্রহ্মবাদিগণের যে কৃচ্ছ্র সাধনা, তাহা সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক। ব্রহ্মবাদিগণ চিৎ-জড়-সমন্বয় করিতে গিয়া নানা কল্পিত মতবাদ স্থাপন করিতে বিশেষ দুঃখ পান। ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ভাবিয়া ব্রহ্মের যে পরা ও অপরা শক্তিদ্বয় বর্ত্তমান, তাহা কুতর্কদ্বারা এক করিবার প্রয়াস পাইয়া পণ্ডিত-সমাজে হাস্যাস্পদ হয়। অবিকারী ব্রহ্মকে বিকার-অবস্থায় অধঃপাতিত করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না এবং তাহাতে কেবলমাত্র হাস্যাস্পদই হন না, পরন্তু দ্বৈতবাদ

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সম্প্রদায়গত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে গিয়া ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না। বেদ-বেদান্ত এবং তদনুগ শাস্ত্রাদির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া যে গৌণার্থ স্থাপন করিবার জন্য প্রাদেশিক বাক্যগুলি ব্যবহার করেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে বাধ্য হন। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সবিশেষত্বের অপ্রাকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া জড় নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরম-ভাব চিন্তা করিয়া কল্পিত ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ-রূপ যে প্রাকৃত চেষ্টা, তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কারণ স্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহে বাধা দেওয়া যেমন দুরূহ ব্যাপার, নির্ব্বিশেষপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-নিরোধও সেইপ্রকার দুরূহ ব্যাপার। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন —

যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-স্রোতগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সর্ব্বস্ব ভক্তগণ ভক্তির দ্বারা যেভাবে কর্ম্মাশয়-গ্রন্থিসকল নির্ম্মূল করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ তদ্রূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনে সক্ষম নহেন। অতএব ভগবান্ বাসুদেবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ-ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব। বিষ্ণুর পরাশক্তি-সম্ভূত যে জীবশক্তি, তাহা ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিলে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শক্তিমান্-তত্ত্ব নিজশক্তিকে আত্মসাৎ করিতে সর্ব্বদাই সক্ষম, কিন্তু তদ্দ্বারা শক্তির নিত্য বিলাস বিলোপ হইয়া যায় না। সুতরাং এরূপ বিচার বা চিন্তা অত্যন্ত অনুপাদেয়। ব্রহ্মবাদিগণ যে সাযুজ্য-মুক্তির কামনা করত উহা লাভে সক্ষম বলিয়া মনে করেন, তাহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ঐপ্রকার কৈবল্য-সুখকে ভগবদ্ভক্তগণ নরক-যন্ত্রণার সমতুল্য জ্ঞান করেন। জড় সবিশেষ তত্ত্বে যে হেয়তা-অবরতা আছে, তাহা নিরাস করিতে গিয়া চিৎ-সবিশেষ পর্য্যন্ত নিরাস করিয়া দেওয়া অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। রোগ-নির্ম্মুক্ত করিতে গিয়া রোগ এবং রোগী উভয়কেই নিঃশেষ করিয়া ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সেইজন্য লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে ভগবন্, আপনার নিত্যানন্দময় চিৎসেবা-সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা

কেবলমাত্র বস্তুজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং শুষ্ক অতন্নিরসন করেন, তাহাদের ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল তুষে আঘাত করার ন্যায় কেবল ক্লেশই লাভ হয়, পরন্তু কোন শস্য বা ফল লাভ হয় না। অব্যক্তভাব জীবের স্বরূপ-বিরোধী ও দুঃখজনক বলিয়াই সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

ক্লেশকর অব্যক্ত ব্রহ্মবাদী না হইয়া যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহারা কিন্তু কোন প্রকার দুঃখভোগ না করিয়াই এই ভব-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান এবং পরিশেষে ভগবানের পরম-ধামে তাঁহার নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জ্ঞানালোক দ্বারা যেমন ভক্তের সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করত তাঁহাকেই পাইবার জন্য বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, সেইপ্রকার **তিনিই চেষ্টা করিয়া তাঁহার ভক্তকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া লন।** নিজের চেষ্টায় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলে প্রায় ডুবিয়া মরিতে হয়, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ংই যদি উদ্ধার করিয়া লন, তবে সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ-রূপ যে কষ্ট, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না। ভগবানের শরণাগতিতে সংসার-সমুদ্র হইতে নিস্তার পাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইভাবে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ (গীঃ ১২।৬-৭)

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী নহেন, পরন্তু ভগবানের নিত্য স্বরূপাবলম্বী এবং সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মকে সেই ভগবানেরই ভক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং সেই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অনন্যভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম, তপাদি-রহিত শুদ্ধ-ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের নিত্য-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর মুরলীধরের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেইসকল কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত-পুরুষদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি শীঘ্রই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ যে, যিনি যে-ভাবে তাঁহার নিকট প্রপত্তি করিবেন, ভগবানও সেইভাবে তাঁহাকে কৃপা করিবেন।

ব্রহ্মবাদিগণ যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ ভাব কল্পনা করিয়া ব্রহ্মের সহিত একত্র মিশিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে ভগবানের কিছু আপত্তি থাকিলেও ক্ষতি কিছুমাত্র নাই। ভবরোগগ্রস্ত পুরুষ যদি তাহার রোগ এবং নিজেকে একত্রই রোগ-রোগী

ধ্বংস করিতে চাহেন, তাহাতে আর ক্ষতি কাহার? কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহারা রোগেরই নিবৃত্তি করিতে চাহেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত নিজ-সত্তার ধ্বংস কখনই চাহেন না; তাঁহারা নিজ-সত্তার শুদ্ধস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবারই চেষ্টা করেন। যাঁহারা সেই প্রকার শুদ্ধ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভেদ-বুদ্ধি-রূপ জীবাত্মার বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করেন। ব্রহ্মের সহিত অভেদবাদীর যে গতিলাভ হয়, তাহাদ্বারা জীবের স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়। মুক্তিকামীর সংসার-মুক্তিরূপ যে সুখ, তাহা ভগবদ্ভক্তের আনুসঙ্গিক-ভাবেই লাভ হয়। যথা—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥ (নারদীয় পুরাণ)

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

ইতি 'ভক্তিকথা' সমাপ্ত

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

অতিথি-সৎকার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কোনও ব্যক্তি অতিথিরূপে গৃহে বা মঠে আসিলে তাঁহার সেবা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। অতিথি বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সঙ্গ করা দরকার; আর কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক হইলে তাহাদের সঙ্গ না করিয়া তাহাদের কল্যাণ-কামনায় কেবল প্রসাদাদি দানের দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য; অন্যথা প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। উদরভেদ-বাদ প্রসংশনীয় নহে। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—এই আদর্শই প্রত্যেকের অনুসরণীয়।

সাধারণ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অনাদর করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কেবল উপচারাদির দ্বারা যে অর্চ্চনের ছলনা হয়, তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়। শ্রীকপিলদেব তাঁহার জননীকে বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥ (ভাঃ ৩।২৯।২১)

[মাতঃ! আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত। যে মর্ত্ত্য-জীবসমূহ আমার অধিষ্ঠানভূত প্রাণিসমূহে কাষ্ঠবুদ্ধি না করিয়া বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা প্রাকৃত-বুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার অবজ্ঞাই করা হয়।]

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।২২)

[যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি ভস্মে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।]

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৩)

[পর-শরীরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, এইরূপ অভিমানী, ভেদদর্শী, ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না।]

আত্মানশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৬)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—'অন্তরোদরম্' উদরভেদেন ভেদং করোতি, ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি; ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণম্; ভয়ং সংসারম্।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দান-মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৭)

"অথ অতো হেতোঃ; যথাযুক্তং যথাশক্তিদানেন তদভাবে মানেন চ। অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ব্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠ-দেবেন "যে মে তনুর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্ম্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা" (ভাঃ ৩।১৬।১০) ইত্যাদি; যদ্বা, ভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতি-বিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট-দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ—স্বধর্ম্ম-পূর্ব্বক অর্চ্চনের অনুষ্ঠান করিলেও প্রাণিগণের প্রতি দয়া ব্যতীত অর্চ্চন সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়েই শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—'যে ব্যক্তি নিজের ও পরের পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে, বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠান-ভূত অপরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের উদরাদিই পোষণ করে; সেই ভেদ-দর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি নিদারুণ ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি।' এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিশ্চয়রূপে দেখাইতেছেন,—'অতএব মিত্রভাবে অভেদ-দর্শন পূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। দুঃখিত প্রার্থীকে যথাশক্তি দান এবং দানের সামর্থ্যাভাবে তাহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে।'

অহঙ্কার করিয়া কাহাকেও অনাদর করা উচিত নহে। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ, আর "সর্ব্বাদর-লক্ষণ"যুক্ততাও ভক্তের একটী প্রধান লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি শ্রীহরির প্রীতি-কামনায় কেবলমাত্র অর্চ্চাবিগ্রহে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, পরন্তু তদীয় ভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি-প্রকৃতি বা ভক্তি-প্রবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি সর্ব্বাদরকারী শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে ক্রমশঃ সকলকে আদর করিতে শিখিয়া —সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়া উত্তম হইবেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং হরয়ে হরিং প্রীণয়িতুং ন তদ্ভক্তেষপি অন্যেষু চ সুতরাং প্রাকৃতঃ প্রকৃতি-প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্ররব্ধ-ভক্তিঃ শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুও ঐ শ্লোকের টীকায় "অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ভগবৎ প্রেমাভাবাৎ, ভক্তমাহাত্ম্যাজ্ঞানাভাবাৎ, সর্ব্বদারলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধ-ভক্তিরিত্যর্থঃ।".

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে;—

অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।

*　　*　　*　　*

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৬,২৮-২৯)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৫)

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তস্মাদন্যেষামনাদরো ন কর্ত্তব্যস্তৎ-সম্বন্ধেনাদরাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যম্। স্বাতন্ত্র্যেনোপাসনন্তু ধিক্কৃতমিতি।"

অতএব অন্যান্য প্রাণিসমূহের অনাদর কর্ত্তব্য নহে বরং ভগবৎসম্বন্ধী জ্ঞানের আদরই কর্ত্তব্য। আর স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবতার বা প্রাণীর উপাসনাকে ধিক্কারই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু ক্রমসন্দর্ভে আরও জানাইয়াছেন,—"কেবলং জীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ। অতএব কেবল-ভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ।"

মহারাজ শ্রীভরত দুস্ত্যাজ্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহসুখ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া সতত ভগবদ্ভজনে রত ছিলেন। ঘটনাচক্রে হরিণশিশুর প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি হরিসেবা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভগবৎ সম্বন্ধে সকলকে আদর করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল ভূতানুকম্পা করিতে গিয়া শ্রীভরতের ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ শ্রীরন্তিদেব ভগবৎ-সম্বন্ধ-দৃষ্টিতে জীবগণকে সাহায্য করিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরকে সর্ব্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। সময় সময় এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদায় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন। এমন কি, জল মাত্র পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিক-কাল গত হইত।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রদ্বয় দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভরত স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য, গৃহকর্ম্ম—সমস্ত ত্যাগ করিয়াও কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য কারুণ্য প্রদর্শন করাতে ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। আর মহারাজ রন্তিদেব সর্ব্বজীবে বাসুদেব-সম্বন্ধী দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা ভগবৎ-সেবকসূত্রে তাহাদের আত্মার কল্যাণ-বিধানে এবং আনুসঙ্গিকভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়া মায়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিত

পদ, যোগিগণের বাঞ্ছিত অনিমাদি সিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তিনি ঐ সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং জীবগণকে ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ-বিধান করিবার জন্য বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য "বাসুদেব-সম্বন্ধ-সহিত" হওয়াতে ভক্ত্যঙ্গরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর রাজর্ষি ভরতের কারুণ্যচেষ্টা কেবল ভূতানুকম্পা মাত্র হওয়ায় তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যাঁহারা অতিথিসেবা করেন না, তাঁহাদের নরক-প্রাপ্তির কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু লিখিয়াছেন—

অতিথি দেখিয়া যেবা ক্রোধ করে মনে।
ভক্ষ্য-ভয়ে না করয়ে তাঁর সম্ভাষণে॥
বজ্রতুণ্ড গৃধ্র-কাক মহাভয়ঙ্করে।
টান দিয়া তার আঁখি বেড়িয়া উফাড়ে॥

"যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগত-মন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্র-কঙ্ক-কাক-বটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি।" (ভাঃ ৫।২৬।৩৫)

যে-সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি (অজ্ঞাতপূর্ব্ব) ও অভ্যাগত (জ্ঞাতপূর্ব্ব) দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা "পর্য্যাবর্ত্তন" নামক নরকে পতিত হয়, তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

হিতোপদেশেও লিখিত আছে,—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, সেই অতিথি উক্ত গৃহস্বামীকে নিজের দুষ্কৃতি বা পাপ প্রদান করিয়া তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি মুনিগণকে জয়-বিজয়ের অপরাধের কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী—আমার এই তিনটি শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদ-বুদ্ধিতে দর্শন করে, আমার

প্রদত্ত অধিকারলব্ধ দণ্ডধারী যমের ক্রুদ্ধ গৃধ্রাকার সর্পতুল্য দূতগণ চঞ্চুদ্বারা পাপনষ্টচক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষু সবলে উৎপাটন করিয়া থাকে।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনারদ-লোমস-সংবাদে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রীলোমস-মুনি শ্রীনারদকে বলিতেছেন, আপনি স্বয়ং মূর্ত্ত্য ব্রহ্মতেজ; জলময় তীর্থসকল এবং মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী দেবতাগণ বহুকালেও যাহা পবিত্র করিতে সমর্থ নহেন, বৈষ্ণব-দর্শনমাত্রেই তাহা পবিত্র হয়। বৈষ্ণবের পাদস্পর্শমাত্রে তীর্থসকল সদ্য পবিত্র হন এবং সসাগরা পৃথিবীও পবিত্র হইয়া থাকে। আপনার মত বৈষ্ণব-অতিথি আমার আশ্রমে সহসা উপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য হইয়াছি। যিনি বৈষ্ণবের পূজা করেন, তাঁহার বিশ্বের পূজা করা হয়। অতএব সমস্ত বস্তুর সহিত আমার আশ্রম আপনাকে নিবেদন করিলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক দুগ্ধ ও ফলাদি গ্রহণ করিয়া এখানেই বিশ্রাম করুন।

যাঁহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হন, শ্রীহরি স্বয়ং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হরি তুষ্ট হইলে গুরু তুষ্ট হন, গুরু তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়। গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়। যিনি অতিথির পূজা না করেন, তাহার সমস্ত পুণ্য, অখিল ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি সেই অপূজিত অতিথির সহিত চলিয়া যায়। যাহার গৃহ হইতে অতিথি সংকৃত না হইয়া চলিয়া যান, তাহার পিতৃগণ, দেবতাসকল, পুণ্য, ধর্ম্ম, ব্রত, ভক্ষ্য-ভোজ্য, সংযম, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী ও অভীষ্টদেব, গুরু,—ইঁহারা সকলেই নিরাশ হইয়া সেই পাপ-পুরুষকে পরিত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তি অতিথির অর্চ্চনা না করে, সে স্ত্রী-ঘাতী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট, মিত্রদ্রোহীদিগের তুল্য। যাহারা সত্যের অপমান, উপকারীর অপকার, পাপকার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন, অন্যায্য সঞ্চয়, দান করিয়া তাহার অপহরণ, কন্যা বিক্রয়, মিথ্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদান, ব্রাহ্মণের অর্থ অপহরণ এবং গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করে, যাহারা গো-আরোহণ, বহুযাজন, শূদ্রান্ন-ভোজন, শূদ্রের শ্রাদ্ধদিনে তদীয় অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও অতিথি-বিমুখকারীর সমান। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ ব্রাহ্মণ, নরঘাতী, হিংস্র, গুরুভক্তিহীন, রোগার্ত্ত, সতত মিথ্যাবাদী, বিপ্রপত্নীগামী, মাতৃগামী শূদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ-কর্ত্তনকারী, পতিঘাতিনী নারী, পিতৃ-মাতৃঘাতী, শরণাগতের হন্তা, শিলা ও স্বর্ণাপহারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ইহারা অতিথি-বিমুখকারীর তুল্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা (২)

দ্বিতীয় মহিমা কহি শুন সুধীজন।
'ভক্তিশাস্ত্র' বলি' যাহা কহে মহাজন॥
যে শাস্ত্র পুরাণে বা হরিভক্তি নাই।
ব্রহ্মা নিজে কহিলেও নাহি শুনি তাই॥
ঋক্, যজুঃ, সামাদি, ভারত, পঞ্চরাত্র।
মূল রামায়ণ—হয় প্রামাণিক শাস্ত্র॥
এ'র অনুকূল যে-যে শাস্ত্র কহি তা'রে।
অন্য গ্রন্থ যত সব যাক্ ছারখারে॥
সাত্ত্বিক পুরাণে হরি-মহিমা সে কয়।
রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার গুণ গায়॥
তামসিকে দুর্গা, অগ্নি, শিব, বরুণ।
সংকীর্ণে কহিল, অন্য দেব-পিতৃগুণ॥
অন্যান্য পুরাণ ততদিন শোভা পায়।
যতদিন ভাগবত কেহ নাহি গায়॥
গঙ্গা, শিব, হরি যথা নিজ-গণে বড়।
সেইমত ভাগবত জান সার দৃঢ়॥
বৈষ্ণবের প্রিয় সদা এই ভাগবত।
বিমল-ভক্তি যাতে কহে একমত॥
সর্ব্ববেদ-সার হরি ভাগবতে কয়।
শুনিলে অপরে রতি আর নাহি রয়॥
বৈষ্ণব-শাস্ত্র যাঁহার গৃহে পূজা হয়।
সর্ব্বদেব বন্ধু তা'র, পুরাণেতে কয়॥
বৈষ্ণব-শাস্ত্র যাঁ'রা শুনে, পাঠ করে।
হরি-দয়া লভে তা'রা এ ধরা-মাঝারে॥

সংশয় সমাধান

যদি বল অন্য শাস্ত্র তবে কেন আছে।
ইহার উত্তর' পদ্মপুরাণেতে আছে॥
এক সময় **পার্ব্বতী পুছে** মহাদেবে।
বল নাথ! পাষণ্ডীর কি লক্ষণ ভবে॥
তাহার **উত্তরে শিব** কহে পার্ব্বতীরে।
অজ্ঞান-মোহিত যা'রা অবনী-ভিতরে॥
অন্যদেবে বড় বলে নারায়ণে ছাড়ি'।
যমদণ্ডী পাষণ্ডী সে, শিরে তার বাড়ি॥
অবৈদিক চিহ্ন—ভস্ম কপালে ধারণ।
জটা, বল্কল-বেশ গৃহীর বারণ॥
এইসব ধরে যে, সেই ত' পাষণ্ড।
বিষ্ণু-সম অন্যদেব, বলে সেই ভণ্ড॥
শুনিয়া **পার্ব্বতী বলে** ওহে সুরবর।
ইহাতে সংশয় বড় দাওহে উত্তর॥
কপালে ভস্ম-ধারণ যদি হীন কাজ।
ধর কেন তবে তুমি দেবের সমাজ॥
শম্ভু উত্তরে বলে শুন দেবি তবে।
অতি-গুহ্যকথা না জানে কেউ ভবে॥
আমার অভিন্ন তুমি তাই এ সংশয়।
দূর করিতেছি এবে জানিহ নিশ্চয়॥
মহাদৈত্য 'নমুচি' আদি এককালে।
ঈশ-উপাসনা করি' লভি মহাবলে॥
ইন্দ্রাদি দেবতা সবে করি' পরাজয়।
স্বর্গ হেন পুণ্যলোক হ'তে বিতাড়য়॥
দেবগণ বিষ্ণুপদে লইয়া শরণ।
বলিতে লাগিল—ওহে বিপদ-মোচন॥
অসুরের অত্যাচার আর নাহি সহে।
করহ সংহার তুমি এই সব গ্রাহে॥
শুনি' দেবদেব হরি, অজেয় অসুরে।
বিনাশের লাগি' আজ্ঞা করিল আমারে।

বিষ্ণু কহেন—

ওহে আশুতোষ! মনে নাহি পাও ব্যথা।
অসুর-মোহন লাগি' শুন মোর কথা॥
নাস্তিকাচরণ ধর্ম্ম, তামস-পুরাণ।
রচনা করহ তুমি আসুর বিধান॥
অন্যভক্ত ব্রাহ্মণ কণাদ, গৌতম।
শক্তি উপমন্যু, জৈমিনী ব্যুৎক্রম॥
কপিল, দুর্ব্বাসা, মুকণ্ড, বৃহস্পতি।
ভার্গব, জমদগ্নি আদি দশ জ্ঞাতি॥
ইহাদের মতি সব তম-ভাবে আনি'।
তামস-শাস্ত্রে কর প্রচারের ধ্বনি॥
নিজে তুমি ভস্ম-চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
আজ হ'তে ত্রিজগতে করহ ভ্রমণ॥
কঙ্কাল, পাষণ্ড আর মহাশৈব আদি।
পাশুপত-শাস্ত্র সব প্রচারহ যদি॥
বেদ-বহির্ভূত-বাদে সব মুগ্ধ হঞা।
ঘুরিবে, অধম দ্বিজ ঐ চিহ্ন ধরিয়া॥
নিজে বড় বলি' তুমি জানাবে সবায়।
শীঘ্রই ভুলিবে মোরে, তোমার মায়ায়॥
বধিতে সহজ হ'বে তখনি তা'-সবে।
তোমার পূজন প্রথা হ'বে বিশ্বে তবে॥'

শিব-উক্তি—

অপরূপ কথা শুনি' অতি দুঃখে মরি।
কহিলাম হরিপদে নমস্কার করি'॥
নিষ্ঠুর আদেশ তব কেমনে পালিব।
লঙ্ঘিলেও অপরাধ সহিতে নারিব॥
শুনি' মোর মন-দুঃখ বিষ্ণু পুনঃ বলে—।
"দেব-হিত লাগি' আজ্ঞা পাল' কুতূহলে॥
অপরাধ নাশিবার শুনহ উপায়।
হৃদয়ে ধরিও ধ্যান সদাই আমায়॥
হাজার শ্রীনাম মোর, মন্ত্র ষড়ক্ষর।
জপিলে ঘুচিবে দোষ রহিবে অমর॥"
শুনিয়া তখন আমি আদেশ-পালনে।
যতন করিনু যত অসুর-মোহনে॥
আমার প্রভাবে তা'রা হইল দুর্ব্বল।
দেবগণ বধে তবে অসুর-সকল॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী যাহা হয়।
উপাসক জনে শুধু স্বর্গ-ফল কয়॥
শুন দেবি মোর 'মত' আচরিবে যা'রা।
ধরম-করমহীন নারকী সে তা'রা॥
হরি-আজ্ঞামতে এই জগৎ-ভিতরে।
"হেন আচরণ করি"—কহিনু তোমারে॥

পার্ব্বতীর উক্তি—

ক্ষান্ত হই' তবে দেবী পুছে পুনরায়।
হেন শাস্ত্রাধম কিবা বলহে আমায়॥

শিব-উক্তি—

হে দেবী **মোহন-শাস্ত্র** শুন এবে গাই
স্মরণেও মানা সব জ্ঞানীর দোহাই॥
আগে পাশুপত আদি শাস্ত্র কহিয়া।
পাছে কহিয়াছি অন্য দ্বিজগণ দিয়া॥
কণাদের বৈশেষিক, ন্যায় গৌতমের।
বৃহস্পতির চার্ব্বাক্, সাংখ্য কপিলের॥
বুদ্ধ হ'তে বৌদ্ধ-শাস্ত্র, আমি মায়াবাদ।
কহিলাম যত কিছু ভুবনে প্রমাদ॥
বেদবাণী-হীন অর্থ সমাজে প্রকাশি'।
কর্ম্মত্যাগ বিধর্ম্মে, কহি পাপরাশি॥
ঈশ্বরে জীবেতে কভু কিছু নাহি ভেদ।
ব্রহ্ম নির্গুণ বলি' বিচারিনু বেদ॥
মায়াবাদ হেন শাস্ত্র আমারি সে জান।
প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত সকলি নির্ব্বাণ॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
আনন্দপুর, (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসনাতনের অসুস্থাভিনয় ও গৃহে ভাগবত অনুশীলন

শ্রীরূপ তীব্র বিরহোৎকণ্ঠায় বৃন্দাবন অভিমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্বেষণে গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিলে পর, শ্রীসনাতন উদ্বিগ্নচিত্তে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি বিচার করিলেন,—বিষয়ী রাজা আমাকে অত্যন্ত প্রীতি করে, কোনও প্রকারে তাহার অপ্রীতি-ভাজন হইতে পারিলে আমি উহার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি অসুস্থের অভিনয় করিলে,—গৃহে বিশ-ত্রিশজন শাস্ত্র-নিপুণ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনে রত হইলেন। বাদসাহ সনাতনের অসুস্থ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি চিকিৎসায় নিপুণ কতিপয় বৈদ্য সনাতনের নিকট পাঠাইলেন; বৈদ্য সনাতনের অসুস্থতার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন, এদিকে সনাতনের অবর্ত্তমানে রাষ্ট্র-নীতি ও শাসন-পরিচালনাদি কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বাদসাহ স্বয়ং প্রকৃত ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য হঠাৎ একদিন শ্রীসনাতনের ভাগবত-সভায় উপস্থিত হইলেন; শ্রীসনাতনও উত্থিত হইয়া রাজাকে বসিবার আসন দিলেন।

রাজা বলিলেন,—আমার যাবতীয় কার্য্য তোমাকে লইয়া, তুমি সে-সব বিষয়ে উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলে?

"মোর যত কার্য্য-কাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥"

সনাতন কহে,—

"নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥"

কথিত আছে, সনাতন গোস্বামীকে বাদসাহ নিজ 'কনিষ্ঠ-ভ্রাতা'র ন্যায় মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্ম-ত্যাগের দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হুসেনসাহ প্রণয়-রোষে বলিয়াছিলেন,—

"আমি তোমার বড়ভাই,' আমি রাজ্য-পালন-বিষয়ে অনিপুণ; সৈন্য-সামন্ত লইয়া আমি কেবল যুদ্ধাদির দ্বারা দেশ-বিদেশ লুটিয়া বেড়াই; তাহাতে আবার জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড়-চাকলার মধ্যে মৃগয়া করিয়া বহু জীব-পশুর প্রাণ

নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি ; তোমার বড়ভাই আমি যখন দস্যু-ব্যবহারে জীব-নাশ কার্য্যে রহিলাম, আর ছোটভাই তুমিও যখন সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে, তখন রাজকার্য্য কিরূপে চলিবে ?

সনাতন কহে,—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যে যেই দোষ করে, দেহ ফল তার ॥

এই বাক্যে সনাতনের গূঢ় রহস্য আছে,—তুমি গৌড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ; যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাহাকে তাহার ফল দান কর ; অর্থাৎ—রাজা নিজে দস্যুবৎ কার্য্য করেন, অতএব তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন, এবং আমি মন্ত্রী, রাজ-কার্য্যে অবহেলা-হেতু আমার কর্ম্মচ্যুতি-ফল হউক।—

এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥

গৌড়েশ্বর সনাতনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন—যদি তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেনসাহ ১৪২০ শকাব্দা হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৪২৪ শকাব্দায় হুসেনসাহ উৎকল-বিজয়ে অভিযান করেন। সুতরাং এই সময়েই বাদসাহ শ্রীসনাতনের ভাগবত-সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বন্দীশালে সনাতনের অবস্থা এবং তথা হইতে মুক্তির কৌশল

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
শ্রীরূপে করুণা করি' ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে ॥

মোর কর্ম্ম-দড়ি-ফাঁন্দে, মোর হাতে-গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ নিকটে লহ তুলি' ॥

পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে জুড়িল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ কর পরিত্রাণ ॥

জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব, অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।

করুণা আভাস করি'　　সনাতনে পদ-তরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার ॥
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে,　　নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন।
হেনকালে অন্যজনে,　　অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন ॥
রূপের লিখন পেয়ে,　　মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস　　মনে করে অভিলাষ
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী বন্দীশালে আছেন, ইতিমধ্যে শ্রীরূপের পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর শ্রীচৈতন্য-চরণ প্রাপ্তির জন্য উপায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি যবন কারা-রক্ষককে বহু প্রশংসা-বাক্যে বন্দী-দশা হইতে নির্ম্মোচন করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ জানাইলেন, এবং পূর্ব্বকৃত উপকারের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার সম্মুখে পাঁচসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া বলিলেন,—তোমার পুণ্য ও অর্থ দুইই হইবে, আমাকে ছাড়িয়া দাও; ইহাতেও কারারক্ষক রাজভয়ে স্বীকৃত হইল না দেখিয়া তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্তির জন্য অনেক পরামর্শ ও প্রবোধ দিলেন। সনাতন বলিলেন, তুমি রাজভয় করিও না ;—

তাঁহাকে কহিও, সেহ বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি' ঝাপ দিল ॥
অনেক দেখিল তার লাগ্ না পাইল।
দাড়ুকা সহিত ডুবি' কাহা বহি গেল ॥
কিছু ভয় নাহি, আমি এ দেশে না র'ব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥"
"তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥" (চৈঃ চঃ)

সনাতন যবন-কারারক্ষকের নিকট সাত-সহস্র মুদ্রা রাশি করিলেন ; মুদ্রা দেখিয়া লোভী যবনের মতি পরিবর্ত্তিত হইল ; রাত্রে দাড়ুকা কাটিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল। মহাচতুর-শিরোমণি শ্রীসনাতন শুদ্ধ-হরিভজনার্থে আপাত-দৃষ্টিতে সুনীতি-বিগর্হিত কার্য্য ও মিথ্যাবাক্যকে অনুকূল-কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন ; সুতরাং তাহাতে তাঁহার নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের কোনও প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই,—ভগবদুদ্দেশ্যে উহাই সত্য-ধর্ম্ম।

"মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥" (সাত্বত-শাস্ত্র)

ভগবান্ বলিতেছেন,—আমার নিমিত্ত আপাত-দৃষ্টিতে যদি কোন্ পাপও কৃত হয়, তথাপি উহাই ধর্ম্ম-রূপে পরিগণিত; আমাকে অনাদরপূর্ব্বক ধর্ম্মের অভিনয়ও আমার প্রভাব-বশতঃ পাপেই পরিণত হয়। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আপাত-দৃষ্টিতে যে বিষয়কার্য্য, তাহা মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় নহে। মায়াবদ্ধ জীব মোহবশতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু পরমমুক্ত-শিরোমণি গৌর-পার্ষদ উক্ত গোস্বামীদ্বয় মায়াদোষ-সংস্পর্শ-শূন্যাবস্থাতেই নির্লিপ্তভাবে রাজকার্য্যাদি পরিচালনা করিয়াছেন, এবং তাহাতে যে তাঁহাদের কোনপ্রকার আসক্তি নাই—সেই বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে প্রদর্শনের জন্য নব-যৌবনাবস্থাতেই বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়া "বিষয়গন্ধ থুথুৎকৃতিঃ" ইত্যাদি চৈতন্যচন্দ্রামৃতের উক্ত বিচার আচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সমগ্র বিষয়-সম্বন্ধ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছেন; মায়া তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব মায়া-কবলিত

তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব ভগবদ্ দাস্যাভাবে নিকটস্থ মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে-শক্তি চিদচিদ্ উভয় জগতে বিচরণের উপযোগী, তাহারই নাম 'তটস্থা'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁ'র উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২-১৫)

জীব সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

তাৎপর্য্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতভাগ করিলে জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। জীব এত ক্ষুদ্র হইলেও অপ্রাকৃত বস্তু, কিন্তু অনাত্ম-ধর্ম্মের যোগ্য। জীবের স্থূলশরীরে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক-ভাব লক্ষিত হয়। কর্ম্মফলে জীব যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি অবস্থান করেন। বস্তুতঃ জীব আত্ম-বস্তু। বাহ্যদর্শনে পশু-পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষ হইলেও, জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ পরিচয় নয়। সর্ব্বাগ্রে জীবের নিজ-স্বরূপের পরিচয় আবশ্যক; সেইজন্যই মহাপ্রভুর নিকট সনাতন গোস্বামিপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।" প্রথমে 'কে আমি'—ইহা সাব্যস্ত না হইলে তাহার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

জীব স্বীয় কর্ম্মফলে স্থূল ও সূক্ষ্ম অনেক রূপ প্রাপ্ত হন। এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহন মধ্যে পতিত-অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গবলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তির দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। জীবের বদ্ধ-অবস্থার ক্রম এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে। পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াই জীবগণের দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং সেই কারণেই তাহাদের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। স্বরূপ-ভ্রমবশতঃ তাহাদিগকে ভয়ানক কর্ম্মবন্ধ গ্রাস করিয়াছে। স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ। জীব চিদ্বস্তু; তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থাশক্তি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া, চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন।

ভগবজ্ জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্য ভগবদ্-উন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-পার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। আর যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে অপাশ্রিতা মায়াতে মোহিত হইয়া তাহার ক্রিয়ায় লোভ করিলেন, তাহারা মায়া-কর্ত্তৃক মায়িক জগতে আকৃষ্ট হইয়া মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহা কেবল তাহাদের নিত্য ভগবদ্ বহির্ম্মুখতার ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাহাদিগকে লিপ্ত করিল। অবিদ্যা-লিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করত তাহারা কর্ম্মচক্রে পড়িলেন। এস্থলে উপনিষদের মন্ত্রটী আলোচ্য—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য-জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব—স্বীয় কর্ম্মানুসারে পিপ্পল সেবন করিতে লাগিলেন। অপরজন অর্থাৎ পরমাত্মা—ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে দেখিতে লাগিলেন। উক্ত উপনিষদে আরও দেখা যায়, "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" অর্থাৎ সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়াসহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।

শ্রীভাগবতে (১১।২।৩৭) লিখিয়াছেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।" অর্থাৎ ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় অবিদ্যা মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশহেতু জীবের সংসার-ভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা হইতেই বিপর্য্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্মৃতি (স্বরূপ-ভ্রম) হইয়াছে। বিপর্য্যয়-ভাবই স্ব-স্বরূপভ্রম। ইহাই অবিদ্যা-সংসর্গের প্রথম ফল। কৃষ্ণদাসত্ব বিস্মৃতি-হেতুই চিৎ-স্বরূপ ভুলিয়া জড়গত স্বরূপে 'অহম্'-অভিমান হইয়াছে। অবিদ্যা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল—এই দুইটী আবরণ প্রদান করিলেন। মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটী সূক্ষ্মজড়-কর্ত্তৃক লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য-রূপ ছয় রিপুগণের অবস্থান। ইহা হইতে জীবের কখনও পুণ্য ও কখনও পাপ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। লিঙ্গশরীরে যে আমিত্বারোপ, তদ্দ্বারা জীবের শুদ্ধ-চিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। জড়ীয় লিঙ্গদেহের ভোগায়তন সিদ্ধির জন্য জীবের সূক্ষ্মদেহের উদয়। চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতু-নির্ম্মিত স্থূলদেহ হইল এবং তাহাতে অস্তিত্ব, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ বিকার আরোপিত হইল। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল, তখন স্থূলদেহকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইতে স্থূলদেহে অত্যাসক্তি-হেতু বিবিধ কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন; ফলে পুণ্য ও পাপরূপ বন্ধন জীবকে দৃঢ়রূপে মায়াবদ্ধ করিয়া ফেলিল। স্থূল-লিঙ্গ-দেহে অনেক অনর্থ ঘটে। যথা, বৃহদারণ্যকে—"স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" (৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ সেই বা এই (স্থূল-লিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা

দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতে (৩।৩০।৭),—

স দহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥

কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ়ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

উক্ত বচনদ্বয়ের স্পষ্টার্থ ও তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্থূল-লিঙ্গাভিমানে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুণ্য ও পাপদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন। ভগবৎসন্দর্ভ-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তবাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

সচ্চিদানন্দ-পরমেশ্বর হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ-শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত বিগ্রহ। জীব নিজ-অবিদ্যা-আচ্ছাদিত হইয়া সংসারে যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করে।

তাৎপর্য্য এই যে, মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই বৃত্তি। বিদ্যাবৃত্তি মায়ার অকপট কৃপা-জাত। অবিদ্যাবৃত্তি মায়ার অপরাধ-দণ্ডদান শক্তিবিশেষ। সেই অবিদ্যার আবার দুইটী বৃত্তি, আবরণাত্মিকা বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বদ্ধজীবের অবস্থা-বর্ণনে কারিকায় বলিয়াছেন—

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি ॥
চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতিজ্ঞানে গতে পরে।
প্রকৃতের্গুণসংযোগাৎ কর্ম্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি ॥
কর্ম্মচক্র গতস্যাস্য সুখদুঃখাদিকং ভবেৎ।
ষড়্‌গুণাব্ধি নিমগ্নস্য স্থূললিঙ্গ ব্যবস্থিতঃ ॥"

"বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী অপরা জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ। ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্য দ্বারা যখন দুর্ব্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। সুতরাং "আমি চেতন পদার্থ কৃষ্ণদাস"—এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতিগুণ-সংযোগবশতঃ জীবের কর্ম্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্ম্মচক্রগত জীবের স্থূল-শরীর ও লিঙ্গশরীর দ্বারা ষড়্‌গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত

সুখ-দুঃখাদি উদয় হয়। **এই অবস্থার নামই শুদ্ধ জীবের মায়া-কবলিত দুরবস্থা।** ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধ-বস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক-রূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল।"

শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (সেবা-সুহৃদ্)

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

এই বৎসর গত ২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট, বুধবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত যাবতীয় মঠ-মন্দিরে ও প্রতি-ভক্তগৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত উপবাসমুখে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইয়াছে। এইবার অষ্টমী অর্দ্ধোদয়-বিদ্ধা না হওয়ায় এবং পরতিথি নবমীযুক্ত হওয়ায়, জন্মাষ্টমীর ব্রত এবং উপবাস ঐদিনই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং এই বিচার অবলম্বন করিয়া এই বৎসর সকলেই এই দিবসেই ব্রত-উপবাসাদি করিয়াছেন। সুখের বিষয়, গোস্বামীবর্গের মধ্যে এবৎসর কোন মতভেদ উপস্থিত হয় নাই।

সমিতির প্রধান প্রচারকেন্দ্র **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** এইবৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত জন্মাষ্টমী-ব্রত পালিত হয়। মঠাশ্রিত ও তদনুগত গৃহী ও ত্যাগী ভক্তগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়-কাল রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এইদিন প্রত্যূষে ৫৷৷০ টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১ম অধ্যায় হইতে পারায়ণ আরম্ভ হয়। এই ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ শেষ করিতে দিবারাত্র অতিবাহিত হইয়া পরদিবস সকাল ৬টায় উহার সমাপ্তি হয়। বলা বাহুল্য, ১০ম স্কন্ধের বঙ্গানুবাদই সর্ব্বসময়ে পঠিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিশেষভাবে পঠিত হয় এবং ভোগরাগ, অর্চ্চন, পূজা-পদ্ধতি যাবতীয় কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইতে থাকে। শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ের মূল শ্লোকগুলি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। তৎপরে সমিতির আচার্য্য ও সভাপতি-মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। তাহার মধ্যে দু'একটী কথা নিম্নে সংগৃহীত হইয়াছে—

আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

'জন্ম' ও **'আবির্ভাব'** এই দুইটী শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা আজ জন্মাষ্টমী পালন করিতেছি, আবির্ভাবাষ্টমী নহে। **'আবির্ভাব'-শব্দটী গৌরবময়, 'জন্ম-'শব্দটী মাধুর্য্যপূর্ণ।** শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির ব্রত-উদ্‌যাপনই আমাদের অদ্যকার কৃত্য। প্রতি জন্মাষ্টমীতেই বসুদেব-তনয় বাসুদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা আমরা বাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করিতেছি— রূপ মনে করা উচিত নয়। **আমাদের সহিত কৃষ্ণেরই সম্বন্ধ হইয়াছে।** তবে কৃষ্ণেরই অন্য আর একটী নাম—বাসুদেব। যেহেতু নন্দ-মহারাজেরই 'বসুদেব' আখ্যা আছে। মা-যশোদাকে 'দেবকী' বলা হয়। তজ্জন্য বাসুদেব বলিলেই আমরা "নন্দতনুজ" কৃষ্ণকেই বুঝি। বাসুদেব বসুদেবের তনুজ নহেন; তিনি দেবকীর কর্ণে দীক্ষামন্ত্র প্রদানের দ্বারা ভগবানের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলেন। চতুর্ভুজ বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, কিরীট-কুন্তল-কুণ্ডল, বেশভূষা-অলঙ্কারাদি-যুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তজ্জন্যই বাসুদেবের আবির্ভাব—জন্ম নহে। অনাবশ্যকহেতু বাসুদেবের নাড়ীচ্ছেদাদি জাতকর্ম্ম হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণের এই জন্মলীলারই উপাসক। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।" নরলীলায় 'জন্ম'ই প্রধান—'আবির্ভাব' গুপ্ত। সুতরাং বাসুদেবের আবির্ভাব অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্মের মাধুর্য্য এত অধিক যে, আবির্ভাবাষ্টমী না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ **'জন্মাষ্টমী'** বলিয়াই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার মাধুর্য্যময় পার্থক্য কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণববর্গই অনুধাবন করিতে সমর্থ। অতএব, অদ্য জন্মাষ্টমী-বাসরে আমাদের শ্রীরূপানুগর্ত্যই কাঙ্ক্ষগণের নিকট প্রার্থনীয়।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

---

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা

২রা নভেম্বর, ১৫ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—প্রত্যূষে ৫॥টার সময় যাত্রিগণ "জয় গিরিরাজ" শব্দে গগনমণ্ডল মুখরিত করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে

উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে গিরি-গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় বহির্গত হন। গোবর্দ্ধন-গ্রাম হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে **চন্দ্রসরোবর** ও তৎপূর্ব্বে **পরাসৌলি**-গ্রাম অবস্থিত। এই "পরাসৌলি"-গ্রাম শ্রীকৃষ্ণের বসন্তকালীন মহা-রাসস্থলী। রাসলীলা-কালে চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে 'চন্দ্র-সরোবর' হইয়াছে। যাত্রিগণ এস্থান দর্শন করত ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত **পৈঠগ্রামে** উপস্থিত হইয়া **'চতুর্ভুজ নারায়ণ' ও নারায়ণ-সরোবর** দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গোপীগণকে এস্থলে চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপ প্রদর্শন করেন। এবং শ্রীরাধা-দর্শনে চতুর্ভুজ রক্ষা করিতে না পারিয়া পুনঃ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। এস্থলে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার নিকট শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা পরাভূত হয় এবং তিনি নিত্য মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে নিজস্ব-স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকট করিতে বাধ্য হন।

এস্থান হইতে যাত্রিগণ ২৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া **শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিশ্রামস্থান, শ্রীগোপালদেবের প্রকট ও অন্নকূট-পূজার স্থান** দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণের পর ইন্দ্র নিজকৃত অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত সর্ব্বতীর্থের জল দ্বারা এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেন। এই গোবিন্দকুণ্ডের তীরেই শ্রীগোপালদেব দুগ্ধদানছলে গোপ-বালকরূপে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। [illegible] প্রাপ্ত হইয়া পুরী গোস্বামী এই কুণ্ডের উত্তরে মৃত্তিকাচ্ছাদিত গোপালের অভিষেকাদি ও মহাসমারোহে অন্নকূট মহোৎসব করিয়াছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যাত্রিগণ অপ্সরা কুণ্ড, **পুছ্‌রি** (গোবর্দ্ধনের পুচ্ছদেশ), সুরভি কুণ্ড, **গিরিগোবর্দ্ধন-ধারণস্থান,** গোপাল পুরা বা যতিপুরায় **শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ** প্রভৃতি পরিক্রমামুখে দর্শন করিয়া দানঘাটী হইয়া যথাসময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালে যে-যে স্থানসমূহের পর পর দর্শন হইয়া থাকে, পাঠকবর্গের সুবিধার্থ নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :— কুসুম-সরোবর, তৎপশ্চিমে উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড, রত্নসিংহাসন, গোয়ালপুকুর, বিহারকুণ্ড, কিল্ললকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, গোবর্দ্ধন-গ্রাম, ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজ বেদী, চন্দ্রসরোবর, পরাসৌলি, বলরামকুণ্ড, বলদেবজীর রাসমণ্ডল, শৃঙ্গারমন্দির, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, পৈঠগ্রাম, নারায়ণ সরোবর,

খানিয়োর গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রামস্থান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকটস্থান, অন্নকূট পূজার স্থান, শক্রতীর্থ, শ্রীনৃসিংহদেব, অপ্সরাকুণ্ড, পুছ্‌রি, রাঘবপণ্ডিতের গুহা, মুকুটচিহ্ন, সুরভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণস্থান, হরজীকুণ্ড, গোপালপুরা বা যতিপুরা, শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, বিল্‌ছুকুণ্ড, জান-অজানবৃক্ষ, হনুমান্‌জী, দানীরায়ের মন্দির, দানঘাটী, শ্যামাসলিলা, চক্রেশ্বর মহাদেব, সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মন্দির, মুকুট-চিহ্ন, শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীদেবীর মন্দির, শ্রীব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীহনুমান্ প্রভৃতি।

শ্রীগোবর্দ্ধন 'হরিদাসবর্য্য' বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি সাক্ষাৎ শ্রীগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ। এই গিরিরাজ রসিককুল-নায়ক শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসাদির সাক্ষীস্বরূপ এবং নিত্যবিহারস্থলী। ভগবদ্ধামে অদ্বয়জ্ঞান স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই—ইহা জানাইবার জন্য ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের স্বতন্ত্র-ভোক্তাভিমান দূরীকরণার্থ ভগবান্ ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রপূজা নিবারণ করাইয়া গোবর্দ্ধন-পূজার প্রচলন করিলেন। অপরপক্ষে যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 'স্বয়ং ভগবান্ ও একমাত্র আরাধ্যদেবতা' না জানিয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর আরাধনায় তৎপর হইয়া কৃষ্ণকে তাঁহাদের সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করেন, সেইসকল 'নানাদেবৈকসেবী' ও 'চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি'গণের দুর্ব্বুদ্ধি নিরাসকল্পেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার জন্য সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনরূপী তাঁহার নিজের পূজা করাইলেন। অন্য দেবদেবীর পূজা না করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরের পূজা করাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তিনিই যে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—এস্থলে তাহাই শিক্ষার বিষয়। ব্রজজনবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করত ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন এবং কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া এক্ষেত্রে আশ্রিত-জন-বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন।

লাঠবন বা ডিগ্

৩রা নভেম্বর, ১৬ই কার্ত্তিক, শনিবার—সকাল ৫৷৷০ টার সময় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে যাত্রিগণ গোবর্দ্ধন হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী ডিগ্ বা **লাঠাবনে** উপস্থিত হন। পথিমধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থলী **গাঁঠুলি** এবং

গুলালকুণ্ড, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান প্রভৃতি দর্শনীয়।

ডিগ্ ভরতপুরের অন্যতম রাজধানী। এখানে ভরতপুররাজের প্রাসাদ ও পুরাতন কেল্লা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজও অতীতের গৌরব-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

সহরের প্রান্তদেশে বৃহৎ কুণ্ডতীরস্থ শিবিরশ্রেণী সুশোভিত ও বৃক্ষছায়া-সমন্বিত মনোরম উপবনতুল্য এক ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বলা বহুল্য, যাত্রিগণ প্রত্যহই পরিক্রমা ও দর্শন ব্যতীত সন্ধ্যাকালে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণের সুযোগ পাইতেন। এস্থলেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। পরিক্রমা-সঙ্ঘ ডিগ্-সহরে উপস্থিত হইলে তথায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায় এবং তথাকার শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু সজ্জনগণের বিশেষ আগ্রহে ঐদিন রাত্রে ধর্ম্মশালা-প্রাঙ্গনে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরিক্রমা-সঙ্ঘের নিয়ামক-মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ গৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব প্রভু (বর্ত্তমান নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ) উক্ত সভায় হিন্দীভাষায় "সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীনামতত্ত্ব" সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সভা-ভঙ্গের পর যাত্রিগণ প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

কাম্যবনাভিমুখে যাত্রা

৪ঠা নভেম্বর, ১৭ই কার্ত্তিক, রবিবার—অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ শিবিকা-বাহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুগমনে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কাম্যবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ডিগ্ হইতে কাম্যবন প্রায় ৭ ক্রোশ। অদ্য পরিক্রমা-পথ কিছু বেশী থাকায় যাত্রিগণের সুবিধার জন্য পথিমধ্যে ৮ মাইল দূরে তাঁহাদের মধ্যাহ্নকালীন প্রসাদ-সেবার বন্দোবস্ত করা হয়। "ঘাট্টা"নামক স্থানে এক শ্বেতপর্ব্বতের পাদদেশে অসংখ্য বৃক্ষরাজি-রচিত ছায়ামণ্ডপে প্রসাদ সেবন-কালে যাত্রিগণের অনেকেরই 'বন-ভোজনে'র কথা স্মরণ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে ভক্তগণ পুনরায় এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাম্যবনে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্ম্মশালার প্রকোষ্ঠে ও শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কাম্যবন-মাহাত্ম্য

কাম্যবন দ্বাদশ-বনের অন্তর্গত **চতুর্থ বন**। এই বনের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ দ্বাদশ-বনে যত লীলা করিয়াছেন, এই কাম্যবনেও সে-সকল লীলার স্থান রহিয়াছে। এজন্য ইহার অপর নাম—দ্বিতীয় বৃন্দাবন। কাম্যবনে বহু দর্শনীয় স্থান আছে।

কাম্যবন-পরিক্রমা ও বিবিধ দর্শনীয় স্থানসমূহ

৫ই নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, সোমবার—প্রাতঃক্রিয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীবিজয়বিগ্রহের আনুগত্যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে **শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোপীনাথজীউ, শ্রীমদনমোহনজীউ, চৌরাশী খাম্বা,** সুরভিকুণ্ড, **পিছল্ পাহাড়ী** বা খিস্‌লি শিলা, **ব্যোমাসুরের গুহা** ও পর্ব্বতোপরি **শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্ত ও চরণচিহ্ন, ভোজনস্থলী** প্রভৃতি দর্শন করেন। অপরাহ্ণেও তাঁহারা কামেশ্বর শিব, **বিমলাকুণ্ড,** বরাহদেব, **পঞ্চপাণ্ডব,** লুক্‌লুকি কুণ্ড, **চরণপাহাড়ী** প্রভৃতি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের "শ্রীগোবিন্দ," "শ্রীগোপীনাথ," "শ্রীমদনমোহন" জীউর প্রতিভূ-ত্রিই বর্ত্তমানে কাম্যবনে বিরাজিত। উক্ত আদি-বিগ্রহত্রয় ম্লেচ্ছভয়ে জয়পুরে নীত হইলেও, শ্রীবৃন্দাদেবী ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিবেন না সঙ্কল্প করায়, আজও তিনি কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। চৌরাশীটী কারুকার্য্য-বিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত বৃহৎ গৃহই "চৌরাশী খাম্বা" নামে পরিচিত। উহা ৮৪ লক্ষ যোনির প্রতীক এবং ইহা দর্শন করিলে ৮৪ লক্ষ যোনিতে আর প্রবেশ করিতে হয় না—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ যে পাহাড়ে পিছল্ বা গড়ানি খেলিতেন, তাহাই "খিস্‌লি শিলা" নামে বিখ্যাত। গোচারণ-কালে গোপবালকগণ-সহ ভগবান্ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে ব্যোমাসুর সখার রূপ ধারণ করত গোবৎস হরণ করিয়া পর্ব্বত-গুহায় লুক্কাইত রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ উহাকে বধ করিয়া বৎসগণকে উদ্ধার করেন। উক্ত স্থানকেই "ব্যোমাসুরের গুহা" বলে। "ভোজনস্থলীতে" বালকৃষ্ণ সখাগণে পরিবৃত হইয়া গৃহ হইতে আনীত দধ্যন্ন প্রভৃতি ভোজন করিতেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের উক্তরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া মোহিত হন। "লুক্‌লুকি কুণ্ডে" শ্রীকৃষ্ণ গোপবালিকাগণের সহিত জলে লুক্‌লুকি খেলা করিয়াছিলেন। উক্ত খেলায় শ্রীকৃষ্ণকে খুজিয়া না পাওয়ায় ব্রজবালিকাগণ বিলাপ ও রোদন করিতে থাকিলে, ভগবান্ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত হইয়া বংশী-ধ্বনি করিলে তাঁহার পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড দ্রবীভূত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন ধারণ করিয়া উহাই "চরণ-পাহাড়ী" নামে বিখ্যাত। (ক্রমশঃ) —**প্রকাশক**

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; কার্ত্তিক—১৩৫৯

১৬ দামোদর, ২ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর, রবিবার—গৌর-প্রতিপৎ রা ৪।৭। **পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব।** শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

১৭ দামোদর ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর, সোমবার—গৌর-দ্বিতীয়া রা ৪।১। শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

২৩ দামোদর, ৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর, রবিবার—গৌরষ্টমী রা ৬।৫৫। শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৬ দামোদর, ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর, বুধবার,—গৌরৈকাদশী দি ১১।৪৯। **উত্থানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী-মহারাজের তিরোভাব।**

২৭ দামোদর, ১৩ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৯।৩৬। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।** দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।**

২৯ দামোদর, ১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর, শনিবার—গৌর-চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ৫।৫০। **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত।** শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

১ কেশব, ১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ রা ২।২৭। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

১২ কেশব, ২৭ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৩।৪৯। **উৎপন্না একাদশীর উপবাস।**

১৩ কেশব, ২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।১৩। **দি ৯।৩১ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীকালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব, মহোৎসব।

অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

২৬ কেশব, ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী রা ১০।১৯। **মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ কেশব, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী রা ৮।৩৭। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

৪ নারায়ণ, ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার—কৃষ্ণ-চতুর্থী রা ৯।৮। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সমুদয় মঠে ষষ্ঠদশ বার্ষিক **বিরহ-মহোৎসব।**

১২ নারায়ণ, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর, শনিবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ৯।৩০। **সফলা একাদশীর উপবাস।** শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর, রবিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৯।৫৫। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৫ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ নারায়ণ, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর, সোমবার—কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী দি ৯।৪৯। **শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

লোৎপাদয়েদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম

৪র্থ বর্ষ | বাসুদেব, ১৫ কেশব, ৪৬৬ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৫৯; ইং ১৬।১১।৫২ | ৯ম সংখ্যা

শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

১। অস্ত্যেকঃ পরমোপায়ো ভবতঃ পাপনিষ্কৃতৌ।
সর্ব্বভক্ষাখ্যদোষস্য বদরীং শরণং শ্রয়॥২৮॥

২। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভক্তানামপ্যভক্তানামঘহা মধুসূদনঃ॥২৯॥

৩। তত্র গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণং হরেঃ।
দণ্ডবৎ-প্রণিপাতেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥৩০॥

৪। ততো ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা ঋষীণামনুবাদতঃ।
উত্তরাভিমুখো বহ্নির্গন্ধমাদনমাযযৌ ॥৩১॥

৫। ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গাম্ভসি স্বয়ম্।
নারায়ণাশ্রমং গত্বা নত্বা প্রোবাচ ভক্তিমান্ ॥৩২॥

অগ্নিরুবাচ—

৬। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘনং পুরাণং, সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং গুরুম্।
অনেকমেকং জগদেকনাথং, নমাম্যনন্তাশ্রিত-শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥৩৩॥

৭। মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য বিশ্ব-কর্ত্তারমুদ্দিশ্য রজোপযুক্তম্।
সত্ত্বেন চাস্য স্থিতিহেতুমুগ্রমথো তমোভির্গ্রসিতারমীড়ে ॥৩৪॥

৮। অবিদ্যয়া বিশ্ববিমোহিতাত্মা, বিদ্যৈকরূপং বিততং ত্রিলোক্যাম্।
বিদ্যাশ্রিতত্বাৎ সকলজ্ঞমীশ মবিদ্যয়া তু জীবোঽহং প্রপদ্যে ॥৩৫॥

৯। ভক্তেচ্ছয়াবিষ্কৃত-দেহযোগমাভোগ-ভোগার্পিতযোগযোগম্।
কৌশেয়-পীতাম্বর-জুষ্টশক্তিং, বিচিত্রশক্ত্যষ্টময়েষ্টমীড়ে ॥৩৬॥

১০। অথ প্রসন্নো ভগবান্ স্তুতঃ সর্ব্বৈর্হৃদি স্থিতঃ।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং পাবকং পাবনার্থিনম্ ॥৩৭॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১১। বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোঽহমুপাগতঃ।
স্তবেনানেন তুষ্টোঽস্মি বিনয়েন তবানঘ ॥৩৮॥

অগ্নিরুবাচ—

১২। জ্ঞাতং ভগবতা সর্ব্বং যদর্থমহমাগতঃ।
তথাপি কথয়াম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানুপালনম্ ॥৩৯॥

১৩। সর্ব্বভক্ষ্যো ভবাম্যেব নিষ্কৃতিস্তু কথং ভবেৎ।
অত্যন্ত-ভয়সম্পত্তিরেতস্মাজ্জায়তে মম ॥৪০॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১৪। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রেণ প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্।
মৎপ্রসাদাৎ পাতকন্তু ত্বয়ি মাস্তু কদাচন ॥৪১॥

১৫। ততঃ প্রভৃতি ভূতাত্মা পাবকঃ সর্ব্বতো ভৃশম্।
কলয়াবস্থিতশ্চাত্র সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতঃ ॥৪২॥

১৬। য এতৎ প্রাতরুত্থায় শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ।
অগ্নিতীর্থ-কৃতস্নানফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। (**শ্রীব্যাস বলিলেন**),—হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-নিষ্কৃতির এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। **আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন,** তবেই আপনার সর্ব্বভুক্-নামের দোষ উপশম হইবে ॥২৮॥

২-৩। যে-স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিরাজ করেন এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক জাহ্নবীজলে স্নান, হরির প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে ॥২৯-৩০॥

৪। অনন্তর বৈশ্বানর শ্রীব্যাসের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঋষিগণের অনুমোদনক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥৩১॥

৫। তিনি ক্রমে **বদরিকাশ্রমে উপনীত** হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করত **নারায়ণাশ্রমে** গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—॥৩২॥

৬। **অগ্নি বলিলেন,**— যিনি বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতিপতি, গুরু, অনেক, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত, আশ্রয় ও শুদ্ধবুদ্ধি—আমি সেই বিভুকে নমস্কার করি ॥৩৩॥

৭। যিনি বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় মায়াময়ী শক্তির আশ্রয়ে রজোযুক্ত হইয়াছেন, বিশ্বপালনের জন্য যাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের

গ্রাসের জন্যই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমূর্ত্তি অবলম্বন করেন, আমি সেই বিভুকে পূজা করি ॥৩৪॥

৮। যিনি অবিদ্যাদ্বারা বিশ্বকে বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে যাঁহার একমাত্র বিদ্যা-রূপ বিস্তৃত, বিদ্যার আশ্রয়ে যিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমি অবিদ্যাহত জীব তাঁহার শরণাগত হই ॥৩৫॥

৯। যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগের আবিষ্কার করেন, এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই ভোগ-ব্যাপার প্রকাশাপ্রকাশ করেন; যিনি কৌশেয় পীত-বসনধারী ও শক্তির সহিত মিলিত এবং যিনি বিচিত্র অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে স্তব করি ॥৩৬॥

১০। অনন্তর সর্ব্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নাত্মা ভগবান্ এইরূপে স্তুত হইয়া পাবনার্থী পাবককে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—॥৩৭॥

১১। **ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন**,—হে অনঘ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর ॥৩৮॥

১২-১৩। **অগ্নি উত্তর করিলেন**,—হে ভগবন্! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে পারিতেছেন যে, কিজন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমার উচিত; এই কর্ত্তব্যবোধে বলিতেছি—হে বিভো! আমি যদি সর্ব্বভক্ষ্যই হইলাম, তবে আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? এজন্য আমার অত্যন্ত ভীতি জন্মিতেছে ॥৩৯-৪০॥

১৪। **শ্রীনারায়ণ কহিলেন**,—হে অগ্নে! এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই প্রাণিগণের পাতক বিনষ্ট হইবে, আর আমার অনুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥৪১॥

১৫। হে স্কন্দ! তদবধি ভূতাত্মা পাবক সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণকলায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥৪২॥

১৬। যে শুচি মানব প্রভাতে শয্যা-পরিত্যাগের পর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থ-স্নানের ফললাভ হয় ॥৪৩॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত শ্রীনারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৯ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় দর্শন

২০ বৎসর পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঠাকুরের পুনঃ শ্রীজগন্নাথের সেবা গ্রহণ

শ্রীনীলাচল হইতে অন্যত্র নানাস্থানে বিংশ-বর্ষকাল কার্য্যোপলক্ষের আবরণে হরিসেবায় অবস্থিতি করিবার পর, পুনরায় খৃষ্টীয় বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভের প্রথম-দশকে শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষবারের নীলাচল-নাথের সেবা। এইকালে তিনি বাষ্পীয়-যানের সাহায্যে তৃতীয় বারের যাত্রা-সমূহে শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া সমুদ্রোপকূলে স্বর্ণ-বালুকায় কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমসেবায় কালাতিপাত করেন। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনের দ্বারা কিরূপে শ্রীনীলাচল-পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার **তৃতীয়বারের যাত্রা**।

তৃতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীল জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত, শ্রীল কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভজন-রহস্যের উদ্দিষ্ট বিষয়ের আস্বাদনে—বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে কি প্রকার ভজনময় জীবন স্বরূপ-সিদ্ধ-বিগ্রহে অবস্থিত, তাহার সন্দেশ যাঁহাদের প্রয়োজন,—তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রচুর সন্ধান লাভ করিবেন। জগতের মঙ্গলমুখে—সাধকের হিতার্থে যেরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজন, তাদৃশ **অভিধেয়-সাধন-বিচার তাঁহার মধ্যম যাত্রায় লক্ষিত হয়**। এই তৃতীয়বারের যাত্রা-সমূহে তিনি পূর্ব্বযাত্রা হইতে কিরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শনমাত্র প্রদর্শন করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ধর্ম্ম-ধ্বজী কপটাচারিগণের সংস্কার-চেষ্টা

তিনি ভজনের বাহ্য অনুষ্ঠানমুখে কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তনকারিগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য বাহ্যবৈষ্ণবতা পরিহার করিয়া লোকসঙ্ঘের সহিত মিলনের অপ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছিলেন। 'সজ্জন-তোষণী' নাম্নী পত্রিকা "ক্ষেত্র-সন্ন্যাসিনী" হইলে বিষয়াবরণে হরিভজনের বিনিময়ে নিষ্কপট ভজন-ফল [illegible]

অনেকগুলি কথা তাহা হইতে জানা যায়। শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অর্চ্চন-ছলনায় জগতের বিষয়ের সেবা, কীর্ত্তন-কৈতবে জগতের কপটতার সেবা, তীর্থবাস-অভিলাষে জগতের ব্যবসায়, বক্তৃতাদি-কীর্ত্তনের ভাণে জগতের উদর-ভরণ-চেষ্টা প্রভৃতি নারকীগণের নৃত্যের দর্শক-সূত্রে উহাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঠাকুরের লৌকিক আচার-দর্শনে সাধারণের ভ্রান্তি ও বিদ্বেষ

তাঁহার অলৌকিক স্বভাব যে কত শত কপট বিষয়ীর ভক্তির ছলানুষ্ঠানকে লোকচক্ষে গর্হণের বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কপট সামাজিকগণ ভগবদ্ভক্তগণকে কত প্রকারে নির্য্যাতন করিতে সমর্থ, তাহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ অসীম সহিষ্ণুতা দেখাইয়া যে-সকল আদর্শ রাখিয়াছেন, তাহা নির্ব্যলীক ভক্ত-সমাজে জলন্ত উদাহরণ।

ঠাকুরের ঐশীশক্তি, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা—বিদ্বেষী পাষণ্ডগণেরও মুগ্ধকারিণী

ভগবান্ ভক্তের মহিমা-বর্দ্ধনকল্পে যে-সকল অলৌকিকী ঐশীশক্তি তৎকালে প্রকট করাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে অসচ্চেষ্টা অন্তর্হিত হইয়া আলোচকের অভাবনীয় কল্যাণ আনয়ন করিবে। তাঁহার অপার করুণা—যাহা একটী বিরোধী-কপটের নির্য্যাণ কালে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে মনুষ্য প্রকৃত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে পারে, 'অসামান্য ক্ষমা' কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পারে। দৈবদণ্ড-প্রভাবে ভক্তি-বিদ্বেষিকুলের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে, পরমসহিষ্ণু ভগবদ্ভক্ত দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডকুলের অসহনীয় উদ্বেগ কিরূপে অম্লান-বদনে সহ্য করিতে পারেন এবং ভগবান্ কিরূপে তাহাদিগের দণ্ডবিধান করেন।

ঠাকুর—আপাত-বিরোধ-গুণের সামঞ্জস্যকারী ও সর্ব্বগুণে গুণী

পরিশেষে মর্কট-বৈরাগিকুল বিরাগের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া শব্দের ভারমাত্র বহনপূর্ব্বক যে বিষময় ভ্রমে পতিত এবং ভক্তের প্রকৃত অনুষ্ঠান বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই লোকাতীত মহাপুরুষের বিচার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য-অনুষ্ঠানে ত্রুটী ও তাহার সংশোধন এবং অন্তঃসিদ্ধি উভয়ের মধ্যে যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা ভারবাহি-সমাজ বুঝিতে পারে না; সুচতুর সারগ্রাহি-ভক্তগণই তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে সমর্থ।

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে-সদারুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ও আত্মনিক্ষেপ-প্রমুখ ভাবসমূহ লক্ষ্য করা—সাধারণের ভাগ্যের কথা নহে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯২ পৃষ্ঠার পর)

জীবের প্রাকৃত জগতে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা

এক্ষণে প্রতিবাদিগণ আর একটি কুতর্ক উঠাইতে পারেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পরমেশ্বর জীবগণকে সেই অপূর্ব্ব ধামে না রাখিয়া এই অসম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন? যদি জীবসকল তদ্ধামের যোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তবে কি কারণে তাহারা তথায় থাকিল না? এ বিষয়েও বিশ্বাস ও যুক্তি উত্তর প্রদান করিবে।

সামাধি-বৃত্তির দ্বারাই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের অনুভূতি

হে ভাগবত মহোদয়গণ! আপনাদিগের আত্মার নিগূঢ় প্রদেশে আর একবার স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা এই তত্ত্বের বিচার করুন। **সমাধি ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বের কোন ভাব উপলব্ধি হয় না।** যে সকল পুরুষ সমাধি-বৃত্তির আলোচনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মতত্ত্ব নিতান্ত দুরূহ। সমাধির দ্বারা জীব বাহ্য দ্বারসকল রুদ্ধ করত অন্তর্বৃত্তি দ্বারা অপ্রাকৃত ধামে বিচরণ করত অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সাক্ষাৎ দর্শন করেন। যখন আমরা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সন্নিকটস্থ হইয়া সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণ পরমপ্রেমে উৎফুল্ল হয়।

সমাধিযোগে পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুশোচনা

কিন্তু তখন আমাদের পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমাদের তখন ভোগেচ্ছার দ্বারা মায়া-স্বীকাররূপ যে অকার্য্য, তাহা স্মরণপথারূঢ় হইয়া আমাদিগকে বিলজ্জিত ও সন্তপ্যমান করে। আমরা তখন বিবেচনা করি, হায়! আমরা কেন এমত অপূর্ব্ব পূর্ণানন্দ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার ক্ষুদ্রানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলাম! এমতদয়ালু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ

করিয়া সামান্য জড়সুখের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম! কিন্তু পরমেশ্বর কি দয়ালু! তিনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় ধামের সহিত আমার নিকট বর্ত্তমান আছেন, আমি যে অবস্থায় পতিত হই না কেন, তিনি স্ব-স্বরূপে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। আমার কেবল দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এইরূপ ভাব-সমাধিতে আমাদের মনে সততই উদিত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা যে, কোন কালে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বোধ হয়।

জীবের জগৎ-প্রবেশের কারণ নির্দ্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় হইতে বার্ত্তাসমূহের কেবল বীজ পাওয়া যায়, বার্ত্তা জানা যাইতে পারে না। ঐ বীজ হইতে যুক্তি দ্বারা ও শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা সমগ্র বার্ত্তা সংগৃহীত হয়। মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছেন—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥

এতাবৎ উপনিষৎস্বরূপ প্রভু-বাক্যের দ্বারা কি সংগৃহীত হয়? বোধ হয় যে, জীব কোনসময়ে নিজ-স্বভাব কৃষ্ণভক্তি বিস্মৃতিক্রমে ভোগেচ্ছাবশতঃ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কারারুদ্ধপ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কালই দণ্ডকাল

অসম্পূর্ণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের দ্বারা জীব কালযাপন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কাল জীবের দণ্ড-কাল বলিতে হইবে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে অত্র স্থলে, নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যতদূর প্রাকৃত উন্নতি হয়, আমাদের ততদূর বন্ধনের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতিতে আমাদের সুখের কারণ কিছুই নাই। জীবের এই পতিত অবস্থাটি যে নিশ্চয় সত্য, তাহা সর্ব্বদেশের শাস্ত্রবেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই বন্ধনের কারণ

খ্রীষ্টধর্ম্মে আদমের পতন যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণই তাহার পতনের কারণ। কৃষ্ণের অধীনত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা স্বাধীন হইয়া ভক্তি-সুখকে বর্জ্জন করে, তাহার আর মঙ্গল কোথায়? জীব কৃষ্ণদাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়তানের অর্থাৎ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ পাইতেছে, ইহা

কোরাণেও স্বীকৃত। জীবের স্বতঃসিদ্ধ সন্তাপের মূলই সমুদায় বিবরণে দৃষ্ট হয়। যদ্যপি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের স্বীকার করত তাহা হইতে কোন বিশেষ সত্যের আবিষ্ক্রিয়া না করা যায়, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির দ্বারা কি ফল হইল? আমরা পশু হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলাম?

কৃষ্ণ-বিস্মৃতির কারণ—স্বতন্ত্রতা, তাহার সদ্ব্যবহারে উন্নতি ও অসদ্ব্যবহারে জগতে প্রবেশ

এক্ষণে প্রতিবাদী প্রশ্ন করিবেন যে, জীব কি-নিমিত্ত ঈশ্বরের দাসত্ব ভুলিয়াছিল এবং পরমেশ্বরই বা কি-নিমিত্ত তাহাকে এরূপ বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়, তাহা কদাচ সমাধি ব্যতীত বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব হে ভাগবত-মণ্ডলি! আপনারা আর একবার সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অন্তঃপুর ধামে প্রবেশ করুন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বস্বরূপ ভগবদ্দীপিকা তথায় অনবরত সঙ্কর্ষণ-মুখ হইতে শ্রুত হয়। যেরূপ সনকাদি ঋষিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে সাত্বতী শ্রুতি ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, আপনারাও তদ্রূপ শ্রবণ করুন। বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় আত্মা সঙ্কর্ষণ অনন্ত কহিতেছেন,—শ্রবণ কর, পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়। তিনি জীবের অনন্ত উন্নতি কল্পনা করত জীবের স্বভাবকে স্বীয় দাসত্বে পরিণত করিলেন। **কৃষ্ণ-দাসত্বই জীবের স্বভাব হইল।** দাসত্ব-সুখে জীব পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু জীবের যে অগত্যা দাসত্ব, তাহাতে জীবের কোন বিশেষ গৌরব না থাকায় অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। পরমকরুণাময় জগদীশ্বর জীবকে স্বাধীনতারূপ একটী অপূর্ব্ব রত্ন দান করিলেন। **ঐ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করত যে-সকল জীব ঈশ্বর-সেবায় অধিকতর ভক্তি করিলেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থার অধিকারী হইলেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করত ভোগ-বাসনা করিয়া দাসত্ব পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গুণবতী মায়াকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া** মায়ার অপকৃষ্ট সেবায় রত হওত কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিবার **জন্য ভোগায়তন প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিলেন।**

জীব স্বয়ং তাহার বন্ধনের কারণ

এই বার্ত্তাটি পুরঞ্জন-উপাখ্যানে দৃষ্ট হইবে। যে-সকল পুরুষ পরমেশ্বরকে

বিশ্বাস করেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা এই প্রকার সিদ্ধান্তেই বিশ্রাম করেন। পরমেশ্বরের অসীম দয়াতে কেবল মাত্র বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ভজনানন্দে কাল যাপন করেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ হইয়াও সুখী এবং যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশেষ বিচার করত এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদেরও দুঃখ অপগত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ পান। যথা বিদুরোক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে—

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

হে ভাগবত মহোদয়গণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জীবের ক্লেশের কারণ জীব ব্যতীত আর কে হইল? পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রাকৃত জগতেও আবির্ভূত হইয়া ব্রজলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণার অবধি নাই। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলার যে গম্ভীর তত্ত্ব, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? সংসারের মধ্যে যে-সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড আর্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া বেদসকল ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে জীবের যথার্থ কি মঙ্গল হইতে পারে? (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তিশাস্ত্র-মহিমা (৩)

পুরাণ ও স্মৃতিতে শিবউক্তি—পুরাণ

শুন দেবী, এবে কহি **সাত্ত্বিক পুরাণ,**—
ভাগবত, বিষ্ণু, পদ্ম, বরাহ মহান্॥
নারদীয়, গরুড়—এই ছয় পুরাণেরে।
মোক্ষদাতা জানি' সদা রাখ মনে ধ'রে।
ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্ম, বামন।
মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য যে পুরাণ-রতন॥
রাজসিক এই ছয় স্বর্গ-দাতা জান।
তামসিক পুরাণ পুনঃ কহি এবে শুন—
অগ্নি, মৎস্য, কূর্ম্ম, স্কন্দ, আর লিঙ্গ, শিব।
এ ছয় পুরাণ শুনে অধম যে জীব॥
তামসিক পুরাণে মোর মহিমা অধিক।
তথাপি নিন্দি তারে করি' শত ধিক্॥
বিষ্ণু-দাস জীব তাহা না শুনিবে কাণে।
শুনি'ল হারাবে সব পুণ্য-রতনে॥

স্মৃতি

বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর আদি।
রচিল **সাত্ত্বিক স্মৃতি** ভক্তি-মতবাদী॥
যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, তিত্তিরি, কাত্যায়ন।
ভোগের **রাজস স্মৃতি** করিল রচন॥
গৌতম, বৃহস্পতি, শঙ্খ, শুক্রাচার্য্য।
রচিল **তামস স্মৃতি** নারকীয় কার্য্য।
তামসিক স্মৃতি মানে যত দুরভাগ।
বুদ্ধিমান্ জন সদা করে পরিত্যাগ॥
অতএব জান দেবী, মোর দোষ নাই।
প্রভু-আজ্ঞামতে সদা আমার বালাই॥

শাস্ত্র-শিরোমণি—ভাগবত

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—অবিদ্যা-তিমির
চারিবিধ কৈতবের প্রাচুর বাহির ॥
ত্রিতাপ নাশিয়া সত্য ঈশ্বরে জানাতে।
ভাগবত-শুভোদয় এই অবনীতে ॥
শুকবাণী—ভাগবত, কৃষ্ণভক্তি-সার।
তাতে বেদশাস্ত্র হ'তে মহত্ত্ব অপার ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
ভারত-ব্রহ্মসূত্র-গায়ত্রীর ভাষ্য।
বেদার্থের তাৎপর্য্য ভাগবত বর্য্য ॥
সাধুর লিখনে দেখি ভাগবত-মাহাত্ম্য।
তাহার সামান্য নিম্নে লিখিলাম তত্ত্ব ॥—
"চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্, বিষয়, বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্-শ্লোক-নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে বেদ কহে একমত ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, যদি সে করে ব্যাখ্যান।
তবে সে সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥
অতএব ভাগবত—সূত্র-অর্থ-রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ-ভাষ্য-স্বরূপ ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্রের অর্থ-সার ॥
জীবের তারণ লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥"

"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে, প্রতি-বর্ণে নানা অর্থ কয়॥
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥"

"এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত—ভক্তিরস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥"

"সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেম-রূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥"

"আদ্য, মধ্য, অন্তে, ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি—নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয়, অব্যয় ॥
ভাগবত-শাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে ॥
যেন রূপ মৎস্য, কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব, যেন তা' সবার।
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে, তত্ত্ব না জানিয়া॥"

"দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
দুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যা'র ভেদ আছে, তারে নাশো ভালমতে
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তা'রাও না জানে এ গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥
ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম॥"

প্রথম হৈতে দ্বাদশ ভাগবত-স্কন্ধ।
চরণ হৈতে শির, হয় কৃষ্ণ-অঙ্গ॥

আদিদেব দয়াধার, মঙ্গলাবতার।
ভাগবত-সেতু ভজি তরিতে সংসার॥

অবৈষ্ণব-মুখে হরিকথা নাহি শুন।
বিষমিশ্র দুগ্ধ-সম ঘটাবে মরণ॥

নারদ পঞ্চরাত্র—সর্ব্ববেদ-সার।
অদ্ভুত হরিকথা, অতি চমৎকার॥
পঞ্চরাত্রে পঞ্চজ্ঞান আছে সদা ভাই।
ভাগবত-সম পঞ্চরাত্রে জান ভাই॥

শাস্ত্রবিধি ছাড়ে যেবা কামাচার-বশে।
শান্তি, সিদ্ধি, সেবা-সুখ সব তার নাশে

বেদ-স্মৃতি-পঞ্চরাত্র-বিধি ছাড়ি' যেই।
দেখায় হরিভক্তি, দুষ্ট জান সেই॥

হরি লাগি যে ক্রিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়।
সেই সে ভক্তি পরে প্রেমভক্তি হয়॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাঙ্গাল।
ভক্তি-তরঙ্গিণী গায় আনন্দগোপাল॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী,
আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

জ্ঞানকথা

"কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই 'মুক্তি' নয়।
এই কহে—নামাভাস-মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয়॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৯২)

দাসগোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ও খুল্লতাত হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদার পুরাতন সপ্তগ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মচারী আরিন্দা-ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি 'ঘটপটিয়া'-মূর্খতা প্রকাশ করিবার জন্য নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রতর্কে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার জিজ্ঞাস্য ছিল—মুক্তি কি অবস্থায় হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শাস্ত্র-প্রমাণে বুঝাইয়াছিলেন যে, সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বেই যেমন তমসাচ্ছন্ন রাত্রির চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় নাশ হয়, সেইপ্রকার শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ 'নামাভাসে'ই (নামাপরাধে নহে) পাপক্ষয় ও জড় হইতে মুক্তি লাভ হয়। শুদ্ধনাম উচ্চারণ মুক্তকুলই করিয়া থাকেন, সুতরাং সেইপ্রকার নামের ফল—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম। 'ঘট-পটিয়া'-মূর্খ আরিন্দা ব্রাহ্মণ তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের এই কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী হরিনামে অর্থবাদ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে ভাবুক স্থির করিয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ বচনে বলিয়াছিলেন—'ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ।'

তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদী বা আধ্যক্ষিকগণ বুঝিতে পারে না যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ লাভ না হইলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি লাভ হইলেই জ্ঞানালোচনার লক্ষিত বস্তু যে অজ্ঞানান্ধকার নাশ, তাহা সহজেই হয়। এ-বিষয়ে আমরা 'ভক্তিকথা'-প্রবন্ধে বহুপ্রকারে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, মনুষ্যজীবনে কেবল জ্ঞান লাভ করাই অর্থাৎ অতত্ত্ব-বস্তুকে তত্ত্ববস্তু হইতে পৃথক্ করা বা অতত্ত্ব-বস্তুকে নিরাস করিয়া তত্ত্ব-বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতেই একীভূত হইবার যে জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টা, তাহাই জ্ঞান-কথা। তাঁহাদের মতে সেইপ্রকার জ্ঞান, জ্ঞানী ও জ্ঞেয়বস্তু এই ত্রিবিধ ভেদ নাশ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া লীন হইয়া যাওয়াই সবচেয়ে বড় কথা বা মায়ামুক্তি। এই মায়ামুক্তি কথাটিকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শুদ্ধ-ভক্ত সেই'প্রকার মায়ামুক্তি যে সহজেই লাভ করেন, তাহা তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে বহুস্থানে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তর্কনিষ্ঠ মায়াবাদিগণ পঞ্চমপুরুষার্থ যে চিদ্‌বিলাস তাহা না বুঝিতে পারিয়া, ভগবদ্ভক্তগণকে ভাবুক-সম্প্রদায় বলিয়া অনেক সময়ে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়—বাস্তবিকই একপ্রকার প্রাকৃত-ভাবুক-সম্প্রদায় 'মিছাভক্তি'র আশ্রয় করিয়া পরিশেষে উপরিউক্ত মায়াবাদই গ্রহণ করিয়া তথাকথিত সিদ্ধ-অবস্থায় ভগবানের সহিত লীন হইয়া যাইবেন—এইপ্রকার অসদ্-বাসনা পোষণ করেন। এইসকল মিছাভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া নামে অভিহিত। ইহারা মায়াবাদীর ন্যায় ভগবান্ ও ভগবানের লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব

উপলব্ধি না করিতে পারিয়া ভগবানকে এবং ভগবানের লীলাদিকে মায়িক কল্পনা করিয়া ভক্তিপথের কণ্টক হইয়া যথেচ্ছাচার করেন। এইসকল মিছা-ভক্তগণ রূপানুগ গোস্বামীবর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, বাস্তবিক মায়াবাদিগণের পাণ্ডিত্য-প্রভাব হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা-বিধায় বা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-গ্রহণে আদৌ উৎসাহিত নহেন। তাঁহারা (সহজিয়া শ্রেণী) শাস্ত্র-আলোচনাকেই জ্ঞানবাদ মনে করেন, আর মূর্খের যথেচ্ছাচারকেই রাগমার্গীয় ভক্তিপথ মনে করেন। তাদৃশ মিছাভক্তগণের চরমে মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত স্থিরিকৃত থাকায়, তাঁহারা অনেকেই মায়াবাদ-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত মূর্খ ভাবুক-সম্প্রদায়, কিন্তু রূপানুগ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নহেন। এই মূর্খ ভাবুক-সম্প্রদায় সুবিধামত কতকগুলি ঢঙ্গাদি জড়ীয় ভক্ত-ভাব আবিষ্কার করেন বলিয়া, প্রাকৃত মায়াবাদিগণও তাঁহাদিগকে নিজসম্প্রদায়ের বহির্ভূত সম্প্রদায় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণব এবং মায়াবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই বহির্ভূত হইয়া, শ্রীল রূপ-গোস্বামীর মতে 'ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনাকারী উৎপাতী সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত হন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ব্রহ্মযামল)

অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রিকী বিধি-নিষেধ বাদ দিয়া যে গুরুগিরি আর অবতারের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পারমার্থিক রাজ্যের একপ্রকার উৎপাত মাত্র।

সেইপ্রকার অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে যে জ্ঞানযোগের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মার্থ **'জ্ঞানকথা'-প্রবন্ধে** কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

তত্ত্ববস্তু হইতে অতত্ত্ব-বস্তুকে নিরসন করাই জ্ঞানালোচনা, এবং সেই তত্ত্ব-বস্তুর যে চরম কথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও যিনি অংশী, সেই ভগবদ্ বিগ্রহের সহিত নিত্যকাল সেবারত অবস্থায় যুক্ত হওয়া বা তাঁহার সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোচনা বা চিদালোচনা, তাহাই প্রকৃত জ্ঞানযোগ।

ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা যাঁহার একাংশ মাত্র, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবানের সেবা বাদ দিয়া কেবলমাত্র তত্ত্ব ও অতত্ত্ব বস্তুর যে 'নেতি নেতি'

বিচার বা আলোচনা, তাহা কখনও জ্ঞানযোগ নহে; পরন্তু তাহাই উপরিউক্ত আরিন্দা ব্রাহ্মণের 'ঘট-পটাদি'-বিচারপূর্ণ মায়াবাদ অসদালোচনা।

বলাই-পুরোহিত তারে করিলা ভৎর্সন।
'ঘট-পটিয়া'-মূর্খ তুমি, ভক্তি কাঁহা জান॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৯৯)

অপরপক্ষে শুষ্ক জড়জ্ঞান এবং ভগবজ্জ্ঞান উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা না বুঝিয়া যে হরিভক্তির ছলনাযুক্ত মায়াবাদ, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা রূপানুগ-বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা। অতএব জ্ঞানযোগ অর্থে শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানালোচনা নহে বা অচিদ্‌বিলাস-পরায়ণ (ব্যভিচারী) প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী মিছা-ভক্তগণের প্রাকৃত ভাব-প্রবণতাপূর্ণা উচ্ছ্বাসময়ী বাল-চমৎকারকারিণী প্রচেষ্টাও নহে। যথার্থ জ্ঞানযোগের দ্বারা শুষ্ক-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিশুদ্ধভাবে জ্ঞানালোচনা করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের জড়াতীত আনন্দ-চিন্ময়-সমুজ্জ্বল-বিগ্রহের ও আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রভাবিত-চিদ্‌বিলাসের কথা বুঝিতে পারিবেন। আর শুষ্কজ্ঞানীর অনুগত জড়-রস-বিলাসী মিছাভক্তগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সেই তত্ত্বানুসন্ধান-ফলে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা বস্তুতঃ জীব-তত্ত্ব এবং শরীর ও মন অতত্ত্ব-বস্তু। জীব পরাশক্তি-সম্ভূত 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত, আর শরীর ও মন অপরাশক্তি-সম্ভূত 'ক্ষেত্র'-নামে অভিহিত। জীব যেমন তাহার শরীর সম্পর্কে 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নামে অভিহিত, সেইপ্রকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্ শরীর সম্পর্কে ভগবান্‌ই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে পরিচিত।

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (গীঃ ১৩।২)

সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে একই তত্ত্ব। কিন্তু ক্ষেত্র-বিচারে জীবের কর্তৃত্ব অণু, আর ভগবানের কর্তৃত্ব বিরাট্। অতএব অণু ও বিরাট্-বিচারে জীব ও ভগবান্ পৃথক্ তত্ত্ব। জীব তাহার কর্ম্মফলগত শরীর ও মনকে ব্যাপ্ত করিয়া শরীরের সর্ব্বত্রই যেমন তাহার সত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখে, ভগবান্‌ও সেই প্রকার তাঁহার বিরাট্ শরীর দ্বারা জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা বিস্তার করেন। জীব যেমন সবিশেষ হইয়াও নির্ব্বিশেষ-ভাবে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকেন, সেই প্রকার ভগবানও নির্ব্বিশেষ-ভাবে বিরাট্ রূপ বা বিশ্বরূপ ব্যাপ্ত করিলেও তিনি

নিত্যকাল সবিশেষ-তত্ত্ব গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। "গোলোক এব নিবসত্য-খিলাত্মভূতো"। (ব্রঃ সং ৫।৩৭)

এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় 'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ' সম্বন্ধে বলিলেন—তিনি যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।

'ঘট-পটিয়া' মায়াবাদিগণ বলেন যে, শরীর-রূপ 'ঘটে' জীবরূপ যে নির্ব্বিশেষ আকাশ বা ব্রহ্ম আছে, সেই শরীররূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে বৃহৎ নির্ব্বিশেষ মহাকাশের সহিত মিশিয়া যায়। ইহারই নাম 'ঘট-পটিয়া'-বিচার। কিন্তু এই 'ঘট-পটিয়া' বিচারে যে সূক্ষ্ম ফাঁকি আছে, তাহা ধরিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। জীব—চেতন বস্তু, আর আকাশ—অচেতন বস্তু। সুতরাং দার্শনিক বিচারে চেতনের সহিত অচেতনের তুলনা হইতে পারে না। এইপ্রকার চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী মায়াবাদিগণ যে বৃথা পরিশ্রম করিয়া থাকেন—তাহাই শুষ্ক জ্ঞানালোচনা। সেইপ্রকার জ্ঞানালোচনা কখনই জ্ঞানযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। মায়াবাদীর সাযুজ্য-মুক্তির বিচারে ক্ষুদ্রচেতন জীব বা অণু-ক্ষেত্রজ্ঞও বৃহৎক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান্ বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন। তাহাতে বৃহৎ-চেতনের কোনই লাভালাভ নাই। কিন্তু সেইপ্রকার ব্রহ্মসাজুয্য-মুক্তির দ্বারা ক্ষুদ্র-চেতনের কি-ভাবে আত্মঘাত হয়, তাহা ঘট-পটিয়ার বুদ্ধির অগোচর বস্তু। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীসনাতনের ঐশ্বর্য্য-শ্রী ত্যাগ ও বৈরাগ্য-শ্রী লাভ

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপাগ্রজ এক এব তরুণীং **বৈরাগ্যলক্ষ্মীং** দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণঃ সরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি॥"

(চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক)

অর্থাৎ গৌড়দেশ-অধিপতির রাজ-সভার সভ্যগণেরও বিভূষণ মণি-স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর অগ্রজ শ্রীসনাতন মহান্ সমৃদ্ধ 'ঐশ্বর্য্য-শ্রী' পরিত্যাগ করিয়া নবীন 'বৈরাগ্য-শ্রী' ধারণ করিয়াছিলেন।

সনাতন সমগ্র ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ঈশানকে সঙ্গে লইয়া পাতড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একজন সদল দস্যুপতি পথিক যাত্রীদের প্রাণ নাশ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত, তাহার সহিত একজন হাত-গণকও ছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী দৈবক্রমে সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া দস্যুপতিকে বিনয়-নম্র বচনে নিবেদন জানাইলেন,—আমি বিপদ্-গ্রস্ত; তুমি আমাকে এই পর্ব্বতটী উত্তীর্ণ করাইয়া দাও। এদিকে ভূঞার নিকটস্থ গণক ভূঞাকে জানাইয়া দিল,—এই গোঁসাঞির নিকট অষ্ট মোহর আছে। তুমি অদ্য রাত্রেই ইহার প্রাণবিয়োগ করিয়া মূল্যবান্ অর্থগুলি হস্তগত কর। দস্যুপতি হাত-গণকের প্ররোচনায় সনাতনকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঈশানের নিকট যে আটটী মোহর ছিল তাহা তিনি জানিতেন না, এবং ঈশানও এ-সম্বন্ধে সনাতনকে কিছুমাত্রও অবগত হইতে দেন নাই। এদিকে দস্যুপতিও সনাতনকে রন্ধনাদির জন্য বহুপ্রকার সামগ্রী ও সম্ভারাদি আনাইয়া দিল; উদ্দেশ্য—সেই রাত্রেই সনাতনকে হত্যা করিয়া মোহরগুলি হস্তগত করা। সনাতনও দুই দিবস উপবাসের পর স্নান, রন্ধন এবং ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বৃহস্পতি অপেক্ষাও মহাবুদ্ধিমান্ সনাতন অন্তরে বিচার করিলেন, এই ভূঞা কি-উদ্দেশ্য আমাকে এত যত্ন করিতেছে? সংসারে নিঃস্বার্থ-সেবা অতি বিরল। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গী ঈশানের নিকট কিছু রজত-কাঞ্চনাদি দ্রব্য থাকিবে, যাহার লোভে ভূঞা আমার এত যত্ন করিতেছে। শ্রীসনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নিকট কি দ্রব্য আছে? ঈশান কহিল,—আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।

"শুনি' সনাতন তারে করিলা ভৎর্সন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম?" (চৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন তখন ঈশানের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া ভূঞার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—

"এই সাত স্বর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার॥
রাজবন্দী আমি, গড়দ্বারে যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি'॥ (চৈঃ চঃ)

দস্যুপতির সৎসঙ্গ-প্রভাবে চিত্ত-পরিবর্ত্তন

শ্রীল সনাতনের অকৃত্রিম সাধু-ব্যবহারে ভূঞা মহাশয়ের চিত্ত হইতে দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত হইল, এবং সে বলিল,—আমি জানিতাম, তোমার সেবকের নিকট আট্‌টী মোহর আছে; আমি যদিও মোহর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তোমার প্রাণবিয়োগ-রূপ ভীষণ অপরাধময় ও পাপরূপ অসৎ-সংকল্প চিত্তে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার মায়াশূন্য নিরুপাধিক সাধু-ব্যবহারে আমার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল; মোহর আর লইব না, পরন্তু তোমাকে পুণ্যের জন্য পর্ব্বত পার করিয়া দিব।

সনাতন কহিলেন,—বিষয় সঙ্গে থাকিলে পুনরায় পথিমধ্যে এইরূপ বিপদ্ হইতে পারে; তুমি বরং এই অর্থগুলি গ্রহণ করিয়া আমার হরি-পাদপদ্ম প্রাপ্তির জন্য প্রাণটী রক্ষা কর। তখন ডাকাতের সর্দ্দার ভূঞা মহাশয় চারিজন পাইক দ্বারা রাত্রে রাত্রে বনপথে সেই পর্ব্বত পার করিয়া দিল। পর্ব্বত পার হইয়া সনাতন ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনে হয়, তোমার নিকট আরও কিছু দ্রব্য আছে। ঈশান বলিল,—একটী মাত্র মোহর আছে। সনাতন বলিলেন,—"মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ।" (চৈঃ চঃ)

অকিঞ্চন নিঃসম্বল সনাতনের একাকী গমন

তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা॥ (চৈঃ চঃ)

সনাতন ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী চলিতে চলিতে দিবাবসানে পাটনার অপর পারে হাজিপুরের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে উপস্থিত হইলেন; তথায় গোস্বামীজীর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত মহাশয় বাস করেন; তিনি টুঙ্গির উপর হইতে সনাতনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট একজন সঙ্গীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পারমার্থিক বন্ধ-মোক্ষ-বিষয়ে ইষ্ট-গোষ্ঠীর দ্বারা সর্ব্বরাত্র অতিবাহিত করিলেন। শ্রীকান্তজী রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতনকে দুই তিন দিবসকাল অবস্থিতির জন্য এবং মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলে নিরপেক্ষ ধর্ম্মের মূর্ত্ত্য-বিগ্রহ শ্রীসনাতন তাহা অঙ্গীকার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকান্ত অগত্যা সনাতনকে যত্ন করিয়া একখানি ভোট-কম্বল সঙ্গে দিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। সনাতন অকিঞ্চন হইয়া একাকী শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে উন্মত্ত হইয়া বারাণসী অভিমুখে চলিলেন।

শ্রীসনাতনের কাশীতে শুভাগমন

ক্রমে-ক্রমে সনাতন বারাণসী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তথায়

শুভবিজয় করিয়াছেন অবগত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহের বহির্দ্বারে দৈন্য-বশতঃ অবস্থান করিতেছেন; সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্তই অবগত হইয়াছেন।

নিত্যসিদ্ধ সহজ-পরমহংস বৈষ্ণববর শ্রীসনাতনের বাহ্য-বেষ-বিষয়ে অপেক্ষা না থাকায় মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ সেই বৈষ্ণবকে নিজ নিকটে আনয়নের জন্য চন্দ্রশেখরকে পাঠাইলেন। চন্দ্রশেখর সনাতনের বাহ্যিক বৈষ্ণবোচিত বেষ দেখিতে না পাইয়া 'বাউল' বা 'দরবেশ'-বিচারে প্রভুকে সংবাদ দিলেন,—প্রভো! গৃহের বহির্দ্বারে কোন 'বৈষ্ণব'-মূর্ত্তি আমা-কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইল না; একজন দরবেশী মাত্র বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছে। প্রভু কহিলেন,—তাহাকেই আনয়ন কর। চন্দ্রশেখর দরবেশ-বেষী সনাতনকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইলে শ্রীসনাতন পরমানন্দে মহাপ্রভুর নিকট গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আলিঙ্গন

"তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদগদ-বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে,—"মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন॥" (চৈঃ চঃ)

প্রভু-কর্ত্তৃক সনাতনকে মহাভাগবতোচিত গৌরব দান

"প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি আত্ম-পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"
"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥" (ভাঃ ১।১৩।১০)

তোমার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তোমরা ভগবানকে সতত হৃদয়ে ধারণ-জন্য পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ।

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহহম্॥" (ইতিহাস-সমুচ্চয়)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়; ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র; আমার প্রিয় ভক্তগণ আমার ন্যায় পূজ্য।

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥" (ভাঃ ৭।৯।১০)

কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; কেননা তিনি স্বীয় কুলকে পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

হে ভক্তভাগবত! তোমার ন্যায় শুদ্ধভক্তকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল; তোমার ন্যায় বৈষ্ণবের গাত্রস্পর্শ করাই শরীরের ফল; তোমার মত মহান্‌জনের গুণ কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেননা, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।

"এত কহি কহে প্রভু,—শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥"

শ্রীসনাতনের প্রভুকে অভিন্ন কৃষ্ণ-জ্ঞান

সনাতন কহে,—আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি॥
'কেমনে ছুটিলা' বলি' প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা॥" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

———

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র

আলোলচন্দ্রক-লসদ্বনমাল্য-বংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়-কেলিকলা-বিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ম-প্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩॥

চন্দ্র-সম শোভা জন-মন-লোভা,
গলে বনমালা দোলে।
(যাঁর) বংশী, রত্নমালা হস্ত করে আলা,
দরশে ভকত ভোলে॥
প্রণয়-কেলিতে, বিলাস করিতে—
রত থাকে সদা যিনি।
ললিত ত্রিভঙ্গ, সুন্দর শ্যামাঙ্গ,
শ্রীগোবিন্দদেব তিনি॥
শ্রীগোবিন্দরূপ, অতি অপরূপ,
তুলনা নাহিক তার।
সব ছাড়ি' মন! গোবিন্দ-চরণ
ভজ তুমি নিরন্তর॥৩॥

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ হয় চিদানন্দময়।
কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত, জড়বস্তু নয়॥
নাম-রূপ-গুণ-লীলা সকলি চিন্ময়।
প্রাকৃত বস্তুর সম নশ্বর না হয়॥
যদিও চিচ্ছক্তি-ছায়া বহিরঙ্গা মায়া।
তথাপিহ এক নয় বুঝ মন দিয়া॥
জড়েতে হেয়ত্ব দোষ আছয়ে সতত।
কিন্তু এই দোষ-শূন্য হয় চিৎতত্ত্ব॥
কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ একতত্ত্ব হয়।
বদ্ধজীব-আত্মা, দেহ কভু এক নয়॥

অঙ্গী হ'লেও কৃষ্ণের সব আছে পূর্ণ।
অঙ্গও শ্রীকৃষ্ণ হ'তে নহেক অপূর্ণ॥
চিদানন্দময় দেহ পরম উজ্জ্বল।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বকার্য্য করয়ে একল॥
চিৎ-অচিৎ অনন্ত জীব-সমূহেরে।
নিয়তই দর্শন-পালন যিনি করে॥
সেই আদি গোবিন্দের চরণ-যুগল।
ভজহ সতত মন হ'য়ে নিরমল॥৪॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

স্মৃতি-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত অথবা স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মতকে স্মার্ত্তমত বলা হয়। বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় জনকে বৈষ্ণব ও ইঁহাদের মতকেই বৈষ্ণবমত বলা হয়। কর্ম্মিগণের ভোগপর ও জ্ঞানিগণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত একমাত্র সেবামুলা বৃত্তিদ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনার পন্থাকেই বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবমত কহে।

সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য—'স্মৃতি' কি? কেনই বা 'স্মৃতি' নাম হইল? সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নামান্তর 'স্মৃতি'। 'স্মৃ'-(ভাবে)-'ক্তি' প্রত্যয় হইলে—অনুভূত বস্তুর 'কালান্তরে জ্ঞান' বুঝায় ও 'স্মৃ'-(কর্ম্ম)-'ক্তি' প্রত্যয়ে স্মৃতি হইলে—মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বা 'ধর্ম্ম-সংহিতা' বুঝায়। স্মৃতি-শব্দে যদি আমরা ধর্ম্ম-সংহিতাকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ড-বোধক বেদের শাখাবিশেষকেই স্মৃতি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন—যে-শাস্ত্রে সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই স্মৃতি। 'সাত্বত' ও 'স্মার্ত্ত'-ভেদে স্মৃতি দ্বিবিধা। এই দুই স্মৃতির অনুগত ধর্ম্মমতও সাত্বত বা পারমার্থিক-বৈষ্ণব-মত এবং স্মার্ত্ত বা আর্থিক-মত—এই দুইভাগে বিভক্ত।

'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন ও 'পরমার্থ'-শব্দে পরম-প্রয়োজনকে উদ্দেশ করা হয়। যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের বা তাৎকালিক সুখ ও সম্পদ-দায়ক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আর্থিক-ধর্ম্মতৎপর এবং যাঁহারা পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য গোলোক বৃন্দাবনের নিত্যসেবা নিরন্তর কামনা করেন, তাঁহারা

পরমার্থ-ধর্ম্মপর। যাঁহারা দেহ ও মনে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কোন সাধন বা অভিধেয়কে অবলম্বন করত দেহানন্দের অনুসন্ধান করেন অথবা মনের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কেবলমাত্র দুঃখাভাবকেই প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহারাই আর্থিক ধর্ম্মযাজী বা স্মার্ত্ত-মতাবলম্বী। আর দুঃখাভাবই যদি প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কখনই মোক্ষের কথা বলিতেন না। তাঁহারা বলেন—ইহা সুখ-স্বরূপ। দুঃখাভাব রোগরূপ দুঃখের অবসান মাত্র, কারণ আরোগ্য-লাভ করিলেই সমস্ত শেষ হইয়া যায় না। আরোগ্য লাভের পরে যদি সুখ-লাভের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও উপকরণ পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তাহা হইলে সেই দুঃখাভাব অস্থায়ী হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবৎপ্রীতিকে পরম-স্বতন্ত্র-সাম্রাজ্ঞীরূপা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে আর্থিক বা নৈতিক বিধির অধীনা মনে করেন, তাঁহারা জীবের দেহ ও মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপর লক্ষ্য করিয়া চতুর্ব্বর্গ-ফলাভিসন্ধান-তৎপর হন এবং আধিকারিক দেবতাগণকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া ফলানুষ্ঠান করেন ও করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই স্মার্ত্তমতাবলম্বী বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হন।

যে-মহত্ত্বের অধিক আর মহত্ত্ব নাই এবং যাহার সমানও আর নাই, তাহাই চরম বা পরম-বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্য। তাঁহারই অনুগত মতাবলম্বী সজ্জনগণই বৈষ্ণব বা সাত্বত-মতাবলম্বী বলিয়া কথিত হন। মোক্ষে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া যখন নিত্যধর্ম্ম ভগবৎ-প্রীতিরূপ পরম-প্রয়োজন লাভ করে, তখন তাহা 'পরমার্থ' পদবাচ্য হইয়া থাকে। একমাত্র পরমার্থের অনুসন্ধান ব্যতীত যেখানে যত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও দুঃখাভাবরূপ মোক্ষের অনুসন্ধান, তাহা সমস্তই আর্থিক বা স্মার্ত্ত-মত মধ্যে গণ্য। যে-সকল কর্ম্ম কেবলমাত্র জগতের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক হিতসাধক, সেইসকল কর্ম্ম স্মার্ত্ত-মতের অন্তর্ভুক্ত। স্মার্ত্তমতে ইজ্যা, সন্ধ্যা, বন্দনা, যজ্ঞেশ-পূজা প্রভৃতি যে ঈশ-আরাধনার চাক্ষুষ অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নহে। কারণ, ঐ সকল অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্ম-কর্ত্তা ও কর্ম্ম-কারয়িতা উভয়ের জড়ভাব-পুষ্টি বা অস্থায়ী সমাজের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী-ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। ইহা অনিত্য অর্থ প্রসব করিয়া কখনও নিরস্ত হয় না; পরন্তু নিত্যকালই পরম-প্রয়োজন-স্বরূপ নিত্য-ভগবৎসেবাতে নিমগ্ন করাইয়া রাখে। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব-মতের বাহ্যতঃ অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও ইহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পগত পার্থক্য যথেষ্টরূপে বিরাজিত। তজ্জন্য স্মার্ত্ত ও সাত্বত-স্মৃতি নামে জগতে দুই প্রকার স্মৃতি প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন; দেবতাকে মান্য করেন। ষ্ণুপূজা করেন; একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান করেন; ান্নান ও গঙ্গাপূজা করেন; শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহার্চ্চন করিয়া কেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেও দেখা যায়। বিষ্ণু-সাদ, চরণামৃত, নির্ম্মাল্যাদি বৈষ্ণবের ন্যায় গ্রহণ করেন। গুরু বরণ করেন, মন্ত্র হণ করেন, শালগ্রাম অর্চ্চন করেন, তুলসী সেবা করেন, তুলসীমালা ধারণ ও লক-ধারণ করেন। গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। পুরুষোত্তম-তীর্থ গমন, ন করেন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করেন। সংস্কারাদি হণ করেন। গোত্র এবং বংশ স্বীকার ইত্যাদি সমস্তই করেন। এখন জিজ্ঞাস্য ই যে, যদি উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ এতগুলি সৌসাদৃশ্য থাকিল, তবে স্মার্ত্ত ও ষ্ণবে ভেদ কোথায়? তদুত্তরে বলা যায় যে, বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও বৈষ্ণব স্মার্ত্ত কখনও এক হইতে পারেন না। কারণ ইঁহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ভৃতির সহিত অন্যান্য আচরণের আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান, অর্থাৎ পরব্যোম দেবীধাম-গত বিপুল ভেদ রহিয়াছে। এমন কি, 'বৈষ্ণব'-নামধারী ব্যক্তিগণের ধ্যেও বাহ্যাচরণ এক দেখা গেলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এক নহে। বাহিরের দিকে ষ্ণুভজন কিম্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা, মালা-তিলক-ধারণ, বৈষ্ণবের যাবতীয় জ-সজ্জা, হাব-ভাব, চাল-চলন রক্ষা করিয়াও, তাঁহারা অন্তরে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তনিষ্ঠা াষণ করায় কার্য্যতঃ স্মার্ত্ত হইয়া পড়িতেছেন। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সুবিজ্ঞ সদ্-গুরুই জীবের অন্তরের এইসকল ব্যাধির কথা জানেন। যেখানে অন্তর-নিষ্ঠা নাই, সেখানে যাবতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা; সেখানে পারমার্থিকতা নাই।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার** করেন বটে, কিন্তু একজন ব-বর্ণাশ্রমী ও অপরজন অদৈব-বর্ণাশ্রমী। শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায়—

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

একজন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও বিষ্ণু-প্রীতিবিধান করেন, তাঁহার সেবা-ষ্টবের জন্য আবশ্যক হইলে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর তোষণে সচেষ্ট হন। বিষ্ণু-তোষণার্থ যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত করেন এবং প্রয়োজন-ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেও প্রস্তুত থাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারকে হৃদয়ের প্রভু করিয়া, বিষ্ণু-প্রীতিকেই একমাত্র কৃত্যরূপে বরণ করিয়া থাকেন। আর একজন

শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত যাজ্ঞিক বিপ্রগণের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তদীয় পত্নীগণের ভগবৎ-সেবা। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তৎকালে নৈষ্ঠিক-বর্ণাশ্রম-যাজনকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিপ্রগণ বর্ণাশ্রমী হইলেও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ও যাজ্ঞিক পত্নীগণের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া নিজদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

এ প্রসঙ্গ দ্বারা জানা যায় যে, বাহ্যতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম-পালনকারী হইলেও সাধকগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বিদ্যমান।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই **বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ** হইলেও উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ ও অন্তরতঃ বহু পার্থক্য বা বৈষম্য বিদ্যমান। বৈষ্ণবের বিচারে বিষ্ণু স্বতন্ত্র, স্বরাট্ পুরুষ; বৈষ্ণব বিষ্ণুর নিত্যদাস; বিষ্ণুর নিত্য-সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। স্মার্ত্তগণের বিচারে বিষ্ণুর পরম স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় না। যদিও তাঁহারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করেন, তথাপি তাঁহারা বিষ্ণুকে পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং তাঁহারা বিষ্ণুকে নিজেদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন। সমস্ত কর্ম্মের শেষে স্মার্ত্তগণ সর্ব্বকামদ, বরদ ও সর্ব্বফলদাতা কর্ম্মাধিপতি বিষ্ণুর প্রতি 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' নামক একটী বাক্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ফলতঃ জানা যায় যে, ভগবান্ একনিষ্ঠ ভক্তগণের অর্থাৎ প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতি ভক্তগণের পূজা ব্যতীত দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের নানাবিধ উপচারে ও আড়ম্বরে পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। একজন বিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপানুসন্ধান করেন, অপরজন বাহ্যতঃ বিষ্ণুপূজার সাজ-রক্ষা করত 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া' খাইবার যোগাড় করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বারা নিজ-নিজ ভোগৈশ্বর্য্যাদি চতুর্ব্বর্গ সাধন করিয়া লইবার কামনা পোষণ করেন। অতএব উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুপূজার পার্থক্য সুধীগণের সহজবোধ্য।

উভয়েই **দেবতাগণকে সম্মান** করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ' এই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্ব-দেব ও সর্ব্বজীব তাঁহার লীলার সহায়ক সেবক মাত্র বলিয়া মনে করেন এবং "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—এই বাক্য স্মরণ করিয়া মানদ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করত সর্ব্বদেবে ও সর্ব্বজীবে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ দেবতামাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর অথবা শক্তি,

গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র ও বিষ্ণুকে সম-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়া অবিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন।

উভয়েই **ব্রতাদি-পালন** করেন। কিন্তু ঐ সকল ব্রতকে বৈষ্ণবগণ ভক্ত্যঙ্গ বা কৃষ্ণসেবা-রসের উদ্দীপক-স্বরূপ মনে করেন, আর স্মার্ত্তগণ ব্রতকে শারীরিক, মানসিক ও ধর্ম্মার্থ-সাধক কর্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উভয়েই **গঙ্গা-স্নানাদি** করেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু প্রভৃতি তীর্থাদির দর্শন ও স্পর্শন মাত্রই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-স্মৃতির উদ্দীপনা হইয়া থাকে। আর স্মার্ত্তগণ স্বকৃত পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচাদি যাবতীয় শারীরিক-মানসিক ক্লেদাদি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে চান। বৈষ্ণবগণ গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভক্তিরস-স্বরূপা সেব্যা মূর্ত্তি বলিয়া জানেন, কিন্তু স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের যাবতীয় কুবাসনা ধৌত করিবার যন্ত্র-বিশেষ মনে করেন। অতএব, বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের গঙ্গাপূজা ও স্নান কখনই এক হইতে পারে না।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই **শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা**, মঠ-প্রতিষ্ঠা, **বিগ্রহার্চ্চনাদি** করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবগণ জানেন,—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এবং "ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার" ইত্যাদি। আর স্মার্ত্তগণ মনে করেন—ভগবদ্বিগ্রহ কাঠ, পাথর, মাটি, অষ্টধাতু ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। ইহাতে কল্পনা করিয়া 'ভগবত্তা' আরোপিত হইয়া থাকে, কার্য্যসিদ্ধি হইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়। বৈষ্ণব বিগ্রহ ও বিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, স্মার্ত্তগণ ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের বিগ্রহ নিত্য, শাশ্বত এবং স্মার্ত্তের বিগ্রহ তাৎকালিক স্বার্থসাধক অনিত্য। বৈষ্ণব অন্তরের অন্তঃস্থলে নিত্য-বিরাজিত স্বরাট্ লীলাময় পুরুষোত্তম দেবতাকে বিগ্রহরূপে প্রকটিত করেন। স্মার্ত্তগণ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া কোনও শিল্প কাঠ, পাথর, মাটির পুতুল করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু অন্য দেবদেবীর আ বা কল্পনা করেন এবং সেই অচেতন বস্তুকেই সচেতন মনে করিবার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা তদ্দ্বারা নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করেন ও পূজান্তে তাহা বিসর্জ্জন করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা—হরিকথা-দ্বারা জীবের উপকার হওয়া কেবলমাত্র কথার কথা। সুতরাং হরিকথা প্রচার-চেষ্টা বন্ধ করিয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, পীড়িতের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান প্রভৃতি করাই মানব-জীবনের বিশেষ এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। আগে জীবন ধারণ না করিলে হরিকথা কে শুনিবে?—এইরূপ যুক্তি ও ধারণা এই-সকল কথা অবতারণার সুযোগ প্রদান করে। রোগ-শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণের সময় কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র জগদ্ব্যাপী এইরূপ নাস্তিক্যবাদ প্রচারের সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং বেশীর ভাগ লোকই এই কথার আদর করিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এই বিচারের মূলে বিচারকগণের অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা বর্ত্তমান। সেই অতৃপ্ত ভোগ-বাসনাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এইপ্রকার দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা প্রভৃতির মূলে নিজ নিজ সুবিধার চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। গত "নির্ব্বাচনই" (First Election of Free India, 1952) ইহার প্রধান উদাহরণ। যাঁহারা নির্ব্বাচনীতে বিধান-সভার সদস্য হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট আদায় করিবার জন্য কতই না বুলি আওড়াইয়াছেন। ইঁহারা নাকি দেশের Patriot.; ইঁহারা দেশের সেবা, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি কার্য্য করিবার এই যে চেষ্টা করেন, এইসকল কার্য্যে নিজের বিন্দুমাত্র সুবিধার আকাঙ্ক্ষা যদি বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের কেহই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া উক্ত বিষয়সমূহ সাধনের জন্য যত্নবান হইতেন না।

এইসকল কর্ম্মজড়বাদিগণের অনুরূপ আবার কতকগুলি লোক 'আগে খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করিয়া দেশের উন্নতি করিয়া পরে হরিকথা শ্রবণ করিব ও ভগবৎ সেবা করিব'—এইরূপ বিচার-পরায়ণ হন। তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করা ও দেশোন্নতি করার পিপাসার কোনদিনই শান্তি হইবে না। সুতরাং, ফলে হরিসেবা-বৃত্তিও আসিবে না। কারণ, আগে নদীর জল শুষ্ক হউক, পরে নদী পার হইব—এইরকম বুদ্ধি লইয়া যে-সকল লোক অপেক্ষা করেন, তাঁহাদের নদী পার হইবার আশা বিফল; নদীও শুকাইবে না, তাঁহাদের পার হওয়াও হইবে না। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকিলেই যে

লোকে হরিভজন করে, তাহাও নহে; তাহা হইলে জগতে হরিসেবারত লোকের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। বাতুলেরা আগে উপসর্গ কমাইয়া পরে মূল-রোগ চিকিৎসার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই মূল-রোগ ধরিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। সুবিজ্ঞ মালী পাতায় পাতায় জল না দিয়া গোড়ায় জল দেয়, যাহাতে বৃক্ষ সঞ্জীবিত হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয়। প্রাণে আহার প্রদান করিলেই সমস্ত শরীর সবল হয়; প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৃথক্‌ভাবে আহার্য্য প্রদানের আবশ্যকতা নাই।

এই জগৎটা মহামায়ার জেলখানা; বদ্ধজীবের আবাসভূমি। ইহা সর্ব্ব-প্রকার অভাব-অসুবিধায় পরিপূর্ণ। জেলখানায় আসিয়া আরাম খোঁজা, সুবিধা খোঁজা, সুখভোগ খোঁজা বাতুলতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও এখানে সুবিধা হইবে না। যতদিন আমরা ভগবানকে ভুলিয়া থাকিব, ততদিন অসুবিধা থাকিবেই। তবে কখনও সোণার খাঁচা, কখনও লোহার খাঁচা—এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব। শৃঙ্খল কিন্তু কোনও সময়ই দূর হইবে না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় তথাকথিত দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, পীড়িতের সেবা প্রভৃতির চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কখনও এইরূপভাবে অসার কার্য্যে রত হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা জন্মার্জ্জিত কার্য্যের ফলে সুখ-দুঃখ যাহা আসে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-পাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রার্থনা করেন।

হরিসেবা-বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই। অশ্বত্থবৃক্ষ বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। কামারের হাঁপরও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। গ্রাম্য-শূকরও মানুষ হইতে অধিকবার খাদ্য গ্রহণ করে। সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম খাওয়া-দাওয়া, থাকা ও নরকে যাওয়ার জন্যই কি শুধু লাভ হইয়াছে?—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।" হরিভজনকারীর সামান্য খাওয়া-দাওয়া, থাকার অভাব ত' নাইই; এমন কি, ইন্দ্রাধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য, ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজে বলিয়াছেন,—ভক্তের যাবতীয় বোঝা আমি স্বয়ং বহন করি। যথা,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীঃ ৯।২২)

কিন্তু আমরা এতদূর বিমুখ ও নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যে-পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হইবে, সে-পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজসেবা, দেশের উন্নতি সমস্তই বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

বহু পুঞ্জীকৃত সুকৃতি-ফলে জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে আসক্তি হয়। হরিসেবায় প্রীতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়। অনিত্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন-পিপাসা দূর হয় ও নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। দান, ধ্যান, যোগ প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণ হইতে পারে না। কারণ তাহা আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিত মুমূর্ষুকালে দান, ধ্যান, তপস্যা হইতে বিরত হইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এইরূপ স্থলে হরিকথা শ্রবণে বিরত থাকায় অন্যাভিলাষিগণের জীবন-যাপনে বৃথা আয়ু নষ্ট হইতেছে।

হরিকথা কীর্ত্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠদান। যিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি মহাবদান্যবর। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও গৌরপার্ষদগণ সকলেই মহাবদান্য। হরিকথা যাবতীয় কামনা-বাসনা বিনষ্টকারিণী ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা। যাঁহারা এই সংসারে বীর্য্যবতী হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহাদের মত মহা-দানবীর আর নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি যত প্রকার দানই হউক না কেন, তাহা তৎকালিক অভাব মোচন করে। কিন্তু হরিকথা দানই শ্রেষ্ঠ দান। তাহার দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হয়।

তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)

সাধুগণ অনিত্য দানের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা জীবের স্থায়ী মঙ্গল বিধান-রত। তাঁহারা জাগতিক অভ্যুদয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি প্রভৃতির আদর করেন না। তাঁহারা একমাত্র হরিকথা দানেই পূর্ণানন্দ লাভ করেন। সুতরাং হরিকথা-প্রচারই জীবের চরম আদর্শ। জীবের নিত্য-ধর্ম্মই শ্রীভগবানের সেবা।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" (গীঃ ১০।৪২)

জীব ভগবানের অণুঅংশ; অংশের কর্ত্তব্য হইতেছে অংশীর সেবা করা। অংশী অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দময় ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জগৎপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ব্যতীত জীবের পরিত্রাণের উপায় নাই। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন,—"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা"। সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম্ম হইতেছে—শ্রীভগবানের সেবা ও হরিসেবারত জনগণের সঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ।

'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
"হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

সাধু-কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীহরিদাস রায়
নারমা (মেদিনীপুর)

ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির উপায়

অনুকূলভাবে শ্রবণাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হয়। ইহলোকে ও পরলোকে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যসমস্ত কামনা নিরসনপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব লাভ করাই ভজনের উত্তম ফল। এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য এবং আনুসঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়ক। নারদপঞ্চরাত্রে এই উত্তমা-ভক্তি বা ভজনের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষই উপাধি। অনাত্ম স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনের বৃত্তিকে অন্যাভিলাষরূপ উপাধি বলে। সেইসকল দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মরূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত, সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নিষ্ঠা-বিশিষ্ট ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা

ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই 'ভক্তি' নামে উক্ত হইয়াছে।

উক্ত ভক্তি নয় প্রকারে সাধিত হয়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-সম্বন্ধিনী কথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বিষ্ণুর পরিচর্য্যা, পূজন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন (অর্থাৎ গবাদি পশু যেমন নিজ পালন-চিন্তা করে না, তদ্রূপ বিষ্ণুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক নিজ পোষণ-চিন্তারহিত হইয়া ভগবদনুশীলন)—এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ যদি কেহ সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুর শরণাগত এবং ফলাকাঙ্ক্ষারূপ ব্যবধান-রহিত হইয়া সাক্ষাদ্-ভাবে যজন করেন, তবে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন,—এইরূপ মনে করি।

যদি দেবতাজ্ঞানে সাধু ও গুরুসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তবেই এই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, নতুবা অন্য কোন উপায়েই উহা লাভ করা সম্ভবপর নয়। 'দেবতাজ্ঞানে' সাধুসেবার কথা শ্রুতিতেও দেখা যায়, যথা—"দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণব-অতিথির সেবা করিবে।" সেই সাধুসেবা দ্বারাই যে ভক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

অশান্ত ইন্দ্রিয়, গৃহব্রত, বহির্ম্মুখ জনগণের মতি কিছুতেই অনর্থোন্মূলকারী শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে-পর্য্যন্ত না ঐসকল ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন মহানুভব বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত হন।

অনন্তর দেবতা অর্থাৎ ভগবদ্জ্ঞানে গুরুসেবা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা, (তৈত্তিরীয় শ্রুতির ১ম বল্লীর ১০ম অনুবাক্)—"আচার্য্যদেবো ভব।" "দেবতা-জ্ঞানে আচার্য্যের সেবা করিবে"।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

"যাঁহার পরমদেবতায় (বিষ্ণুতে) পরাভক্তি আছে, আবার যেমন দেবতাতে তেমনই গুরুদেবেও পরাভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতি উপদিষ্ট হইলে একমাত্র তাঁহারই হৃদয়ে শ্রুতি-তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়।" গুরুসেবাদ্বারাই যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা ভাগবতের বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যতে জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

প্রবুদ্ধ ঋষি কহিলেন,—অতএব যিনি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবেন। সেই সদ্‌গুরুর লক্ষণ এই যে, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে নিপুণ ও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন এবং জড়াভিনিবেশজ কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে বশীভূত নহেন। শ্রীগুরুদেবকে আত্মার সদৃশ প্রিয় ও ভগবানের তুল্য আদর করিয়া নিষ্কপট গুরুসেবা-সহকারে যে ধর্ম্মদ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সেই ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।

অবাপ্ত-পঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে॥

অন্যান্য ভক্তিভেদ-প্রদর্শনার্থ প্রবুদ্ধঋষি কহিলেন,—যিনি পঞ্চবিধ সংস্কার এবং বৈধ ও রাগানুগ এই দ্বিবিধ ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করত তাঁহার নিত্যধামে সেবানন্দে নিত্যকাল বিরাজ করিবেন।

সেই পঞ্চ সংস্কার কি কি, তাহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে; যথা, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়। প্রথমে—'তাপ' শব্দের অর্থ তপ্তচিহ্নাদি ধারণ অর্থাৎ 'তপ্তমুদ্রা ধারণ'—ইহাতে হরিনামাদি মুদ্রা ধারণই লক্ষিত হয়। তপ্ত-চক্রাদি-ধার কলিহত জীবের পক্ষে দুষ্কর বিবেচনা করিয়া পতিতোদ্ধারণ ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাচীন মহাজন-কর্ত্তৃক [illegible] কৃত, চন্দন-দ্বারা [illegible] নামাঙ্কনের আজ্ঞ

প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন,—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ (স্মৃতিবচন)

"যিনি চন্দনাদি দ্বারা নিজগাত্রে হরিনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোক-পাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন।" **'পুণ্ড্র'**-শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। তাহা শাস্ত্রে বহুবিধ উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ হরিপদাকৃতি দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিশেষ শুভাবহ করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর—**'হরিমন্দির তিলক'**। হরি-দাসত্ববোধক কোন একটী বৈষ্ণব-নাম-গ্রহণকে বৈষ্ণবগণ **'নাম'** বলিয়া থাকেন। যে-সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা-প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী হরিদাস্যসূচক 'নাম' প্রদান করিয়া থাকেন। স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ অষ্টাদশাক্ষরাদি জপ্য মন্ত্রই **'মন্ত্র'** নামে উক্ত। **'যাগ'** শব্দে, শালগ্রামাদির পূজা। এই পঞ্চ-সংস্কার-বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ বহু পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।—

নবধা ভক্তির্বিধিরুচিপূর্ব্বা দ্বেধা ভবেদ্ যয়া কৃষ্ণঃ।
ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্তদীপ্সিতং ধাম ॥

শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা যে নববিধা ভক্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধ। এই ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে স্বয়ং তত্তদ্ বাঞ্ছিত ধাম প্রদান-করেন।

ভক্তিভেদে ভজনীয় বস্তুরও ভেদ দৃষ্ট হয়। বৈধীভক্তি দ্বারা ভগবান্ চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ ইত্যাদি রূপভেদে পূজিত হন এবং রুচিমার্গে রূপানুগ ভক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত দ্বিভুজ বিগ্রহ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরিপূজিত হইয়া থাকেন। বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ এই—"শ্রীতুলসী, অশ্বত্থ, ধাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদি-ধামে বসতি অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলে এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যাভাবে মানসে তত্তৎ ধামে বাস বুঝায়। জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সকল কথার বিস্তারিত বহু বিচার আছে।"

স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই ত্রিবিধ ব্যক্তি ভক্তির অধিকারী। তন্মধ্যে স্বনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনও একটী আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রমানুযায়ী অহিংস্র-কর্ম্ম ফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে আচরণ করিবেন। নিরপেক্ষ পুরুষ হরিনিষ্ঠ; তিনি মানসে শ্রীহরির অর্চ্চনাদি করেন। তিনি কোনও আশ্রমের অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাঁহার স্বরূপেই কর্ম্মত্যাগ হইয়াছে; এবং যিনি পরিনিষ্ঠিত পুরুষ, তিনি

আশ্রমস্থ। তিনি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোক সংগ্রহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক ভক্ত্যুদ্দেশক কর্ম্মের প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু ভক্তির প্রাধান্য ত্যাগ করেন না অর্থাৎ ভগবৎসেবাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহা ভুলেন না। তিনি যত্ন-সহকারে দশবিধ-নামাপরাধ পরিবর্জ্জন করিবেন—"দশনামাপরাধাংস্তু যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।"

যানাদিযোগে হরিমন্দিরে গমনাদি সেবা-অপরাধের বিষয় বরাহ-পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে; সুতরাং সেইসকল বর্জ্জনীয়। নিরন্তর হরিসেবা দ্বারা সেইসকল সেবা অপরাধের স্খালন হইতে পারে। পদ্মপুরাণে যে-সকল নামাপরাধ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল,—(১) শ্রীহরিসেবাপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিন্দা, (৩) দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইঁহাদিগের গুণ-নামাদিসকল বুদ্ধি দ্বারা পৃথক্‌রূপে দর্শন, অর্থাৎ 'সদাশিব' একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তি-সিদ্ধ ঈশ্বর এবং 'বিষ্ণু' একটী পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বর-বাদ আসিয়া পড়ে। তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তির বাধা জন্মে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব। অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই—এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। (৪) শ্রুতি ও তদনুগ সাত্বত বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিমাত্র মনে করা, (৬) রাম-কৃষ্ণাদি নাম ঋষিগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য কল্পিতমাত্র ইত্যাদি কল্পনা,(৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) বর্ণাশ্রম ও দান-ধর্ম্মাদি সমস্ত শুভদ কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগরূপ ন্যাসধর্ম্ম, বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদির সহিত হরিনামের সাম্যবুদ্ধি, (৯) অশ্রদ্ধালুকে অর্থ-যশঃলোভে হরিনাম মহামন্ত্র দান, (১০) এই মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে প্রীতি-রহিত থাকা—এই দশবিধ অপরাধ যত্নের সহিত বর্জ্জন করিতে বহুস্থানে শাস্ত্রে ব্যবস্থা লিখিত আছে। এইরূপ দশ অপরাধ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। মহাজনগণ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নিত্য-শান্তিপ্রদ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। এই কথা ও কার্য্য সর্ব্বসময় সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলে, আমরাও অবশ্য নিত্যসেবানন্দ-লাভ করিতে পারিব।

—সম্পাদক

বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার অশুদ্ধতা

আমরা পূর্ব্বে বহুবার **শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার** বহু ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছি। পঞ্জিকাখানির নামে "বিশুদ্ধ পঞ্জিকা" এইরূপ না লিখিয়া "অশুদ্ধ পঞ্জিকা" লিখিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। জনৈক পরশ্রী-কাতর, আত্মনাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত অনুচিত-বাম বর্ম্ম একখানি বেনামী পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমরা নাকি 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা' অনুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি। উক্ত 'অনুচিত বর্ম্ম' বেনামদারের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য—নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় লিখিত যে উপবাসাদির ব্যবস্থা; তাহা কি বৈষ্ণবগণের পালন করা কর্ত্তব্য নহে? তবে ঐ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইল কেন? ঐ পঞ্জিকা মানিয়া লওয়ায় আমাদের যে ত্রুটী, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই। কারণ 'বিশুদ্ধ পঞ্জিকা' দেখিয়া কাজ না করিলে কি দেখিয়া কাজ করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখনই বিশেষ করিয়া উক্ত পঞ্জিকার ব্রত-উপবাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তখনই তাহার মধ্যে মারাত্মক ভুল দেখা যায়। আমরা অনুচিত বর্ম্মার বেনামী পত্রের মূর্খতা নিবারণ-কল্পে সময়ান্তরে উপযুক্ত লগুড়ের নীতি অবলম্বন করিব।

বর্ত্তমানে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রমণ মহারাজের সম্পাদিত **শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার** অসংখ্য ভুলের মধ্যে আরও একটী মারাত্মক ভুলের উল্লেখ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি।—

আগামী ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী, সোমবার—"দিবা ৯।৫৭ মধ্যে একাদশীর পারণ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা একটী মারাত্মক ভুল। একাদশীর পরদিন দ্বাদশীদিবসে পূর্ব্বাহ্নে পারণের ব্যবস্থা আছে —ইহা সকলেই অবগত আছেন। মাননীয় শ্রমণ মহারাজ এইরূপ বিধি উল্লঙ্ঘন করেন নাই সত্য। তবে তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, দ্বাদশীর প্রথম-পাদের নাম 'হরিবাসর' এবং দ্বাদশীর প্রথম-পাদের মধ্যে পারণ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বাহ্নের মধ্যে পারণ করিতে হইলেও, দ্বাদশীর প্রথম-পাদ বাদ দিয়া পরে পারণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার। অতএব ২৮শে পৌষ, সোমবার—দ্বাদশীর প্রথম-পাদ (তাঁহার তিথি-মানের হিসাব-অনুসারে) "দিবা ৭।১৬ মিনিটের মধ্যে পারণ" হইতে পারে না। তাহার পর পূর্ব্বাহ্ণ-মধ্যে পারণ হইবে। শ্রমণ মহারাজের পঞ্জিকায় লিখিত "দি ৯।৫৭ মিনিটের মধ্যে পারণ" বলিলে, সূর্য্যোদয় হইতে উক্ত সময়ের যে-কোন সময় পারণ করিলেই চলিবে—এইরূপ

বুঝায়। সুতরাং **তাঁহার পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর দি ৭।১৬ মিনিটের মধ্যে যদি কেহ পারণ করেন, তবে হরিবাসরে অন্ন-ভক্ষণজনিত যাবতীয় পাপ ও দোষ অবশ্যই স্পর্শ করিবে।** শ্রমণ মহারাজ কি তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন?

উক্ত অশুদ্ধ পঞ্জিকাকর্ত্তার হাতে-কলমে দোষ ধরিয়া দিলেই তিনি উত্তরে বলিয়া থাকেন—আমি ভূমিকায় সমস্ত ব্যবস্থা দিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং দিন-পঞ্জিকায় ভুল থাকিলেও তাহা ভুল নহে। এস্থলে আমাদের বক্তব্য—তিনি আগামীতে দিন-পঞ্জিকা বাহির করত প্রতারণা না করিয়া কেবল ভূমিকা প্রকাশ করিলেই 'বিশুদ্ধ পঞ্জিকা' প্রকাশিত হইয়া যাইবে! যাঁহারা হরিবাসরে উপবাস করিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ শ্রমণ মহারাজের ভূমিকা দেখিয়াই ঘরে বসিয়া হিসাব করিতে করিতে পঞ্জিকাকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিক্ষেপ করিবেন! ভূমিকায়ও গলদ বাহির হইলে তিনি হয়ত বলিবেন,—"আমি ত' লিখিয়াছি, 'শ্রীপঞ্জিকায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিচার অনুসৃত হইয়াছে'। সুতরাং দিনপঞ্জী দেখিবার আবশ্যক নাই, হরিভক্তিবিলাসেই সমস্ত বিশুদ্ধ মত দেওয়া আছে।" এইরূপ কৈফিয়ৎ দিলে কি সুধীসমাজ শুনিবেন? মূল স্মৃতিগ্রন্থ পড়িয়া বা পঞ্জিকার ভূমিকা দেখিয়া দিন স্থির করিতে পারিলে এত পরিশ্রম করিয়া দিন-পঞ্জিকা লিখার কোন আবশ্যক হইত না। যাহা হউক, আমরা নিম্নে উক্ত পঞ্জিকার ভ্রান্তি-স্থলের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ অংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

"১২ মাধব, ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, সোমবার * * * দি ৯।৫৭ মধ্যে একাদশীর পারণ" স্থলে **"দিবা ৭।১৬ মিঃ গতে ৯।৫৭ মধ্যে পারণ" হইবে।**

সাধু সাবধান! আপনারা যেন শ্রমণ মহারাজের প্রকাশিত "সচিত্র বিশুদ্ধ **শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা**"র উপর নির্ভর করিয়া ব্রত-উপবাসাদি পালন না করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় ব্রতাদি-বিষয়ে অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত পঞ্জিকার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধে জনসাধারণকে অনেক সাবধান করিয়াছি। তজ্জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদিগকে প্রকৃত বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশ করার জন্য বহু সুধীমণ্ডলী অনেক আবেদন-নিবেদন জানাইতেছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি বাধ্য হইয়া **আগামী বর্ষে বিশুদ্ধভাবে পঞ্জিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছেন।**

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে, এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীবদ্রীনাথ ও কেদারনাথ পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার ও যুগান্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞাপন ও আহ্বান-অনুসারে বিগত ১৯শে ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত্র ৮॥টার সময় ডুন্ এক্সপ্রেসে সমিতির সংরক্ষিত (Reserved) গাড়ীতে প্রায় একশত যাত্রী শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ-পথে হরিদ্বার অভিমুখে মহাসমারোহের সহিত যাত্রা করেন। অন্যান্য পরিক্রমার ন্যায় এবৎসরও বদরিকাশ্রমে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী সকলেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ বাষ্পীয়যানের সংরক্ষিত কক্ষাভ্যন্তরে স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দেয়। তখনই শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক সমাপনান্তে নৈশভোগ প্রদত্ত হয়। তৎপরে সমস্ত যাত্রীবৃন্দকে পুরী, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়। ইতোমধ্যে এক্সপ্রেস্ গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে কয়েকজন মহিলা-ভক্ত বদ্রীনারায়ণ-যাত্রীস্বরূপে পূর্ব্বনির্দ্দেশ-অনুসারে আমাদের সংরক্ষিত কক্ষে আরোহণ করিলেন। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ব্যতীত অধিকাংশ যাত্রীই প্রসাদ সেবান্তে ক্রমশঃ নৈশ-নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ব্রহ্মচারীবৃন্দ যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ও তাঁহাদের সঙ্গের দ্রব্যাদি সংরক্ষণ-কল্পে সারারাত্র প্রহরী-স্বরূপে জাগ্রত ছিলেন। বাষ্পীয় যান হু-হু শব্দে চলিতে লাগিল।

যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই বদ্রীনারায়ণ-পথের ইতিহাস তাঁহাদের স্বদেশবাসী বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহারা সুশৃঙ্খলে ও নিরাপদে পরিক্রমা করিবার প্রার্থনা জানাইয়া কৃপা-আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে সকলকেই অভয় ও আশ্বস্ত করিয়া জানান হয় যে, "আপনারা যাঁহাদের নিকট বদরিকাশ্রমের দুর্গমতার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-মাসে হিমালয়-পর্ব্বতের তীর্থস্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলকেই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে-সময়ে যাইতেছি, ইহা শ্রীবদরীনাথ, তুঙ্গনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহ পরিক্রমার সর্ব্বোত্তম সময়। ভাদ্র-মাসেই অর্থাৎ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই বদরিকাশ্রম যাতায়াতের নিরাপদ সুবর্ণ সুযোগ। অধিকাংশ লোকই ঐ অঞ্চলের

বর্ত্তমান সময়ের আবহাওয়ার সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। আপনারা কোনপ্রকার ভীত হইবেন না। নির্ব্বিঘ্নে অনায়াসে আপনাদের পরিক্রমা সুসম্পন্ন হইবে।"

যাত্রিগণের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—"বদরিকাশ্রমের পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তথায় যাইবার সার্থকতা কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই তথায় যান নাই, আমাদের যাইবার সার্থকতা কি?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে—বিষ্ণুতীর্থ মাত্রেই বৈষ্ণবগণের যাওয়া কর্ত্তব্য। তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গ। হরিকথা শ্রবণ ও তীর্থাদির মাহাত্ম্য আলোচনামুখে কর্ণের দ্বারা শ্রীধাম ও তীর্থ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তজ্জন্যই প্রতিবৎসর আপনাদিগকে ভারতের সমুদয় তীর্থস্থান পরিভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া আহবান করিয়া থাকেন। সমিতির এইরূপ সেবানুষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আধুনিক বহু বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীই বলিয়াছিলেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ। (শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম)

মহাজনের বাক্য সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। তবে উক্ত উপদেশটী কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতিদের পক্ষেই প্রযুক্ত। যাঁহারা হরিকথা-প্রচার, সাধুসঙ্গ-লাভ ও জগন্মঙ্গল-কামনায় রত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার বাহ্যার্থ প্রযুক্ত নহে। উক্ত উপদেশের অন্তর্নিহিত সত্যই—ভগবান্ ও তদ্ধাম-মহিমা কীর্ত্তনমুখে সেবাই সর্ব্বতোভাবে সকল সাধকের কর্ত্তব্য। আনন্দের বিষয় এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এইরূপ প্রচারের প্রতি কটাক্ষ করিতেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ প্রচার-ধারার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহাই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে বদ্রীনারায়ণ-তীর্থ দর্শন-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ পার্ষদসেবক শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ার বিশেষভাবে আলোচ্য—

(তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।)
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৪০-১৪৩)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবদ্রীনারায়ণ-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং তথাকার যাবতীয় তীর্থাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্যাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আতিথ্য করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই নিত্যানন্দ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকেই দীক্ষা-গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় নামে অভিহিত। সুতরাং মধ্বমুনিই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বাচার্য্য আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি বদরিকাশ্রমে আসিয়া শ্রীব্যাসের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এবং সেইভাবেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত। মধ্বমুনি শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানেন এবং ব্যাসের অর্চ্চাবিগ্রহ পূজাকল্পে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী ব্যাসের শক্তিরূপে স্থাপিতা হইয়া থাকেন। ইহাই মধ্বাচার্য্যের ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র সর্ব্বসম্প্রদায়েই শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য, এবং ঐকান্তিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিগুরু ও মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু উভয়েই বদরিকাশ্রম তীর্থ-ভ্রমণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** বহুবার বদরীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানা-প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুদীর্ঘকাল পরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ প্রকট-বিগ্রহে বদরীনাথে না

গেলেও তাঁহাদের অর্চ্চা এই বৎসর তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ভক্তগণের স্কন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা অত্যুচ্চ হিমালয়ের পথসমূহের দুর্গমতা অগ্রাহ্য করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য শিবিকাযোগে বিশালাক্ষেত্রের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনাদের সঙ্কল্প সাধু এবং পূর্ব্ব-আচার্য্যবর্গের অনুষ্ঠিত; সুতরাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের আনুগত্যে পরিক্রমা-সেবা সুসম্পন্ন করিব। (ক্রমশঃ)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬; পৌষ—১৩৫৯

১৮ নারায়ণ, ৪ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার—গৌরা-তৃতীয়া রা ২।৫৬।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।

২৬ নারায়ণ, ১২ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার—গৌরৈকাদশী দি ১০।৪৫।

পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ, ১৩ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার—গৌর-দ্বাদশী দি ৯।৫২।

পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫২ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

৩০ নারায়ণ, ১৬ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, বুধবার পূর্ণিমা দি ১০।১২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

৩ মাধব, ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ২।৪৮। **শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব** ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাধব, ২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ৭।৭। **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব।** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন যাবতীয় মঠসমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৯ মাধব, ২৫ পৌষ, ৯ জানুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-নবমী রা ১।১১। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মাধব, ২৭ পৌষ, ১১ জানুয়ারী, রবিবার—কৃষ্ণৈকাদশী রা ১।২৫।

ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

১২ মাধব, ২৮ পৌষ, ১২ জানুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১২।৪৮।

দিবা ৭।১৬ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৪র্থ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৪ নারায়ণ, ৪৬৬ গৌরাব্দ সোমবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯; ইং ১৫।১২।৫২ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

১। মার্কণ্ডেয়স্ততঃ শ্রুত্বা তীর্থাটন-পরিশ্রমম্।
দর্শনং নারদস্যাসীন্মথুরায়াং ষড়ানন॥৪৮॥

২। পূজিতো বন্দিতস্তেন নারদো মুনিসত্তমঃ।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং বদর্য্যা যত্র কেশবঃ॥৪৯॥

নারদ উবাচ—

৩। কিমিতি ক্লিশ্যতে সাধো তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
বদর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥৫০॥

৪। তত্র যাহি যত্র সাক্ষাদ্ধরিং পশ্যসি চক্ষুষা।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োপেতো বিশালামাযযাবৃষিঃ ॥৫১॥

৫। স্নাত্বা শিলামুপবিশন্ জজাপাষ্টাক্ষরং পরম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্রিরাত্র্যন্তে জনার্দ্দনঃ ॥৫২॥

৬। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষণম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দ্দনম্ ॥৫৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

৭। অশাশ্বতে চ সংসারে সারে তে চরণাম্বুজে।
সমুদ্ধারঃ কথং নৃণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর ॥৫৪॥

৮। তাপত্রয়-পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞান-জৃম্ভিতম্।
সংসার-কুহরে ভ্রান্তং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥৫৫॥

৯। অনেক-যোনিযন্ত্রেষু নিঃস্থতেস্তনুবেদনাম্।
গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তং ত্রাহি মাং করুণাম্বুধে ॥৫৬॥

১০। কৃমিভক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গং ক্ষুৎপিপাসাকুলঞ্চ হি।
আন্ত্রমালাকুলে গর্ভে ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৫৭॥

১১। অমেধ্যাদিভিরালিপ্তং নিশ্চেষ্ট-শ্রমমাকুলম্।
স্মরন্তং নিজকর্ম্মোত্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৫৮॥

১২। বচনাদাননিঃশ্বাসাশক্তং ভয়মুপাগতম্।
গর্ভবাসমহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥৫৯॥

১৩। জরা-মরণ-বাল্যাদি-দুঃখ-সংসার-পীড়িতম্।
দুঃখাব্ধৌ সুখবুদ্ধিং মাং কৃপাসিন্ধো প্রপালয় ॥৬০॥

১৪। কদাচিৎ কৃমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ স্বেদ-জন্মিতাম্।
কদাচিদুদ্ভিজ্জত্বঞ্চ কদাচিন্নরতাং গতম্ ॥৬১॥

১৫। সর্ব্বযোনি-সমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্।
অনাথং ত্বাং সমাপন্নং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥৬২॥

১৬। উপস্থানমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে গতিম্ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়কৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১-২। (শিব বলিলেন,—) হে ষড়ানন! অনন্তর মার্কণ্ডেয় তীর্থ-পর্য্যটনের শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শন লাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা ও বন্দনা করেন। **নারদ মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক হরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।** তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—॥৪৮-৪৯॥

৩-৫। নারদ বলিলেন,—হে সাধো! তুমি তীর্থাটন-পরিশ্রমে কেন ক্লিষ্ট হইতেছ? **বদরী-নামক মহাক্ষেত্রের সন্নিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান। সেই বদরীবনে** গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষু দ্বারা দর্শন কর। মুনি মার্কণ্ডেয় দেবর্ষি নারদের বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই **বিশাল বদরীক্ষেত্রে** গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিলায় উপবেশন করত অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজনীত্রয় অতীত হইলে ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয়-সমীপে উপনীত হইলেন ॥৫০-৫২॥

৬। মার্কণ্ডেয় জনার্দ্দনের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-শোভিত ও বনমালা-বিলম্বিত রূপরাশি দর্শন করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া প্রেমগদগদ বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র সার। সংসাররত নরগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে? হে পরমেশ্বর! আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৪॥

৮। হে অচ্যুত! আমি এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে বিজৃম্ভিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥৫৫॥

৯। হে করুণানিধে! আমি অনেক যোনিযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাস-ক্লেশ ও পরে নির্গমনের বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥৫৬॥

১০। আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি, তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কৃমিকুল আমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৭॥

১১। গর্ভবাস-সময়ে আমার কোনই চেষ্টা ছিল না, তথাপি আমি শ্রমাকুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মল-মূত্রাদিতে আমার সর্ব্ব শরীর বিলিপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি কেবল আমার স্বীয় কর্ম্ম স্মরণ করিতাম; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৮॥

১২। গর্ভবাসে পরিভাষণ, আদান বা নিশ্বাস-ত্যাগ-সামর্থ্য থাকে না, সর্ব্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়; হে মধুসূদন! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে ত্রাণ করুন ॥৫৯॥

১৩। জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে সংসার অতীব দুঃখময়; কিন্তু সেই ক্লেশবহুল সংসার-সাগরে আমার সুখবুদ্ধি হইয়াছে; হে কৃপাসিন্ধো! আমাকে রক্ষা করুন ॥৬০॥

১৪-১৫। আমি কখনও কৃমিযোনি, কখন স্বেদজ-জন্ম, কদাচিৎ উদ্ভিদ্‌যোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ব্ববিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছি, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, হে অচ্যুত! আমি অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ করুন ॥৬১-৬২॥

১৬। এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান শ্রবণ করে বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তাহার গোবিন্দে গতি লাভ হয় ॥৬৬॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়কৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায়।

সুনীতি ও দুর্নীতি

সুনীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞা নিরূপণ

সংসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বলিয়া উহাকে **'সুনীতি'** বলে। সুনীতি-প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না; কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা ন্যায়পুষ্ট নহে। উহা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া **'দুর্নীতি'** নামে কথিত হয়।

দুর্নীতির উদাহরণ ও তাহার প্রতিকার

যে নীতি বা নীতি-বিগর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্বরে অভিব্যক্ত করেন। মিথ্যাকথা বলা, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, সুতরাং উহা—দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদার অপহরণ বা ঐ সকল অপকার্য্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান-প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবান্ করা—এসকলই দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণিত। নীতিবিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধ-মধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়। পরহিংসা, পরদ্রোহ স্থূলসূক্ষ্ম-ভেদে নানা প্রকার পাপ আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্ত্তগণ এই সকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্য **পাশব-নীতি লগুড়ের** ব্যবস্থা করেন। মানুষ ক্লেশ চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষালাভ ঘটিবে।

সুনীতি-পরায়ণ জনের আদর, দুর্নৈতিকের অনাদরই কর্ম্মীর নীতি

ন্যায়পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান্ বলে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা কর্ম্মীদিগের কৃত্যের অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুকর্ম্মী, অপর জন সৎকর্ম্মী নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্ম্মবশে জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে আত্মমঙ্গল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রপঞ্চে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের সুখাপ্তি-বাঞ্ছা মানবের চিন্তা-স্রোত অধিকার করে। এইগুলি কর্ম্মীর নীতি মাত্র। নৈয়ায়িকগণ কর্ম্মীর নীতিতে আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার তর্কহত-বুদ্ধিবশে

সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী হন ও ভ্রান্তগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের অংশবিশেষ মনে করেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি উপকারকারীর সহিত সহযোগ ও অপকারকারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ নীতি-দুর্নীতি হইতে নিরপেক্ষ

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তুর সহিত প্রীতি স্থাপন বা সৌহার্দ্দ রহিতভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না; তাঁহারা প্রকৃতি সর্গের অতীত বিষয়ের জন্য অগ্রসর হন।

নীতি-দুর্নীতিজাত পাপ-পুণ্যের হস্ত হইতে নিবৃত্তি-লাভের জন্য যোগিগণের যম-নিয়মাদির ব্যবস্থা

এইপ্রকার কর্ম্মাগ্রহীর বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্ত-জীবনই পাপ-পুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল করায়; তখন তিনি পূর্ব্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্জ্জন-বাস ও জাগতিক কার্য্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য্য-সমর্থনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি আলোচ্য হইয়া পড়ে। **কর্ম্মবীরসমূহ** জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবন্ত হন। কখনও বা বিচারাশ্রয়ে লৌকিক ন্যায়ানুগমনে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য-বিচারকে আদর করিতে থাকেন। বুভুক্ষু সম্প্রদায় যেরূপ ভোগ-তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে, নিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপভাবে জীবকে কর্ম্মবীর সাজাইবার পরিবর্ত্তে ফলভোগ-বাসনা-রহিত **জ্ঞানবীর** সাজাইবার উত্তেজনা-মূলা রুচি প্রদান করে। ইহাও কর্ম্মচেষ্টার রূপান্তর মাত্র।

জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে আলস্যের প্রশ্রয়হেতু উহা অনাদরণীয়

তজ্জন্য ইহাকে জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাড্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিপাদন করে। নৈষ্কর্ম্ম-বাদের যে চিত্র নিবৃত্ত-জীবনে কর্ম্মীর নয়নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত-কর্ম্মী-সম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে, কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন। আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট-জীবন জীবকে কুকর্ম্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং

কর্ম্মময় প্রবৃত্ত-জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে রুচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্ব্বিশিষ্ট ও কর্ম্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গের আদর করেন না।

নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়-চেষ্টা নাস্তিক্য-বাদেরই নামান্তর বলিয়া অনাদরণীয়

আবার বহির্জ্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া **"আর নারে বাপ্"** বলিয়া স্তব্ধ হন, তাঁহাদের রুচিও সুষুপ্তিপর নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারের অনুমোদন করে। কর্ম্মফল-ভোগপর-বিচার আত্ম-জ্ঞান-রাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার যত্ন দেখায়, আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিশিষ্টপর বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল-চেতন-নামক চিন্তা-স্রোতের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচারে অচিন্মাত্রবাদ নামক দুইটী বিচারই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সেই জন্য তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্ব্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাধিষ্ঠানে রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসরণ করেন। এই অচিন্মাত্রবাদী, ও চিন্মাত্রবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্ম্ম-বাদের অন্তরালে দৃষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য-বাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাসপরায়ণ সম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না।

চিন্মাত্রবাদীর মুমুক্ষা ও অচিন্মাত্রবাদীর বুভুক্ষা অপেক্ষা চিদ্বিলাসবাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য স্থাপন

মানবের জাগতিক, চিন্তা-প্রাচুর্য্যে অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্‌বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয়-সিংহাসনাধিরূঢ় হয় না। চিদ্‌বিলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের সহিত এক পর্য্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হন। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্য-নিরূপণ করিতে প্রপঞ্চোন্মত্ত বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের ন্যায় ও অন্যায়, বৈধ ও অবৈধ বিচার চিদ্‌বিলাস-ভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষু জ্ঞান-পদ্ধতির অনুকূলে যে-সকল ন্যায় বর্ত্তমান, তাহার সহিত অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বন্ধের মোচন-চেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক্, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া চিদ্‌বিলাসবাদকে অচিন্মাত্র-বিলাসবাদে পর্য্যবসিত করিবার জন্য ব্যগ্র হন। আমরা এই প্রকার ন্যায়ের অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে

পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক ভূতাকাশে যে সুনীতি ও কুনীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্‌বিলাসময় পরব্যোমে লইয়া যাওয়া ক্ষীণ-বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। চেতনের বিলাসে স্থূলতা নাই বা জাগতিক সূক্ষ্মতার প্রতীতির অভাব।

চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদের অতীত ও পৃথক্ তত্ত্বই চিদ্‌বিলাসবাদ এবং তাহা মায়াবাদী মুমুক্ষুর আয়ত্তের বাহিরে

জীব যখন বুভুক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষা-নীতির ঢক্কা-বাদক সাজেন, তখন তিনি অচিন্মাত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রবাদের সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্‌বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। মুমুক্ষুর নীতি ও দুর্নীতি বিচার-পর্য্যায় বুভুক্ষুর পক্ষে সঙ্গত হয় না; আবার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির, বুভুক্ষা-মুমুক্ষা-চাঞ্চল্য-রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্‌বিলাস-বাদের নীতি মুমুক্ষুর চিন্মাত্রবাদের নীতির সহিত প্রচুর ভাবে ভেদভাব জ্ঞাপন করে। মুমুক্ষু যে-কালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্‌বিলাসের বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুরারোহ হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিক জড়দর্শন ও আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রমত্ত চিন্মিশ্রদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যাপার হইয়া পড়ে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার অস্মিতার জননী বা ধাত্রী-বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিসুখ-সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন; কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি, পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী বোধ থাকিলে ভক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে।

চিদ্‌বিলাসীর প্রতি জ্ঞানীর অবৈধ ধারণা

জ্ঞানীর নীতিতে কর্ম্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্‌-বিলাসময়ী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক চিদ্‌বিলাসের নিত্যবৃত্তি ভক্তিকেও ক্ষণভঙ্গুর কাম-ক্রোধাদি-পর্য্যায়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানীর আত্ম-প্রচারিত বোধের মধ্যে অনাত্মরূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সৎসঙ্গাভাবে ভক্তি-সুনীতিকে দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

জড়েন্দ্রিয়-তাড়িত জ্ঞানীর ভক্তিবিদ্বেষ দুর্নীতির অন্তর্গত

জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্‌বিলাস-

বৈচিত্র্যের প্রতিকূলে ভক্তিবিচারে দুর্নীতিপুষ্ট জড়নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী আসামী-মাত্রে পরিণত করে; সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর দুর্ব্বলতা ও কপটতা—ভগবদ্ভক্তি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র।

ভক্তের নীতি ভগবৎ-সেবাময়ী

ভক্তিপরের সুনীতি কেবল ভগবৎ-সেবাময়ী; তাঁহার কেবলা-ভক্তিতে অবস্থান বিষ্ণু-মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া এবং বিষ্ণুমায়া-রচিত নির্ব্বিশিষ্ট ভাবমাত্রের প্রতি সমাদর-দ্বারা অপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্ম্মীর সুনীতি, জ্ঞানীর সুনীতি, এবং কর্ম্মীর দুর্নীতি ও জ্ঞানীর দুর্নীতিকে সমপর্য্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ করায় তাঁহার সুনীতির পরমোচ্চতা দর্শন করিতে কেবল উন্নতিকামী সকলই সমর্থ। জড়ভোগপর কর্ম্মী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, প্রকৃতিবাদী, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, নাস্তিক, জ্ঞানী চিদ্বিলাস-রাজ্যের সুনীতি ও দুর্নীতির বিচার-সৌষ্ঠব দর্শন করিতে অসমর্থ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

প্রবৃত্তি-মার্গের হেয়ত্ব ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-বাক্য

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে (দ্বিতীয় শ্লোকে)—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপরমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥

[শ্রীবিদুর বলিলেন—হে মুনে, লোকসমূহ জড়সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জড়সুখ অথবা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু তৎসমুদায় হইতে পুনর্ব্বার দুঃখলাভই হইয়া থাকে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।]

কঠোপনিষৎ অষ্টাবিংশ মন্ত্র, যথা:—

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বাধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন-বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমতে॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যার্থঃ,—জরামরণশূন্য যে দেবতা-সকল, তাঁহাদের নিকট আসিয়া, উত্তম বর ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরামরণ-

বিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য, সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক? আর গীত, রতি, প্রমোদ এ'তিনের কারণ যে অপ্সরাসকল হইয়াছেন, তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক?

নিবৃত্তি-মার্গস্বরূপ বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব ফল ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব

এই সমুদয় তত্ত্ববিচার করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি-মার্গে অশ্রদ্ধা না জন্মায়? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া না বোধ করেন? বণিগ্‌বৃত্তির নীরস অস্থি চর্ব্বণ করিয়া কোন্ জীবের রস-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয়? সিংহাসনস্থ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বীয় রাজমুকুট পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিতোষণ-তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়? কোন্ অস্ত্রধারী পুরুষ বা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনামের মালা গ্রহণ না করেন? আহা! বিরাগের কি আশ্চর্য্য ফল! অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য অট্টালিকা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, পরমা সুন্দরী যুবতীগণের কটাক্ষ, বহু ধনপূর্ণ অর্থভাণ্ডার, গো-মহিষাদি গৃহ-পশুসকল কখনই গোস্বামী রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিবেকী পুরুষদিগকে বাধ্য করিতে পারে না। সমস্ত বঙ্গদেশের মন্ত্রিত্ব-পদ ও বহুজনকৃত সম্মান ও রাজার বিপুল স্নেহও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর ন্যায় কোন মহাপুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আহা! অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি অদ্ভুত মাধুর্য্য; যে ব্যক্তির অপ্রাকৃত চক্ষু সেই পরম-রমণীয় দেশ-কালাপরিচ্ছিন্ন ব্রজলীলা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার আর ক্ষুদ্র সংসার কোথায় থাকে? তথাপি দশমে রাসপঞ্চাধ্যায়ে—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কল-পদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ (ভাঃ ১০।২৯।৪০)

[হে কৃষ্ণ, তোমার সুমধুর ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিতা হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে যে, নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী রূপ-দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।]

এতদ্বিচারের দ্বারা বৈরাগ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল।

বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ, এবং জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি

কিন্তু বৈরাগ্য যে কি পদার্থ, তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান হইলে

বৈরাগ্য হয়। জ্ঞান কাহাকে বলি? অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ যে-জ্ঞানের দ্বারা স্থির হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলি।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা এবিষয়ে যদিও অনেক বিচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অতিজ্ঞান-দোষের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ যে অনিত্য, তাহা তাঁহারা স্থির করেন, কিন্তু জীবাত্মার বিষয়ে তাঁহাদের একটী এরূপ গাঢ়তর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাত্মার লয়-স্থল আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সাধুপুরুষেরা ইহাকে **অতিজ্ঞান** বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানের পার্থক্য

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানে বিশেষ ভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা পদার্থের সত্যতার নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু অতি-জ্ঞান-কর্ত্তৃক সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া কূট তর্কের উদয় হয়। ঔষধের দ্বারা রোগের নিবারণ হয়, কিন্তু বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা পুনরায় অন্যতর রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অদ্বৈতবাদী মহাশয়েরা যদিও সংসাররূপ বৃহদ্রোগের শান্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদরূপ আর একটী ততোঽধিক গুরুতর রোগের দ্বারা জীবকে আক্রমণ করত শান্তি-পথের বিরোধ করেন। অনেকানেক বিজ্ঞ অদ্বৈতবাদীর সহিত আমাদের বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বোধ হয়।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কথন—অতিজ্ঞানীর ভ্রান্তি

প্রথমতঃ তাহারা এরূপ কুতর্ক করেন যে, জীব যৎকালে প্রাকৃত ভ্রম হইতে স্বতন্ত্র হন, তখন তাঁহার ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন আবরণ না থাকায় জীবের ব্রহ্মত্ব সংঘটন অবশ্যই হয়। আহা! অদ্বৈতবাদী এত বিচার করিয়া মূল-বিষয়ে ভ্রান্ত হইলেন! অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এতদুভয় তত্ত্বের ভেদ করিয়াও রোগগ্রস্ত হইলেন; ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়! অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কাহাকে বলি? প্রকৃতির অতীত যে পদার্থ, তাহাই অপ্রাকৃত। প্রকৃতির যত প্রকার গুণ আছে, তাহা অপ্রাকৃত পদার্থে সম্ভব হয় না।

অপ্রাকৃত পদার্থের লক্ষণ ও অদ্বৈতবাদীর তৎসম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার

অপ্রাকৃত পদার্থ জ্ঞান ও আনন্দ এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয়। ইহাতে আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসকল থাকিতে পারে না। দেশ ও কাল তথায় প্রভু হইতে পারে না। যথা, ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে, নবম অধ্যায়ে (দশম শ্লোকে)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল-বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

[সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্ব নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগ-দ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সেখানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।]

যে পদার্থে দেশ ও কালের অধিকার নাই, তাহাতে আবরণ ইত্যাদির ভাব অসম্ভব, যেহেতু আবরণ ও ঐক্য এই দুইটী ভাব দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদীসকল সমুদ্রে পতিত হওয়ায় উহাদের জল নদীত্ব-ভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার উদাহরণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ জীবের চরমে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করেন। আহা! এই উদাহরণটী কি প্রাকৃত হইল না? তবে অদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান কোথায় হইল? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় "ঐক্য", "আবরণ", "অভেদ" এই সমস্ত বাক্য অপ্রাকৃত জীব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আরোপ করিয়া আপনাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, এ'কারণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। অপ্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জগতের উদাহরণ সম্ভব নহে। অতএব তদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত আর জ্ঞান নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

চুঁচুড়ায় শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

বিগত ২রা কার্ত্তিক, রবিবার শুক্লাপ্রতিপদে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা না থাকায়, ঐ দিন বিরাট্‌ভাবে **অন্নকূট মহোৎসব** হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের পর্য্যবেক্ষণে ২৫৩ প্রকার ভোগ প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয়। চুঁচুড়া-সহরবাসী অন্নকূটের এই বিরাট্ আয়োজন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া যান। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মঠের ভূয়সী প্রসংশা করিয়া বলিতে থাকেন যে, এবম্বিধ অভিনব ভোগের ব্যবস্থা আমাদের কল্পনার অতীত। বেলা অনুমান ২টার সময় সকলকে প্রচুর পরিমাণে সেই প্রসাদ সর্ব্বতোভাবে বিতরণ করা হয়। অদ্যকার গো-পূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—ভক্ত উপেন্দ্র, (আসাম)



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-বাসরে দীন-হীনের

ভক্ত্যুপহৃত দুর্ব্বাদল

(আজি) বিশ্ব তোমার পূজিছে চরণ
নিয়ে হৃদিভরা আকুলি দৈন্য।
(আমি) কি দিয়ে পূজিব তোমার চরণ
হৃদয় আমার ভকতি শূন্য॥
(তুমি) গৌর-প্রিয়জন পতিত পাবন,
করুণার তব নাহিক পার।
(তব) করুণাতে পেল কতই কাঙাল
শচী দুলালের করুণা-ধার॥
(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।

(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য
তোমারি অভয় চরণের তলে ॥১॥

(আজি) করুণায় তব এ দীন সেবক
তোমার যুগল চরণ বন্দে।
(আজি) গাহিব তোমার করুণার গাথা
বিশ্ববাসী সনে ললিত ছন্দে ॥
(কর) প্রদীপ্ত,—আমার কলুষ-কালিমা
মলিন হৃদয় ঘুচায়ে ভ্রান্তি।
(মোর) হৃদয়ে ঢালিয়া করুণা অমিয়
দাও বিকশিয়া ভকতি কান্তি ॥
(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।
(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য
তোমারি অভয় চরণের তলে ॥২॥

(দাও) অনর্থের ঘন কুহেলী-তিমির
বিনাশি, সরলা শুদ্ধভক্তি।
(তব) চরণ পূজিতে দাও কৃপা করি'
হৃদয়ে আমার অমিত শক্তি ॥
(তব) মহিমার গীতি গাহে বিহঙ্গম
কুলু-কুলু নাদে তটিনী গায়।
(পত্রে) গাহে মর্ম্মরিয়া অটবী বিটপী
বিশ্ব লুটিছে তোমার পায় ॥
(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।
(যেন) লুটাইতে পারি জগদ্বন্দ্য
তোমারি অভয় চরণের তলে ॥৩॥

(আজি) হ'য়েছে আমার হিতাহিত জ্ঞান
অলীক মোহের ছলনে লুপ্ত।
(প্রভো) জাগাও চরণ পরশে আমারে
আমি যে সতত মায়াতে সুপ্ত ॥
(তব) করুণা বারিতে করগো ধৌত
আমার মলিন-বিকল চিত্ত।
(যেন) তোমার অভয় যুগল চরণ
অকপটে পারি সেবিতে নিত্য ॥

(জয়) জয় **শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।
(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য
তোমারি অভয় চরণের তলে ॥৪॥

(মম) কামনা অনল দগ্ধ হৃদয়ে
ঢাল করুণার অমৃত বিন্দু।
(আমি) বন্দিব তব যুগল চরণ
তুমি যে অমল করুণা সিন্ধু ॥
(মোরে) দাও সহিষ্ণুতা, দৈন্য, সরলতা,
দর্প অভিমান করিয়া চূর।
(তুমি) শোধহ আমারে করিয়া করুণা
আলস্য জড়তা করিয়া দূর ॥

(জয়) জয় **শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী**
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।
(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য
তোমারি অভয় চরণের তলে ॥৫॥

(মোর) অসার কামনা, বিষয় বাসনা
অকপটে সব করগো দূর।

(আজি) বন্দি তোমার যুগল চরণ
মায়ার আমিত্ব করগো চূর ॥৫
(আমি) ঘৃণ্য সারমেয় হইতে অধম
হে দয়াল ! মোরে করুণা কর।
(তব) করুণা শকতি আজ যেন মোরে
শ্রীগুরু-সেবাতে করে তৎপর ॥
(জয়) জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
তব অহৈতুকী করুণা-বলে।
(যেন) পারি লুটাইতে জগদ্বন্দ্য
তোমরি অভয় চরণের তলে ॥৬॥

দীন সেবক—
—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

জ্ঞানকথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

চেতনের স্বভাবানুযায়ী একটি স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই প্রকার ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে ক্ষুদ্র-চেতনের সহিত বৃহৎ-চেতনের মিশিয়া যাওয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ তাহা স্বীকার করিলে জীবের স্বাতন্ত্র্যের কোন অর্থ হয় না। যাহারা আত্মহত্যা করিয়া স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য রাখিতে চাহেন, তাহাদের কথা পৃথক্। সেইপ্রকার আত্মঘাতিগণই কেবলাদ্বৈতবাদী। কিন্তু যাঁহারা নিজের বিশুদ্ধাত্মা বা নিজত্ব নিত্যকালই বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। সেই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধাত্মার বিকাশ হইলে, জীব সহজেই মায়া-মুক্ত অবস্থায়ও নিজ ব্যক্তিত্বের লোপ করিয়া দেন না। পরন্তু সেইপ্রকার শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব বা স্বরূপ-সিদ্ধিতে সেই পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবায় নিয়োজিত হইয়া আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত চিদ্‌বিলাসী হন। অতএব এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানালোচনাই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত এবং সেইপ্রকার শুদ্ধজ্ঞান ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই 'জ্ঞানযোগ' আখ্যা লাভ করে।

এই প্রকার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সকল দেশে সকল সময়ে দেশ-কাল-পাত্রবিচারে বহুপ্রকার আলোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে ষড়-দর্শনের আলোচ্য-বিষয় আছে, তাহাও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধেই 'নানামুনির নানামত'-সম্বলিত শুষ্ক-জ্ঞানালোচনা মাত্র। সেইগুলির কোনটী জ্ঞানযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের কথা পৃথক্ আলোচিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের বিশুদ্ধ ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত। এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের বিচার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এযাবৎ কাল বিদ্বৎ-সমাজে বেদান্ত-সূত্রের ভিত্তির উপরই মায়াবাদ এবং সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। যে সম্প্রদায়ে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য নাই, তাহা পণ্ডিত-সমাজে অপসম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। মায়াবাদিগণের মধ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরিক-ভাষ্য'ই প্রধান। আচার্য্য রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের ভাষ্য ব্যতীত শ্রীমন্ মহাপ্রভু-স্বীকৃত মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম্পরা-ধস্তন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের, শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য'ই প্রধান। যাঁহারা তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বেদান্ত-দর্শন বিশেষভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেদান্ত-তত্ত্ববিৎ বলিলেই যে কেবলমাত্র শাঙ্কর সম্প্রদায়ই বুঝায়, তাহা নহে, পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণই অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত বেদান্ত-তত্ত্ববিৎ জানিতে হইবে।

সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্ত-বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের কারণ—প্রকৃতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি দশটী কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিচারে বাহ্যেন্দ্রিয়। মন অন্তরেন্দ্রিয়—'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য-দর্শনে এই সমস্ত তত্ত্ব-বিষয় বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিই 'ক্ষেত্র'-তত্ত্ব। এবং সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরস্পর বিনিময়ে যে বিকার-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রাকৃত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ইত্যাকারে পঞ্চমহাভূতের পরিণাম—দেহ। মনোবৃত্তিরূপ চেতনাভাস ও ধৃতি ঐ ক্ষেত্রেরই বিকার বুঝিতে হইবে। 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-তত্ত্ব এই সকল 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্র'-বিকার তত্ত্ব-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,—তাহা ক্রমে আলোচিত হইবে। সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে লেইহ যে বিংশতি প্রকার সদ্‌গুণের প্রয়োজন-হয়, তাহা ভগবদ্গীতায় এইভাবে বলা হইয়াছে। যথা—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ (গীঃ ১৩।৮-১২)

অর্থাৎ জাগতিক মান-লাভে স্পৃহাহীনতা, বিদ্যা-বুদ্ধি বা ধন-জনের দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহ্যগুণ, গুরুবর্গের পরম্পরানুসারে সেবা, শৌচ, ধৈর্য্য, অন্তরেন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্তি-স্বরূপ সুখভোগে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতির যে দুঃখ তাহার দোষ দর্শন, পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা অর্থাৎ তাহাদের সুখ-দুঃখে উদাসীন্যভাব, সর্ব্বদা চিত্তের সমতা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনন্য-অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম জ্ঞানই নিত্য—এই প্রকার বুদ্ধি, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা ইত্যাদি জ্ঞান-সাধনের উপকরণ। এই সকল সদ্‌গুণ-বর্জ্জিত ব্যক্তির জ্ঞানযোগ আলোচনা করিবার অধিকারই নাই। কিন্তু কুতার্কিকগণ এইসকল জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার উপায়গুলিও ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষেত্র-বিকারের সমতুল্য করিয়া ক্ষেত্র-বিকারই মনে করেন। কিন্তু এই সদ্‌গুণগুলি প্রত্যক্-জ্ঞান-স্বরূপ। তার্কিক সম্প্রদায়ের বিচার গ্রহণ করিলেও এই-সকল বিকার মোহ, স্মৃতি-বিভ্রম, অজ্ঞান,—কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি অজ্ঞান-স্বরূপ বিকারের সমতুল্য নহে। একপ্রকার বিকার ক্রমশঃ জীবকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়, আর জ্ঞান-স্বরূপ উপাদানগুলি সেই সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করে। রোগ ও ঔষধ দুই বস্তু প্রকৃতিসম্ভূত ব্যাপার হইলেও একটি মৃত্যুমুখে লইয়া যায়, অপরটি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে। সুতরাং অল্প মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তির 'যত মত তত পথ'-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত রোগ ও ঔষধ একই পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

উপরিউক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানসাধন উপাদানগুলির মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু। জীবের চিত্ত-

দর্পণ মার্জ্জিত করিবার জন্যই প্রথম অষ্টাদশ প্রকারের উপাদানগুলির আবশ্যকতা আছে। চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়।

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥" (শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর)

অপরপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তির উন্মেষ দেখা গেলে ব্যতিরেক-ভাবে অন্যান্য অষ্টাদশ প্রকার গুণগুলি স্বতঃই দেখা যায়—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ"। দশটাকা, বিশটাকা, একশত টাকা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুঁজিগুলি বহুদিন ধরিয়া একত্রিত হইলে লক্ষ টাকার সংগ্রহ হয়। কিন্তু একসঙ্গে লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলে আর পৃথক্‌ভাবে দশ টাকা, বিশ টাকার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না। অতএব ভগবান্ শ্যামসুন্দর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য-ভক্তি থাকিলে অন্যান্য বিষয়গুলি অবান্তর ফলস্বরূপ আবির্ভূত হয়। কিন্তু ভগবানের অব্যভিচারিণী ভক্তিকে বাদ দিয়া অপর অষ্টাদশ প্রকার সাধনাঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও, প্রাকৃত লোকসমূহের নিকট ক্ষণিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চরমসিদ্ধি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।" ভগবানের পাদ-পদ্ম অনাদর করিয়া এবং ভক্তি-বিষয়িণী সাধনা বাদ দিয়া কেবলমাত্র বাহ্যিক 'আঁকুপাকু'-ভাব দেখাইয়া অমানিত্ব-অদম্ভিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি—ক্ষণভঙ্গুর। সেইগুলির প্রাকৃত কিছু মূল্য থাকিলেও নিত্যত্ব কিছুই নাই। ভক্তিদেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিতে হইবে, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই অজ্ঞান। প্রাকৃত 'ঘট-পটিয়া'-জ্ঞানের ত' কথাই নাই, তাহাও অজ্ঞান-বিশেষ।

তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিবার উপরিউক্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করিলে অধ্যাত্ম-চিত্ত লাভ হয় এবং সেইপ্রকার অধ্যাত্ম-চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই ক্ষেত্র-জ্ঞান বা জড়জ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান বা চিদ্‌জ্ঞানে উপস্থাপিত হওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-শব্দে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই বুঝায়। প্রকৃতিকে যে অনেক সময় 'ব্রহ্ম' বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম 'কারণ' হইতে প্রকৃতি 'কার্য্য' এবং তাঁহার শক্তিও 'কারণে'র সমতুল্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই প্রকৃতিরূপ মহদ্-ব্রহ্মে জীবরূপ ব্রহ্মের বীজ গর্ভাধান করেন। যথা,—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ (গীঃ ১৪।৩)

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যের সমাধান এইস্থানে। বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্রহ্ম —জীব এবং প্রকৃতি এক তাৎপর্য্যার্থক। বৈষ্ণবগণ এই বিচারে শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদী। পূর্ব্বে আমরা যে 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' শ্লোক আলোচনা করিয়াছি, তাহারই পরিস্ফুট অর্থ এই শ্লোকের দ্বারা জানিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

সনাতনের ভিক্ষা ও ভদ্র-বেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দুই ভাই শ্রীরূপ ও অনুপমের সহিত তাঁহার প্রয়াগে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই বৃন্দাবনে গিয়াছেন। প্রভু সনাতনকে তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইবার জন্য জানাইলে তপনমিশ্র সনাতনকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে পুনরায় ডাকাইয়া শ্রীসনাতনের দরবেশ-বেষ দূর করাইয়া তাঁহাকে ক্ষৌর করাইবার জন্য জানাইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী চন্দ্রশেখরও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে ভদ্রোচিত ক্ষৌরাদি করাইয়া গঙ্গাস্নান করাইলেন।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপর মহাপ্রভুর ক্ষৌরকার্য্যের আদেশে বাউল-সম্প্রদায়ের অভদ্রোচিত নখ-রোমাদি-ধারণ-রূপ অবৈধ বিচার নরসুন্দরের তীক্ষ্ণ শাণিত ক্ষুরে ছিন্ন হইয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা জাহ্নবীর চিন্ময় বারিতে বিধৌত হইয়া গেল, এবং লোক-লোচনে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের ভদ্র-স্বরূপও পরিদৃষ্ট হইল। তখন চন্দ্রশেখর সনাতনকে নূতন বস্ত্র পরিধানের জন্য আনয়ন করিলে মহাবৈরাগ্যবান্ সনাতন তাহা অস্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া সনাতনের প্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দর পরমানন্দিত হইলেন।

মধ্যাহ্নে তপনমিশ্রের গৃহে সনাতনের প্রভু-ভুক্তাবশেষ প্রাপ্তি

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন-কালে ভিক্ষার জন্য সনাতনকে সঙ্গে লইয়া তপনমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন; প্রভু সনাতনকেও ভিক্ষা দিতে জানাইলে, তপনমিশ্র কহিলেন,—"সনাতনের কিছু কৃত্য আছে, তুমি অগ্রে ভোজন কর; তোমার অবশিষ্ট অধরামৃত প্রসাদ তোমার ভোজনান্তে আমি তাঁহাকে দিতে পারিব।" এদিকে মহাপ্রভু ভোজনান্তে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন, সনাতনও মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে প্রেমোদ্দীপ্ত-হৃদয়ে প্রসাদ সেবন করিলেন।

সনাতনের জীর্ণ-বস্ত্র গ্রহণ

সনাতনের প্রসাদ-সম্মানান্তে তপনমিশ্র একখানি নূতন-বস্ত্র পুনরায় সনাতনকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলেন, আচার্য্য-শিরোমণি সনাতন তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সনাতন কহিলেন,—

"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরধিান এক দেহ' পুরাতন"॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৭-৭৮)

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণ-গ্রহণে সনাতনের অসম্মতি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র ছিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে সাক্ষাৎ করাইলেন। সেই বিপ্র সনাতনকে কহিলেন,—"আপনি যাবৎকাল এই বারাণসী-ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন, তাবৎ আমার গৃহে নিত্য স্থূল-ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমি যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।"

সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০৮১)

সনাতনের ভোট-কম্বল ত্যাগ ও ছিন্নকন্থা গ্রহণ

সনাতনের বিশুদ্ধ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকান্ত-প্রদত্ত ভোট-কম্বলটীর দিকে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতনও প্রভুর হৃদগত আশয় অবগত হইলেন। ভগবান্ নিজের অতি প্রিয়-জনের প্রেমভক্তির ব্যাঘাতকারক বহিরঙ্গ-জাতীয় সামান্য বিষয়-গন্ধও রাখিতে চান না,—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নিজজনগণের প্রতি অন্তরঙ্গ দৃষ্টি। মূল্যবান্ ভোট-

কম্বল-ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া সনাতন উহা অবিলম্বে পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন সনাতন গঙ্গায় মধ্যাহ্ন-স্নানের জন্য গমন করিলেন, তথায় একজন গৌড়ীয়া কন্থা ধুইয়া শুকাইতে দিয়াছে, দেখিতে পাইলেন।—

তারে কহে,— "ওরে ভাই, কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে॥"
সেই কহে,—"রহস্য কর প্রামাণিক হঞা!
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা?"
তেঁহো কহে,—"**রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী।**
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি॥"
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৫-৮৮

মহাপ্রভু ও সনাতনের মধ্যে কম্বল-ত্যাগের বৃত্তান্ত আলোচনা

প্রভু কহে,—"তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল?'
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে,—"ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ-রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"
গোসাঞি কহে,—"যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ॥"

প্রভুর প্রতি সনাতনের প্রশ্ন

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিলা॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব' নিরূপণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৯-৯৬)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক সদৈন্যে বিনতি করিতে লাগিলেন,—

"নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম !!
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি !
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি !!
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার ॥
"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয় ॥
'সাধ্য,' 'সাধন-তত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥' (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯৯-১০৩)

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে সনাতনের মাহাত্ম্য বর্ণন ও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব ॥
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ। (নারদীয় বাক্য)

[সদ্ধর্ম্মের উদ্‌য় করাইবার জন্য যাঁহাদের মতি দৃঢ়া, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।]

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয় ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৪-১০৯)

'কে আমি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে, "তুমি—জীব। এই জড়-সম্ভূত শরীরটী কি তুমি ? তাহাও নহে ; অথবা তোমার মন,

বুদ্ধি, অহঙ্কার-স্বরূপ লিঙ্গ-শরীরটী কি তুমি? তাহা নহে। তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় অবস্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, তুমি 'তটস্থা'-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার অচিন্ত-ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ 'সম্বন্ধ'। চিন্ময়-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুত্ব-বশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদাংশ-প্রকাশ। কৃষ্ণসহ তোমার ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব—সূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ, অথবা বৃহদগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ জীব-সমূহের উদাহরণ-স্থল। জীবের নিত্য-সত্তা আছে বলিয়া জীব 'সৎ'। জীব চেতন বস্তু বলিয়া 'চিৎ' এবং তাহাতে আনন্দধর্ম্ম আছে বলিয়া জীব 'আনন্দ'-স্বরূপ; কিন্তু জীব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নহে। জীব অণু-বস্তু; কৃষ্ণ বৃহৎ বা বিভুচৈতন্য-স্বরূপ।

সনাতনের সহিত প্রভুর জীবশক্তি-বিচার

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

অর্থাৎ অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

এক-স্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগতে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীঃ ৭।৫)

আমার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া'। ইহার নাম 'মায়া প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীব-স্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যস্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বস্য
শ্রীশ্রীমতো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিনঃ
প্রভুপাদস্য তিরোভাব-তিথৌ

"আর্ত্তি-স্তবরাজঃ"

নমস্তে প্রভুপাদায় গৌরাঙ্গ-প্রেষ্ঠ-মূর্ত্তয়ে।
ভক্ত-বৎসল-রূপায় নমস্তে করুণাব্ধয়ে ॥১॥

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং পূরয়িতুং মহীতলে,
পুণ্য-নীলাচলে ধাম্নি কৃপয়াবততার যঃ।
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥২॥

আবির্ভূয় জগন্নাথ-প্রেম-প্লাবিত-পত্তনে,
গৌরাবির্ভাব-দেশং যো ব্যখ্যাপয়দ্ মহীতলে।
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৩॥

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-
বাণী-বৈভব-রূপেন লেভে যমিহ মেদিন্যাম্।
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৪॥

কুসিদ্ধান্ত-তমোরাশিং সমূলেন বিনাশ্য যো,
ভক্তিসিদ্ধান্ত-শুভ্রাংশুমুদয়ামাস ভূতলে।
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৫॥

মায়ান্ধ-চেতসাং ছিত্ত্বা মায়া-নিগড়-বন্ধনং,
গৌরপ্রেম-সিন্ধৌ যস্তু নিমজ্জয়াঞ্চকার তান্ ॥

তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৬॥

যঃ প্রভুরিহ মেদিন্যাং গৌরবাণ্যাঃ কলেবরং,
স্বয়ং ভক্তি-সদাচারৈঃ শিক্ষয়ামাস কিঙ্করান্ ॥
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৭॥

পারমার্থিক-গৌড়ীয়-পত্রৈশ্চ পরিচারকৈঃ
অচীকীর্ত্তৎ হরের্নাম স্বয়ং গত্বাপি ভূতলে ॥
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-বৃন্দাবন-বিহারিণাং
লীলাগায়ন্ সদামাঙ্ক্ষীৎ মহাপ্রেম-রসার্ণবে ॥
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ৯॥

বৃন্দাবন-লতাকুঞ্জে পরিচর্য্যারতঃ সদা,
যো বার্ষভানবী-দেব্যা দয়িতেতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তস্য শ্রীপ্রভুপাদস্য পদনখ-বিধু-দ্যুতি-
র্মদীয় হৃদয়াকাশে কদা বিরাজতে স্ফুটম্ ॥১০॥

ভো ! ভো ! প্রভো ! কৃপাসিন্ধো ! হে দীনজনতারণ !
কদা মূঢ়াধমে দাসে দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥
ভূত্বা তব পদাব্জস্য দাস্যস্যানুগ-কিঙ্করঃ ।
তিষ্ঠামি প্রতিজন্মেতি জনোঽয়মভিকাঙ্ক্ষতে ॥১১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিদ্যালয়ঃ
শ্রীরাধাকুণ্ডম্ (মথুরা)

ভবতঃ শ্রীচরণকমলয়োর্দাসানুদাসস্য
—শ্রীমধুসূদনদাস-ব্রহ্মচারিণঃ

বর্ত্তমান সমাজের আচার

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে, সম্মত সবার॥" (চঃ ভাঃ অ-৩।৪৪)

যে আচার পালন করিলে কৃষ্ণে প্রীতি হয়, তাহাকেই সদাচার বলে। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণভক্তি। সুতরাং শাস্ত্র-সম্মত আচারই সদাচার।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" (গীঃ ১৬।২৩)

অর্থাৎ—শাস্ত্রের বিচার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি মনোধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে, সে কখনও সুখ, সিদ্ধি ও পরা গতি লাভ করিতে পারে না।

কামাচারীর সুচিন্তিত সদাচারও অসদাচার। তাহাদ্বারা জীব পরাগতি লাভ করিতে পারে না এবং শাস্ত্রাচারীর আচার তাহাদের দৃষ্টিতে অসদাচার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা সদাচার। তাহাদ্বারা জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হন।

কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল আচার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সাত্বত-স্মৃতি বিষ্ণুযামলে বলিয়াছেন,—

কৃতে শ্রুত্যুক্ত-মার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি-সম্ভবঃ।
দ্বাপরে পুরাণোক্তঃ কলাবাগম-সম্মতঃ॥

অর্থাৎ—সত্যে শ্রুতি-মার্গে, ত্রেতায় স্মৃতি-মার্গে, দ্বাপরে পুরাণ-মার্গে এবং কলিযুগে তন্ত্র-মার্গে হরিভক্তির আচরণ বিহিত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র—এই শাস্ত্র-সকল পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নয়। সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে সকলেই একমত। শ্রৌত-পথে লব্ধ দিব্যজ্ঞানই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারাই জগতে মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়া 'শ্রুতি' নাম ধারণ করেন। শ্রুতি পুনঃ সেবোন্মুখী স্মৃতি-পথের বিষয়িণী হইয়া 'স্মৃতি'-সংজ্ঞা লাভ করেন। স্মৃতি আবার প্রাচীন আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রুতির উপদেশ-সকল প্রচার করিয়া 'পুরাণ' নামে অভিহিত হন, এবং পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ই অল্পবুদ্ধি মানবগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে বিস্তারিত হইয়া 'তন্ত্র'-নাম ধারণ করেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে তন্ত্র ত্রিবিধ। তামস ও রাজস তন্ত্র, তামসিক এবং রাজসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানবের যোগ্যতামূলে রচিত হইয়াছে। তাহা সত্য-পথের অত্যন্ত বিঘ্ন-কারক বলিয়া সাত্বত ভক্ত ও সাত্বত শাস্ত্র সমূহ উহা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিমল 'হরিভক্তি' সাত্বত-তন্ত্রের

একমাত্র কীর্ত্তনীয় বিষয়। এই সাত্বত তন্ত্রই 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্বত তন্ত্রের অন্তর্গত।

সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং পরমাদ্ভুতম্।
নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্ল্লভম্॥ (নারদ পঞ্চরাত্র ১।১।৬১)

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র সর্ব্ববেদের সার বলিয়া, পুরাণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে॥

(পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ১৮ সংখ্যাধৃত মহাভারত-বাক্য)

পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্। হরিভক্তি সেই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভাবে মহাভারতে পঞ্চরাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মযামলেও উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-**পঞ্চরাত্র**-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ব্রহ্মযামল)

পঞ্চরাত্রে হরিভক্তি করিবার যে-বিধি আছে, তাহা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বতন্ত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তি-অনুষ্ঠানে (?) প্রবৃত্ত হইলে, ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা ত' নাই-ই, বরং তাহা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজের ঘোর অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভাগবতের আলোচনার দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইলেও পঞ্চরাত্রকে বাদ দিতে পারা যায় না। পঞ্চরাত্র উল্লঙ্ঘন করিতে গেলে ভক্তির অনুষ্ঠান উৎপাত মধ্যে পরিগণিত হইবে। বিষ্ণুযামল, তত্ত্বসাগর, ভরদ্বাজ-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি সাত্বত-স্মৃতি এবং পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি সাত্বত-তন্ত্রে উপদিষ্ট পন্থা ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই কলিহত জীবের উদ্ধার নাই—ইহা শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই প্রমাণিত হইয়াছে।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা॥ (বিষ্ণুযামল)

কলির শ্রৌক্ত-ব্রাহ্মণগণেরও শুদ্ধতা নাই। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা না থাকায় তাঁহারা পবিত্র হইতে পারেন না। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহারা শুদ্ধিতা লাভ করিতে পারেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে যখন পারমার্থিক বিচারের অবনতি আরম্ভ হইল, তখনই হিন্দু-সমাজে ব্যবহারিক শৌক্র-জাত্যাদির বিচার প্রাধান্য লাভ করে এবং তখন হইতে তন্ত্রোক্ত সাধনের ভাণ করিয়া অপস্বার্থপরতা-মূলে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণ তামসিক ও

রাজসিক তন্ত্রের উপদেশসমূহকে পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন। ফলে, সমাজে মদ্য-মাংসের ব্যবহার অবাধে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজ গোস্বামিগণও ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতিকূল স্মার্ত্ত-আচারেরই অনুবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা আজ পঞ্চরাত্রের নামই জানেন না। আজ তাঁহারা নারদকে ভুলিয়াছেন এবং নারদও তাঁহাদিগকে ভুলিয়াছেন। সমস্ত দেশেরই আজ এই অবস্থা।

সমাজের এই দুর্দ্দিনে একদিন পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** যে পরম শক্তিধর মহাপুরুষ একহাতে ভাগবত ও অন্যহাতে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র লইয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ পরিকল্পে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর দ্বারা সমগ্র ভারতের সমস্ত মনোধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও কাপট্য ধর্ম্মাদিকে স্তম্ভিভূত করেন এবং পরম নির্ম্মৎসর সাধকগণের বিমল পারমহংস্য জ্ঞানের কথা জানাইয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেক মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপুরুষের সুসিদ্ধান্ত-বাণী সমগ্র পৃথিবীর-প্রত্যেক মানবের অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে।

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী,
ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

শ্রীঅম্বরীষ-রাজার উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে অম্বরীষ নামে এক রাজা ক্ষত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি মহাভাগবত ছিলেন। রাজা হইলে কি হয়?—তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পিতার ন্যায় স্নেহে প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জল-প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব উৎপাত ছিল না। প্রজারা সুখ-শান্তিতে কাল-যাপন করিত। তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠ-গুণানুগুণ অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, যশঃ-কথাতে, কর্ণকে অচ্যুত-কথা শুনিবার জন্য, পদদ্বয়কে শ্রীহরি-ক্ষেত্র-সমূহ পরিভ্রমণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নাসিকাকে

ভগবৎ-পাদপদ্ম-অর্পিত সচন্দন তুলসীর আঘ্রাণে এবং যাবতীয় কাম শ্রীহরি-দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

এক দিবস তিনি রাজ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উপরে সুনীল চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের চতুর্দ্দিক্ শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের, অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত, বৈদূর্য্য ইত্যাদি বহু মূল্যবান্ মণি-হীরকাদি উজ্জ্বল রত্নদ্বারা আলোকিত হইয়াছিল। রাজ-কিঙ্করগণ শ্বেত চামর দ্বারা রাজাকে বীজন করিতেছিল। দিব্য স্তুতি দ্বারা ভাটগণ রাজার যশো-গুণ গাহিতেছিল। প্রহরীগণ সশস্ত্রে রাজাকে বন্দনা করিতেছিল। রাজ-পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। রাজ-সভা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এমত সময়ে, মহারাজ অম্বরীষের দ্বাদশী-পারণ-দিবসে—রুদ্র-অংশে অবতীর্ণ যোগ-বিভূতিমান মহা-তেজস্বী শ্রীদুর্ব্বাসা-ঋষি অকস্মাৎ 'হর-হর,' 'ব্যোম ব্যোম', 'জয় জয় শঙ্কর' রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিয়া, সূর্য্যসম জ্যোতির্ম্ময়রূপে রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজর্ষি অম্বরীষ সহসা ঋষিকে সমাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে রাজ-সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীদুর্ব্বাসা ঋষির পাদ-বন্দনা করত বসিতে রত্ন-খচিত আসন প্রদান করিলেন। বিবিধ সুগন্ধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঋষিবরের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও করযোড়ে বিনীত-ভাবে রাজা দণ্ডায়মান রহিলেন। **দুর্ব্বাসা** রাজার আতিথ্য-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতি-সহকারে রাজাকে বলিলেন,—"হে রাজন্! গতকল্য হইতে উপবাস করিয়া আছি। অদ্য আপনার এখানে পারণ করিব—এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।"

রাজা ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা পরম আনন্দ-সহকারে স্বীকার করিলেন।

মহামুনি বলিলেন,—"নিকটস্থ নদী-তীরে স্নান, সন্ধ্যা, আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া আসিতেছি—তুমি সেবার আয়োজন কর।" এই কথা রাজাকে বলিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি নদীতীরে গমন করিলেন। রাজাও চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় উপাদেয় চতুর্ব্বিধ ভগবৎ-প্রসাদের আয়োজন করিলেন।

এদিকে তিনি মহা-সঙ্কটে পড়িলেন; পারণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া কি-প্রকারেই বা নিজে পারণ করিবেন—এই চিন্তায় রাজা আকুল হইয়া পড়িলেন। **যথাসময়ে পারণ না করিলে ব্রত রক্ষা হয় না,** আবার ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘনেও অপরাধ; এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া

রাজা 'যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে' তৎসম্বন্ধে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ সহ বিচার করিয়া স্থির করিলেন,—"এখন আমি কেবলমাত্র জলপান করিব, তাহাতেই পারণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইবে। যেহেতু শাস্ত্রকারগণ জলপানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন।"

রাজা এই বাক্যানুযায়ী জল পান করিলে, পরম যোগী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাসময়ে ঋষিবর রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

কিন্তু দূর হইতেই রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত দুর্ব্বাসা বলিলেন,—"রে দুর্ম্মতে! তুমি ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিয়া, আমা-হেন অতিথিকে তুচ্ছ করত অগ্রেই ভোজন করিয়াছ, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ,—তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের এতদূর সাহস যে, ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে। আমি এখনই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।"

—এই বলিয়া, রুদ্রাংশভূত মহা-তেজস্বী ঋষি, ক্রোধ-ভরে স্বীয় মস্তক হইতে এক বৃহৎ জটা সমূলে উৎপাটীত করিয়া পৃথিবীতে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন; ঐ জটা হইতে এক ভীষণ মূর্ত্তি 'কৃত্যা'র সৃষ্টি হইল; তাহার শরীর হইতে জ্বলন্ত অনল সহস্র-শিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল; —যেন অকালেই প্রলয়ের সৃষ্টি হইল! সেই কৃত্যার হস্তে ভীষণ ত্রিশূল শোভা পাইতেছিল।

দুর্ব্বাসা সেই কালাগ্নিতুল্যা কৃত্যা-মূর্ত্তিকে আজ্ঞা করিলেন,—"যাও, এখনই ঐ দুর্ম্মতি রাজাকে ধ্বংস কর, বধ কর—ভস্ম কর।" এই আজ্ঞা পাইবামাত্র ঐ জ্বলন্ত কৃত্যা রাজাকে নিধন করিবার জন্য হুঙ্কার করিয়া ত্রিশূল-হস্তে তৎপ্রতি ধাবিত হইল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াও মহাভক্ত রাজা অম্বরীষ স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। অন্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু, ভক্তের এই সঙ্কট-অবস্থা দেখিয়া হস্তস্থিত 'সুদর্শন-চক্রকে' আজ্ঞা করিলেন,—"হে ভক্তরক্ষক সুদর্শন! তুমি এখনই যাইয়া রাজাকে রক্ষা কর।"

বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়া 'সুদর্শনচক্র' কোটী সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করত প্রথমেই ঐ ভীষণ মূর্ত্তি কৃত্যাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন; পরিশেষে দুর্ব্বাসাকে নিধন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দুর্ব্বাসা সহসা এই বিপদ দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে

লাগিলেন,—কিন্তু আজ আর রক্ষা নাই! সুদর্শনের অসহ্য তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ঋষি যোগবলে—অগ্নির ভিতর, কখন জলের ভিতর, কখন আকাশে, কখন শূন্যে, কখন বা পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইলেন। কিন্তু কোথাও নিস্তার নাই! সমস্ত স্থানেই পশ্চাতে ফিরিয়া ঋষি দেখিতে পাইলেন, তাহাকে নিধন করিবার জন্য চক্র তাঁহার অভিমুখেই আসিতেছেন। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া ঋষি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

ব্রহ্মা ঋষিবরকে কম্পিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মুনে! তুমি কি-নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে?" এই কথার উত্তরে **ঋষি** বলিলেন, "দেখুন, আপনি লোক-পিতামহ সকলের রক্ষাকর্ত্তা, আমাকে পশ্চাৎস্থিত ঐ ভীষণ সুদর্শন চক্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন।"

ব্রহ্মা সহাস্যে বলিলেন,—"ও যে বিষ্ণুচক্র; আমার সাধ্য নাই যে, ঐ চক্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি।"

তখন দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে শিবলোকে গমন করিলেন। ভক্ত শ্রীশঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ঋষিবর! তুমি কি-জন্য ভয়ে কম্পিত হইয়াছ? সবিশেষ ঘটনা দুর্ব্বাসা শিবকে জানাইলে তিনি বলিলেন—"এ-সুদর্শন চক্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। যাঁহার চক্র, বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তুমি সেই শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

মহাদেবের এই বাণী শুনিয়া দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। শ্রীনারায়ণ অন্তর্যামীসূত্রে সমস্ত ঘটনাই জানেন, তথাপি প্রকাশ্যে বলিলেন,—"হে মুনিবর! তুমি কি-নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে?"

এই কথা শুনিয়া **দুর্ব্বাসা** কম্পিত-হৃদয়ে সজল নয়নে [illegible]নকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—"হে অভয়দাতা! ঐ দেখুন, আপনা[illegible]ষণ অস্ত্র সুদর্শন আমাকে আঘাত করিবার জন্য পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে।"

ভগবান বিষ্ণু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হে দ্বিজ! এ-চক্র হইতে অব্যাহতি দিবার আমার কোনও প্রকার ক্ষমতা নাই।"

তখন সবিস্ময়ে দুর্ব্বাসা বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! আপনার হস্তস্থিত চক্র হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না? সুদর্শন ত' আপনারই ভৃত্য।

ভগবান্ বিষ্ণু তখন ঋষিকে বলিলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

"হে ঋষিবর! আমি আর আমাতে নাই; এ'জন্য আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ সাধুদের হৃদয় আমি, তাঁহারা আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে জানে না। আমিও সাধু-ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না। ভক্ত-কর্ত্তৃক আমি জিত। অতএব আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি,—'তুমি যদি সত্যসত্যই প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে যে ভক্তের নিকট তুমি অপরাধ করিয়াছ সেই মহাভক্ত অম্বরীষ রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।' তিনি ভক্ত, স্বভাবতঃই দয়ালু; অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া গমন কর।"

ভগবানের এই আজ্ঞা পাইয়া ঋষি প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। অবশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা এখনও পূর্ব্বের মত দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। কারণ তাঁহার ভবন হইতে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় গমন করায়, তিনি আর কিছুমাত্রও আহার গ্রহণ করেন নাই। রাজার এই অবস্থা—এই ভাব, দুর্ব্বাসা ঋষির মনোবুদ্ধির অগোচর।

তিনি ভাবিলেন, আমি যাহাকে নিধন করিবার জন্য অত্যুগ্র 'কৃত্যার' সৃষ্টি করিলাম, তিনি আমার জন্যই অনাহারে একপদে দাঁড়াইয়া আছেন। ধন্য, ধন্য, এই সহ্যগুণ ধন্যাতিধন্য !!! আমি প্রাণ-ভয়ে কত-শত-স্থানে দ্রুত-গতিতে যোগবলে পলায়ন করিয়াছি, কিন্তু ইনি নির্ভীকভাবে একস্থানেই বিরাজ করিতেছেন।

আজ হইতে জানিলাম—ধিক্ ধিক্ আমার ব্রাহ্মণত্বে! ধিক্ আমার ব্রত-তপস্যায়!! "ভক্তই বড়" এই কথা আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সকলকে জানাইতেছি। এই ভক্তের দর্শনে আমিও ধন্য ও পবিত্র হইলাম। এই বলিয়া ঋষি যখন সাষ্টাঙ্গে মহাভাগবত অম্বরীষ রাজার পদতলে নিপতিত হইলেন, তখন সঙ্কুচিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"অহো মহামুনে! আপনি কি করিতেছেন!"

ঋষি বলিলেন—"আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন; আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর কোনও গতি নাই।"

এই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি সম্মুখস্থ শ্রীসুদর্শন চক্রকে প্রণাম ও স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, চক্র দুর্ব্বাসাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরিশেষে রাজা অতিথি দুর্ব্বাসা ঋষিকে আনন্দসহকারে পরম উপাদেয় ভোজ্য মহাপ্রসাদদান করিয়া ও ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

আত্মানুসন্ধানে

মৃত্যু মানব-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ঘটনা। ভাবের দিক্ হইতে মৃত্যু—অভাব, মৃত্যু—সর্ব্বনাশী, মৃত্যু—ভয়ঙ্কর। তাই নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। মানুষ একটী আশা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, মৃত্যুই সেই আশা-বৃক্ষের মূল-উৎপাটক। তাই আমাদের এত ব্যথা।

মৃত্যু বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি—মৃত্যুই এ'জীবনের শেষ। বস্তুতঃ দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদই মৃত্যু। জড়বাদি-সম্প্রদায় যাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহাদের মতে 'চৈতন্য' মস্তিষ্কের স্পন্দনমাত্র,—স্থূল দেহের বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সব ফুরাইয়া যায়। জীবনের অস্তিত্ব বা আয়ত্ব তাহাদিগের নিকট মিথ্যা। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মায় যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আত্মা সম্বন্ধেও কিছু কিছু চিন্তা করেন। জীব অন্তঃকালে কি গতি লাভ করিবে? কোথায় কি-প্রকারে নব জীবন আরম্ভ হইবে—এই চিন্তাই তাঁহাদের চিত্তে উদিত হয়।

আত্মার সম্বন্ধে অনুধাবন করার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। কারণ, স্থূল-দর্শী মানুষ স্থূল-জ্ঞানেই বিমূঢ় থাকে। প্রায়ই দেখা যায়—পার্থিব বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি মরণের শেষ-মুহূর্ত্তেও পার্থিব বিষয়-ব্যাপারের চিন্তাই করিয়া থাকে। চিত্ত হইতে সংস্কারগুলি দূর করিতে সমর্থ হন না। ফলে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারগুলির প্রভাব পরবর্ত্তী জন্মেও থাকিয়া যায়। এই জন্যই জীবনের প্রারম্ভে সংযম ও ত্যাগাভ্যাসের অনুশীলন না করিলে অন্তিম দিনে কোন-ক্রমেই চিত্তকে নির্ব্বিষয় করা যায় না। চিত্তকে পার্থিব ব্যাপার হইতে বিমুক্ত করিতে হইলে যে-প্রকারের সাধনার প্রয়োজন, দেহ-ত্যাগের বহু পূর্ব্ব হইতে তাহার অভ্যাস রাখা দরকার।

বাসনা ত্যাগের প্রয়াস—এক কঠোর সাধনা। অনেক সময় কঠোর তপস্যাতেও সফল লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সম্বন্ধে বহু সদুপদেশ আছে। এইসকল উপনিষদ্-বাক্য জ্ঞানি-লোক কর্ত্তৃকই পঠিত হয়। সংস্কারাসক্ত ব্যক্তিগণও উহা পাঠ করেন; কিন্তু তাহদের সে পাঠে কোন ফল হয় না। উপদেশ-বাক্যগুলি চিত্তের সমক্ষে ক্রিয়াশীল সজীব মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিফলিত না হইলে চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। মানব-হৃদয়েও উপদেশ-বাণীর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজমান না হইলে কেবল পঠনে উহার ফল লাভ হয় না। বিস্মৃত দেবতাকে স্মরণ-পথে আনিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। এ সাধনার একমাত্র উপায়— ভগবদ্ভক্তি।

ভক্তিযোগের দ্বারাই সাধনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তি-বীজেই প্রকৃত বৈরাগ্য ও অহৈতুকী ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (ভাঃ ১।২।৭)

ভক্তিযোগের সাহায্যে বাসনা-ত্যাগ সম্ভব হয়। চিত্ত যদি আনন্দ-রস-বিগ্রহের মধুর মূর্ত্তি, মধুর নাম এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলাকথা দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে পার্থিব বিষয়-সংস্কার আর সে-হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না। পার্থিব বিষয়-সম্ভোগ-বাসনাসমূহকে বিতাড়িত করিয়া যদি হৃদয়-ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভগবানের শ্রীনাম, গুণ, রূপ, লীলাদি স্মরণ-কীর্ত্তন-মনন করিতে করিতে আত্মা দেহত্যাগ করিতে পারেন, তবে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

—ডাঃ শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার
পুরাণ-ভক্তি-কাব্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-বিশারদ
বেলঘোরিয়া (২৪ পরগণা)

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকলে কি ভগবান্ পাওয়া যায় না?—তোমার এই কথাটী হইতে তোমার হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির অনুকূল ক্রিয়া-মুদ্রা গ্রহণ করিতে তোমার লজ্জা বা ঘৃণা হইতেছে, তজ্জন্য তুমি ফাঁকির আশ্রয় লইতে চাহিতেছ। ইহা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে অতীব্রতা বা শৈথিল্যের পরিচয় দিতেছে। অথবা জ্ঞান-যোগাদি সাধন প্রভাবে অরূপ-ব্রহ্মও নির্ব্বিলাস পরমাত্ম-গতিকেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিয়া তুমি জ্ঞান করিতেছ। প্রথম ক্ষেত্র সম্বন্ধে বক্তব্য হইতেছে—মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে শক্তি লাভ করিবার জন্যই অনুকূল ক্রিয়া-মুদ্রা। এইগুলি সাধকের মনটীকে ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা পবিত্র করিবে। অপবিত্র বা মলিন মনে ভগবৎ-স্মৃতি সম্ভব নহে। "মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ" (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫০)। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১।৭।৪)

ভক্তিযোগের দ্বারা মন সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হইলে পূর্ণ-পুরুষকে ও তদাশ্রিত মায়াকে দর্শন করা সম্ভব হয়। এই ভক্তিযোগই মনকে সম্যক্‌রূপে নির্ম্মলতা প্রদান করিতে সক্ষম। এই ভক্তির বহু প্রকার অঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৬৪ প্রকার প্রধান। মালা-তিলকাদি ধারণ এবং তুলসী-মালিকা-সহযোগে শ্রীহরিনাম গ্রহণ উক্ত ৬৪ প্রকার মধ্যে একবিংশতিতম পর্য্যায়। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি যাহাতে লাভ করা যায়, তজ্জন্যই শ্রীভগবৎ-প্রিয়তমা শ্রীশ্রীতুলসী-দেবীর আনুগত্যে শ্রীতুলসী-মালিকায় নাম-সংখ্যা রক্ষা করা হয়। যদি সংখ্যা রক্ষা না করা হয়, তবে অনর্থগ্রস্ত সাধক নাম-ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অনর্থগ্রস্ত সাধকের মন শ্রীভগবানে রতিবিশিষ্ট নহে বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে চাহে না। সে সর্ব্বদা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়াকৃষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়েই লিপ্ত থাকিতে চাহে। ভগবৎ-চিন্তাদি তাহার রুচিকর হয় না। অথচ এই আপাত অরুচিকর বস্তুই তাহার অরুচি-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ এবং ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত অবস্থার স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য-সুখ। যেরূপ আপাত রুচিকর কুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিলে ব্যাধিমুক্তি ও স্বাস্থ্যসুখ লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তি ভবব্যাধির সুচিকিৎসক শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করত শ্রীনাম-ভজনে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে শ্রীনাম-গ্রহণে স্বাভাবিক অরুচি থাকা সত্ত্বেও শিষ্যত্বের লক্ষণ-স্বরূপ গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে তাহার গাঢ় শ্রদ্ধাহেতু সে শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে থাকে। শ্রীগুরুদেব তাহাকে শ্রীভগবৎ-স্মৃতিতে নৈরন্তর্য্য লাভ করিবার জন্য নামগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ সংখ্যা রক্ষা করিতে উপদেশ করেন। শ্রীগুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী শিষ্য অনর্থ-যুক্তাবস্থায় অনর্থের আক্রমণে শ্রীনাম গ্রহণ হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিলেও, সে গুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী বলিয়া সংখ্যা অসম্পূর্ণ রাখিতে পারে না। অনর্থের প্রকোপ তাহাকে বাধা দিলেও সে যত্ন-সহকারে সংখ্যা পূর্ণ করিতে থাকে। তৎফলে তাহার অনর্থ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সাধক নামে রুচি-রূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এই নাম-গ্রহণে সংখ্যা রক্ষণে যত্নবান্ নহেন, তাহাদের অনর্থ ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে শ্রীনামসেবা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষয়-সেবায় নিযুক্ত করে। ফলে তাহাদের দুর্ল্লভ জন্ম ব্যর্থ হইয়া যায় এবং নিরয়গামী হইয়া দুঃখ-লাভ ঘটে। ভাই, তজ্জন্য সংখ্যা-রক্ষাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ করাই অনর্থযুক্তাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। এইরূপ সংখ্যাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভজন-পথে উন্নত হইতে পারিব এবং ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যযুক্ত ভগবৎ-স্মৃতি লাভ করত ধন্য হইব। শাস্ত্রোপদেশ, যথা—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

ভাই, তোমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া সনাতনধর্ম্ম-শাস্ত্রানুবর্ত্তনে শ্রীহরিনামের মালিকা তোমার নিকট অশোভন বলিয়া বিবেচিত হওয়া কি ঠিক? দেখ, সনাতনী ব্যতীত পাশ্চাত্য-দেশীয় ধর্ম্মমতেও আমরা মালিকা ব্যবহার-প্রণালী লক্ষ্য করিতে পাই। মুসলমান, খৃষ্টীয়ান (রোম্যান্ ক্যাথলিক) বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি অনেকেই ত' এই সংখ্যাপূর্ব্বক মালা জপার পক্ষপাতী। তুমি মস্তকে শিখা রাখিতে আতঙ্কিত, কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও শিখদের গোঁফ-দাড়ি রাখাকে তদ্রূপ ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা কর না। তুমি বৈরাগ্যসূচক কৌপীন-কাঁথা দেখিয়া কুঞ্চিত হও, কিন্তু পাদ্রীসাহেবের অদ্ভুত আলখেল্লা দেখিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠ; গলদেশে তুলসী-মালিকা ধারণ তোমার নিকট অমর্ম্মন্তুদ ব্যাপার, কিন্তু নেক্-টাই, ক্রুশ-চিহ্ন, মুসলমানী তাবিজ, শিখদের লোহার বালা, মিলিটারীর নম্বর-পদক তোমায় পীড়ন করে না। ভাই, তোমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করি। তুমি "হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"-রচয়িতা কবি মাইকেলের উপদেশ অনুসরণ করিয়া নিজস্ব সম্পদে রুচিবিশিষ্ট হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; আমরাও আনন্দিত হইব।

নরেন্দ্র—ভাই, তুমি যে বিচার দেখাইতেছ তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বলিতেছি—আমাদের হিন্দুধর্ম্মে এমন অনেক ভক্তই রহিয়াছেন যাঁহাদের তোমাদের ন্যায় তিলক-মালাদি গ্রহণ না করিয়াও সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং তোমার মতটীই যে মত, অন্যটী কিছু নহে—ইহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমরা মহাজন-মুখে শুনিয়াছি—**"যত মত তত পথ"**। সুতরাং তোমার ঐ গোঁড়ামি কেহই বরদাস্ত করিবে না। তোমার ঐ মত ভাল লাগে, তুমি উহা গ্রহণ কর; কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে হইবে—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। তোমার বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তুমি আমার ২য় অনুমান অনুযায়ী বিচার পোষণ কর। যাহা হউক, এতদুত্তরে আমার বিনীত নিবেদন - আমি তোমার স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা রাখি না। তুমি তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে চলিবে—ইহাতে আমার লাভ-ক্ষতি কিছু নাই। তবে, ফলাফলভোগী ত' তুমিই হইবে, তজ্জন্য ভবিষ্যৎ-বিষয়ে

বিচার করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য এবং শুভাশুভ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া বন্ধুর কৃত্য। **"যত মত তত পথ"** কথাটী দ্বারা সমস্ত মতেরই পরিণতি একইরূপ হইবে—ইহা যদি তোমার ধারণা হয়, তবে আমি উহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিন গুণের ক্রিয়ার ফল একই প্রকার—ইহা মিথ্যা। নানাদিক্ হইতে রাস্তা আসিয়া কোন বিন্দুতে মিলিত হইতে পারে—ইহা সত্য। ইহা সত্য বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থানের চতুর্দ্দিকে নানা পথ প্রসৃত দেখা যাইতেছে এবং আমরা ঐ সংযোগ-বিন্দুতে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই যে-কোন একটী পথ গ্রহণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু ঐ বিভিন্ন পথগুলি দ্বারা আমরা কখনই একই স্থানে পৌঁছাইতে সক্ষম হইব না, কারণ তাহা বিভিন্ন-মুখী। তাই নরকগামী রাস্তা অবলম্বন করিয়া নরকেই পৌঁছিব, বৈকুণ্ঠে যাওয়া ঘটিবে না। আবার বৈকুণ্ঠের পথ অবলম্বন করিলে বৈকুণ্ঠলাভই ঘটিবে, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে না। সুতরাং বৈকুণ্ঠলাভের পথ—সেটী স্বতন্ত্র; বদ্ধ জীবের ইচ্ছানুসারে যে-কোন একটী গ্রহণ করিলেই চলিবে না।

শুদ্ধভক্তি-পথদ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-মার্গ দ্বারা সেই একই ফল কখনই পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তি-পথে ভবগৎপ্রেম-রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হয়। আর ভক্ত্যানুগত্যবিহীন স্বতন্ত্র কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপথ যথাক্রমে স্বর্গ-নরক-রূপ জাগতিক সুখ-দুঃখ, আত্ম-হত্যারূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধ-ভক্তের স্থান চিন্ময় গোলোক-বৈকুণ্ঠ, জ্ঞানী-যোগীর স্থান আধুনিক অস্ত্রোপচারকের ক্লোরফর্ম্ম করিবার টেবিল-স্বরূপ ব্রহ্মলোক; অর্থাৎ, অস্ত্রোপচার খুব ভালই হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোগী মারা গেল। আর কর্ম্মীর স্থান স্বর্গ-নরকাদি চতুর্দ্দশ লোক। সুতরাং সমস্ত পথই একস্থানে পৌঁছিতে পারিতেছে না। একাকার করিয়া গোঁজামিল দিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু সদ্‌গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত জীব উহা অনায়াসেই ধরিয়া ফেলে।

নরেন্দ্র—ভাই, তোমার কথার শেষাংশটুকু ভালরূপ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। তুমি কি ইহা বিস্তার করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবে?

দেবেন্দ্র—তোমার যখন শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহা তোমাকে না বলিয়া আমি আর কাহাকে বলিব। তবে এখন রাত্র হইয়া পড়িল, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে। অদ্য ঘরে চল, আগামীকল্য পুনরায় এবিষয়ে আলোচনা করিব।

আমাদের দুই বন্ধুকে আমরা অদ্য এইখানেই বিদায় দিলাম। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষোড়শ-বার্ষিক বিরহ-উৎসব

গত ২০শে অগ্রহায়ণ, (ইং ৫।১২।৫২) শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণা-চতুর্থী তিথির শুভ মিলনে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের সেবকদিগের ঐকান্তিক আগ্রহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। অতি **উষাকাল** হইতে তদীয় অনুগত সেবকবৃন্দ বন্দনা-বিরহাদি ও "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে তাঁহার অমিয় শব্দমূর্ত্তি **"শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী"** (১ম খণ্ড) নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পারায়ণ করা হয়। পরম পূজ্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীল ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ বিরহতিথি সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে এই পারায়ণের পৌরোহিত্য করেন।

মধ্যাহ্নে—শ্রীল প্রভুপাদের রুচিসম্মত বিবিধ বিচিত্রভোগ শ্রীল প্রভুপাদকে নিবেদন করিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলীকে বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে—বিরহ কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ বামন মহারাজ আনন্দগোপাল প্রভু, ত্রিবিক্রম মহারাজ, দামোদর মহারাজ ও ধর্ম্মেশ্বর প্রভু পর পর সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত ৬টী পদ্য ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। জগদ্‌গুরু প্রভুপাদের অলৌকিক জীব-কল্যাণকর আদর্শ ও উপদেশ-সমূহ উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে মদীয় প্রভুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** তাঁহার হৃদয়-ধন শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম সেবার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে গভীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অকপট-সত্য উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদের পরম কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ করা যায় যে, বৈষ্ণবের বিরহ ও আবির্ভাব একই তাৎপর্য্যপর। শরণাগতিই—সেবা; শরণাগতি-বিহীন আচার-প্রচারাদি সেবার নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ইত্যাদি। (তাঁহার বক্তৃতা পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইবে।)

সর্ব্বশেষে—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির আরতি করা হয়। আরতিকালে ভক্তবৃন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেবের রচিত "জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি"-নামক আরতি-গীতিটী খোল-করতালাদিযোগে কীর্ত্তিত হয়।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; মাঘ—১৩৫৯

২০ মাধব, ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-পঞ্চমী দি ৯।১২। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর** ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের **আবির্ভাব** এবং **শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব।**

২২ মাধব, ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—গৌরাষ্টমীরা ৩।৩১। **মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।** শ্রীভীষ্মপঞ্চক।

২৩ মাধব, ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-নবমী রা ২।১৫। **দি ম-মধ্যে পারণ।** শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব, ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী, শনিবার—গৌর-দশমী রা ১।২৪। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব, ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী, রবিবার—গৌরৈকাদশী রা ১।২। **ভৈমী একাদশীর ও বরাহদ্বাদশীর উপবাস।**

২৬ মাধব, ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী, সোমবার—গৌর-দ্বাদশী রা ১।১১। **বরাহদেবের অর্চ্চনান্তে দি ৭।৪ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে পারণ।**

২৭ মাধব, ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌর-ত্রয়োদশী রা ১।৫০। **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।**

২৮ মাধব, ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী, বুধবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ৩।০। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে পারণ।**

৪ গোবিন্দ, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া দি ১০।৪৭। **চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অদ্য হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ।**

৬ গোবিন্দ, ২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ২।২৯। **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সমাপ্ত।**

১২ গোবিন্দ, ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ২।৫৫। **বিজয়া একাদশীর উপবাস।**

১৩ গোবিন্দ, ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ১।২৩। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪র্থ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৪ মাধব, ৪৬৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ পৌষ, ১৩৫৯; ইং ১৪।১।৫৩ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

গরুড় উবাচ—

১। জয় জয় ত্রিভুবন-জন-মনোভবন বিদলিতাঘ-গুণ।
সকল-গীর্ব্বাণ-বন্দিত-চরণ-কমল-যুগল-পরিমল-
বহল-রিপু-বন-বিভঞ্জন বিদ্যোতমান্ সকল-সুরাসুর-
মুকুটকোটি-বিলসিত নিজপীঠ-কমল নিরসিত-নিজজন-

হৃদয়-তিমিরপটল-বহুল হিমকর ইব ত্রিবিধ-সন্তাপ-
সন্দোহ-হরণ-চরণ, জগদুদয়-স্থিতি-লয়-বিলাস-বিলসিত-
ত্রিবিধমূর্ত্তি,-কীর্ত্তিস্ফুর্জ্জিতজগদুদয়সন্দোহ দিনকর ইব,
নিজজন-মানস-সরোজ-ষট্‌পদ-বিদিত-সকলবেদ-
বিদ্যোতমান-মানস-নিজজন-মুনিজন-বন্দিতপদ-নখনীর-
পবিত্রীকৃত-গীর্ব্বাণ-মুনি-মানস-বন্দিত-চরণরজঃ-
প্রসাদ-সারভূত জগতামধীশ নমস্তে নমস্তে ॥১০॥

২। অপি চ অষ্ট-শক্তি-সহিতো বনমালী পীত-চৈল-কুসুমাবলি-শোভঃ।
পঙ্কজাকর-বিরাজিত-পাদঃ পাতু মামবহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ॥১১॥

৩। ভক্ত-হৃৎকমল-রাজিত-মূর্ত্তির্দুষ্ট-দৈত্য-দলনোত্থিত-কীর্ত্তিঃ।
বদ্ধসেতু-রবিতাশ্রিত-লোকঃ পাতু মামনুদিনং ভুবনেশঃ ॥১২॥

৪। স্থির-চল-ত্রিবিধ-তাপ-হিমাংশুর্ভাসমান-তরণি-প্রতিভাসঃ।
এক এব বহুধা কৃত-বেষো মায়য়াবতু মহামতিরীশঃ ॥১৩॥

৫। ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ।
বেদমার্গ উরুধা হিতকারী রীতিরীশি-তুরীয়ং গুণশালী ॥১৪॥
যজ্ঞভুগ্-হৃদয়-বন্ধনধারী বিশ্ব-মূর্ত্তিরবলাংশুক-হারী।
পালনেঽপি মহতাং বহু-দেহো রাস এষ তনুমানবতান্ন ॥১৫॥

৬। প্রেমভক্তি-পুরুষৈরুপলভ্যঃ পুরুষঃ কৃত-সমস্ত-নিবাসঃ।
দাস্যবৃন্দহৃষিতো নিজ-দাসঃ প্রেক্ষণৈক-করুণোঽবতু বিশ্বম্ ॥১৬॥

৭। কণ্ঠ-লম্বিত-তরক্ষু-নখাগ্র-ক্রুষ্ট-গোপ-রমণী-কুচভারঃ।
লীলয়া যুবতিভিঃ কৃত-বেষঃ শেষ এষ ভবতাদুপশান্ত্যৈ ॥১৭॥

৮। দণ্ডপাণিরয়মেব জনানাং শাসিতাত্ম-নিয়মোক্ত-হিতানাম্।
পাবনায় মহতামনুশালী বিশ্ব-দুঃখ-শমনো ভবতান্নঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়কৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। **গরুড় বলিল**—হে প্রভো! ত্রিভুবন-স্থিত জনগণের হৃদয়ই আপনার বাস-ভবন। আপনার গুণে দুরিত-রাশি বিদলিত হয়। যে-সকল দেবতা আপনার চরণ-কমল-যুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদের রিপুরূপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি নিয়ত প্রভা-যুক্ত; আপনার পীঠ-কমলে সকল সুরাসুরের কোটি কোটি মুকুট বিলুণ্ঠিত হয়। আপনি শশধরের ন্যায় নিজ ভক্তজনের হৃদয়-তিমির-রাশি বিদূরিত করেন। আপনার চরণের শরণ লইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ আপনি হরণ করিয়া থাকেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ আপনার ত্রিবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আপনি আবির্ভূত হইলে দিনকরের উদয়ের ন্যায় নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়। আপনি স্বীয় ভক্তগণের মানস-সরোরুহের ষট্‌পদ-স্বরূপ, নিখিল বেদ-বিদ্যা আপনার বিদিত, আপনার মন নিরন্তর বিদ্যোত-মান। মুনিগণ আপনার নিজজন, তাঁহারা আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদীয় নখর-নীরে আত্মা পূত করেন। আপনার চরণরেণুই আপনার অনুগ্রহের সারভূত জানিয়া সুর-মুনিগণ মনে মনে সেই চরণ-রেণু বন্দনা করেন; আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥১০॥

২। **আবার বলি,**—যিনি অষ্ট-শক্তি-যুক্ত, যাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, পীত-বসন ও কুসুমসমূহে যিনি শোভিত, পদ্মাকরে যাঁহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়-নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে রক্ষা করুন ॥১১॥

৩। ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মে যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজিত, দুষ্ট দৈত্যদিগের দলন-জন্য যাঁহার কীর্ত্তি অভ্যুত্থিত, যিনি সেতু-বন্ধন করিয়াছেন এবং যিনি আশ্রিতের পালক, সেই ত্রিভুবন-পতি আমাকে পালন করুন ॥১২॥

৪। যিনি নিয়ত ও অনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংশু, যিনি স্বীয় প্রতিভায় ভানুর ন্যায় উদ্ভাসিত হন, মায়া এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করিয়া যাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, সেই ঈশ আমাকে রক্ষা করুন ॥১৩॥

৫। যিনি সত্যরূপ-ধৃত বলিয়া ভক্তগণ যাঁহার চিন্তা করেন, শৈশবেই যিনি বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের পথস্বরূপ, যিনি স্বয়ংরূপে বহু হইয়াছেন যিনি জগতের হিতকারী, যাঁহাতে এই ঐশীরীতি বিদ্যমান, যিনি তুরীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম, যিনি সর্ব্ব-গুণশালী, যিনি যজ্ঞভুক্, স্বেচ্ছায় যিনি বন্ধন ধারণ করেন, বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি অবলা গোপীগণের বসন-হরণ করিয়াছেন, মহীয়ান্‌গণের পালনের

জন্য যিনি বহুদেহ ধারণ করেন, রাস-রসিক সেই শরীর-ধারী হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১৪।১৫॥

৬। যিনি প্রেমভক্তিপূর্ণ পুরুষগণের লভ্য, যিনি পুরুষ-রূপে সর্ব্বত্র বাস করেন, যিনি ভক্তগণের সেবা দ্বারা হৃষ্ট হন, যিনি স্বয়ং স্বাধীন, সেই হরি একমাত্র করুণা-কটাক্ষে বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥১৬॥

৭। যাঁহার কণ্ঠে গোপ-রমণীগণের কুচ-ভার ন্যস্ত হয়, যিনি ব্যাঘ্র নখের ন্যায় নখাগ্রভাগ দ্বারা গোপীদিগের কুচদ্বয় আকর্ষণ করেন এবং যিনি লীলাবশতঃ যুবতী গোপীগণের সহিত বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই অনন্ত আমাদিগের ভবতাপ উপশম করুন ॥১৭॥

৮। যিনি স্বেচ্ছাচার নরগণের শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পবিত্রতা রক্ষার্থ আনুকূল্য করেন এবং যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করেন, সেই ঈশ আমাদের ক্লেশ বিনাশ করুন ॥১৮॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়-কৃত বদরী-নারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চোপাসনা

ঔপনিষদ ব্রহ্ম, ও তন্নিরূপণে বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদ

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়-জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসুগণের যিনি জিজ্ঞাস্য বস্তু, এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, ঔপনিষদ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হ'ন।

নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে কল্পনা

নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—"জড়-জগতে ও জীব-জগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। জীব ও জড় জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত-মাত্র; তাঁহাদের বাস্তব অধিষ্ঠান

নাই। দ্রষ্টা খণ্ড-দর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম—শক্তি-রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত।"

সবিশেষবাদীর 'ব্রহ্ম'-জ্ঞানে বিশেষ-ধর্ম্মের নিত্যাবস্থান

সবিশেষবাদী বলেন,—"জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, এবং ব্রহ্ম-বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া তদ্রূপ-বৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে,—তটদেশে উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীব-জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীব-জগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই।

জীব—অণু-চিৎ এবং তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ চিৎ-জগৎ হইতে পতনযোগ্য

চেতন ধর্ম্মে তদ্ বিপরীত অচিৎ-বস্তু-গ্রহণ-বৃত্তি অণুচিদ্-গঠনে বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য-পরিণাম-রূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-মাত্রেই সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত নয়। অণুচিদ্ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও অচিদ্-বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত জগৎ দর্শন করিতে করিতে অন্তরঙ্গা-শক্তি প্রকটিত জগদ্দর্শনে বিমুখ হন। সেই কালেই তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্ম-বস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের ধর্ম্ম—জড়-জগৎ ও বদ্ধজীব-জগতের ভোক্তৃত্বময়।

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অনুকূল-সেবাই মুক্তির কারণ, তদভাবে অদ্বৈতবাদীর বিষয়াসক্তি

আত্ম-চক্ষুর দ্বারা স্বরূপাবস্থ হইয়া জীব যখন ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ পরিচয় ন্যূনাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূলভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎ-সেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয়-সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম-বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়-সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে-কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-দাস্যের পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেই কালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী অদ্বৈতবাদীর বিষ্ণুতে পঞ্চ-দেবতার আরোপ ; কিন্তু নিষ্কাম সেবাই আত্মার নিত্যধর্ম্ম

যে-কালে জড় অর্থসিদ্ধিলাভের জন্য নিত্য বিষ্ণু-সেবা পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে **গণেশ**-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-কালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতি-বিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-কামী দেহ ও মন বিষ্ণু-পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু-দর্শনের পরিবর্ত্তে **'সবিতা'** দেখিয়া ফেলেন। ধর্ম্মার্থ-কামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া **সূর্য্য, গণেশ** ও **শক্তির** সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষ-কামী হইয়া উপাস্য বস্তুকে **রুদ্র**-রূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধানুভূতিতে চতুর্ব্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণু-উপাসনায় জীবের কোন জড় কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মবিদ্‌গণের নিত্য-ধর্ম্ম।

শ্রীবিষ্ণুকে প্রাকৃত-গুণাচ্ছন্ন ও দেবতা-পঞ্চকের সমান মনে করাই অপরাধ

বিষ্ণু-মায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হন, ও চতুর্ব্বর্গ-লাভের বাসনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন্ একটী রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্ত্তে সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় উপাস্য জানা—তাঁহার অপরাধের পরিচয় মাত্র। জীব অনাত্ম-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। **তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত।** নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতেই আত্ম-জ্ঞান হয়। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে কামদাস হইয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান—অপরাধের লক্ষণ।

সগুণ বা পঞ্চোপসানার উদ্দেশ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ; এবং নির্গুণ উপাসনায় শ্রীবিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম

বিশুদ্ধসত্ত্ব-রুচিবিশিষ্ট জীব **বিষ্ণু,** সত্ত্ব-রজোমিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব **সূর্য্য,** সত্ত্ব-তমোমিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব **গণেশ,** রজ-স্তমো-গুণবিশিষ্ট জীব **শক্তি** এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট জীব **রুদ্রের** উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায়-সমূহের লক্ষ্য বস্তু—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যে-কালে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হয়, তখনই আপনাকে গুণদাস জানিয়া জীবের জড়চেষ্টার উদয় এবং

জড়চেষ্টা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়কে গুণাবতার-জ্ঞানে উপাসনার প্রবৃত্তি। নিজ স্বরূপের নিগু'ণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণু-বিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস। আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্ত-ব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণাম—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্য-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন,—আশা করেন। পঞ্চোপাসনা এক্ষণে **'চন্দ্রধিষ্ণ্য'** ও **'ক্রুশ-যোগে'** সপ্তোপাসনাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে সকলেরই মুক্তিই লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ নাই।

বুদ্ধের বোধরাহিত্য মতবাদ নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত

শাক্যসিংহ মুক্তিতে বোধ-রাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও বুদ্ধি-রহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানা প্রকার জড় ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজাস্তিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। প্রতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় জানিতে পারায়, অন্য বস্তুরূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ সে জিনিষ রহিলেন না।

জীব ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ-লয়-প্রাপ্ত হইলে, জীব অনিত্য হইয়া পড়ে

জীব নিজের নির্ম্মল সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভু বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা ব্রহ্ম-করলে লীন হওয়ায়, তাঁহার নিত্য অণুচিৎ স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য অণুচিদ্ধর্ম্মে বদ্ধদশা-জনিত দোষাপগমের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া নিজ নিত্য অণুচিদ্ধর্ম্ম ধ্বংস হউক—এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করা, সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাত-কারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অণুধর্ম্ম বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না।

জড়ের অণুত্ব অনুপাদেয়, কিন্তু চেতনের অণুত্ব উপাদেয় ও হেয়ত্ব-বর্জ্জিত

অবশ্য জড়ের অণুত্বে নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে, কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবরতার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্লেশাদির সম্ভাবনা নাই, অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃত-প্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকের তুলনায় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব

পঞ্চোপাসকগণ কালক্ষুব্ধ নশ্বর ফলাকাঙ্ক্ষী। ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ—নিজ নিজ কামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ—নিত্য বিষ্ণু-দাস্যাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ—কর্ম্ম-ফলাধীন, বৈষ্ণবগণ—কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবদ্-গঠনী হয় নাই। জড়-বিচারের পূর্ব্ব হইতে নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থিত ছিলেন, নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন; আর সাধকের হিতের জন্য কামনানুযায়ী ব্রহ্মের সগুণ-'রূপ'-কল্পিত পঞ্চোপাসনা—অল্পকালের জন্য, পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য, এবং কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-নিরূপণে তর্কের স্থান নাই

আমরা যখন এই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সমাধি-যোগে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে একটী অকুণ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ ভক্তিযোগের উদয় হয়। ঐ ভক্তিযোগই আমাদের নিত্যস্বভাব, উহার গাঢ়ত্বই আমাদের অনন্ত প্রাপ্য এবং **ভগবদ্দাস্যই আমাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ।** আমাদের বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে না, যেহেতু প্রাকৃত সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি একেবারে প্রাকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করা বৃথা। তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত বচন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। (মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব্ব ৫।২২)

[যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত।]

অচিন্ত্য বিষয়ে যুক্তি যোগ করায় অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক এইরূপ দশম স্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৪) তিরস্কৃত হইয়াছে :—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্‌ ॥

[হে প্রভো, যে-সকল জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথ-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল (ভক্তিশূন্য) জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসার-শূন্য স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।—তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।]

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশক

এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের মূল ; যথা চরিতামৃতে—

বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থাপনা বা বিচার করিতে গেলে আমরা হয় নাস্তিক, নতুবা অদ্বৈতবাদী হইয়া যাইব। অতএব হে ভক্ত-মণ্ডলি, অপ্রাকৃত তত্ত্বে তর্ক করিবেন না, কেবল নির্ম্মল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হউন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। জীব অপ্রাকৃত, ও অপ্রাকৃত পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য এবং অপ্রাকৃত ধামই জীবের নিজালয়,—এরূপ সিদ্ধান্তকে জ্ঞান বলা যায়।

সংসার হইতে বৈরাগ্যের প্রয়োজন এবং তাহা প্রাপ্তির উপায়

ফলতঃ এই মায়াময় অপ্রকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবের বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই বৈরাগ্য যে কি-প্রকারে সাধিত হয়, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মূর্খ লোকেরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের অসদ্ব্যবহার করত জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। তাহার ফল এই যে,—কারাগার হইতে অযথাকালে অন্যায়পূর্ব্বক পলায়ন করিতে চাহিলে যেমন পুনর্ধৃত হইয়া গাঢ়ভাবে পুনরাবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতী জীবগণ নানাবিধ কষ্টের সহিত গাঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। পরিত্রাণের ন্যায্য-বিধি আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব হয়? বৈরাগ্য অবলম্বনই ন্যায্য-বিধি,—ইহাতে সন্দেহ নাই।

বৈরাগ্যের প্রকৃত লক্ষণ

যে-সকল দুর্ব্বল পুরুষ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে, তাহারা লোক-সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছি—এরূপ বিশ্বাস করে। ইহাকেও প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, (তৃতীয় শ্লোকে) বিদুর-বাক্য,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥

[প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্ম-নিরত, অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ করেন।]

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায় (৪১ শ্লোকে)—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানাদি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥

[হে অনঘ, তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই।]

তথাহি প্রথম স্কন্ধে, চতুর্থ অধ্যায়ে (দ্বাদশ শ্লোকে)—

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে যং উত্তমঃশ্লোক-পরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥

[যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎ-পরায়ণ তাঁহারা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন—স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নহে। তাহা হইলে ঐ রাজা পরীক্ষিৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রজাবর্গের আশ্রয়স্বরূপ স্বীয় দেহ কি-নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?]

নির্জ্জনে একাকী তপস্যা করা—স্বার্থপরতা, বৈষ্ণবতা নহে

সমস্ত জীবের উপকার-রূপ মুখ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে-সকল লোক "একাকী তপস্যা" করিবার জন্য বনে গমন করে, তাহারা স্বার্থপর ; অতএব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না,—এইরূপ প্রহ্লাদ নিজে স্তবে কহিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৪৪)—

প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ব-বিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠা।

[হে দেব, নিজ মুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন, (কিন্তু) তাঁহারা পরার্থপর নহেন।]

এই সংসার-তরঙ্গে পতিত হইয়া যে পুরুষ ইহার প্রবাহসকল অকুণ্ঠভাবে সহ্য করত সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করেন এবং অহরহঃ সর্ব্ব জীবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ ভগবানের নিকট আবেদন করেন, তিনিই বৈষ্ণব-পদবাচ্য মহাপুরুষ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের যথার্থ বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবতা

আহা! পবিত্র হরিদাসের অননুকরণীয় চরিত্র আলোচনা করিলে কোন্ দুর্ভাগা-পুরুষের ভগবদ্ভক্তি উদয় না হয়? তাঁহার স্বজাতীয় পাষণ্ডেরা যৎকালে তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিয়া সজল-নেত্রে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন,—"হে জগদীশ্বর! হে গোপী-জনবল্লভ! পীড়নকারী পুরুষেরা আপনার গম্ভীর লীলা অবগত না হইয়া আপনার দাসের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, তাহা আপনি বিশাল কৃপার দ্বারা রক্ষা করুন এবং উহাদের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের উদয় করুন, যাহা হইলে জীব আর জীবের প্রতি পীড়ন করে না।" আহা! ইহাই যথার্থ বৈরাগ্যের কার্য্য।

বৈরাগ্য দুই প্রকার—(১) লিপ্সার অভাব, আর (২) সংসার বর্জ্জন

পরমারাধ্য মহাপ্রভু বৈরাগ্য-বিষয়ে রামানন্দকে এই প্রকার কহিয়াছেন:—

যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি' বৈরাগ্য আচরে॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।
কেহ বাঘাম্বর পরি' দণ্ডাশ্রমে যায়॥
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ, আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্ম-দান কর্ত্তব্য-সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥
ত্যাগ-শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু 'ত্যাগ'-শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি' কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
'ত্যাগ'-শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
'লিপ্সার অভাব', আর 'সংসার-বর্জ্জন'॥
লিপ্সা-হীন হওয়া, জান, হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জান ভক্তবর॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তিবশ ভগবন্-মহিমা (৪)

তৃতীয় মহিমা এবে শুন সুধীগণ।
'ভক্তিবশ ভগবান্' যাহার কারণ॥

গীতায় ভগবদ্-উক্তি—

"আমাকে ত' যে-যে-ভাবে ভজে যেই জন
আমি সে-সে-ভাবে ভজি জান হে সুজন॥
মম পদে ভক্তি-হীন, হৃত-জ্ঞান যা'রা।
অন্যদেব পূজে নানা নিয়মেতে তা'রা॥
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর আমি ভোক্তা ও প্রভু।
অতাত্ত্বিক জন ইহা না বুঝয়ে কভু॥
চারিবিধ দুষ্কৃতি না ভজে আমায়।
চারিবিধ সুকৃতি ভজে যে আমায়॥
আমার চরণ সদা পাপহীন-জনে।
সুখ-দুঃখ-মোহ ছাড়ি' ভজে ধীর-মনে॥
অজেয়া মায়াকে জয় করা বড় দায়।
(কিন্তু) আমাতে শরণ লৈলে মায়া-মুক্তি পায়
বহুযোনি ভ্রমি' জীব সাধু-দয়া-বলে।
সর্ব্বত্র আমার সত্তা দেখে কুতূহলে॥"

"হ'য়েছে বিশ্বাস যা'য় আমার কথায়।
কর্ম্মী-জ্ঞানী নহে সেই, ভক্তি-যোগী হয়॥
ত্যাগ করে লোকধর্ম্ম আমা লাগি' যা'রা।
হে উদ্ধব! চিরকাল পাল্য মোর তা'রা॥"

"ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই সে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"
ব্রহ্ম-যোগী শুকদেব শ্রীহরি-লীলায়।
মুগ্ধ হই' ভক্তিভাবে হরি-গুণ গায়॥
যা'র মুখে বিষ দিয়া পূতনা সে তরে।
এ'হেন দয়ালু ছাড়ি' কোথা কে নিস্তারে॥
গোপীগণে ডেকে কৃষ্ণ বলে—"কিবা কব।
তোমাদের ঋণ আমি শোধিতে নারিব॥"
হেন ভগবান্ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর।
কেহ নাই তাঁর সম, তাঁহার উপর॥"

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবৎ-বিচার—

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ধরে তিন রূপ॥
এক রবি—দেখে তারে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
ব্যবধান-ভেদে দ্রষ্টা স্থান-অনুরূপ॥
কিন্তু দেবগণ দেখে রবিরে যেমন।
ভক্তি-যোগে ভক্ত তা'রে দেখয়ে তেমন॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তা'রে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অনুভব॥

শ্রীগোবিন্দই আদি-পুরুষ—

প্রকাশিতে নারে যারে এই রবি, চাঁদ।
তাঁর আলোকেতে ঘুচে সব মায়া-ফাঁদ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে-প্রভা হৈতে।
ভিন্ন ভিন্ন বৈভবে অশেষ জগতে॥
নিষ্কল অনন্ত ব্রহ্মা উদ্ভবের সাজি।
আদিপুরুষ সে গোবিন্দ, তারে আমি ভজি॥
ব্রহ্ম তাঁ'র দেহ-কান্তি নিরাকার প্রকাশে।
রবি যেন চর্ম্ম-চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহে [illegible] না মানি'।
অর্দ্ধ-স্বরূপ মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
পরমাত্মা যিহোঁ, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস॥

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠে আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—ইহা সবার অধিকার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্ব[illegible]র্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ॥

কৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তিঁহো আপনাকে করেন 'দাস' ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ, সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণ-দাস॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
পিতা, মাতা, গুরু, সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে 'দাস্য' সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবক [illegible]॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥

'কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস
যে না মানে, তাঁর হয় সেই পাপে নাশ॥'

অন্যান্য অবতার কৃষ্ণের কলা ও অংশ—

অবতার সব পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস॥
কৃষ্ণ-এক, সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
'কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পর-নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁ'র, গোলোক নিত্যধাম॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

ভগবত্তার স্বরূপ—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কু-ব্যাখ্যা-খণ্ডন॥
'এতেচাংশ-কলা'-শ্লোকে কহে ব্যাসদেব।
"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" সর্ব্ব-দেবদেব॥

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল।
পূর্ণ ভগবান্, অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি' মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
'বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥'

অবতারের পরিচয়—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি মর্ত্তে অবতরে।
সেই ঈশ-মূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥

গুণাবতারের পরিচয়—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণের অবতার।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কার্য্যে তিনের অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, গর্ভোদক-শায়ী।
সহস্র-শীর্ষাদি কহে গুণ অনুযায়ী॥
বিরাট্, ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষিরোদ-শায়ী, তিঁহো পালনকর্ত্তা, স্বামী॥

কৃষ্ণের 'ব্রহ্মা' রূপ ধারণ—

ভক্তি-মিশ্রকৃত-পুণ্য কোন জীবোত্তম,
রজোগুণে বিভাবিত করি' তার মন,
গর্ভোদক-শায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি'
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'॥

কৃষ্ণের রুদ্ররূপ ধারণ—

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ স্মরি'।
সংহারার্থ মায়া সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরি'॥
মায়া-সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥

দুগ্ধ যেন অম্ল-যোগে দধি-রূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
শিব-মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ॥

কৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ ধারণ—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ বেদে হেন গায়॥
ব্রহ্মা-শিব-আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

অপ্রাকৃত তত্ত্বের পরিচয়—

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।'
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ-ভক্তিবিনে।
কৃপা বিনা ঈশ-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহ নহে সত্ত্ব-গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই'ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সে, হয় যম-দণ্ডী॥

কৃষ্ণের দেহ-দেহী অভিন্ন—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ-দেহী, নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের 'নাম' দেহাদি বিলাস।
জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্ব-প্রকাশ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাঙ্গাল।
ভক্তি-তরঙ্গিণী গায় আনন্দগোপাল॥

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ষোড়শ-বার্ষিক অপ্রকট-তিথিতে

বিরহ-বিজ্ঞপ্তি

সর্ব্বজন-বিশ্রুত, সমগ্র বিশ্বব্যাপী অসংখ্য অপ্রাকৃত বাণী-মন্দির-সংস্থাপকবর, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** অদ্যকার এই শুভ তিথিতে এই প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্য নিজানুগত বিরহী জনগণকে বিরহ-সাহিত্যের পর-বিদ্যামন্দিরে বাণী-পূজার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। মাদৃশ অর্ভক বরাকাধম শ্রীশ্রী রাধা-নিত্যজন **শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস** প্রভুর অপ্রাকৃত বিরহ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অনন্ত শিক্ষা-সম্পত্তির জীবন্ত-আদর্শের কণা প্রদর্শন ও অমিয়-মধুর বাণী-রসের বিন্দুমাত্র পরিবেশন কার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও দুর্ব্বল হইলেও উৎকণ্ঠা অত্যন্ত প্রবলা। কলি-প্রভাবে বিবদমান তর্কাহত যুগে ব্যক্তিগত হার্দ্দ উচ্ছ্বাসের বিজ্ঞপ্তি-করণ সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়।

অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরেই পর-বিদ্যাবধূ-স্বরূপা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বিরহ-সাহিত্যের আনন্দোৎসব হয়। এখানে 'বিরহ' অর্থে বস্তুর আত্যন্তিক অভাব নয়; বিরহই প্রকৃত মিলন। তাহা সচ্চিদানন্দ-ঘন-স্বরূপ স্বপরিকর রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের গোকুল মহোৎসব। শ্রীবার্ষভানবীর 'নয়ন-তারা' শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু **শ্রীল প্রভুপাদ** সেই রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাসপর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সুখ-বর্দ্ধন-যজ্ঞের শ্রীরাধিকার প্রধান অন্তরঙ্গ। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বর্দ্ধন-যজ্ঞে যাঁহারা তাঁহার নিজ-জনরূপে সর্ব্বাত্মভাবে নিত্য অকৃত্রিম সহায়ক, তাঁহারাই তাঁহার প্রকৃত অন্তরঙ্গ নিজজন, এবং তাঁহাদের দাসানুদাস-সূত্রে অপরাপর দৈব-বিধানাশ্রিত সকলেই ধন্য।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অন্তরঙ্গ নিত্য-স্বজনই বিদ্বৎ-সমাজে ত্রিদণ্ডী-স্বরূপে প্রকৃত বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। তিনিই ইহ জগতের পরবিদ্যানুরাগী বিদ্যার্থিগণের শিক্ষক-স্বরূপে আশ্রয়-প্রদাতা ও ভক্তিসঞ্জীবনী বাণী প্রদানে শ্রদ্ধাত্মার পুষ্টিবিধায়ক। তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীমন্দিরে প্রকৃত আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও তথা-কথিত আধ্যক্ষিক জ্ঞানী ব্যক্তি-সমূহ, এমন কি, জড়বিদ্যায় নিপুণ বৈজ্ঞানিক-সমাজ যদি পরবিদ্যা-ভক্তিপিপাসু হইয়া আগত হন, তাহা হইলে সেই শুদ্ধ ভাগবতোত্তমের কৃপায় তাঁহারা পরবিদ্যা অনুশীলনে পরম লাভবান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ সেবা-সুখ অনুভব করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবেন। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক 'জন্ম,' 'ঐশ্বর্য্য', 'শ্রুত' ও 'শ্রী'র অভিমান, এমনকি, স্ব-স্ব প্রকৃতি-গত যাবতীয় পার্থিব পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া শুদ্ধা

সরস্বতীর অবঞ্চনাময়ী কৃপায় বিরহ-সাহিত্যের অফুরন্ত চিদ্রসময় ভাণ্ডারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। তখন তাঁহাদের অস্মিতামূলে ভগবানের অপরা বিদ্যাশক্তির সূক্ষ্ম ও স্থূলগত প্রলেপ-স্বরূপ অবিদ্যা কল্মষ-রাশি সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া তাঁহারা সেবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পরবিদ্যা-মন্দিরে স্বরূপ-শক্তির ষোলকলা বিদ্যার মধুর কান্তি দর্শন করিবেন। সেই নির্ধূত-কষায় বিশুদ্ধ আত্মা অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরে চিন্ময় সেবালাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকেন,—অন্যে নহে।

বিরহ-বিভাবিত চেতন যেমন একদিকে অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহ-প্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং অপরদিকে বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় অক্ষজ জগতে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবা-প্রগতিতে তিনি আর্ত্তি-নিবেদন করিয়া থাকেন—'হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে রাধিকা-রমণ রাম! হে গোপীজনবল্লভ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নাথ! হে রমণ! হে প্রেষ্ঠ! হে চপল! হে গোকুল-মহোৎসব!'—এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লালসাময়ী ব্যথার প্রস্রবণ-স্বরূপ। এই সমস্ত পরাবিদ্যার গূঢ়-রহস্যসমূহ শ্রদ্ধামূলে প্রদানার্থ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণী-মন্দিরে চিন্ময় সামগ্রী-রূপে উদ্ঘাটিত।

বৈষ্ণবের জীবন—বিরহেরই সাহিত্য। এজগতের বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ, তাহা নহে। সেখানে বিরহ—প্রগাঢ়; বিরহ—সেবার পরাকাষ্ঠা। বিরহ সম্ভোগের পুষ্টিকর্ত্তা।—বিরহের ন্যায় প্রগতিশীল দ্বিতীয় বস্তু আর কিছু নাই। আকর্ষণের যত কিছু পূর্ণতম 'অভিব্যক্তি' ও 'সমষ্টি'কে বিরহই ক্রোড়ীভূত করিয়া আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন—সাক্ষাৎ ভাগবতের মূর্ত্ত্য-বিগ্রহ। তাঁহার অপ্রাকৃত তনু—ভাগবতী তনু। তিনি বার্ষভানবীয় দয়িত-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের, রূপ-রঘুনাথের বিরহের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ। অদ্য এই বিরহ-বাসরে এই অযোগ্য অধম তাঁহার অন্তরঙ্গ ও নিজজন **পরম-পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** আনুগত্যে যাহা কিছু পরিবেশন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর শরীরে পীড়িতাবস্থায় বর্ণনে অ[illegible] স্পন্দন সকলের হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ-দর্শনে কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করুণ—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

—**শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর,** শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া।

রুক্মিণী ও ভীষ্মক-রাজার উপাখ্যান

বিদর্ভপুরে ভীষ্মক নামে এক রাজা বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহার একটী পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী স্বরূপিণী কন্যা ছিল। তাহার নাম রুক্মিণী দেবী। এই বালিকা পরম রূপবতী ছিল; তাহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণসম, আলুলায়িত কেশ-রাশি নবীন মেঘের সৌন্দর্য্যকেও খর্ব্ব করিয়াছিল; তিনি হরিণাক্ষী অর্থাৎ কুরঙ্গ-লোচনা; তাহার গজেন্দ্রের ন্যায় মন্থর-গতি ও হরিণের ন্যায় চঞ্চল চক্ষু সকলেরই মন হরণ করিত। লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া গাত্রে পদ্ম-গন্ধের ন্যায় সুমধুর গন্ধ বিরাজ করিত। শিশুকাল হইতেই এই বালিকার শ্রীকৃষ্ণে রতি মতি ছিল। উষঃকাল হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্পমালা ইত্যাদি বিষ্ণু-সেবার পূজোপকরণ সংগ্রহ এবং শ্রীতুলসী দেবীকে জল দান ও মন্দিরে আলিপনাদি চিত্র অঙ্কিত করিতে সিদ্ধ-হস্তা ছিলেন। ক্রমে এই বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে, পিতা মহাভক্ত ভীষ্মক রাজা তাঁহার কন্যাটীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পুত্র রুক্মী বিষম কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিল। সে পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক বলিল—"পিতঃ! বৃদ্ধকালে আপনার মতিভ্রংশ হইয়াছে। আমার ভগিনীর উপযুক্ত বর আমি মনোনীত করিয়াছি। চেদীশ্বর দমঘোষের পুত্র শিশুপালই রুক্মিণীর উপযুক্ত বর। আমি শীঘ্রই এই উপযুক্ত সম্বন্ধ ঠিক করিতেছি, আপনি এ'বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ভীরু ভীষ্মক রাজা, দুর্ধর্ষ পুত্রের এই উক্তিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবং মনে মনে শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিয়া,—তিনি যাহাতে এই কন্যাকে গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে,—রুক্মী চেদিরাজ্যে গমন করিয়া শিশুপালের সহিত বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া ফেলিল। এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী নির্জ্জনে অহর্নিশ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ যেন 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের' ন্যায় তাঁহার কোমল হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু-প্লাবিত নয়নে কৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে অন্তর্যামিন্, আমি মনে মনে তোমাকেই এই দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছি। তুমি আমাকে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি যদুসিংহ, সিংহের ভাগ যেন শৃগালরূপী শিশুপাল গ্রহণ না করে। তাহা না হইলে আমি বিষ-পান কিম্বা জলে ঝম্প প্রদান করিয়া এ' পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"—এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহের সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী একটী ব্রাহ্মণকে নিভৃতে ডাকিয়া, তাহাকে নিজের গলার বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রদান করত একটী বিস্তৃত পত্রিকা লিখিয়া দূতরূপে সেই ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রিকার মর্ম্ম এইরূপ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।৭৬-৯৭),—

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর। দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥
সর্ব্বনিধি লাভ তোর রূপ দরশন। সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন॥
শুনি' যদুসিংহ তোর যশের বাখান। নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগমাঝে। কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে। সকল বিফল হয় তোমার বিহনে॥
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায়॥
এতেকে বরিল তোর চরণ যুগল। মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি তোঁহে অর্পিল সকল॥
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী। মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥
কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ। যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ॥
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন। সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর। দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে। আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে॥
গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর কাছে। শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে॥
চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ মথিয়া সকল। হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহু-বল॥
দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়। তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয়॥
ঝিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা আপনে। তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম আছে। নব-বধূজন যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু-হরিবে আমারে। না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে॥
যাহার চরণ ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে,—চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে। মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ। তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে। কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে॥"

ব্রাহ্মণ ঐ পত্র লইয়া সত্বর দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পত্রিকা প্রদান করত নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"হে জগৎপতে! আপনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া দুষ্টের কবল হইতে দেবীকে রক্ষা করুন।" শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য-বদনে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্বর বিদর্ভ নগরে যাইয়া

দেবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বল যে, আমি শীঘ্রই দারুককে সারথি করিয়া রথ লইয়া যাইব এবং তাহাকে উদ্ধার করিব।"

ভগবান্ কৃষ্ণের এই অভয় বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরম সন্তোষে বিদর্ভপুরে যাত্রা করিয়া রুক্মিণী দেবীকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন।

শিশুপালের বিবাহে যাত্রা

এদিকে জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি দুষ্ট-রাজগণ হস্তী, ঘোড়া, নানা সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করিয়া সাঁনাই, জয়ঢাক, মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যভাণ্ড-ধ্বনিতে দিক্-দিগন্ত কম্পিত করিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করত বিদর্ভ-পুরাভিমুখে যাত্রা করিল। রক্ত, শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকা উড়িতে লাগিল। শিশুপালকে বর বেশে সজ্জিত করিয়া, নানারঙ্গে বিভূষিত বিচিত্র দোলায় আরোহণ করাইয়া, বিপুল আনন্দে ও সমারোহে সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শিশুপালের মাথায় টোপর, চোখে কাজল, বিচিত্র জরীর জামা পরিধানে; শরীর উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছে। গলে সুগন্ধি মাল্য, হস্তে বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী; দোলার উপরে মনোহর চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছিল।

যথাসময়ে বরযাত্রীসহ বর শিশুপাল বিদর্ভপুরে প্রবেশ করিলে রুক্মী বর এবং বরযাত্রীগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া, শ্বেত মর্ম্মর-যুক্ত অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় বসাইলেন। আতর, গোলাপজল, সুগন্ধি দ্বারা সকলকে অভিষিক্ত করিলেন। বিদর্ভ-নগরে আজ আনন্দের সীমা নাই—ভীষ্মক-রাজকন্যা রুক্মিণীদেবীর বিবাহ।

সহস্র সহস্র শিবির পড়িয়াছে। ঐ সকল বিচিত্র শিবিরে সৈন্য-সামন্তদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইয়াছে। 'দীয়তাম্' 'ভুঙ্‌ক্তাম্' রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ পুরি, লুচি, মালপো, পরমান্ন, সরবৎ, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন প্রভৃতি উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা।—আগামীকল্য শুভবিবাহ।

রুক্মিণী-হরণ

অদ্য অধিবাস বাসরে কুল-প্রথানুযায়ী কন্যাকে লইয়া দেবী-মন্দিরে পূজা করিবার বিধি আছে; সেজন্য ব্রাহ্মণীসকল, কুলবধূবৃন্দ ও বহু সুন্দরী যুবতী মঙ্গল-বরণ-ডালা লইয়া হুলুধ্বনি দিয়া কন্যাকে সুবাসিত জলে স্নান ও নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দেবী-মন্দিরে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুক্মিণীদেবী শঙ্কিতা হইয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। —এই দেবী-পূজায় স্ত্রীলোক ভিন্ন

পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। এজন্য জরাসন্ধ দুষ্টমতি রাজগণকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। জরাসন্ধ বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্যবৃন্দ! হে বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই সশস্ত্রে উদ্যোগী হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন; কেননা সেই চোরকে বিশ্বাস নাই, নন্দনন্দন কৃষ্ণ ভয়ানক চতুর, আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।" জরাসন্ধের এই বাক্য শুনিয়া সকলেই অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—"রাজন্! আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। শত-সহস্র অস্ত্রধারী বিরাট্ সৈন্যের মধ্যে বজ্রধারী সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও সাধ্য নাই যে, কুমারীকে হরণ করে। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এদিকে রুক্মিণী-দেবী কম্পিত-হৃদয়ে দেবীর পূজার সজ্জা, বরণডালা লইয়া শত-সহস্র রমণীবৃন্দের হুলুধ্বনির মধ্যে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী-দেবী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া দেবীর স্তব-পাঠ করিলে, দেবী সাক্ষাৎ হইয়া,—"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ-মাল্য রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণী, দেবীর দুই মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রুক্মিণীর এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ভাব দেখিয়া দেবী সহাস্যে রুক্মিণীকে বলিলেন,—"বৎসে! তুমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইও না—আমার এই দুই মূর্ত্তি আমার কৃপায় তুমি দেখিলে; অন্যের জানিবার শক্তি নাই। আমার সম্মুখের মূর্ত্তির নাম 'যোগমায়া'; এই মূর্ত্তিতে আমি কৃষ্ণের সেবকবৃন্দকে সেবোন্মুখী বুদ্ধি দিয়া—নিত্যধামে নিত্য সেবার অধিকারী করিয়া থাকি। আর পশ্চাৎস্থিতা মূর্ত্তি 'মহামায়া'; আমি এই মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী অসুরগুলিকে মোহিত করিয়া, ঐ বহির্ম্মুখ জীববৃন্দকে যে-কাল পর্য্যন্ত না তাহাদের চৈতন্যের উদয় হয়—সাধু, গুরু, কৃপা-প্রভাবে তাহারা সেবোন্মুখী না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকি।"

শ্রীরুক্মিণী-দেবী ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইলেন, অমনি বিদ্যুৎ-গতিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের রথ মন্দিরের নিকট আসিল; সহসা এই অগণিত স্ত্রীবৃন্দের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া রথোপরি উঠাইয়া দ্রুত-গতিতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজগণের যুদ্ধ-যাত্রা

অকস্মাৎ স্ত্রী-মহলে 'হাহাকার'-রব উত্থিত হইল —কে বালিকাকে হরণ করিয়া লইল! বিকট ক্রন্দন-ধ্বনি আরম্ভ হইল। তখন দুষ্ট রাজগণ বলিতে লাগিল,—"বোধ হয়, সেই কৃষ্ণ বা লকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।" জরাসন্ধ ক্রোধভরে

বলিতে লাগিল,—"আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, এই বিপুল সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই মহা-চোরের পলাইবার পথ আটক করুন।"

তখন বিপুল শব্দে রণভেরী বাজিয়া উঠিল—'মার-মার', 'কাট-কাট' ভীষণ শব্দ আকাশে উঠিল। পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ অগণিত সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ফেলিল; সারথি দারুক আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। অশ্বের হ্রেষারব, গজের বৃংহতিরবে ও সৈন্যদিগের বিকট চিৎকারে দিক্-দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল,—যেন অকালেই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরুক্মিণীদেবী স্বভাবতঃ কোমল-স্বভাবা; এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বেতসী-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে দেবীকে বলিলেন,—"অয়ি সতী! ভয় করিও না; এই যে আমার হস্তে সুদর্শন অস্ত্র দেখিতেছ, ইহার প্রভাব তুমি অবগত নহ; যমের কালদণ্ড, দেবরাজ-ইন্দ্রের বজ্র-দণ্ড, শঙ্করের ত্রিশূলাস্ত্র, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের শক্তি-অস্ত্র, বরুণদেবের পাশ-অস্ত্র, এমন কি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্তও ইহার নিকট তুচ্ছ। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দারুণ সুদর্শন অস্ত্র বিপক্ষ সেনানীর উপর নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ যেন শত-সহস্র সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিল—কালান্তক যমের ন্যায় ঐ অস্ত্র কাহারও মুণ্ড, কাহারও হস্ত-পদ, নাসিকা, কর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ড-সকল ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কালানল-সদৃশ চক্রের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, সিংহ-ভয়ে শৃগালের ন্যায় হাহাকার শব্দে সকলে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভীষ্মক-নন্দন রুক্মী ক্রোধে নিজ বিপুল সৈন্যদল লইয়া প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল; রুক্মী ব্যঙ্গভাবে পলায়িত রাজন্য-বর্গের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল—ইহারা ভীরু কাপুরুষ—আমি নিজেই একা ভগ্নীকে উদ্ধার করিব—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে দ্বারকায় শ্রীবলদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া, বিশেষ চিন্তিত হইলেন; পুরবাসীর নিকট বলদেব জানিতে পারিলেন, কৃষ্ণ অকস্মাৎ রথে দারুককে লইয়া বিদর্ভপুরে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন।

রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব কনিষ্ঠের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সাত্যকি, গদ, শাম্ব প্রভৃতি অগণিত যাদব-সৈন্য লইয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য বিদর্ভপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রুক্মিণীদেবী ভ্রাতার এই অসীম সাহস দর্শন করিয়া ভ্রাতৃ-স্নেহবশতঃ অনুপায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, সজল-নয়নে কৃষ্ণকে সকাতরে বলিলেন—"প্রভো! আপনি বন্ধুহন্তা হইবেন না। দয়া করিয়া আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা

করুন।" ইত্যবসরে বলদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন; সূর্য্যের নিকট খদ্যোতের ন্যায় রুক্মীর বিপুল সৈন্য ম্লান হইয়া পড়িল। তথাপি কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী যুদ্ধ হইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। রুক্মিণীর অদ্ভুত ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি বলদেব হাস্য করিয়া বলিলেন,—"দেবীর স্বামীর বিপক্ষ, যেই হউক না কেন, তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে ইহা রমণী-জনোচিত কোমল স্বভাবের পরিচয় মাত্র। সুতরাং বিপক্ষ যখন তোমার শ্যালক (সম্বন্ধী), তখন উহাকে একেবারে বিনাশ না করিয়া উহাকে বিকৃত-দশায় পরিণত কর।" শ্রীবলভদ্রের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সম্মোহন অস্ত্র ত্যাগ করিলেন যে, সেই অস্ত্রের প্রভাবে রণক্ষেত্রে সকলেই অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগের ন্যায় রথের চাকায় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন। এবং অস্ত্র দ্বারা কেশের বিরূপাবস্থা ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহা-সমারোহে যুদ্ধ জয় করিয়া, দ্বারকায় উপনীত হইয়া যথাশাস্ত্র রুক্মিণী দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে—রুক্মী যুদ্ধে পরাজিত এবং অপমানিত হইয়া, অভিমানভরে আর রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, কুণ্ডিন নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধীর পরিণাম

জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি পরাজিত হইয়া ক্রোধে পদাহত সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দে হলাহল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। দুষ্ট রাজগণ নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কিরূপে এই দারুণ লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে স্থির হইল, শিশুপালকেই বধূ-বেশে সজ্জিত করিয়া দোলায় আরোহণ করাইয়া, বাদ্যভাণ্ডসহ সৈন্যদল লইয়া যাত্রা করা যাউক। কন্যা-হরণের পর শিশুপালের যে দশা হইল, তাহা ভাষায় আর বর্ণনা হয় না। সে হতবুদ্ধি হইয়া তখন বলিতে লাগিল, "হায়! হায়!! এমন সুন্দরী কন্যা আমার ভাগ্যে মিলিল না!!"

শিশুপালের সকল আত্মীয়বর্গ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিল—"বাপ! আর কাঁদিলে কি হইবে? ভবিতব্যে যাহা লিখা ছিল, তাহা হইল। এখন **'কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকাই ভাল।'**—এই ন্যায় অনুসারে তুমি এখন শাঁড়ি পরিয়া, হাতে বালা, মাথায় পরচুলা দিয়া, অলঙ্কারাদি পরিয়া সুসজ্জিত পাল্কীর ভিতর উপবেশন কর।"

অনন্যোপায় হইয়া শিশুপাল তাহাই করিতে বাধ্য হইল। সে বধূ-বেশে দোলায় আরোহণ করিলে—'হৈ-হৈ', 'রৈ-রৈ'-শব্দে সকলেই তুমুল কোলাহলে দেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। পাল্কীর বাহকগণ পাল্কী হুঁহুঁ-হুঁহুঁ-শব্দে কম্পিত করিয়া যথাসময়ে চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইল। নিরুৎসাহে রাজগণ নিজ নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন।

যাহারা কৃষ্ণ-কার্য্যের ভোগে বাধা প্রদান করে, তাহাদের পরিণাম ফল এই-রূপই ঘটিয়া থাকে।

শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে বামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান করিতে নিষেধ করায়, এক চক্ষু অর্থাৎ কাণা হইয়াছিলেন। 'শ্রুতি এবং স্মৃতি'—দুই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-চক্ষু। শ্রুতিতে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা ভগবৎসেবার কথা আছে। সেই শ্রুতির আজ্ঞা পালন না করিলে এক চক্ষু কাণা অর্থাৎ—পরিণামে দুইচক্ষুই নষ্ট হইয়া অন্ধ হইতে হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

'স্ব' শব্দের অর্থ 'আত্মা'

'স্বাবলম্বন' মনুষ্য-জীবনের একটী মহদ্‌গুণ, ইহাকে সকলেই আদর করেন। কিন্তু স্বাবলম্বন কাহাকে বলে—ইহাই বিচার করা আবশ্যক। কেহ কেহ 'স্ব'-শব্দের অর্থ শরীরকে, কেহ বা মনকে গ্রহণ করিয়া—শরীর ও মনের দ্বারা যাহাকে অবলম্বন করেন, তাহাকেই 'স্বাবলম্বন' বলেন। কিন্তু 'স্ব'-শব্দের অর্থ সেরূপ নহে। 'স্ব'-শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আত্মা'। আত্মার ক্রিয়া বা আত্মার ধর্ম্মই স্বাবলম্বন। সুতরাং যে অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া দ্বারা ভগবান্ পরিতুষ্ট হন, তাহাই স্বাবলম্বন বা আত্মধর্ম্ম। "স্ব-ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—গীতার (৩।৩৫) এই বাক্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্ম-ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র নির্ভয়ে গ্রহণ-যোগ্য। দেহ বা মন অনাত্ম-বস্তু বলিয়া উহা 'পরধর্ম্ম'; সুতরাং তাহা কখনও গ্রহণীয় নহে। 'স্ব'-জন বলিতেও আত্মীয় অর্থাৎ আত্ম-জন বুঝায়। দৈহিক বা মানসিক সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিকে আত্মীয় বুঝায় না। আজকাল সমাজে এই 'আত্মীয়'-শব্দের অপব্যবহার চলিতেছে। যাঁহারা আমার আত্মার সহিত অন্য আত্মা বা পরমাত্মার পরিচয় এবং সম্বন্ধ করাইয়া দেন—তাঁহারাই প্রকৃত আত্মীয় বা স্ব-জন। অন্য পক্ষে, যাহারা দেহ-মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন বা করাইয়া দেন, তাহারা আত্মীয় নহে।

—শ্রীমধ্ব-বিজয় ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
৬ই মাঘ, ১৩৫৯ সাল

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২১শে মাঘ, ১৩৫৯, ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, বুধবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার, হইতে ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, মঙ্গলবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র গুরু-পরম্পরার মহিমান্বিত নামাবলী কীর্ত্তন করিবে। যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের যথাশক্তি পূজাবিধান করিবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া চলিয়া যাইও না, ঐ প্রকার যাওয়া মহাপরাধ। কোন বৈষ্ণব তোমার নিকট আসিতেছেন জানিলে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিও না। এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুব্রজ্যা করিবে। এই প্রকার আচরণের লঙ্ঘন করিলে অপরাধ হয়।

বৈষ্ণবের অধীনে থাকিয়া তাঁহার সেবা দ্বারা জীবন-ধারণ কর। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত কৃপালেশও প্রাপ্ত হন নাই, এই প্রকার ব্যক্তিগণের সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর প্রভৃতি কার্য্য অতি শীঘ্রই তোমাকে পতিত করিবে। ভগবানের মন্দির বা তাহার চূড়া তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তিভরে করজোড় করিবে। কখনও বৈষ্ণবগণের ছায়া অতিক্রম করিবে না।

যদি কোন নিম্নাধিকারী বৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে অভিবাদন করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না;—কারণ তাহা অপরাধ। যদি কোন বৈষ্ণবের নিদ্রালুতা, আলস্য, নীচকুলে আবির্ভাব প্রভৃতি কোন দোষের কথা অবগত হও, তাহা হইলে ইহা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। উহার কথা তোমার নিকট গুপ্ত রাখিয়া কেবল তাঁহার গুণাবলীই প্রকাশ করিবে। যাহারা 'তত্ত্ব-ত্রয়' ও 'তাহার রহস্যে'র কথা অবগত নহে, তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না। কখনও তুমি নিজকে গুরু-বৈষ্ণবের সমান বলিয়া বিবেচনা করিও না।

ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানবান্ ও ভক্তিধনে বিভূষিত মহাজনগণকে দেহধারী পবিত্রাত্মা জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। জন্ম বা অন্য কোন প্রাকৃত বিচার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে না। তাঁহাদের দর্শন অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তুমি আত্ম-মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে; এইজন্য, ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন,—ইহাই জানিবে। ভগবৎ-সান্নিধ্যহেতু পবিত্রীকৃত তীর্থস্থলে ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধাবোধ করিবে না। এমন কি, বিশ্বাস-হীন ব্যক্তিগণের সম্মুখেও তাহা গ্রহণে বাধা নাই। ভগবৎ-প্রসাদ

পরম পবিত্রতম বলিয়া জানিবে। ইহার সেবনে সকল-অনর্থ ভস্মীভূত হয়। "ইহা অমুক ব্যক্তির নিবেদিত, সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ নয়" এইরূপ কখনও বলিবে না।

বৈষ্ণবগণের নিকট কখনও আত্ম-প্রশংসা করিবে না। অথবা অপর কাহাকেও লজ্জা দিবে না। সর্ব্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-কীর্ত্তন অথবা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। এবং প্রত্যহ কিছু সময় মহাজনগণের অথবা তোমার গুরুদেবের লিখিত পারমার্থিক বিষয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। যাহারা নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি অত্যাসক্তি ও অপস্বার্থপর, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। বৈষ্ণব-বেশ-ধারী কপট ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবে না। বৈষ্ণব-নিন্দক ও অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। বৈষ্ণবের সহিত সংলাপ দ্বারা বৈষ্ণবের সহিত সংলাপ-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হও। ভক্ত-নিন্দক ও ভক্তের অপমান-কারী পামরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং যাহারা গুরুর নিন্দা করে সেই নরাকৃতি ব্যাঘ্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। যাহারা 'প্রপত্তি-ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা আছে' বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং যাঁহারা সত্য-সত্যই শরণাগতের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত সতত বাস কর। বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গের অন্বেষণ না করিয়া যথাসম্ভব ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে।

যদি কোন বৈষ্ণব তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করিয়া আপনাকে সংযত-ভাবে রাখিবে। যদি তুমি ভগবানের বসতি-স্থল বৈকুণ্ঠে যাইতে চাও, তাহা হইলে বৈষ্ণবের সেবা কর। বিষয়ী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না। সৎকুলে আবির্ভূত ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে। শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্য ভগবানের সেবা-বুদ্ধিতেই করিবে। ভগবানের নিজ-জনের সেবাই তোমার জীবাতু বলিয়া জান; তাহা দ্বারাই তোমার জীবনের পরম প্রয়োজন লাভ হইবে। কোন প্রকারে তাঁহাদের অসন্তোষ বিধান করিলে পারমার্থিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহারা ভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহে প্রস্তর-বুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, সর্ব্ব-পাপ-ধৌতকারী পাদ-তীর্থে অম্বু-বুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং অপর সাধারণ দেবতার সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সাম্য-জ্ঞান করে, তাহাদিগকে নারকী বলিয়া জান।

বিষ্ণুর পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা অধিক ফল-দায়ক; বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, বিষ্ণুর প্রতি অপরাধ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। বিষ্ণুর পাদোদক অপেক্ষা

বৈষ্ণবের পাদোদক অধিক পাবনকারী। এই সকল কথা তুমি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবিবেন না, কারণ উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বিন্দুমাত্রও এ'রূপ ভবিষ্যতের কথা ভাবনা করে, তাহা হইলে তাহার শরণাপত্তি অলীক ও প্রহসন মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থা তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল, সুতরাং তাহার অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণব বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য কখনও উদ্বিগ্ন হইবেন না। স্থানে স্থিত হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে অথবা তোমার গুরু-পাদপদ্মে সকল ভার অর্পণ-পূর্ব্বক তত্ত্ব-দ্বয়ের বিষয় নিরন্তর ভাবনা কর।

জিতেন্দ্রিয়তা, জ্ঞান ও ভক্তিধনে বিভূষিত এমন একজন বৈষ্ণবের সন্ধান লও, যিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয় ও আপন বলিয়া জানেন; এবং সর্ব্বপ্রকার জাগতিক অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক—ইহাই মঙ্গল লাভের সর্ব্বশেষ ও একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আমি আর অন্য কোন উপায় জানি না। এই প্রকার মঙ্গল-প্রার্থী ব্যক্তি মিত্র, শত্রু ও উদাসীন—এই ত্রিবিধ লোকের বিচার করিয়া চলিবেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার মিত্র, ভগবদ্বিদ্বেষী জনগণই তাঁহার শত্রু, এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণই উদাসীন। যাহারা পরমার্থ লাভের প্রতি উদাসীন, তাহাদের প্রতি তুমিও কাষ্ঠখণ্ড ও প্রস্তরের প্রতি যে-প্রকার উদাসীন থাক, সেই প্রকার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে। যদি তাহারা তত্ত্বানুসন্ধানের একটু স্পৃহা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভগবদ্-জ্ঞান উপদেশ দিবে; অন্যথা, তাহাদিগকে শোচ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। ভগবৎ-পাদপদ্ম-আশ্রিত তোমাদের আচরণ এই প্রকার হইবে। সর্ব্বদা বৈষ্ণবসঙ্গে থাক, তাহা হইলেই তোমার হৃদয় পরম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। বিদ্বেষী জনের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। তাহাদের সহিত কদাচ বাক্যালাপ করিবে না।

যদি তুমি ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান কর এবং কোন প্রকার জাগতিক লাভের জন্য বিদ্বেষী জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, কোন সম্রাটের সান্নিধ্যে তাহার প্রিয় ব্যক্তিকে অপমান করিলে তিনি যেমন মর্ম্মাহত হন, ভগবান্‌ও সেই প্রকার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং জাগতিক কোন প্রকার লাভের আশায় বিদ্বেষি-জনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যেন তোমাকে প্রলুব্ধ না করে। কারণ, তাহার নিকট তুমি যে সম্পত্তি লাভ করিবে, তাহা অতি শীঘ্রই ভগবানের সহিত তোমার বিরোধ আনয়ন করিবে। জাগতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত

হইয়া সংসারাসক্ত সুতরাং পরমার্থ বিষয়ে উদাসীন কোন ব্যক্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও না। কারণ পরমার্থ ও জাগতিক স্বার্থ ঠিক বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট; —একটী উজ্জ্বল স্বর্ণ, আর একটী নিষ্প্রভ লৌহ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৬ পৃষ্ঠার পর)

মঠ প্রতিষ্ঠা—সৎপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, টোল বা সাধুগণের আবাস-স্থানকে মঠ বলে। সাধারণতঃ পারমার্থিক ছাত্রগণের শিক্ষা ও আবাস-স্থানই মঠ নামে খ্যাত। অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, স্বার্থপর ও মায়াবদ্ধ জীবকুলকে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য, স্বরাট, লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সেবায় নিযুক্ত করাইতে, ও পরাশান্তি-লাভের জন্য শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা আচারে প্রচারে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জগতে আদর্শ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি আশ্রম-ধর্ম্মিগণ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সজ্জন বৈষ্ণবগণ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন বা করিতেছেন।

অর্চ্চন—পদ্মপুরাণ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে,—দ্বাপরযুগ অর্চ্চন-প্রধান ছিল। তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরিকে অর্চ্চনের দ্বারা লাভ করা যাইত। কিন্তু, কলিকালেও বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয় সম্প্রদায়ে অর্চ্চনটী বিশেষরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে অর্চ্চনের প্রাধান্য যথেষ্টরূপে বিদ্যমান থাকায়, মনে হয়, কলিকালেও আনুসঙ্গিকভাবে অর্চ্চনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে রহিয়াছে। কারণ, সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি বৈষ্ণবগণের ভজনানুক্রমিক স্তর-হিসাবে তর-তমতা বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১২।২।৪৭)

কেবলমাত্র অর্চ্চা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনকারী জনগণকে প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে ভক্তগণ প্রায়ই সমস্ত যুগে ছিলেন বা বর্ত্তমান আছেন। অবশ্য ইহাও বিচার্য্য যে, ক্রম-পন্থানুযায়ী যদি ভক্তগণের তারতম্য না থাকিত, তাহা হইলে এত প্রকার শাস্ত্র ও শাসন-পদ্ধতি বা শিক্ষা-পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার কিছুই আবশ্যকতা থাকিত না। যদিও 'কলৌ

তদ্ হরি-কীর্ত্তনাৎ', তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব'। অতএব কলিকালেও গৃহস্থগণের পক্ষে অর্চ্চনের আবশ্যকতা আছে ও সেইজন্যই বৈষ্ণবগণ ভজনের চরম-সীমা শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহন-জীউর নিত্য-সেবা লাভ করিবার জন্যই তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণের পঞ্চদেবতার অর্চ্চন ও মঠ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, শিব-প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠা ও দোল বা তুলসী মঞ্চ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাহাদের সৎকর্ম্মের অধীন অনিত্য ফলপ্রসূ ব্যাপারমাত্র। যেহেতু স্মার্ত্তগণ যাহা অনুষ্ঠান করেন, সবই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করেন। ইঁহাদের পঞ্চ-দেবতার উপাসনা কাম্য-কর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। স্মার্ত্তগণ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য কোনও দিন কোনও ক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যবহার করেন না; পরন্তু, জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন-মানসে সর্ব্বকর্ম্ম করেন ও করাইয়া থাকেন। বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বিভাগে ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতে যে সমূহ ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা কাম-কামীগণের কামনা-পরিপূরক সৎকর্ম্ম বা পুণ্য-লাভের পন্থা-স্বরূপ। স্মৃত্যুক্ত সৎ-কর্ম্ম বা পুণ্যার্জ্জনের অনুষ্ঠান-সমূহ জীব-কুলের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের কারণ না হইয়া কেবলমাত্র বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ-লোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী-ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কাম-কামা লভন্তে ॥ (গীঃ ৯।২১)

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম-ফলে স্বর্গলাভ করেন। তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া থাকেন। কাম-কামী ব্যক্তিগণ ত্রয়ী অর্থাৎ বেদের কর্ম্মমার্গের অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তগণের মঠ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবধারা-বিশিষ্ট।

হরিনাম শ্রবণ বা গ্রহণ—স্মার্ত্তগণ কাম্য-কর্ম্মান্তর্গত যজ্ঞ, তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, বিবাহ শ্রাদ্ধ, দান প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের পরিপূরক অঙ্গ-হিসাবে শ্রীহরিনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে গ্রহণ বা সমর্থন করিয়া থাকেন। নাম যে সাক্ষাৎ হরি হইতে অভিন্ন বস্তু—ইহা স্মার্ত্তগণ স্বীকার করেন না। যে-কোনও ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা সাধন-কল্পে স্মার্ত্তগণ অন্তে শ্রীহরিনামের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা জানেন—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরা-কুম্ভমিবাপগাঃ ॥ (ভাঃ ৬।১।১৮)

নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তাদি যাবতীয় ক্রিয়া, সুরা-কুম্ভের জলের ন্যায় অপবিত্র বা নিষ্ফল হয়। এইজন্য স্মার্ত্তগণ সকল কর্ম্মের শেষে বলিয়া থাকেন—

যৎ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
তৎসর্ব্বং ভবতু সাঙ্গং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

অথবা আরও বলিয়া থাকেন—"কৃতে কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ শরণমহং করিষ্যে" ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন—কেবলমাত্র নামের ফল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ করিবার নিমিত্ত বা নিত্যকাল নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীউর নিত্য সেবা লাভ করিবার নিমিত্ত।

চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণ—

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণোর্পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

এই বাক্যকে স্বীকার করিয়া স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুর প্রসাদ বা চরণামৃতকে সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক ও অকালে অর্থাৎ অল্প বয়সে মৃত্যু-নাশক ঔষধরূপে মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, বিষ্ণুপাদধৌত চরণামৃত ও শ্রীমহাপ্রসাদকে স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুবস্তুরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। আর, বৈষ্ণবগণ 'অকাল'-শব্দে 'কৃষ্ণ-স্মৃতি-রহিত কাল' ও 'সর্ব্বব্যাধি'-শব্দে 'ভব-রোগ' বা 'আত্ম-ভোগপর সুখৈষণা'কে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে,—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, চরণামৃতাদি গ্রহণ করিলে জীব-হৃদয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে ও অকালের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় এবং আত্ম-ভোগপর স্বসুখ-বাসনাদি ভব-রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাঁহারা জানেন—"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" এবং—

অশেষক্লেশ-নিঃশেষ-কারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
বিষ্ণোর্পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

অর্থাৎ চরণামৃত লাভ দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

গুরুবরণ—

উভয়েই গুরু-বরণ করেন সত্য, কিন্তু স্মার্ত্তগণ মনে করেন—অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যময় কর্ম্মফলবাধ্য জীবই গুরু হইবার যোগ্য। কারণ চৌরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে

'মনুষ্য-জন্ম চারিলক্ষ'। এই মনুষ্য-জন্ম সমস্ত প্রাণী-জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যময়।

এতন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের পুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এবং তাহাদের বিচারে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত কোন পুণ্যবান্ মনুষ্যবিশেষই গুরু হইবার যোগ্য। এইরূপ সৎকুলে জাত মানবের যদি প্রাপঞ্চিক সদাচার বা কেবল নীতি-শাস্ত্র-জ্ঞানাদি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গুরু হইবার যোগ্য। স্মার্ত্তগণের এরূপ বিচার নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, পারমার্থিক শাস্ত্র উক্ত প্রাকৃত ভ্রমপূর্ণ বিচার পরিত্যাগ করিয়া বলেন—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
ষট্‌কর্ম্ম-নিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরুবঃ শূদ্র-জন্মনাং।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ-প্রিয়াঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

আধ্যক্ষিক জগতে শৌক্র-ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত ও পারমার্থিক বিচারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কলি-মল-নাশন-মানসে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

অর্থাৎ মহাভাগবতগণ যে কোনও কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তিনিই একমাত্র নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-কুলের গুরু হইবার যোগ্য। এবং নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-সমাজ ও ভূসুর-সমাজও তাঁহাদের নিজেদের মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ-রজে অভিসিক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞতার সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ইহাই হরিভক্তি-বিলাস ও সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ তারঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর, (মেদিনীপুর)

চুঁচুড়ায় শ্রীব্যাস-পূজা
উপলক্ষে বিরাট্ আয়োজন।
সকলে যোগদান করুন।

গুরু-কৃপা হি কেবলম্

বন্দনা ও প্রার্থনা

জয় জয় শ্রীগুরুদেব পাবনাবতার।
তব পদে করি আমি কোটী নমস্কার॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত-চন্দ্র, জয় গদাধরানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ।
নমি সদা মন প্রাণে সবার চরণ॥
নমো নমঃ শ্রীরাধিকা-মদন-মোহন।
সাবধানে বন্দি যেন যুগল চরণ॥
আর আর যত সব গুরু-ভক্তগণ।
তাঁদের চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম॥
পৃথিবীতে যত আছে বৈষ্ণবের গণ।
সবার চরণ বন্দে এ অধম জন॥
তাঁদের চরণ-রেণু মস্তকে লইয়া।
কৃতার্থ হইতে চাহে এ পামর হিয়া॥
সবার চরণে মোর এই আকিঞ্চন।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পদে থাকে যেন মন॥
বৈষ্ণবের শ্রীচরণে লইনু শরণ।
তাহা হ'তে বিচলিত না হই কখন॥
'সতত চরণ সেবি'—এই হয় মনে।
নরকেতে পড়ে আছি যাইব কেমনে?
সকলেতে কৃপা করি' কর মোরে ত্রাণ।
তোমাদের কৃপা বিনু নাহিক এড়ান॥
গুরু বিনা অন্যে যেন নাহি ভালবাসি।
প্রার্থনা করে গো সদা এ অধমা দাসী॥
সবে মিলি এ অধমে কর আশীর্ব্বাদ।
এ অধমা পায় যেন শ্রীগুরু-প্রসাদ॥

শ্রীগুরু আমার!

আদেশ ক'রেছ যাহা এ'অধম জনে।
পালিব কেমনে প্রভো, তব শক্তি বিনে॥
তুমি যদি কৃপা করি' কর শক্তি দান।
অবশ্য পালিতে পারি তোমার বয়ান॥
আমার জিহ্বা-যন্ত্রের যন্ত্রী হও তুমি।
যা' বাজাবে তাই প্রভু হইবেক ধ্বনি॥
কাষ্ঠের পুতুল যেন মোর তনুখানি।
তাহে তুমি সূত্রধর হ'য়েছ আপনি॥
কেবল আমিগো প্রভু এই মাত্র জানি—
তা' করিব যাহা মোরে করাবে আপনি॥
কে আনিল এথা মোরে কিবা স্বার্থ তাঁর
কি সম্বন্ধ তাঁর সহ আছয়ে আমার॥
মায়ার হিল্লোলে কেন আপনা পাসরি।
ভাবিতেছি সদা 'আমি' সকলি 'আমারি'
কিন্তু 'কেবা কার' হায়! না করি বিচার
মোহে অন্ধ হ'য়ে কেন ভ্রমিছি সংসার॥
এ'সব নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারি।
কৃপা করি' বল প্রভু তব পদে ধরি॥
অন্ধের নয়ন তুমি অশক্তের বল।
তোমা বিনা অধমের কি আছে সম্বল॥
তব পাদপদ্মে থাকি' করিব সেবন।
তব শ্রীমুখের বাণী করিব শ্রবণ॥
না জানি 'সেবন', আর না জানি 'ভজন'
শ্রীচরণ তলে থাকি করিব শিক্ষণ॥
এ' বাসনা চিত্তে মোর জাগে সর্ব্বদাই।
তুমি কৃপা করি তাহা পূরাবে গোঁসাই॥

কিন্তু হায়! বাঁধা আমি মায়ার বন্ধনে।
তব শ্রীচরণ প্রান্তে যাইব কেমনে?
শ্রীগুরুদেব! আমায় কর আকর্ষণ।
টুটে যাক্ যতকিছু মায়ার বন্ধন॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাই 'জয়গুরু' বলি—
করিতে ভজন শিক্ষা স্বার্থে দিয়া বলি॥
ঊষর মরুর সম মোর মূঢ় মন।
তাতে তুমি যে বীজের করিলে বপন॥
তাতে যদি কৃপা-বারি না কর সিঞ্চন।
কেমনে বাঁচিবে তাহা বলগো এখন॥
তাই বলি কৃপাবারি ঢাল অবিরাম।
এ মহা-মরুরে কর উদ্যান সমান॥
এ'ভব সমুদ্র মাঝে তুমি কর্ণধার।
একে একে কতজনে ক'রে দিলে পার॥
দূর হ'তে দেখি বটে, কত জন যায়।
কিন্তু হায়! আমি পড়ে রহিনু মোহায়॥
প্রাণ-সূর্য্য অস্তাচলে যাইতে বসিল।
অধমা পামর অতি পতিতা রহিল॥
পৌঁছিতে এখনও বাকি খেয়ার নিকটে
বুঝিতে না পারি আমি কি আছে ললাটে
সর্ব্বক্ষণ ভাবি তাই কি হ'বে উপায়!
উপায় করগো প্রভু! ধরি তব পায়॥
শক্তি-দান কর প্রভু এ অভাগা জনে।
শক্তি-দাতা কেবা আর আছে তোমাবিনে
যদিও পাথেয় কিছু না আছে আমার।
দয়াল ঠাকুর তুমি করে দিও পার॥
তব শ্রীচরণে মোর এই আকিঞ্চন।
তোমা বিনা কে করিবে অভীষ্ট পূরণ?
অরণ্যে হরিণ যথা ধরিয়া শবরে।
সবধানে বদ্ধ করে পিঞ্জর ভিতরে॥
কভু যদি পিঞ্জরের খোলা পায় দ্বার।
অমনি কুরঙ্গ ধায় কানন মাঝার॥
তেমনি চঞ্চল হয় মোর মূঢ় মন।
ছুটিয়া যাইতে চাহে সংসার বন্ধন॥
তোমার গৃহই প্রভু 'স্ব'-গৃহ জানিব।
তোমার আশ্রিত জনে আত্মীয় মানিব॥
মায়ার কুহকে ভুলি আশার ছলনে।
'স্ব'গৃহ ছাড়িয়া ফিরি তাদের পিছনে॥
নিজগৃহ-পথ হায়! ভুলিনু সকল।
তোমা বিনে সেই পথ কে দেখাবে বল॥
কৃপাময় তব পদে এই আকিঞ্চন।
ছুটে যাক্ যত কিছু মায়া-প্রবঞ্চন॥
সেই সেবা-বুদ্ধি প্রভু কর মোরে দান।
যাহাতে সেবিতে পারি তোমার চরণ॥
তোমার সেবনে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
হ'তে যেন পারি আমি রাধা-পরিজন॥
শ্রীচরণে এই মোর কাতর মিনতি।
পাই যেন নিত্য-ধামে চরণেতে স্থিতি॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিণী—
—শ্রীঊষারাণী দেবী পাঁচবেড়িয়া, (মেদিনীপুর)

জৈবধর্ম্ম
শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে
সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

স্থান—উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া।
সময়—রাত্র ৭ ঘটিকা।
তারিখ—শুক্রবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, ইং ৫।১২।৫২

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুইটী একই বস্তু। তাঁহাদের এ'জগতে আসা ও যাওয়া—দুইই তাঁহাদের কৃপার পরিচায়ক। জগতের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহারা এ'জগতে আসেন, আবার কৃপা করিয়াই এ'জগৎ হইতে চলিয়া যান। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কলাপ সমুদায়ই কৃপাময়। "বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র।" আনন্দ-প্রদানই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তি ভোগবশে তাঁহাতে নিরানন্দ লক্ষ্য করে। ইহাই মায়ার আধিপত্য। কেহ যদি মনে করেন,—বৈষ্ণব এ'জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-চরিত্রে দোষারোপ করা হয়। তিনি দুঃখ দিবেন কেন? এই জন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে **'বিরহ-উৎসব'** শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'উৎসব'-শব্দের অর্থ—নিরানন্দ বা দুঃখ নহে। ইহা সুখ ও প্রীতিদায়ক। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণব জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অনিত্য নহে; তাৎকালিকতার ছায়াপাতও তাঁহাতে নাই। সনাতন বস্তুর রীতিও সনাতন। তাহাতে আবির্ভাব তিরোভাবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং তিরোভাব আবির্ভাবের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে। আবির্ভাবের মাধুর্য্য ও তিরোভাবের ঔদার্য্য লইয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব। এ' সাহিত্য শব্দ-ব্রহ্মেরই বিকাশ। ইহাতে শব্দ-সামান্যের কোন মলিন ছায়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্রীল প্রভুপাদ—সিদ্ধান্ত সরস্বতী। অর্থাৎ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরের গর্ভ বিস্তার-স্বরূপ।

অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট তিথি। এই তিথির প্রতি দোষারোপ করিয়া আমরা যেন শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য মঙ্গলময় ক্রিয়া-কলাপের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ না করি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই তিথিকে প্রতি-বৎসরই সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন। তাই এ'বৎসরও সেই তিথির পূজা করিতে আপনারা সকলে আগ্রহ-সহকারে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহা আনন্দেরই কথা।

সুখ ও দুঃখ দুইটীকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করাই বৈকুণ্ঠ-দর্শন। বৈকুণ্ঠ-দর্শনে প্রত্যেক বস্তুতেই সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাম্য পূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময়। জাগতিক বৈষম্য অপ্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকার সুখ-দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলী

শক্তি পরস্পরের ভিতরে অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যময় সাম্য প্রকাশ করিয়াছে। একই পথের দুই সীমায় সুখ ও দুঃখ—দুইটী অবস্থিত। উভয় দিক্ হইতে উহা সমভাবে অগ্রসর হইলে একই মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে মিলিত হয়। ইহারই নাম সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ। ইহারই অধিদেবতা স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর। আবির্ভাব-তিরোভাবই সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের প্রতীক অবতার। মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কাই মিলনকে প্রগাঢ়তর করিয়া থাকে। এবং মিলন-স্থলে যত গভীর-ভাবে বিরহ-চিন্তা হৃদয়ে জাগরূক হইবে, ততই মিলনের মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হইবে। বিপ্রলম্ভেও সেই প্রকার মিলনের চিহ্ন যত প্রখরা হইবে, ততই বিপ্রলম্ভ-রসের নিত্য প্রস্রবণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে। ইহাই পরম-মুক্তগণের চরিত্রে উদ্ভাসিত।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ক্রিয়া-কলাপের কথা কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করিয়া থাকি। অতি-মর্ত্ত্যতার বিচার ও চিন্তাস্রোত সকলের এক নহে। যিনি যতটুকু অতিমর্ত্ত্য-ভাবে বিভাবিত, তিনি ততটুকুই তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন। আমাদের ভোগবৃত্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা, সুখৈষণা প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য ধারণার সহায়ক নহে। আমরা এইরূপ বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি যে বিরহ জ্ঞাপন করি, তাহা ভোগেরই প্রতিচ্ছবি। ভোগ ব্যাঘাতের নাম 'বিরহ' নহে। ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগ বা বৈরাগ্যকেও তাহা হইলে 'বিরহ' বলা যাইত। বিরহী ব্যক্তির চরিত্রে ত্যাগ বা বৈরাগ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া উহা 'বিরহ' নহে। আমরা আমাদের ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই বিরহ বোধ করি। শ্রীল প্রভুপাদের ললিত-লাবণ্য রূপ, তাঁহার মধুর কোমল হাস্য, সরল উদার ব্যবহার, ভুবন-বিজয়ী অসমোর্দ্ধ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তনে মুখরিত স্বভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সদয় করুণ স্নেহশীলতা আমাদের সর্ব্বদাই আনন্দ-বর্দ্ধন করিত। এমন কি, veteran intellectualist (গভীর জ্ঞানবাদী) গণও তাঁহার বিচার-যুক্তিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহার অভাবে তাঁহারা দুঃখানুভব করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বক্তব্য,—ইহা বিরহ নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা-স্বরূপ। গুরুদেব সুপুরুষ, তাঁহার ব্যবহার ভাল, তিনি আমাদের প্রচুর সাহায্য করিয়া আনন্দ-বিধান করিতেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে খুব ভাল লাগিত। এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা ঐগুলি পাইতেছি না বলিয়া যে দুঃখ, উহা সমস্তই কামনা বা ভোগ।

আমরা জন্ম হইতেই পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে কৃতকগুলি ভাল-মন্দের বিচার লইয়া জীবন ধারণ করি। ইহা কতকটা atmospher & environment (আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা) হইতে লাভ করিয়া থাকি। তদনুসারে আমরা যে বৃত্তি পাইয়াছি, তাহার দ্বারা যে সাধুতার কল্পনা করিয়া লই, তাহা প্রকৃত সাধুতা নহে। সেবা-বুদ্ধির দ্বারাই সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যতদিন সেবা, ততদিন ভক্তি। ভক্তিতে বা সেবায় প্রাকৃত atmosphere or environment (আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিকতা)র কোন আধিপত্য নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও অন্তঃকরণে ভক্তি বা সেবাবৃত্তি দেখিলেই তাহাকে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিতেন, নচেৎ তাঁহার নিজত্ব চিরদিনই বাহ্য জগতের নিকট অবগুণ্ঠিত। ভক্তির প্রধান লক্ষণ—শরণাগতি। নিজের নিজত্ব বিলাইয়া দেওয়াকেই শরণাগতি বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি লাভ করিতে হইবে। গুরু-পাদপদ্মে যতই আত্ম-সমর্পণ হইয়াছে, ততটাই তাঁহার নিষ্কপটে কৃপা পাওয়া গিয়াছে। আমরা আত্মীয়-স্বজনের নিকট সুখ-স্বচ্ছন্দতাই আশা করি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও সেইগুলিই আমরা আশা করিয়াছিলাম এবং তাহা পাইয়াও ছিলাম। ইহা কিন্তু বিরহের লক্ষণ নহে। আত্ম-সমর্পণের উপরই বিরহের বিচার। আত্ম-সমর্পণ বলিতে 'আমি ও আমার' যাহা কিছু, সমস্তই সম্যক্‌রূপে অর্পণ করা বুঝায়। সুতরাং গুরু-পাদপদ্ম হইতে কোন পার্থিব বস্তু, চিন্তাস্রোত বা ক্রিয়া-কলাপ আশা করা—আত্মনিবেদনের লক্ষণ নহে। যেহেতু যে বস্তুটী আমার নিজস্ব বলিয়া মনে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করাই ভক্তি। কেহ যদি মনে করেন,—গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া উহা গুরুদেবকে সমর্পণ করিলে আত্মনিবেদন হইবে না কেন? কিন্তু, গুরুর নিকট হইতে এইরূপ কিছু আদায় করিয়া তাহাই গুরুকে দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? যদিও গণিতের বিচারে জমা-খরচ করিলে ইহা একই বলিয়া মনে হইবে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে দেওয়ায় আমার তহবিল শূন্য হইয়াছে; এই শূন্য তহবিলে গুরুদেবের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া লওয়ায় আমার তহবিলে শূন্যের সহিত যোগ দিয়া সহস্র মুদ্রা হইল। পুনরায় এই সহস্র মুদ্রাই গুরুদেবকে দেওয়া হইল; পরিশেষে শূন্যই রহিল। পূর্ব্বে যে-প্রকার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমার তহবিল শূন্য হইয়াছে, এখন গুরুর নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাহা সমর্পণ করায় তহবিল পূর্ব্বের ন্যায়ই শূন্য হইল। (০+১০০০=১০০০; ১০০০-১০০০=০)। যদিও এই উভয় অবস্থা গণিতের বিচারে একই

বলিয়া গণ্য হইবে, তথাপি প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহা এক নহে। বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কারণ গুরুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা—শরণাগত ভক্তের লক্ষণ নহে। উপরন্তু, গুরু-সেবকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য গুরুদেবের ইচ্ছা বা চেষ্টা-জনিত তাঁহার যে ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেই ক্লেশ-প্রদানের ফলভোগ্য গুরু-সেবককে করিতে হইবে। সুতরাং গুরু-পাদপদ্মে কামনা—গুরু-সেবকের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক। গুরু-পাদপদ্মে প্রীতি-কামনাই অন্য কামনার বিনাশক। ইহাই শরণাগতের লক্ষণ। (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

৯ নং আপ্ ডুন্ এক্সপ্রেস্ ভোর ৬ টার সময় গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। অনেকেই বলিতে থাকেন যে, গত বৎসর আমরা এই গয়াক্ষেত্রে এক দিবস থাকিয়া গয়ার যাবতীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছি। এস্থলে পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গত বৎসর বৃন্দাবন পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি রিজার্ভড্ বগীযোগে গয়া, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি হইয়া মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তাহার আনন্দ উপলব্ধি করিয়া যাত্রিগণ বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন। আর একটী অভিনব ব্যাপার এই যে, শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রাতঃকালীন আরতি-সময় উপস্থিত হইলে **শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সেবাসুহৃদ** শ্রীবিগ্রহের আরতি করেন। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে আরতি-কালীন কীর্ত্তন করেন। আমাদের বহু ব্রহ্মচারী ও যাত্রী তাহাতে যোগদান করেন। শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনে তখন গয়া ষ্টেশন মুখরিত হইতেছিল। ষ্টেশনের যাবতীয় কর্ম্মচারী, কুলি, অন্যান্য যাত্রী সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কক্ষের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া 'আরতি দর্শন' ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ অবতারী পুরুষ, তাঁহার অর্চ্চা কি-ভাবে সেবিত হইয়া থাকে, গয়া ষ্টেশনের দর্শকমণ্ডলী তাহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথাসময়ে গাড়ীর বিদায় ঘণ্টা বাজিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দর্শকমণ্ডলী একটী অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক শুভ মুহূর্ত্ত হারাইয়া বিষন্ন-বদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যথাযোগ্য একাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রণতি-পূর্ব্বক অত্যন্ত মনোবেদনা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমাদের

যাত্রিসকল এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে বহু কথা আলোচনা করিতে-ছিলেন। এইরূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহের যথারীতি যাবতীয় সেবাই ট্রেনের মধ্যে পালিত হইয়াছিল। তৎপর ট্রেন চলিতে থাকিলে প্রাতঃকালীন গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, "উদিল অরুণ" প্রভৃতি কীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তিত হয়।

গাড়ী ক্রমশঃ কাশী অতিক্রম করিয়া বারাণসী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে; বেলা তখন ১১টা। এই বারাণসী ষ্টেশনের বর্ত্তমান নাম বেনারস্ ক্যাণ্টমেণ্ট। আমরা গত বৎসর বৃন্দাবন পরিক্রমার যাত্রামুখে কাশীতে এক দিবসের জন্য আমাদের সংরক্ষিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কাশী-ধাম দর্শন করিয়াছি। আজ পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আনন্দের সহিত ইহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকেন।

বরুণা ও অসী নদীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্য-ভূমির নামই বারাণসী। সাধারণতঃ ইহা শৈব ও জ্ঞানিগণের নিকট বিশ্বেশ্বরের স্থান বলিয়া কাশী নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই কাশী বারাণসী বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অর্চ্চা-লীলার অফুরন্ত বিকাশ-ক্ষেত্র, বদরীনারায়ণের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা শ্রীগঙ্গাদেবী এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা হইয়া কাশী-ধামের মাহাত্ম্য সর্ব্বতোভাবে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুভক্ত জানিয়া শিব তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বিশ্ববাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের নিকট বিষ্ণু মহিমা প্রচার করেন। এই কাশী-ধামই প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া স্বয়ং শম্ভু অর্চ্চামূর্ত্তিতে জ্যোতির্লিঙ্গ-স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু এই পুণ্য-ভূমির সর্ব্বত্র অষ্টাদশ শত (আঠার শত) অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া ভগবদ্ভক্তের মহিমা জগতে প্রচার করিতে-ছেন। শ্রীকাশী-ধামে শিবলিঙ্গ অপেক্ষা বিষ্ণু-মূর্ত্তির সংখ্যা অনেক গুণে অধিক। ইহা স্কন্দপুরাণের কাশী-খণ্ডে শিব-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্ব-অবতারের অবতারী পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিবকে দর্শন দিবার জন্য শ্রীশ্রীকাশীধামে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন কাশী-ধাম সাক্ষাৎ নবদ্বীপ-ধামে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-আচার্য্য-কুল-মুকুট-চূড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী হুসেনশাহ বাদসাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া এই বারাণসী-ক্ষেত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গয়ার কর্ম্মক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী জ্ঞান-ভূমিকায় পশ্চিম-দেশীয় একদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য লইয়া জ্ঞানমার্গের অস্বাভাবিক বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তদবধি ইহা জ্ঞান-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্বৈত-সিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতীও জীব গোস্বামীর বিচার ও যুক্তি-প্রাবল্যে অদ্বৈত চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অন্তিম কালে 'ভক্তি-রসায়ণ' গ্রন্থ রচনা করেন।—আমরা বারাণসী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই বারাণসীর ভক্ত মাহাত্ম্য-সকল আলোচনা ও স্মরণের বিষয় হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অর্চ্চনকারী **শ্রীমান্ ধীরকৃষ্ণ** ঘণ্টাধ্বনি করিল; ঠাকুরের ভোগারতি আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল; **নারায়ণ মহারাজ** ভোগারতি কীর্ত্তন ধরিলেন—"ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌর-হরি" (ঠাকুর ভক্তি বিনোদ)। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের বহু যাত্রী, কুলি, রেল-কর্ম্মচারী, পুলিস প্রভৃতি বহু লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীআরতি-কীর্ত্তনাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমাদের বদ্রীনারায়ণ যাত্রি-গণ উল্লাস-ভরে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই ভোগারতি কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

এমন সময় বারাকপুরের শ্রীযুত রামবন্ধু পাল মহাশয় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে তাঁহার বাক্স ও বিছানাপত্রসহ আমাদের গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; ইনিও আমাদের সহিত শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন; তাঁহাকে আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য আরও কয়েকজন ভক্ত ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনের মধ্যেই সেবা-পূজা ভোগরাগ, আরতি কীর্ত্তন প্রভৃতি অভিনব ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা ও বারাণসী মহিমা কীর্ত্তন করিলাম এবং তাঁহারা প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া তাঁহাদের শুভাগমনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তখনই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; আমাদের সেবকগণ বিশেষ তৎপর হইয়া রামবন্ধু বাবুর আত্মীয়বর্গকে মহাপ্রভুর প্রসাদ পুরি, আলুর তরকারী ও কিছু মিষ্টি দিলেন। মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আরতি কীর্ত্তনান্তে বিভিন্ন বাল্‌তি বোঝাই করিয়া বিভিন্ন প্রসাদ যাত্রিগণকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিলেন। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে একটু বিলম্ব করিয়াই ছাড়িল। কে জানে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার আকস্মিক অভাবনীয় সেবা-বিলাস বিকাশের ফলেই স্তব্ধীভূত হওয়ায় গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হইয়াছিল কিনা। ষ্টেশনের বিমুগ্ধ যাত্রিগণ করযোড়ে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন। (ক্রমশঃ)

———

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৬ ; ফাল্গুন—১৩৫৯

১৫ গোবিন্দ, ১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী দি ৯।২৮। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রত।

১৬ গোবিন্দ, ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—অমাবস্যা ৭।১৩। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রতের পারণ—দিবা ৭।১৩ মধ্যে।

১৭ গোবিন্দ, ৩রা ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-দ্বিতীয়া রা ২।৩০। শ্রীল রসিকানন্দ-দেব গোস্বামীর ও **বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।**

২৪ গোবিন্দ, ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী, রবিবার—গৌর-নবমী দি ৪।২। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ।**

২৫ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী, সোমবার—গৌর-দশমী দি ৪।১১। নবদ্বীপ-সহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ।**

২৬ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—গৌরৈকাদশী দি ৪।৫১। **আমলকী একাদশীর উপবাস।**

২৭ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—গৌর-দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬।১। **দি ৯।৫৫ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীল হৃদয়ানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—গৌর-চতুর্দ্দশী রা ৯।৩১। শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন।

৩০ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী, শনিবার—পূর্ণিমা রা ১১।৩৭। **শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস ও পূর্ণিমান্তে ৪৬৭ গৌরাব্দ আরম্ভ।**

গৌরাব্দ—৪৬৭

১ বিষ্ণু, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ, রবিবার—কৃষ্ণ-প্রতিপৎ রা ১।৪৪। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৩ মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর পারণ। সহর-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

৩ বিষ্ণু, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—কৃষ্ণ-তৃতীয়া রা ৫।২২। কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদের শ্রীপাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব।

৬ বিষ্ণু, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ, শুক্রবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী দি ৭।২২। **শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পঞ্চম-দোল।** চম্পকহট্টে উৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৭শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৪ গোবিন্দ, ৪৬৬ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৫৯; ইং ১২।২।৫৩ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

শিব উবাচ—

১। যস্য দর্শন-মাত্রেণ পাতকানি মহান্ত্যপি।
বিলীয়ন্তে ক্ষণানেব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব॥ ২৫॥

২। ধর্ম্মাধর্ম্মান্ বিজিত্যাথ বদরীশং বিভুং হরিম্।
দৃষ্ট্বা মুক্তিমুপায়ান্তি বিনায়াসং ষড়ানন॥ ২৬॥

৩। ত্যক্ত-প্রায়াণি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ।
বদরীং সমনুপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥

৪। কলিকালমনুপ্রাপ্য মুক্তির্যেষামভীপ্সিতা।
দ্রষ্টব্যা বদরী তৈস্তু হিত্বা তীর্থানশেষতঃ ॥২৮॥

৫। বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং পরমশ্নুতে ॥২৯॥

৬। জন্মান্তর-সহস্রৈস্তু যেন চারাধিতো হরিঃ।
স গচ্ছেদ্-বদরীং দ্রষ্টুং যত্র জন্তুর্ন শোচতি ॥৩০॥

৭। 'বদর্য্যা' 'বদরী'ত্যুক্ত্বা প্রসঙ্গান্মনুজোত্তমঃ।
সংসার-তিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বালয়ত্যসৌ ॥৩১॥

৮। যথা দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে।
তথৈব বদরীং দৃষ্ট্বা পুংসো মৃত্যু-ভয়ং কুতঃ ॥৩২॥

৯। দর্শনাদ্-যস্য পাপানি ক্ষয়ন্ত্যব্যাহতানি চ।
মুক্তি-মার্গমুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিবকৃত-বদরী-নারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। **শিব বলিলেন**—যাঁহার দর্শনমাত্র মহাপাপ সকলও সিংহ-দর্শনে মৃগের ন্যায় ক্ষণ-কালমধ্যে বিলীন হয় ॥২৫॥

২। হে ষড়ানন, যিনি নিখিল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জয় করিয়া **বদরীর** ঈশরূপে বিরাজিত, যে-বিভু হরিকে দর্শন করিয়া বিনা আয়াসে মানবগণ মুক্তি লাভ করে ॥২৬॥

৩। কলিকাল সমাগত দেখিয়া যিনি প্রায় সকল-তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ বিভু হরি সম্প্রতি **বদরী-ক্ষেত্রে** অবস্থান করিতেছেন ॥২৭॥

৪। কলিকালে যে-সকল লোক মুক্তি অভিলাষ করে, অন্যান্য তীর্থ-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা **বদরীক্ষেত্র** দর্শন করুক ॥২৮॥

৫। জীব জ্ঞান, যোগ ও তীর্থ-পর্য্যটন-ক্লেশ ব্যতীতই **বদরী-তীর্থ**-দর্শনে একজন্মেই কেবলা ভক্তি-স্বরূপা মুক্তি লাভ করিবে ॥২৯॥

৬। যাহারা **সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই**

বদরী-তীর্থ-দর্শনের জন্য গমন করিতে সক্ষম। এই তীর্থ দর্শনে জীবের কোন শোকই থাকে না ॥৩০॥

৭। যে মনুজোত্তম প্রসঙ্গক্রমে "বদরী বদরী" এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাযুক্ত সংসার-তিমিরে তাহার উজ্জ্বল দীপ দর্শন হয় ॥৩১॥

৮। দীপ-দর্শনে যেরূপ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বদরী-দর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কোথায় ? ॥৩২॥

৯। যাঁহার দর্শনে অব্যাহত পাপসকলও রোদন করে, মুক্তি-মার্গ উপলক্ষ্য করিয়া আমি সেই বদরীশ্বরকে বন্দনা করি ॥৩৩॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিব-কৃত বদরী-নারায়ণ-স্তুতিবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায়।

বর্ষ-পরীক্ষা

কর্ম্মী ও জ্ঞানী—অধিরোহবাদী ; তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভক্ত ও ভগবানের অবতার

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরন্তর-কুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎ পার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহ-বাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যে-কালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্ভক্তি-ধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ্ বস্তু ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য, অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদীকে তাঁহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার ভাষায় তাঁহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

গুরু-করণ ও গুরু-শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য একবর্ষ-কাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে

একবর্ষ-কাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত অক্ষজ শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরন্তকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য—শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবা-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের প্রাথমিক অক্ষজ-দর্শন

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে-কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিজবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য ফল-ভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু-বিশেষ বলিয়া মনে করেন।

এক বৎসর-কাল অধোক্ষজ গুরুর সঙ্গ-ক্রমে ভোগী শিষ্যের শিষ্যত্ব-লাভের অধিকার জন্মে

শিষ্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-ক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরু-কৃপা-লাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর-কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিরন্তকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পা'ন। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্ম-সমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে-কালে জীব কর্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে-কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরন্ত-কুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, তখন শিষ্যব্রুব-জীব এক বৎসর কাল তাঁহার সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে।

শ্রীগুরুর প্রতি নিত্যদাস্যই শিষ্যের লক্ষণ, নচেৎ অতিবাড়ি হইয়া পতিত গুরুদ্রোহী হইতে হয়

আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না; সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। **যে-কালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন।**

শ্রীগুরুর পতন বা গুরু-ব্রুবত্ব লাভ

যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরু-ব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, **শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ** করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপন করিবেন না।

গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ এক বৎসরে স্থাপিত না হইতেও পারে

তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরন্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তি-শাস্ত্রেও অভক্ত শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

—শ্রীল প্রভুপাদ

জৈবধর্ম্ম

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

শুষ্ক-বৈরাগ্য নিরস, সুতরাং বৈষ্ণবতার হানিকারক

সংসারে বিরক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য হয় সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বিরক্তিকে **শুষ্ক-বৈরাগ্য** কহা যায়। সংসারে বিরক্তি হইয়া যদি কোন পুরুষের সর্ব্বভূতে দয়া এবং 'কৃষ্ণে নির্ম্মল প্রেমভক্তি' উদয় না হয়, তবে সে-বৈরাগ্যে কিছুমাত্র রস নাই। এই বিষয়টীতে অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাধনকুশল হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া দূরে থাকুক, তাহাদের যে কিসে মঙ্গল হইবে, এইরূপ কোন প্রকার চিন্তা করেন না। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতার বিশেষ ক্ষতি হয়, স্বীকার করিতে হইবে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তোত্রে,—

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈরারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়েকো নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥ (ভাঃ ৩।৯।১২)

[হে প্রভো, আপনি নিখিল প্রাণীতে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হ, কিন্তু সকাম দেবগণ নানাবিধ উপচার দ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না।]

এই ব্রহ্মবাক্য অতিশয় গম্ভীর। সমস্ত বৈষ্ণবতত্ত্ব ইহাতে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সম্যক্ ভাষ্য হইলে আমাদের অদ্যকার প্রয়োজন সফল হইবে। অতএব মহাশয়েরা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করত বিচার করুন। এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, অসল্লোক-কর্ত্তৃক অপ্রাপ্য অর্থাৎ সংলভ্য যে সর্ব্বভূতে দয়া তদ্দ্বারা আরাধিত হইলে ভগবান্ যতদূর প্রসন্ন হন, স্বার্থপর হইয়া উপচিত উপচারের দ্বারা সুরগণেরাও তাঁহার যে আরাধনা করেন তদ্দ্বারা ততদূর প্রসন্ন হয়েন না; যেহেতু প্রচ্ছন্নভাবে ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মারূপে অবস্থিতি করেন।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কামনাই কপটতা বা ভণ্ডতা

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির যে কামনা, তাহাকে এই শ্লোকে কাম বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কাম যাহার হৃদয়ে বদ্ধ আছে, তিনি যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কেহ হন, তথাপি তিনি উপচিত উপচারের দ্বারা ভগবান্‌কে ততদূর প্রসন্ন করিতে পারেন না। ভণ্ডভাবে যদিও উপচিত উপচার ভগবান্‌কে অর্পণ করা যায়, তাহাতে তো কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই নাই; ইহা

নিশ্চয় আছে, যেহেতু ভগবান্ অন্তর্যামী, অতএব বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি বিচার করেন না অর্থাৎ সাধকের অন্তর্বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ ভণ্ডতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সরলতা অবলম্বন করত পূর্ব্বোক্ত কোন পুরুষ ভগবান্‌কে উপচিত উপচারের দ্বারা আরাধনা করেন, তথাপি ভগবান্ ততদূর প্রসন্ন হয়েন না। **'আরাধনা' শব্দ অন্তর্বৃত্তিবাচক এবং বাহ্য-নিষেধক।** অতএব 'আরাধনা' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভণ্ডতার প্রতিষেধ হইয়াছে।

"নাতিপ্রসীদতি"-বাক্যের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ ভক্ত সকাম হইলে কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করেন

'অতিশয় প্রসন্ন হন না' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সকাম হইয়া ভজনা করিলেও ভগবান্ প্রসন্ন হন অর্থাৎ কামনার ফলমাত্র দেন এবং কখন কখন সম্যক্ বৈরাগ্যের উদয় করান। যথা—

অকামঃ সর্ব্ব-কামো বা মোক্ষ-কামো উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদার-বুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।]

কিন্তু সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ার দ্বারা যে ভগবদারাধনা তাহাতে যতদূর তাঁহার প্রসন্নতা হয়, কামনাপ্রযুক্ত ততদূর হয় না। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম হইয়া যে-সকল পুরুষ ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের আরাধনা সমাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতীক্ষা থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য পুনরাবৃত্তি ঘটনীয়, ইহাই জ্ঞাতব্য। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ন্যায় ভক্তিযোগ কদাচ বৃথা হয় না, অতএব স্বার্থমূলক ভক্তিযোগের পরিণামে নিঃস্বার্থ সর্ব্বভূত-দয়া উদয় হয়। **স্বার্থভক্তি ভক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ,** অতএব কালক্রমে ঐ পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং পরম-প্রেমরূপ ফলের জনক হয়। স্বার্থভক্তি সঙ্কীর্ণ, অতএব যখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, তখন সর্ব্বভূত-দয়ারূপ ভক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন কামনা করেন, তখন পরমেশ্বর তাহাকে মূর্খ জানিয়া স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদানের দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা দূর করেন।

সর্ব্বভূতে দয়াই ভক্তির লক্ষণ

সর্ব্বভূতে দয়ারূপী ভক্তিই জীবের স্বভাব; অতএব বৈরাগী পুরুষদিগের তাহাই প্রাপ্য। পরমেশ্বরে যতদূর দৃঢ়ভক্তির উদয় হয়, ততই জীবের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াই এই ভক্তির লক্ষণ। জীব কি-জন্য অন্য জীবের

প্রতি দয়া করেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে কৃষ্ণভক্তিই ইহার হেতু এরূপ বোধ হয়। সমস্ত জীবের সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর লক্ষিত হন, অতএব তাঁহার প্রিয় জীবসকলের প্রতি আমাদের একটী নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেমত কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের স্বভাব, তদ্রূপ কৃষ্ণের জীবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃবৎ সখ্যও আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য। অতএব **অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণ-চিন্তা ও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া আমরা যে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকি, তাহা অসম্পূর্ণ।**

বিষয়-রোগগ্রস্ত গৃহব্রত-সকল প্রকৃত বিরক্ত-বৈষ্ণবদের প্রতি অযথা অন্যায় ব্যবহার করিলেও তাঁহারা বিষয়-রোগীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগরূপ দয়া বিতরণে কুণ্ঠিত নহেন

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈরাগ্য-ধর্ম্মের কি-প্রকার ঐক্য হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। হে সাধুমণ্ডলি! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জগতে যত জীব আছে ঐ সকলের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করা ও তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবের মঙ্গলসাধন যদি আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হয়, তবে আমরা কি-প্রকারে সংসার হইতে দূরে থাকিতে পারি? ত্রিতাপে তাপিত জীবগণ বনমধ্যে মুনিদিগের নিকট ঔষধি অন্বেষণ করিতে যান না, যেহেতু তাঁহারা (তাপিত জীবগণ) যে রোগগ্রস্ত, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারাই সুস্থ অন্তঃকরণে গৃহমেধ-যাগ করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন এবং যে-সকল ব্যক্তির বৈরাগ্যযোগে তাঁহাদিগকে দুঃখী কহেন, তাঁহারাই কোন বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই রোগ-বিশেষ। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই পাষণ্ডতা এবং ইন্দ্রিয়সুখই কার্য্য। যেমত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি শীতল জলকে সমাদর করিয়া অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়ী মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করত বাসনারূপ রোগের বৃদ্ধি করেন। বাতুলেরা যেরূপ সুস্থ অন্তঃকরণের লোকদিগের অবস্থায় দুঃখিত হয়, সংসারী পুরুষও বৈরাগী দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া থাকেন। মদ্যপান করিয়া যে-সকল ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহারা যেমত মদ্যবিরত পুরুষদিগকে দুর্ভাগা জ্ঞান করে, সংসার-মধ্যে মুগ্ধ হইয়া অবিবেকী পুরুষেরাও তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষদিগের বৈরাগ্যকে দুঃখের কারণ জানিয়া ভাবিত হয়। হায়! এ' সমস্ত নির্ব্বোধ লোকের উপায় কি? যখন ইহারা নিজ রোগকে জানিতে পারে না, তখন তাহাদের শান্তি কিরূপে হইবে? আহা! কোন সহৃদয় বিবেকী পুরুষ ইহাদের অবস্থার পর্য্যালোচনা করত দুঃখ-সাগরে পতিত না হন? মহাত্মা ভাগবতসকল

যদি ঐ সকল লোকের প্রতি কৃপা না করেন, তবে উহাদের আর ভরসা নাই। অন্যান্য লোকে কষ্ট স্বীকার করত বাতুলের ঔষধি বিধান না করিলে আর উপায় কি? বাতুলেরা যদিও উপকারীদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি হরিদাস কদাচও জগাই-মাধাইকে হরিনামামৃত পান করাইতে বিরত হইবেন না। **হে বৈষ্ণবগণ! যদিও অবিবেকী পুরুষেরা আপনাদিগকে কটু বাক্য কহে এবং সময় সময় মারিতে উদ্যত হয় তথাপি আপনারা স্বীয় কার্য্য হইতে বিচলিত হইবেন না।** সন্তানের যদি কোন অঙ্গে ক্ষয় হয় এবং ঐ অঙ্গ ছেদন করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে ঐ বালকটী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটু বাক্যাদি দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা করিলেও দয়ালু পিতা কদাচ তাহার ইষ্টসাধনে বিমুখ হইবেন না। কৃষ্ণদাসেরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ কোন-প্রকারে নিরস্ত হইবেন না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-সাধক ভক্ত-মহিমা (৫)

চতুর্থ মহিমা এবে শুন সুধীজন।
'ভক্তি-সাধকের গুণ' যাহা অগণন॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মোর গুরু।
নিয়ত বসুক হৃদে আশা-কল্পতরু॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—পরম ঈশ্বর।
তাঁর সম, তাঁর বড় কেহ নাহি পর॥
স্বভাব স্বরূপ জীবের, ঈশ্বর অধীন।
অতএব স্বতন্ত্রতা ছাড়হ প্রবীন॥
জড়-মুক্ত জন রহে ঈশ্বর-নিকটে।
অভিমানী জন রহে দুঃখের কপাটে॥
দেবতা-বাঞ্ছিত পেয়ে যে নর-জনম।
গোবিন্দ না ভজে, সে বঞ্চিত, অধম॥
বহু কোটি জন্ম ঘুরি' এ'-নর শরীর।
পাইয়া না হরি ভজে, সে-জন অধীর॥
যতদিন দেখে জীব মায়াকৃত সুখ।
ততদিন নাহি ছাড়ে এ'-ক্ষিতির দুঃখ॥
কিন্তু নরদেহে অনাচারী যদি রয়।
তথাপিও মুক্ত হয়, গোবিন্দ-সেবায়॥
কর্ম্ম-জ্ঞান ছাড়ি' যদি ভজে হরি-পদ।
পতিত হ'লেও তার ঘুচিবে বিপদ॥
হরি-পদ ছাড়ি' যারা বর্ণাশ্রম-রসে।
কোথা কবে সুখী হ'ল—বল সেই বশে॥
ওহে জীব! গুণ-দোষ বিচারিয়া যাঁ'রা।
মম আজ্ঞা মতে ভজে উত্তম তাঁহারা॥
যোগ-সিদ্ধি, মোক্ষ আদি যাহা কিছু হয়।
শ্রীহরি-আশ্রিত জন কিছু না মাগয়॥
কায়-মন-বাক্যে সদা 'হরিদাস আমি'।
যেই বলে ভক্ত সে, শরণাগত নামী॥

অভক্ত সদাই যারা ভক্তি অনাদরে।
কল্কি বলে ভয় নাই, বিনাশিব তারে॥
ভক্ত-ছাড়া অন্য যারা নিজে মুক্ত গায়।
ভক্তি-হীন বুদ্ধি-দোষে অধঃপাতে যায়॥
ভক্তি-বাঁধা ভক্তগণ পতিত না হয়।
হরি-রক্ষিত হ'য়ে নির্ভয়ে ভ্রময়॥
জ্বলন্ত 'অনল' প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত-বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
ভক্ত-প্রিয়, সত্যবাক্, বন্ধু, কৃতজ্ঞ।
হেন হরি ছাড়ি' অন্যে নাহি ভজে বিজ্ঞ॥
যাঁর মুখে বিষ দিয়া 'পূতনা' সে তরে।
এ-হেন দয়ালু ছাড়ি' কোথা কে নিস্তারে॥
উদ্ধবে কহিল কৃষ্ণ আমা হ'তে দৃঢ়।
জান তুমি সদাকাল ভক্ত-পূজা বড়॥
একবার শরণ যে লয়হে আমায়।
সদাকাল রাখি আমি জানহে তাহায়॥
কৃষ্ণ বলে, আমা' হ'তে ভক্ত-পূজা বড়।
বেদে ভাগবতে তাহা কহিলাম দৃঢ়॥
'হে দেব! জনার্দ্দন! আমি যে তোমার'।
এই কথা যেই বলে আমি হই তার॥
সাধু-ধর্ম্ম-রক্ষা আর পাপীরে বিনাশ।
করিবারে যুগে যুগে আমার প্রকাশ॥
বন্ধু হে অর্জ্জুন! এই আমারে জানিতে।
দেখিতে বুঝিতে পারে ভক্ত ভক্তি-চিতে॥
ভক্তি-যোগে যথাযথ আমার বিশেষ।
সকল স্বরূপ জানি' করয়ে প্রবেশ॥
যাগ-যোগ-তপ-জ্ঞান না পারে সাধিতে।
হে উদ্ধব! ভক্তিবশ-আমি(জান ভালমতে)
সাধুজন-প্রিয় সদা ভক্তি-বশ আমি।
ভক্তি-বিরত জন তারে নীচ জানি॥
সুশীলা পত্নী যথা, পতি বশ করে।
সেইরূপ ভক্তি-বশ আমি সাধু-দ্বারে॥
অধীন অভিন্ন আমি ভক্ত-হিয়া-বশ।
ভক্ত দাসের তাই গাই সদা যশ॥
সালোক্যাদি পঞ্চমুক্তি দিলেও তাঁর পিছু।
নিষ্কাম ভক্তি-সাধক নাহি চায় কিছু॥
কোটি সিদ্ধ-মুক্ত হ'তে এক হরি-ভক্ত।
শ্রেষ্ঠ বলি' গায় শাস্ত্র করি' কণ্ঠ মুক্ত॥
হরি-ভক্তে গুণ যত সকল সঞ্চারে।
অসৎ হিংসায় সৎ-গুণ নাহি ধরে॥
শাস্ত্র-আজ্ঞামতে কাম ছাড়ি' হরি ভজে।
দেব, ঋষি আদি ঋণ নাশে সব বীজে॥
নিজেরে লুকাতে হরি নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অসুর-স্বভাব যারা অভক্তের গণ।
উলূকের মত নাহি দেখে সে কিরণ॥
মুরারি আশ্রয় যাঁর আপদ ভিতর।
গোষ্পদ সমান তাঁর এ'ভব-সাগর॥
হরি-বর্জ্জিত হ'লে অবনী-ভিতরে।
পিতা, মাতা, ঔষধ রাখিতে না পারে॥
ততদিন ভয় থাকে ধন, জন-তরে।
যতদিন হরি-পদে শরণ না ধরে॥
নিজ লাভে পূর্ণ হরি, সম ও প্রশান্ত।
ছাড়ি' অন্য ভজে যেই, সে হয় দুর্দ্দান্ত॥
অতি নীচ জাতি যাঁর দাসের আশ্রয়ে।
বিমলতা লভে সেই হরি সেবাময়ে॥
হরি আনন্দ-পদ যারা নাহি স্মরে।
জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মজড় হ'য়ে তারা মরে॥

হরি-ভক্ত জন্মে যদি কোন বংশে তবে।
পিতৃগণ নেচে বলে, তরিলাম এবে ॥
হরিভক্ত কভু পর-হিংসা নাহি করে।
অহিংসা-যম-নিয়ম সদা সাথে ফিরে ॥
ভক্ত-সঙ্গে লভে জীব ভক্তি-বীজ-মূল।
ভক্ত-সঙ্গ ফলে জীব ছাড়ে সব ভুল ॥
ভুক্তি-মুক্তি-কামী যদি ভক্ত-দয়া পায়।
ভক্তি যোগ সাধিবারে অধিকারী হয় ॥
হরি-ভক্ত দুঃখ-হীন, কাম-ক্রোধ-হীন।
হরি-প্রণয়-সেবা-সুখেতে প্রবীণ ॥
হরিতে যে ভক্তি, ভক্ত-গুরুতে সেরূপ।
করিলে বুঝিতে পারে তত্ত্বের স্বরূপ ॥
পূজে হরি, নাহি ভজে ভক্তের চরণ।
সাধক না হয় সেই দম্ভের কারণ ॥
যাঁর ঘরে করে পর-ব্রহ্ম বিচরণ।
শ্রুতি-স্মৃতি ছাড়ি' ভজে শ্রীনন্দ-চরণ ॥
ভক্তি-তারতম্যে ভক্ত-মহিমা কথন।
প্রকাশ করিল তবে রূপ-সনাতন ॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'তে বড় **প্রহ্লাদ** ধীমান্
তাহা হ'তে আরো বড় ভক্ত **হনুমান্** ॥
তাহা হ'তে আরো বড় **শ্রীপঞ্চ-পাণ্ডব।**
তাহা হ'তে আরো বড় শ্রীভক্ত-উদ্ধব ॥
তাহা হ'তে বড় ব্রজে দাস ভক্তগণ।
তাহা হ'তে বড় সব কৃষ্ণ-সখাগণ ॥
তাহা হ'তে বড় সে দেবকী, বসুদেব।
তাহা হ'তে বড় যশোমতী, নন্দদেব ॥
তাহা হ'তে বড় মথুরার কান্তাগণ।
তাহা হ'তে বড় দ্বারকার প্রিয়াগণ ॥
তাহা হ'তে বড় আরো ব্রজে গোপীগণ।
সবা হ'তে বড় তবে রাধিকা-রতন ॥
কৃষ্ণের সকল আশা সদা আরাধনে।
সবা হ'তে বড় তিনি পুরাণে বাখানে ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা-কাঙ্গাল।
'ভক্তি-তরঙ্গিণী' গায় আনন্দ-গোপাল

—শ্রীআনন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

জীবের বদ্ধাবস্থা ও তাহার প্রতিকার শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া সেইসকল জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া সংসারাদি দুঃখ ভোগ করিতেছে। এইরূপ কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে তাহাদের গতাগতি। যেরূপ দণ্ডা ব্যক্তিকে রাজা নদীতে চুবাইয়া শাস্তি দেয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ-বশতঃ জীবের 'ভয়' উপস্থিত হইয়াছে। ভগবানে বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াজনিত জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। এতন্নিবন্ধন বিজ্ঞ ব্যক্তি গুরু-দেবতাত্মা হইয়া অনন্য-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা হইতে যে জীবের পতন,—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-কৃপায় জানা যায়, এবং তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাহাকে

পরিত্যাগ করে। এই ত্রিগুণময়ী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমাতেই যিনি প্রপন্ন হন, তিনিই কেবল এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন—অন্যে নহে। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি নাই, সেহেতু কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ বা বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবত-শ্রেষ্ঠ গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে কৃষ্ণ জীবকে সমস্ত তত্ত্ব অবগত করান। তখনই জীবের সৌভাগ্যে 'কৃষ্ণ আমার প্রভু, ত্রাতা' ইত্যাদি জ্ঞান হয়।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় শিক্ষা

সমগ্র বেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' এবং 'প্রয়োজন' জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের সহিত কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহা 'সম্বন্ধ-জ্ঞানে' পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধনের নাম—'ভক্তি'; উহা 'অভিধেয়' নামে অভিহিত। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী চমৎকার ব্যাপার আছে; তাহার নাম—'প্রয়োজন'। সেই প্রেম পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন-স্বরূপ।

এই তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে মহাজনগণ একটী উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—পিতার ধন আছে জানিয়া তাহার সন্ধান করিতে না পারায় পুত্র দারিদ্র্য-ভোগ করিতেছেন—এমন সময় একজন সর্ব্বজ্ঞ ঘরে আসিয়া তাহাকে পিতৃধনের সন্ধান দিলে সেই ধনের কথা অবগত হওয়া মাত্রই তাহার যেরূপ অবস্থা, ক্রিয়া ও ফল হয়, তাহাই উক্ত তত্ত্বত্রয়ের উদাহরণ। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞ মহাজন যেরূপ দরিদ্রকে পিতৃ ধনের উদ্দেশ দেন, তদ্রূপ জীবের পরম মুখ্য একমাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমধন মায়াবদ্ধ জীব সন্ধান না পাওয়ায় অবস্তুকে বস্তু-ভ্রমে—অধনকে স্ব-ধন-জ্ঞানে বঞ্চিত হইতেছে। তজ্জন্য পরম-কারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি কুবিচার-সম্পন্ন ও ভোগপর ব্যক্তিকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই মূল উদ্দিষ্ট বিষয়রূপে অভিহিত। **ইহাই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।**

"বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায়॥" (চৈঃ চঃ)

সেই ধন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণ-শাস্ত্র হইতে অনেক প্রকার উপাদেয় কথা স্থানে-স্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন—**দক্ষিণ দিকে** ভীমরুল-বরুলী, অর্থাৎ বোল্‌তারূপ কর্ম্মকাণ্ড, এই কর্ম্মমার্গে জীব সংসার-ভোগ-বাসনারূপ ভীমরুল-কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন, ভোগের আশা নিবৃত্তি হয় না। যমদণ্ড্যগণ 'দক্ষিণা' গ্রহণ করিয়া ফল আরোপ করেন।

পশ্চিম দিকে,—জ্ঞান-কাণ্ডরূপ যক্ষ ; যক্ষ ধন-প্রদাতা নহে, তাহার নিকট ধন-প্রার্থিগণের প্রাণ বিনাশ ব্যতীত ধন লাভ দুরাশা মাত্র। **উত্তর দিকে,**—কৃষ্ণবর্ণ অজগর-রূপ 'যোগ-কৈবল্য'। সেই কৈবল্য-রূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধজীব-সত্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। **পূর্ব্বদিকে,**—মাটী অল্প খুঁদিলেই রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে পড়িবে। কৃষ্ণ-ভক্তিই বদ্ধ-জীবের পূর্ব্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন ; তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব নিত্যকাল ধনী। বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ—হে উদ্ধব ! আমার প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাঙ্খ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥" (ভাঃ ১১।১৪।২১)

সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্য-শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ চণ্ডালকেও জন্ম-দোষ হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব সেই ভক্তিই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ। সর্ব্ব-শাস্ত্রে সেই ভক্তিকে **'অভিধা' আখ্যা দিয়াছেন।**

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে-প্রকার,—ধন প্রাপ্ত হইলে সুখভোগ-রূপ ফল হয় ; সুখভোগ হইলে দুঃখরাশি স্বতঃই পলায়ন করে, তদ্রূপ ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন হইলে ভবব্যাধি-রূপ দুঃখ স্বতঃই দূরীভূত হয়। দারিদ্র্যাদি 'দুঃখ-নাশ,' 'ভবক্ষয়' ইত্যাদি প্রেমের মুখ্যফল নয় ; প্রেমের মুখ্যফল—একমাত্র প্রেমসুখ-ভোগ ; **ইহাই মুখ্য প্রয়োজন।**

সনাতনের সহিত প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-বিচার

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি—শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৯-৫০)
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার, শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।

চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ২০।১৫২-৫৩)

"ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥" (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।১)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তিনি অনাদি, সমগ্র তত্ত্বেরও আদি এবং সকল কারণরেও তিনি একমাত্র পরম-কারণ। স্বয়ং ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ; গোবিন্দ তাঁহার অপর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগোলোকাদি ধামে তিনি নিত্য বিরাজমান।

এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১৩।২৮)

এতাবৎ কাল যে-সকল অবতারাবলীর কথা কথিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহ পুরুষাবতারের অংশ, কেহ কলা ; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি চিন্ময় কিশোর-মূর্ত্তি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও প্রকৃতির অতীত নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে লীলারত।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতিতে ত্রিবিধ প্রকাশ

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
'ব্রহ্মে'তি 'পরমাত্মে'তি 'ভগবানি'তি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

সেই পরতত্ত্ব নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদীর জ্ঞান-প্রতীতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গ-যোগানুশীলনকারী যোগীর হৃদ্দেশে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবদংশ বৈভব 'পরমাত্মা'রূপে এবং যাঁহারা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে পরমবস্তুর চিন্ময়-সেবায় নিরত, তাঁহারা তাঁহাকে 'ভগবান্'রূপে চিন্ময় নেত্রে দর্শন ও শুদ্ধ-হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন।

সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অঙ্গ-কান্তিই 'ব্রহ্ম' ; তাঁহার অংশ 'পরমাত্মা'। তিনি সকল আত্মার আত্মা। চিন্ময় ব্রহ্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি অনাদি ও আদি পরাৎপর-বস্তু পরমব্রহ্ম, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। সেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশে পর, ব্যূহ, বৈভব, স্বাংশ, কলা, আবেশ ইত্যাদি অনন্ত অবতার নিত্য বৈকুণ্ঠে প্রকটিত এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত ; তাঁহারাও অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট ভগবৎ-তত্ত্ব।

সনাতনকে শক্তিত্রয় শিক্ষা

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই ত্রিবিধ শক্তি। চিচ্ছক্তি হইতে অনন্ত চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম, চিন্ময়-রূপ, চিন্ময়-পরিকর, নিত্য চিন্ময় লীলাদি প্রকটিত। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপিণী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়া শক্তি। সেই মায়া শক্তির অনন্ত বিক্রম হইতে অসংখ্য প্রাকৃত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। চিচ্ছক্তির ভেদাংশ-বিক্রম-সম্ভূত অনন্ত জৈব-জগতে জীবের অবস্থিতি। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

ভগবান্ ভক্ত-বৎসল

পুরাকালে হস্তিনা-নগরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহামানী দুর্য্যোধন রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিয়া অভিমানে 'ধরাকে সরা' সম জ্ঞান করিতেন। তাহার মাতুল শকুনিকে মন্ত্রী করেন; রাজা দুর্য্যোধন তাহার কুপরামর্শে পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশা খেলায় পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, মোটের উপর ১৩ বৎসর বনবাস প্রদান করেন। পাণ্ডবগণ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব—ইঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা; ইঁহারা কণ্টকময় অরণ্যে গমন করিয়াও ভগবানের চিন্তায় বিভোর হইয়া, এই দারুণ দুঃখকেও কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না।

পাণ্ডব-পত্নী পরমা সতী দ্রৌপদী দেবী সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া একটী অক্ষয় ভাণ্ড প্রাপ্ত হন। সেই পাক-পাত্রের একটী গুণ ছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূর্য্য অস্তমিত হইবেন ততকাল পর্য্যন্ত দেবী ঐ পাক-পাত্রের গুণে সহস্র সহস্র লোক অনায়াসে ভোজন করাইতে পারিতেন, কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইলে ঐ পাত্রের আর সে গুণ থাকিত না।

এক দিবস প্রাতঃকালে মহাঋষি দুর্ব্বাসা ষাট সহস্র শিষ্য লইয়া, 'শিব শিব' শব্দে রাজা দুর্য্যোধনের অতিথি হইলেন। রাজাও পরম আনন্দ-সহকারে চতুর্ব্বিধ পরম উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া শিষ্যসহ ঋষিকে তৃপ্ত করাইলেন। রাজ-ভাণ্ডারে তাহার কিছু অভাব ছিল না; সকলকেই দিব্য-মণি-খচিত স্বর্ণ-পাত্রে ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজা দুর্য্যোধন, মামা শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই বর চাহিলেন,—"আপনি একদিন সশিষ্য সূর্য্যাস্তের পর, রাজা যুধিষ্ঠিরের বনস্থ পর্ণ কুটীরে অতিথি হইবেন।" দুর্ব্বাসা 'তথাস্তু' বলিয়া রাজাকে বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, দুর্য্যোধনের প্রার্থনামত মহাঋষি দুর্ব্বাসা সন্ধ্যায় ষাট হাজার শিষ্য লইয়া অরণ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইলেন। অসময়ে হঠাৎ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিহিত ভাবে মুনিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এবং আসিবার কারণ জানিতে পারিয়া করযোড়ে ঋষিকে বলিলেন—"নিকটস্থ নদীতে গমন করিয়া আপনারা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া আসুন, আমি আপনাদের ভিক্ষার উদ্যোগ করিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া সশিষ্যে দুর্ব্বাসা সন্ধ্যাহ্নিকের নিমিত্ত নদী-তীরে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির অন্তঃপুরে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—"সতি! আজ বহু

শিষ্য লইয়া মহামতি দুর্ব্বাসা অতিথি হইয়াছেন ; সুতরাং তুমি ইঁহাদের আহারের যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হও।" রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিলেন,—"রাজন্! সন্ধ্যার পরে আমার পাক-পাত্রের কোন গুণই থাকে না। সুতরাং কি করিয়া এই অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব, তাহা ভাবিয়া আর কূল কিনারা পাইতেছি না।" তখন পাণ্ডবগণ বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া সকলেই ব্যাকুলিত হইয়া বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্রুজলে বদন প্লাবিত হইয়া গেল। 'হে কৃষ্ণ! হে বিপদ-তারণ! শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি না আসিলে ক্ষুধার্ত্ত ঋষির অভিশাপে আজ পাণ্ডব-বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

সেই আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সবে মাত্র আহারে বসিয়াছিলেন। লক্ষ্মী, রুক্মিণী দেবী পরিবেশন করিতেছিলেন,—ভগবানের আর আহার হইল না, কেননা তাঁহার প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবগণ বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন। অন্তর্যামী ভগবান্ জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'গরুড়! গরুড়!' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। পবন-বেগে বাহন গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল; তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে কাম্যবনে যেখানে যুধিষ্ঠিরাদি অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পাণ্ডবগণের আর আনন্দের সীমা নাই।

ভগবান্ ত্বরিত গমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে কাতর-স্বরে বলিলেন,—"আজ আমার ভাল করিয়া আহার হয় নাই, বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি কিছু ভোজ্য দ্রব্য প্রদান কর।" এই বলিয়া ভগবান্ দ্রৌপদীর নিকট হস্ত পাতিলেন। তখন দ্রৌপদীর কি অবস্থা হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি হরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! তোমাকে যোগিগণ ধ্যানে আরাধনা করিয়া পায় না; যোগীর অগম্য-ধন তুমি আমার দরজায় আসিয়া, আমার নিকট হস্ত পাতিয়া আহার প্রার্থনা করিতেছ; কিন্তু আমার ঘরে যে কিছুই নাই, তাহা কি তুমি অন্তর্যামী হইয়াও বুঝিতে পারিতেছ না? হা ধিক্ বিধি!"—এই বলিয়া দ্রৌপদী মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,—"তোমার পাকপাত্র আনয়ন কর, দেখি উহার মধ্যে কি আছে!" দ্রৌপদী পাক-পাত্র উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলে, ভগবান্ বলিলেন—"ঐ যে একটু শাকের কণা দেখা যায়—উহাই জলের সহিত আমার হস্তে প্রদান কর।" এই

কথা শুনিয়া দ্রৌপদী অনন্যোপায় হইয়া তাহাই করিলেন। তখন ভগবান্ ভক্তের হস্তস্থিত দ্রব্যে তৃপ্ত হইয়া বলিলেন—"অহো! আমি যেমন তৃপ্ত হইলাম, নদী-তীরস্থ সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিরও এইরূপ তৃপ্তি হউক।"

যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্"—যিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয়, সেই ভগবান্ যখন সকলের তুষ্টি ইচ্ছা করিলেন,—তাঁহার ইচ্ছায় সশিষ্য দুর্ব্বাসারও তুষ্টি সাধিত হইয়া গেল। অনন্ত-শক্তি ভগবানের পক্ষে এ আর বেশী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবান্ দ্বারকা যাইবার সময় পাণ্ডবগণকে বলিয়া গেলেন—"ঋষিবর্গ আজ আর কেহই আসিবেন না। আগামীকল্য যত্ন-সহকারে দুর্ব্বাসা-ঋষিকে ভোজন করাইবে।"

এদিকে দুর্ব্বাসা দেখিলেন—তাঁহার পেট যেন ক্রমশঃ ফাঁপিয়া উঠিতেছে; পেট ভরিলে যেমন উদ্গার উঠে, সেইরূপ ঋষির উদ্গার উঠিতে লাগিল। তিনি শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন—"আজ আমার যাওয়া হইবে না—তোমরা যাও।" এই বলিয়া ঋষি সেই নদী-তীরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকল শিষ্যই পরস্পর বলিতে লাগিল—"ভাই হে! আমারও ঐ অবস্থা, পেট ফাঁপিয়া যে জ্বালা ধরিয়া গেল! আমি আর উঠিতে পারিতেছি না—ঘন শ্বাস বহিতেছে; হঠাৎ এ' কি হইল, বুঝিতে পারিতেছি না।" সকলেই এই বলিয়া নদীতীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া শিষ্যসকল পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"ভাইসকল! কি লজ্জার কথা, রাজ-বাড়ীতে প্রচুর ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল, ভাগ্যে নাই; তাঁহারাই বা কি বলিবেন। আমরা যে কেহই যাইতে পারিলাম না!" অনন্তর দুর্ব্বাসার আদেশে শিষ্য-সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের কুটীরে উপস্থিত হইলে, তিনি পরম আদরের সহিত তাঁহাদের সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইলেন। ঋষিও ভোজনে তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণকে বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে কু-মতি দুর্য্যোধন গোপনে দূত পাঠাইয়া দিল। বলিল—"হে দূত! গোপনে কাম্যবনে গিয়া দেখ—পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার অভিশাপে ভস্ম হইয়াছে কিনা।"

দূত ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে সংবাদ দিল,—"ভস্ম ত' হয় নাই, বরং মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই সংবাদ শুনিয়া দুর্য্যোধনের বদন অমাবস্যার মত কালিমা-বর্ণ ধারণ করিল। তিনি বিষন্ন-বদনে শকুনি মামাকে বলিলেন—"মামা! আমাদের ষড়যন্ত্র সবই বিফল হইয়া গেল।"

"জয়স্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" যেখানে ভগবান্ সহায়, সেই-খানেই বিজয়-লক্ষ্মী বিরাজ করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৯ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ক্রমশঃ অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা অনুমান ৩।০ টার সময় **অযোধ্যা** ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। গাড়ী এখানে অনুমান ৩।৪ মিনিট অপেক্ষা করে, যদিও রেল-কোম্পানির সময়-তালিকায় এই ক্ষুদ্র সময়ের অবস্থিতির কোন উল্লেখ নাই। আমরা বিগত ১৩৫৬ সালে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জব্রত উপলক্ষে ন্যূনাধিক বিংশতি দিবস এখানে অবস্থান করিয়া ঊর্জ্জব্রত পালন করিয়াছি। আমাদের যাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কয়েকজন সেবক সেই বৎসর অযোধ্যা-ধামে আসিতে না পারায় আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকেন। আমি তখন তাহাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তৎক্ষণাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমান্ গদাধর-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সত্যধ্যান ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ মধ্ব-বিজয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন সেবক অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া প্ল্যাট্‌ফরম্ হইতে নীচে নামিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করত শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধামের প্রতি পঞ্চাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক ধামের ধূলি মস্তকে লইয়া অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ সুদাম-সখা ব্রহ্মচারী অযোধ্যার বিখ্যাত ছোট ছোট পেয়ারা প্ল্যাট্‌ফরম্ হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত যাত্রীদের বিলি করিতে লাগিল। সুদামের সকলকে ভাল করিয়া খাওয়ানই স্বভাব। সে আগাগোড়া সমস্ত রাস্তাই যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ভার লইয়া যত্ন করিয়াছে। তাহার মধুর ব্যবহারে সকলেই খুব মুগ্ধ।

অযোধ্যা-ষ্টেশনে বহু বানরকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এত বানর আর অন্য কোন ষ্টেশনে দেখা যায় না। অ[illegible]দের মহিলা-যাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ ছোট ছোট পেয়ারা ক্রয় করিয়া বানরগুলিকে খাওয়াইতেছিলেন। উহারা মানুষকে তত ভয় করে না; তাহাদের হাত হইতেই কাড়িয়া কাড়িয়া পেয়ারা খাইতে লাগিল। এই বানর-জাতি রামচন্দ্রের সেবক-স্বরূপে অসুর ধ্বংসের সহায়তা করিয়াছিল। তজ্জন্যই রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্রে অযোধ্যা-ধামে যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু আদায় লওয়া তাহাদের যেন একটা দাবী। নর ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীব বলিয়াই তাহাদের স্বভাবে পশু-বৃত্তি ও মানব-প্রবৃত্তি কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিফলিত দেখা যায়। আমরা

ভগবত্তার বিকাশ-ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের আপামর সকলের প্রতিই করুণা-কটাক্ষপাতের মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। শ্রীরামচন্দ্র পশু-পক্ষী, নর-বানর, দেব-দানব সকলকেই কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবে তাঁহার করুণ-করুণাই ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা তজ্জন্য অবতার-সমূহের মধ্যে বলরাম ও রামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া গণ্য করি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব অবতার নহেন—অবতারী। তাঁহারা উভয়েই একই তত্ত্ব, সুতরাং যাবতীয় অবতার-সকলই কৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতার বা কলা। শ্রীকূর্ম্ম-পুরাণের বিচার-অনুসারে রামচন্দ্র পরতত্ত্ব কৃষ্ণের এক তৃতীয়াংশ; ইহা নাম-মহিমা-বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের কারুণ্যামৃত লীলাম্বুধি মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-ক্ষেত্র এই অযোধ্যা-ধাম। ভক্তির পরতমতা ভারতীয় ভৌগলিক ক্ষেত্রের অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমরা ইহলোকের সংসারাচ্ছন্ন অন্যাভিলাষাদি বাসনাময় অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করিয়া প্রত্যূষে কর্ম্মের পারলৌকিক অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র গয়া পরিত্যাগ করিয়াছি—ইহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। তৎপরে জ্ঞানের অত্যন্ত জ্বালাময় প্রখর আতপ-তাপিত কাশীক্ষেত্র দ্বিপ্রহরে অতিক্রম করিয়া, তাপ-বিদূরিত শান্ত শীতলোন্মুখ অপরাহ্ণ বেলায় অযোধ্যা-ধামের কথা স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ আরও কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা লক্ষ্মণাবতী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। তখন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা (৬৷৷৩০)। গাড়ী যেন দ্রুত-গতিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্ব্বেই এখানে পৌঁছিল। এই মহানগরী লক্ষ্মণাবতীর বর্ত্তমান নাম লক্ষ্ণৌ। এই ষ্টেশনে গাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করে, তাহার উপর গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই লক্ষ্ণৌ জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের যাত্রিগণ প্রায় অধিকাংশই গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বিরাট্ প্রশস্ত প্লাট্‌ফরমে পায়চারী করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ ২২।২৩ ঘণ্টা গাড়ীতে অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ যে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, গাড়ীর বহির্দ্দেশে আসিয়া মুক্ত আকাশ বাতাস পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বভারতের রেল কোম্পানির (E. I. R) এই ষ্টেশনটী অতীব সুন্দর। দূর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আগ্রার-তাজমহলের সুদৃশ্য গম্বুজগুলির কথা স্মরণ করিতেছিলেন।

ইতোমধ্যে পূজারী ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। সন্ধ্যারতির আয়োজন হইয়াছে, সকলেই আরতি দর্শনের জন্য একত্রিত হইয়া আমাদের কক্ষের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের সমস্ত লোক আমাদের গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলিল। লক্ষ্ণৌ যুক্ত-প্রদেশের (বর্ত্তমান উত্তর-প্রদেশ) প্রধান নগর; সুতরাং

বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্য-মান্য বিশিষ্ট লোকের স্থান। তজ্জন্য রেল-ষ্টেশনেও ঐ শ্রেণীর লোকের ভীড়ও প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই ঘণ্টা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই সমবেত হন। আরতি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ মহারাজ কীর্ত্তন ধরিলেন—"জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা" ইত্যাদি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। সত্যবিগ্রহ ও পূর্ণানন্দ মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দর্শন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ পূজারী মহাপ্রভুর রজত-অলঙ্কার মুক্ত করিয়া স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করেন। মস্তকে শিখিপুচ্ছ-সমন্বিত মুকুট, হস্তে অনন্ত, বালা, গলদেশে বিবিধ রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ হার, পাদদেশে নূপুর, অঙ্গেতে অভিনব বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি দর্শক-মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি সুবর্ণ জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া অতীব চমৎকার উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ বৈভব দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা-অবতারের করুণা-বৈশিষ্ট্য। "যমেবৈষ বিণুতে তেন লভ্যঃ।" গাড়ীর অধিক সময় স্থিতি লক্ষ্য করিয়া ধীরকৃষ্ণ বেশ ভাব-ভরে দীর্ঘ সময় ধরিয়া আরতি করিল।

সেই সময়ে ষ্টেশনে সমাগত সকলেই তাহাদের নিজ নিজকে ধন্য জ্ঞান করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিল। সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীবিগ্রহের শোভা অনিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু প্রণামিও আমাদের কক্ষাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমাদের কক্ষের বহির্দ্দেশে হিন্দি "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, নবদ্বীপ (পশ্চিম বঙ্গাল)" ৬ হাত দীর্ঘ এবং ২ হাত প্রস্থ লাল "সালু" কাপড়ে সাদা অক্ষরে লিখা, বড় নিশানটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। উহার দিকে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। কেহবা আরতি সমাপ্ত হইলে পর সাক্ষাদ্‌ভাবে আমাদের নিকট সমিতির সম্বন্ধে অনেক কথা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আরতি সমাপ্তির পর "সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক" ইত্যাদি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত সংস্কৃত গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তৎপরেই গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি হইল এবং গার্ড গাড়ী ছাড়িবার ইঙ্গিত করিলে আমাদের যাত্রীসকল অত্যন্ত তৎপর হইয়া স্ব-স্ব স্থান অধিকার করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরা সন্ধ্যা-কীর্ত্তনাদি সমাপন করিয়া লক্ষ্মণাবতীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই লক্ষ্মণাবতী নগর রামানুজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত। ত্রেতাযুগ হইতে এই মহানগরী লক্ষ্মণাবতী নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের হিন্দু-রাজত্বের সময় হইতে

মোগল ও বৃটিশ রাজত্বের অন্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় পর্য্যটক-মণ্ডলীর নিকট ইহা মনোরম সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের বিকাশ চিরদিনই অবগুণ্ঠিত। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের ছায়া। ছায়াতে মূল কায়ার পূর্ণ ছবি নির্ব্বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রাকৃত কবিসকল তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির অন্তর্গত জগতের ধ্বংস ও পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ অনুভব করেন। তজ্জন্য আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের সেবা-সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। ভগবদুপাসনার ক্রম-বিকাশ আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। সেব্য অপেক্ষা সেবক-তত্ত্বের প্রাধান্যই বৈষ্ণব-তত্ত্বে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তির রসময় তত্ত্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার ক্রম-বিকাশ হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে। তাই আমরা সেব্য-তত্ত্বের আবির্ভাব-ভূমি অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া সেবা-বিলাসের ক্ষেত্র লক্ষ্মণাবতীতে পৌঁছিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা আরও অগ্রসর হইলে সেবার আরও উন্নততম স্থানসমূহ আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

রামানুজ লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব তত্ত্বতঃ এক হইলেও সেবা-বিলাসের মধ্যে তারতম্য আছে। আমরা ইহার উৎকর্ষ-মূলক পার্থক্য মথুরা-বৃন্দাবনে লক্ষ্য করিয়াছি। সেবানন্দে উৎকর্ষতা লইয়াই সেবা-সেবক-তত্ত্বের তারতম্য বিচারিত হয়। এস্থলে রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের সেবার উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বলা-বাহুল্য, এ সম্বন্ধে শ্রবণেচ্ছু হইয়া আমাকে প্রশ্ন করাতে আমি আলোচনা করিতে বাধ্য হই। ভগবানের প্রীতি-বিধান লক্ষ্মণের দ্বারা অধিক হইয়াছিল বা বলদেবের দ্বারা অধিক হইয়াছিল, ইহাই বিচার্য্য। রাম-লীলায় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ, কৃষ্ণ-লীলায় বলদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে সেবা-স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করে। এ স্থলে কনিষ্ঠ সেবা-সুখের ভোক্তা এবং জ্যেষ্ঠই ভোগ্য। এতদ্ব্যতীত কনিষ্ঠ সেবা-সঙ্কল্পে জ্যেষ্ঠের আদেশের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার সেবা-তৎপরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতে গিয়া তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেন। শুধু তাহা নহে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি

স্নেহাধিক্য-বশতঃ লক্ষ্মণের কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাঁহাকে বিশেষ তৎপর থাকিতে হইত। বিশেষতঃ স্নেহ নিম্নগামী, সুতরাং লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের স্নেহে পুষ্ট হইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। রামের বাৎসল্য লক্ষ্মণের প্রতি প্রচুর; কিন্তু ভ্রাতৃ-বন্ধনের সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠত্বঃ সর্ব্বত্র বিদিত।

শ্রীশ্রীবলদেব-তত্ত্বে কৃষ্ণ-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, বলদেব কৃষ্ণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইয়া বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্যের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি লাল্য-ভাব তাঁহাকে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন রাখিত। কৃষ্ণের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রীতি-তৎপর ছিলেন। কৃষ্ণকে সর্ব্বদা কিছু দেওয়াই তাঁহার স্বভাবে পরিস্ফুট। তাঁহার নিকট হইতে লওয়া, তাঁহার সেবা-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হইতেই লক্ষ্মণ অপেক্ষা বলদেবের সেবা-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

রসগত নানা কারণে রাম-লীলা অপেক্ষা কৃষ্ণ-লীলার অধিক মাধুর্য্য অনুভব করা যায়। রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের তুলনা করিলেও আমরা ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিব। দশরথ তাঁহার পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরদান উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এস্থলে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধতার সত্যতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া দশরথ রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ রামচন্দ্রকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বসুদেব কংসের নিকট সমস্ত পুত্র সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণাবির্ভাবের সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, ভগবান্‌কে কংসের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেন নাই। বসুদেব বিচার করিলেন, আমি সত্য ভঙ্গ করিয়া যদি ভগবানের বিন্দুমাত্রও প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। এক জনের সেবা-বৃত্তিতে ভগবানকে ক্লেশে পতিত করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়। অপর ক্ষেত্রে নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও ভগবানের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই প্রকার নানা কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রামলীলা অপেক্ষা কৃষ্ণলীলার অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপ নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে অধিক রাত্র হইয়া পড়ে। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈশ-ভোগ প্রদানের পর ভগবৎ-প্রসাদ সমস্ত যাত্রিগণকে প্রচুর-পরিমাণে বিতরণ করা হইল। তাঁহারা পরমানন্দে প্রসাদ সেবা করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। তখন রাত্র অনুমান দশটা। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫২

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন** গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে** উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টী দ্বীপ দর্শন** ও তত্তৎ-স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে **ষোল-ক্রোশ পরিক্রমা** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১১ই ফাল্গুন, সোমবার—(১) **শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব-পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।

২। ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির) এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—পোড়া-মাতলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।

৫। ১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার—(৮) **শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে) শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট।

৬। ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীল ঠাকুর নরহরি

অঞ্জলি মস্তকে ধরি', সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি, গুরু-পাদপদ্ম-ভৃঙ্গ পায়।
তবাদর্শ গুরুসেবা, হেন দেখিয়াছে কেবা, ধন্য ধন্য তুমি এ' ধরায়॥
নমি আমি করজোড়ি', **ঠাকুর শ্রীনরহরি,** গুরু-সেবা আদর্শ মূরতি।
সর্ব্বকাল গুরু-সেবা, করিয়াছ রাত্রি-দিবা, সেবানন্দে মগ্ন ছিল মতি॥
ধন্য 'দেয়াড়া' নগর, নাতি-দূর যশোহর, ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমি।
কৃষ্ণ-ভক্ত-জন্মস্থান, উদ্দেশ্যেতে পরণাম, পরম পবিত্র তীর্থ তুমি॥
আ ত বাল্যকাল হ'তে, কৃষ্ণ-সেবা এক-চিতে, দুঃসঙ্গ ত্যজিয়া এক ঘরে।
বিশুদ্ধ ভাবে অর্চ্চন, শ্রবণ আর কীর্ত্তন, ভোগ-রাগ একান্ত অন্তরে॥
সেই সেবা হৃদে ধরি' কোথায় শ্রীগৌরহরি, রাগাবেশে উদ্বিগ্ন অন্তরে।
নবদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যথা গৌর, গৌর-প্রেষ্ঠ, উত্তরিলে সেই মায়াপুরে॥
বৈষ্ণবের যতগুণ, একাধারে সুশোভন, তুলনা নাহিক পাই তার।
মধু হৈতে মধুভাষী, অতীব প্রিয় সম্ভাষী, সেবাময় জীবন তোমার॥
গুরুদেব শ্রীভকতি, শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, অদ্বিতীয় মহা মহাজন।
কায়-বাক্য-মনে তুমি, সেবিতে গুরু-গোস্বামী, সেবা তব সাধ্য ও সাধন॥
শুধু গুরু-সেবা নয়, গুরু-ভক্ত সেবা হয়, সদা-কাল তোমার জীবন।
সেবা-ভক্তি শিখাইতে, এসেছিলে এ' জগতে, নমি তব কমল চরণ॥
অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে, শ্রীচন্দ্রশেখর ঘরে, আদ্য মঠ স্থাপিলেন প্রভু।
শ্রীচৈতন্য মঠ হয়, সর্ব্ব বিশ্বে জয় জয়, তুলনা নাহিক তার কভু॥
চেতনের ভিতে গড়া, চেতনের বাণী ভরা, চেতনের পশরা লইয়া।
চারি কক্ষে চারিজন, মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী হন, নিম্বার্ক, আর রামানুজীয়া॥
বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রেষ্ঠ, সবে ভগবৎ প্রেষ্ঠ, মায়াবাদ-মত ধ্বংস কৈল।
তাঁহাদের প্রভাবেতে, এ' দুর্দ্দিনে এ' ধরাতে, 'আমি ব্রহ্ম'-ভাব দূরে গেল॥
জীব নিত্য কৃষ্ণ-ভৃত্য, কৃষ্ণ-সেবা সদা কৃত্য, আচরিয়ে বিশ্বে প্রচারিলে।
সেই চারি মহাজন, চারি 'কোণ' সুশোভন, রত্নবেদী শোভে মধ্যস্থলে॥
শ্রীগৌর, রাধা-বিনোদ, ত্রি-জগতের সুসম্পদ, দরশিলে জগ-মন ভোলে।
কিবা সে রূপের ভাতি, সাক্ষাৎ জগৎ জ্যোতি আখি ধন্য রূপ নিরখিলে॥
সে মহা সেবার রীতি, বর্ণে কার আছে শক্তি, দরশনে সর্ব্ব-চিত্ত হরে।
সে-সব সম্ভার যত, গৌর ধামের মঠ কত, (প্রভু) সব ভার দিলেন তোমারে

সর্ব্ব সজ্জন সুহৃদ, সর্ব্বগুণ-বিভূষিত, 'অজাত-শত্রু' তোমার নাম।
শ্রীখণ্ডের নরহরি, তোমাতে স্মরণ করি, **'ঠাকুর-মশায়'** সেই নাম॥
সর্ব্ববিধ সেবা দেখি', গুরুদেব মহা সুখী, পরসন্ন তোমার উপরে।
যুবা-শিশু অগণন, প্রভুপদে আগমন, মহাযত্নে পালিতে সবারে॥
সেবাভার মায়াপুরে, স্থাপিলেন তব 'পরে, কি রূপে তোষিতে ধাম-বাসী।
গুরু-দাস রহু দূরে, গ্রামবাসী সবাকারে, কি স্নেহ করিতে দিবানিশি॥
তোমার বাৎসল্য-রসে, সব ছিল তব বশে, তুমি ভিন্ন আর না জানিত।
সদা তব জয় জয়, **ধন্য ঠাকুর মহাশয়,** সকলেই ঘোষণা করিত॥
কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা রীতে, দেখিয়া পরম প্রীতে, **শ্রীসেবা-বিগ্রহ** তব নাম।
সেবাই জীবনে শ্রেষ্ঠ, শ্রীগুরু ও গুরু-প্রেষ্ঠ, সেবাই ছিল হে ধ্যান-জ্ঞান॥
বৈষ্ণবের গুণ-কণে, সাধ্য নাহিক বর্ণনে, স্মরণেতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
কাতর প্রার্থনা করি, **ঠাকুর শ্রীনরহরি,** দোষ ক্ষমি' স্ব-কৃপা প্রকাশ॥
আপনি আচার করি' সেবা ভক্তি সুপ্রচারি', ভাগ্যবান্ জনে জানাইলে।
মুই যে অধম মন্দ, পতিতা পাষণ্ডী ভণ্ড, সে-কারণে মোরে উপেক্ষিলে॥

সুদীর্ঘ 'সাতাশ' বর্ষ মায়াপুর-সেবা। হেন সুষ্ঠু ভাবে আর করিয়াছে কেবা॥
হরি কথায় সর্ব্বদা প্রসন্ন বদন। সেবায় মগন, আর শ্রীনাম-কীর্ত্তন॥
কর্ম্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয় যত সর্ব্বাঙ্গ সেবায়। নিয়োগ করিয়াছিলে তুমি মহাশয়॥
মাধব-পঞ্চমী দিনে নিশা দ্বিপ্রহরে। বিজয় করিলে তুমি শ্রীগুরু-মন্দিরে॥
দেবানন্দ গৌড়ীয়মঠ অন্ধকার করি'। অস্তমিত হইলেন ঠাকুর নরহরি॥
সদাকাল শ্রীবদনে গাহিতেন গীতি। "প্রভু মোর **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী॥**"
ভক্তাধীন গুরুদেব ভক্ত-দুঃখ হেরি'। নিত্যসেবায় নিয়োজিলেন **ঠাকুর নরহরি**
জয় জয় জগদ্ গুরু প্রভুপাদ জয়। তব যোগ্য দাস জয় 'ঠাকুর মহাশয়'॥
অনন্ত গুণের মণি **শ্রীসেবা-বিগ্রহ।** তব গুরুপদে মোরে বিন্দু ভক্তি দেহ॥
পতিত-পাবন সবে তাঁর নিজ জন। সবে মিলি কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
নরহরি প্রভু-পাদপদ্ম সদা ধরি'। অধম কাঙ্গাল এই নিবেদন করি॥—
পরদুখে দুঃখী বড় ছিলে মহাশয়। জীব-দুঃখ দেখি বড় কাঁদিত হৃদয়॥
অদোষ-দরশী তুমি বৈষ্ণব ঠাকুর। ও পদে শরণ লয় অধম কুক্কুর॥
শ্রীঠাকুর নরহরি পদে এই ভিক্ষা। সাধু-গুরু-ভগবানে সেবা দেহ শিক্ষা॥

—**শ্রীসরোজবাসিনী দেবী**

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে
সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

বড় বড় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের মন পা'ন নাই। ইহা আমরা তাঁহার প্রকটকালে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। অতিমর্ত্ত্য পুরুষের 'মন' পাইতে হইলে কিরূপ চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের আলোচনা না থাকিলে কি-প্রকারে মন পাওয়া যাইবে? গুরুপাদপদ্মের মন যোগাইয়া চলাই গুরু-সেবকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যদি গুরুদেবকে মনে করি, তাঁহার প্রচুর অর্থের অভাব হইয়াছে, প্রচুর সামর্থ্যের দরকার; আমরা যেমন করিয়াই হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলেই বোধহয় প্রভুপাদের মন পাইব। উৎসবাদি ব্যাপারে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব দিবারাত্র 'গায়ে খাটিয়া' দিলেই সেবা হইবে—এইরূপ মনে করি। কিন্তু অতিমর্ত্ত্য পুরুষের কৃষ্ণসেবাময়ী চেষ্টা 'অর্থ-সামর্থ্যের দ্বারা' পরিপূরণ না হইলে, তাহার দ্বারা গুরুদেবের 'মন' পাওয়া যাইবে কেন? গুরু-পাদপদ্মের 'মন' পাইতে হইলে তাঁহার নিরঙ্কুশ আভ্যন্তরীণ মনের গূঢ় ইচ্ছাটুকু অনুসন্ধান করিয়া তদনুকূলে সর্ব্বতোভাবে সেবা সমাপণ করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলায় তাঁহার নিগূঢ়তম সেবা-প্রবৃত্তি নিখুঁৎ অনুশীলন করিবার যাঁহাদের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধন্য। আমরা নিজেদের মনগড়া ধারণাগুলি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার উপর চাপাইয়া দিলে তাহা কখনও সেবা বলিয়া গণ্য হইবে না। আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাটী গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত এক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া তদনুসারে আমাদের যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা নহে—ইহা এক প্রকার auto-suggestive nature.

পার্থিব জগতের চিন্তাস্রোত অপার্থিব জগতে চাপাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ চেষ্টাতেই আমরা প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া পড়ি। সেবার ইঙ্গিত বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। আমরা পার্থিব জগতের ভোগ-প্রবণতা লইয়া যে সেবা-চেষ্টা দেখাইয়া থাকি, তাহার মূলে ইন্দ্রিয়-তর্পণই পরিলক্ষিত হয়, অথবা তাহার বাধা-স্বরূপ প্রাকৃত বৈরাগ্য প্রস্ফুটিত হয়। ইহা কিন্তু আদৌ সেবা নহে। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে আমাদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, সরলভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও গুরু-পাদপদ্মের সন্তোষ-বিধান করা

যায় নাই। শ্রীগুরুদেবের অন্তরাদেশের সহিত বাহ্যিক আদেশ ও লৌকিক নির্দ্দেশের পার্থক্য বুঝিয়া যিনি তাহা পালন করিবেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী (ভক্তিবিলাসাশ্রয়) শিষ্য ছিলেন, বর্ত্তমানে তিনি প্রকট নাই। তাঁহার জীবনে আমরা তাঁহার কোন বাহ্যিক কর্ম্ম-কুশলতা আদৌ লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার সমসাময়িক 'হোমড়া-চোমড়া' পাঠক ও বক্তা সন্ন্যাসী-বৃন্দ দুই একদিন তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি কিছু কটাক্ষ করিলে গুরুপাদপদ্ম সিংহ-গর্জ্জনে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'আমি খুব বড় বক্তা, আমি খুব ভাল পাঠক, সমস্ত লোককে পাঠ-বক্তৃতার দ্বারা আমি মুগ্ধ করিতে পারি, আমার প্রচুর ক্ষমতা, আমার বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক মঠে চলিয়া আসিতেছে, অতএব আমি একজন 'প্রিয় ও প্রধান শিষ্য'—এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ সেবকের আসন দেন নাই। ভক্তিবৃত্তি পৃথক্ বস্তু। তাহা অতি সৌভাগ্যের ফলেই লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে তাঁহার আচরণ হইতে আমরা কতকগুলি আপাত-বিরোধ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা বাহ্যতঃ তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বৎকুল-বরেণ্য, সিদ্ধান্ত-মার্ত্তণ্ডস্বরূপ দেখিতে পাইতাম। অথচ, সর্ব্বাপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিকেও তিনি 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ বাণী-স্বরূপ বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। তাঁহার বাণী-বিলাস-লীলার প্রধান সহায়করূপে কোন একজন সুবোধ-লেখক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যহেতু হটাৎ মঠ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া 'ঢাকা' গেলে তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই। অপর পক্ষে, তাঁহার কোন নিরক্ষর সেবক-পঞ্চানন চক্ষুর বিন্দুমাত্র অন্তরালে গেলেও তিনি খুব উদ্বেগ অনুভব করিতেন। ইহা আপাততঃ অত্যন্ত startling ও perplexing বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহা আদৌ সেরূপ নহে। এই ব্যবহারের অন্তরে ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ-ধারা প্রকাশিতা রহিয়াছে। লেখনী-পরিচালনার দ্বারা জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়া প্রভুপাদের যতটুকু সেবা করা হইয়াছে, তাহার অনন্ত-গুণে সেবাবৃত্তি নিরক্ষর ব্যক্তির প্রাণের টানে প্রকাশিত। গুরুপাদপদ্মে আসক্তিই ভক্তিবৃত্তির মূল-সূত্র।

আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি,—অনেকেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনায় মতিচ্ছন্ন হইয়া পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি লিখন, গ্রন্থ-প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য্যে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি নিজের কিছু প্রাপ্তিযোগ অথবা প্রশংসাস্বরূপ প্রতিষ্ঠাটুকুও না পাই, তাহা হইলে আমাদের আর গুরুসেবা করা

হয় না। আমরা সর্ব্বদাই গুরুদেবের নিকট হইতে উৎসাহের নাম করিয়া প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়া থাকি। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুসেবা বা শরণাগতির লক্ষণ নহে। যিনি গুরুদেবে যতটা আসক্ত, তিনি ততটাই গুরুসেবক। আমরা মহাজন-পদাবলী হইতে শিক্ষা পাই যে, "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউ চরণে তোমার॥" মায়িক বিষয়কে 'আপনার'-জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়াছি যে, তাহাকে বিন্দুমাত্রও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করি। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বস্তুতে ঐ প্রকার 'আমার'-বোধ না হইলে ভগবদনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? 'হরিগুরু-বৈষ্ণবের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু আমার জিনিসটী ঠিক থাকুক'—এইরূপ বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে। এমন কি, 'মায়িক জগতের যাবতীয় জিনিস ধ্বংস হয় হউক, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার দ্রব্যের কণামাত্রও আমি ধ্বংস হইতে দিব না'—ইহাই প্রকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ, অদ্য যাঁহার বিরহ তিথি, তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বহরমগঞ্জে সহস্র সহস্র লোক-সমক্ষে বিরাট্ সভায় বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন, 'আমি ভগবানের এক কপর্দ্দক রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ অনর্থগ্রস্ত জীবের বিনাশ সাধনের প্রশ্রয় দিতে পারি।' সে আজ ৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ঐ কথাটী শুনিয়া হৃদয়ের মধ্যে বিরাট্ 'তোলপাড়' হইতে লাগিল। যে-মহাপুরুষ আজীবন নিরামিষ আহার করিয়া সমস্ত জৈব-জগৎকে অপ্রাকৃত অহিংস-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার মুখে আজ প্রকাশ্য সভায় এইরূপ কথা কি শুনিলাম! ইহা সম্যসম্য অত্যন্ত revolting বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাই যাবতীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির সার-শিক্ষা-স্বরূপ মহাবাক্য।

আমরা গণিত-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—Plus one is greater than minus any large amount or infinity অর্থাৎ minus (বিয়োগ) power এর সংখ্যা কোটী কোটী নির্দ্ধারিত হইলেও, উহা plus (যোগ)' এক' অপেক্ষা বহু নিম্নে অবস্থিত। মায়িক জগৎ 'অভাবের' দ্বারাই নির্ম্মিত। সুতরাং ইহা সর্ব্বদাই minus power; কিন্তু অপার্থিব অপ্রাকৃত জগৎ পূর্ণ। সুতরাং সে-স্থানের একটী বালুকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বস্তুও পূর্ণ-স্বরূপ। তাহাতে মায়িক অভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার একটী বালুকণ-স্বরূপ কপর্দ্দকও পূর্ণ বস্তু, এবং তাহা অভাবপূর্ণ মায়িক জগতের কোটী কোটী অপূর্ণ অর্থস্বরূপ প্রাণী অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষাই অপ্রাকৃত জগতের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

পার্থিব জগতেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন নহে। কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট্ তাঁহার নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সৈনিকের প্রাণবধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সম্রাটের ঐরূপ ইচ্ছা-পূরণই তখন সৈন্য-সেনাপতিগণের জীবন উৎসর্গের হেতু হয়।

সাধারণ সৈনিকগণ নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অথবা স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুগণের অনিত্য অস্থায়ী ভোগ-বিলাসের জন্য মাসিক সামান্য কয়েকটী মুদ্রা লাভের আশায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হয়। এমন কি, স্ত্রী-পুত্র, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, ভালবাসা যাহা কিছু সমস্তই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখা যায়। কিন্তু আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য তাহার কতটুকু করিয়া থাকি? যে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির দ্বারা আমার অনন্তকাল সুখ-সম্পদের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা কি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ? প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁহার হৃদয় কত উদার, কত প্রশান্ত, কত মহান্! আমরা ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকগণের বৈষ্ণব-প্রীতির পরিমাণ বুঝিয়া লইতে পারি।

আমাদের মধ্যে কেহ যদি contagious বা infectious (সংস্পর্শজ বা সংক্রামক) কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখনই ধরা পড়িয়া যায় কাহার কতদূর বৈষ্ণবে প্রীতি। আমরা তখন পুনরায় ঐ ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ভয়ে বা প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অন্যত্র যাইতে দ্বিধাবোধ করি না। ইহা কি অনিত্য পুঁজ-রক্ত-মিশ্রিত মাংসপিণ্ড স্বরূপ শরীরের প্রতি মমতার লক্ষণ নহে?—যে শরীর অদ্য বা বর্ষশতান্তে অবশ্যই পতিত হইবে। আমরা সর্ব্বদাই পাঠে, কীর্ত্তনে, বক্তৃতায় বলিয়া থাকি,—'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়,' অথচ সর্ব্বদাই তাহার প্রাধান্য দিয়া থাকি। কথা ও কাজে যদি একরূপ না হইল, তবে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া লোক ঠকাইয়া লাভ কি? সত্যসঙ্কল্প বৈষ্ণবের প্রধান গুণ। আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি,—বৈষ্ণবের জন্য প্রাণ দিতে হইবে, বৈষ্ণবের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবার জন্যই করিতে হইবে। ইহা কি কেবল বাক্যবিন্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে? কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে কোন পাষণ্ড তাহা হইতে বাধা প্রদান করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে—ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অদ্য প্রত্যূষে আপনারা "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়" গীতটী শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে একটী ঘটনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যথা, "কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যারা, তা'সবার দোষ ক্ষমা করি'" ইত্যাদি। এই পদটী কুলিয়ার যে ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আমার স্মরণ হইতেছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ সেবকগণের সেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বহু যাত্রীসঙ্ঘের সহিত শ্রীনব প- াম পরিক্রমা লইয়া চাঁপাহাটী যাইবার পথে নবদ্বীপ কুলিয়া-সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে আজ ২৫ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে কুলিয়ার কতকগুলি পাষণ্ড তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈষ্ণবের ইচ্ছামাত্রে সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত হইলেও জগতে সেব্য ও সেবকের মহিমা প্রকাশ করাই আচার্য্যের আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য তাই সেই সময়ে কলির তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ কোন এক শুঁড়ির গৃহে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সেবকগণের আর্ত্তি ও আসক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন দুই একজন ব্যতীত ঐরূপ দুরবস্থার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্যগণ স্ব স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা সহস্র সহস্র গুণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। এমন সময়ে, তাঁহার কোন সেবক পরস্পর বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে ছদ্মবেশে সেস্থলে দুর্দ্দান্ত কলির চরগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে নিরাপদে লইয়া গিয়াছিলেন।

ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই গুরুসেবকের প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে। যাঁহারা গুরুপ্রেষ্ঠ, প্রভুপ্রেষ্ঠ বা আচার্য্যপ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত এবং যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অ- ত জন বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, অথবা যাঁহারা মঠ-মিশনের সৃষ্টিকর্ত্তা বা তাঁহার প্রধান সহায়ক বলিয়া গৌরব করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাহাকেও সেই অশুভ মুহূর্ত্তে গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। গুরু-সেবায় প্রাণ বিসর্জ্জন করাই গুরু-সেবকের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনারা আচার্য্যের এই প্রকার একটী লীলা-বিলাসের প্রতি মর্ত্ত্য ধারণা করিবেন না। যেহেতু, এইরূপ ঘটনাই আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য মহিমা-প্রকাশক।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীরামানুজের জীবনী স্মরণ করুন। তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিপক্ষদল তাঁহাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, একনিষ্ঠ প্রধান শিষ্য আচার্য্য কুরেশ শ্রীরামানুজকে স্ত্রীলোকের বেষ পরাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহার

প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও কাপালিকের হস্তে হত হইতে উদ্যত হইলে আচার্য্য পদ্মপাদ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গুরু-সেবকের ইহাই আদর্শ। এইরূপ প্রত্যেক আচার্য্য-লীলাতেই তাঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানা প্রকার দুর্ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য স্বভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে, সেবকের তারতম্য-মূলক বিচারও জগজ্জীবের শিক্ষার নিদর্শন হইয়া থাকে। তাই বলি, ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকের সেবা-বৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বর্ষ-বিদায় বা বেদান্ত (?)

আমরা 'বেদবর্ষ'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধের দ্বারা বর্ত্তমান ৪র্থ বর্ষের আলোচ্য সূচনা করিয়াছি। গণিতের ৪র্থ সংখ্যার সঙ্কেতই 'বেদ' শব্দে অভিহিত—ইহা আমরা ঐ প্রবন্ধে জানাইয়াছি। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় 'বেদ'-বর্ষের অন্ত হইতেছে। সুতরাং আমরা 'বর্ষ-বিদায়' কালে এই প্রবন্ধকে 'বেদান্ত' সংজ্ঞা দিয়া এক অভিনব রহস্য প্রকাশ করিতেছি। 'বেদান্ত' বলিলে 'বেদ'-বর্ষের অন্ত, অতএব বেদান্ত। এই পত্রিকা শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র। 'বেদান্ত' শব্দে আমরা সাধারণতঃ উর্ব্বর মস্তিষ্কের অত্যন্ত কঠিন মর্ম্মর-প্রাকারের অভ্যন্তরস্থ দুর্ভেদ্য চিন্তাস্রোত-সমন্বিত বাক্য-বিন্যাসকেই বুঝিয়া থাকি। আমরা কিন্তু এখানে সেই 'বেদান্ত'-শব্দের সার-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন পূর্ণ-রসময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময় অস্থি-বল্কলহীন সুকোমল প্রেম-ফলকেই লক্ষ্য করিতেছি। ইহাই শ্রীপত্রিকার বর্ষ-বিদায়ের ফল।

বেদ—ঈশ্বরের বাক্য, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—সাক্ষাৎ বেদ। বেদ হইতেও শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার মাধুর্য্য আরও অধিক। যেহেতু, বেদ—ঈশ্বরের 'নিঃশ্বাস' এবং স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরের 'শিক্ষা'ও—তাঁহার 'বাণী'। 'নিঃশ্বাস' অপেক্ষা 'বাণী'র শ্রেষ্ঠত্ব আছে। যদিও নিঃশ্বাস বায়ু-স্বরূপ এবং বাণীও তদ্রূপা, তথাপি বাহ্য-দৃষ্টিতে উভয়ের জাতীয়তা এক হইলেও 'নিঃশ্বাস' আপেক্ষা 'বাণী'রই বৈশিষ্ট্য অধিক। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বাণী-স্বরূপ। বাণীর অপর নাম—সরস্বতী। আমরা এই শ্রীল সরস্বতীকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া

তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করত তাঁহারই নিগূঢ়তম শিক্ষাসমূহকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় চারিবর্ষ যাবৎ নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি।

যাঁহারা বেদের বাণী—শুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণবগণের লেখনী-নিঃসৃত বিচার হৃদয়ে ও গৃহে সংরক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাই পরম ভাগ্যবান্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা যে-গৃহে শুভ-প্রবেশ করেন, সাক্ষাৎ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বাণীরূপে সেই গৃহে বিরাজিত থাকিয়া সমস্ত চেতন-অচেতন গৃহকে মঙ্গলময় করিয়া থাকেন। সুতরাং, আমরা তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক ও সেবকবৃন্দের সকলকেই নমস্কার জানাইতেছি। আমরা বৈষ্ণব-গুরুবর্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে চাহি,—**"সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার"।** শুধু তাহাই নহে, যাঁহারা দূরে দেশ-বিদেশে থাকিয়া বর্ত্তমানে গ্রাহক, পাঠক ও লেখক হইয়া শ্রীপত্রিকার সেবা করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন, আমরা তাঁহাদের সকলেরই চরণ বন্দনা করি।—

"হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥"

পরিশেষে সকলের নিকট আমার সকাতর নিবেদন,—শ্রীপত্রিকার পাঠক, শ্রোতা, গ্রাহক, লেখক, কার্য্যকারক, পরিচালকবর্গ সকলেই আমাদের প্রতি নিজ নিজ গুণে প্রসন্ন হউন। আমরা নিছক সত্যকথা বলিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অনবধানতাবশতঃ কাহারও হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্রও আঘাত করিয়া থাকি, তজ্জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—**"প্রাণীমাত্রে কায়-মনো-বাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"** অতএব—

"দোষ ক্ষমি' মো অধমে কর নিজ দাস।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস॥"

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসারে)

গৌরাব্দ—৪৬৭ ; ফাল্গুন—১৩৫৯

১১ বিষ্ণু, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ, বুধবার—কৃষ্ণ-একাদশী রা ১।৫৯। **পাপ-বিমোচনী একাদশীর উপবাস।**

১২ বিষ্ণু, ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী রা ১১।৫১। দি ৭।২৬ গতে **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৮ মধ্যে একাদশীর পারণ**। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহ-নগরে শুভবিজয় স্মরণ-মহোৎসব।

চৈত্র—১৩৫৯

২০ বিষ্ণু, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ, শুক্রবার—গৌর-পঞ্চমী দি ৭।২৫।৩১। শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৪ বিষ্ণু, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ, মঙ্গলবার—গৌর-নবমী দি ৬।৫৯। শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মোৎসব। **শ্রীরামনবমী-ব্রতোপবাস।**

২৫ বিষ্ণু, ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ, বুধবার—গৌর-দশমী দি ৮।৯। **দিবা ৮।৯ মধ্যে শ্রীরাম-নবমীর পারণ।**

২৬ বিষ্ণু, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—গৌরৈকাদশী দি ৯।৪২। **কামদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ বিষ্ণু, ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ, শুক্রবার—গৌর-দ্বাদশী দি ১১।৩৫। **পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

৩০ বিষ্ণু, ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ, সোমবার—পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৫।৪০। **শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।**

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্।
পূর্ণচন্দ্র-কলামৃষ্টে কৌমুদী-গন্ধ-বায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাসযাত্রা। শ্রীল বংশীবদনানন্দ গোস্বামী ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

৭ মধুসূদন, ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল, সোমবার—কৃষ্ণ-সপ্তমী রা ৭।৬। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মধুসূদন, ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ দশমী দি ১।২৪। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১১ মধুসূদন, ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল, শুক্রবার—কৃষ্ণৈকাদশী দি ১১।৪। **বরুথিনী একাদশীর উপবাস।**

১২ মধুসূদন, ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল, শনিবার—কৃষ্ণ-দ্বাদশী দি ৮।৩৯। **দি ৮।৩৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

১৪ মধুসূদন, ৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল, সোমবার—অমাবস্যা রা ১।৪৪ গতে **মলমাস-প্রবৃত্তি বা পুরুষোত্তম-মাস আরম্ভ।**